বিশেষ বিজ্ঞাপন।

অদৃষ্টের প্রথম বর্ষ সম্পূর্ণ হইল। অদৃষ্টের ন্যায় গুরুতর পত্রিকায় হস্তার্পণ করিয়া আমি কাব্যোপন্যাস-প্লাবিত বঙ্গদেশের সাধারণ পাঠকগণের এরূপ বিষয়ে রুচি সম্বন্ধে বিশেষ সন্দিগ্ধ ছিলাম; কিন্তু এই এক বৎসরের মধ্যে ক্রমশঃ অদৃষ্টের গ্রাহক বৃদ্ধি ও কতকগুলি কৃতবিদ্য পাঠক লাভ এবং তাঁহাদের "অদৃষ্টের" প্রতি যথেষ্ট অনুরাগ দর্শনে এক্ষণে বিশ্বাস হইতেছে,—এরূপ বৈজ্ঞানিক পত্রিকা বঙ্গদেশে চলিতে পারে।

যাহাতে "অদৃষ্ট" প্রচুর চিত্রপূর্ণ হইয়া ক্রমশঃ উৎকর্ষ লাভ করিতে পারে এবং পাঠকগণকে জ্যোতিষ, সামুদ্রিক, শিরোবিজ্ঞান এবং মূর্ত্তি-বিজ্ঞান শাস্ত্রে বিশেষরূপে পারদর্শী করিতে পারে, তদ্বিষয়ে আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হইবে না।

গত ভূমিকম্প সম্বন্ধে ষ্টেট্‌সম্যান (Statesman), ইণ্ডিয়ান মিরার (Indian Mirror) প্রভৃতি পত্রিকায় আমি যাহা লিখিয়াছিলাম,—"অদৃষ্টে" তাহার বঙ্গানুবাদ প্রকাশের নিমিত্ত নানাস্থান হইতে অনেকগুলি অনুরোধ-পত্র প্রাপ্ত হইয়াছি। তাঁহাদের অনুরোধ রক্ষা এবং সাধারণের অবগতির নিমিত্ত আগামী মাসে, অর্থাৎ "অদৃষ্টের" দ্বিতীয় বর্ষের প্রথম সংখ্যায় ভূমিকম্প সম্বন্ধীয় বিশেষ তত্ত্ব প্রকাশিত হইবে। গ্রাহকগণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক আগামী বর্ষের অগ্রিম মূল্য ২৲ এবং মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ ডাক মাশুল সমেত ২।৵০ পাঠাইয়া আমাদিগকে বাধিত করিবেন।

কতকগুলি ইংরাজ বন্ধুর বিশেষ আগ্রহ দর্শনে "অদৃষ্ট" অনুবাদিত এবং স্থানে স্থানে পরিবর্দ্ধিত করিয়া ইংরাজিতে আর এক খানি পত্রিকা প্রকাশ স্থির করিলাম। বর্ত্তমান মাস (জুলাই) হইতে পত্রিকা খানি বাহির হই-তেছে। অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ডাক মাশুল সমেত ৩৲ তিন টাকা। যাঁহারা "ইংরাজী অদৃষ্ট" পাঠ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহারা এই সময়ে গ্রাহক শ্রেণী-ভুক্ত হইবেন।

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

Fellow, London Chirological Society.

সূচীপত্র।

জ্যোতিষ।

সামুদ্রিক।

শুদ্ধিপত্র।

পৃষ্ঠা	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১৩	১৮	(চিত্র—১।২৭)	(চিত্র—১।২৮
২৬	১৫	ছয়টী	সাতটী
,,	১৬	মৃদু	লঘু
,,	,,		বসিবে,—(৭) মৃদুগণ
,,	১৯	পাঁচটী	চারিটী
,,	২২	স্বাতি	হস্তা
,,	,,	মৃদুগণ	লঘুগণ
,,	২৪ এর পর বসিবে,—৭। চিত্রা, অনুরাধা, মৃগশিরা ও রেবতী এই চারিটী নক্ষত্রের মৃদুগণ।		
৩১	৭	আধিপত্য	দিগাধিপত্য
৮৫	১৬	চিহ্ন—১৫)	চিহ্ন—৫)
৮৮	১৮	(চিত্র—১৫, চিহ্ন—১৫)	(চিত্র—৫, চিহ্ন—১৫)
১২৮	১২	মীন এবং	মীন, মঙ্গলের মকর এবং
১৩০	৩	বীহিনি	বিহীন
১৩২	১৭	পার্শ্বদেশ	পার্শ্বদেশে
১৩৩	১৯	করতলের	করতলে
১৮২	২৫	স্বেভাব	স্বভাব
১৮৩	৭	অল্প	অল্প
,,	২৭	মৃত্যুকাল	মৃত্যুকাল
১৯০	১৩	অস্তি	অস্থি
২০৮	১২	শৃঙ্গলাকার	শৃঙ্খলাকার
২১৬	২২	রেখায়	রেখার
২২৮	১১	সমস্ত অঙ্গুলী	সমস্ত অঙ্গুলীর
২৬৩	২৯	পৃষ্ঠের	ওষ্ঠের
২৬৪	২	প্রায়	আর

* যে ভুলগুলি থাকায় অর্থবোধের বিশেষ ব্যাঘাত ঘটিবার সম্ভাবনা, সেই গুলি সংশোধিত হইল। অন্যান্য ত্রুটি পাঠক মহাশয়েরা করিয়া লইবেন।

অদৃষ্ট।

সূচনা।

যাহা দৃষ্টির বহির্ভূত তাহাই অদৃষ্ট। মানবের ভবিতব্য তাহার দৃষ্টি-পথাতীত বলিয়া অদৃষ্ট নামে অভিহিত। এই অদৃষ্টতত্ত্ব একটী ঘোর তিমিরাচ্ছন্ন প্রহেলিকা। যে বিষয় যত প্রচ্ছন্ন, যত সাধারণ দৃষ্টি পথের অন্তরালে অবস্থিত, সে বিষয়ের রহস্য উদ্‌ঘাটনের নিমিত্ত—সে প্রহেলিকার সমাধান জন্য—মানব-হৃদয়ের ততই চেষ্টা ও যত্ন, আগ্রহ ও ব্যাকুলতা। বস্তুতঃ তমসাচ্ছন্ন স্বীয় ভবিতব্য জানিবার নিমিত্ত আবালবৃদ্ধবনিতা—রাজ সিংহাসনস্থ নৃপতি হইতে ভিক্ষোপজীবী দরিদ্র পর্য্যন্ত সর্ব্ব শ্রেণীস্থ ব্যক্তিই—এই বলবতী বাসনার একান্ত অধীন।

মানব হৃদয়ে এই বাসনা চির জাগরূক বলিয়া প্রতিভাশালী মনীষী-গণকে এ বিষয়ে তত্ত্বনির্ণয়ে সমুৎসুক করিয়াছিল। তাঁহাদিগের সর্ব্বদর্শী প্রতিভা ও অব্যাহত অনুসন্ধানের ফলেই জ্যোতিষ সামুদ্রিক প্রভৃতি শাস্ত্র রচিত হইয়াছে। আমরা ঐ সকল শাস্ত্রের অধ্যয়ন ও আলোচনা দ্বারা অদৃষ্টতত্ত্বে জ্ঞানলাভ করতঃ ভবিতব্য জানিবার বাসনা চরিতার্থ করিতে সমর্থ হই।

ভবিষ্যৎ সাধারণের চক্ষে অন্ধতমসাচ্ছন্ন হইলেও, অদৃষ্টতত্ত্বজ্ঞের পক্ষে উজ্জ্বল আলোক মালায় আলোকিত। অপর সাধারণে যে যবনিকার অন্তরালে কিছুই দেখিতে পান্ না, যথার্থ অদৃষ্ট[illegible]ার চক্ষে সে

...মুক্ত। তাঁহার জ্ঞানালোক বিভাসিত দৃষ্টি এই অন্তরাল অতিক্রম ...াধারণের বোধাতীত সেই কুহেলিকাময় প্রদেশ পর্য্যবেক্ষণ করিতে ...এ বিষয়ে আর্য্যঋষিগণ সকলের অগ্রগণ্য। তাঁহারা অসীম প্রতিভা- ...তের যাবতীয় ব্যাপারেরই যথার্থ তত্ত্বনির্ণয় করিয়া গিয়াছেন। ...ানব জ্ঞানের এমন কোন শাখা দেখা যায়না, যাহার অভ্রান্ত সত্য ...র তাঁহারা অকৃতকার্য্য। মানবের ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান নির্ণায়ক ...তিষ সামুদ্রিক প্রভৃতি শাস্ত্র সকল তাঁহাদেরই গভীর গবেষণার ও ...দর্শী প্রতিভার ফল। জ্যোতিষ শাস্ত্র এই ভারতবর্ষ হইতেই আবিষ্কৃত হইয়া দেশ দেশান্তরে ব্যাপ্ত হইয়াছে। জ্যোতিষের মূলভিত্তি গণিত ভারতেরই সম্পত্তি। গণিতের মূল সূত্র—দশগুণোত্তরাবৃত্তি সর্ব্ব প্রথমে এই অনন্ত জ্ঞান প্রসবিনী ভারত ভূমিতেই আবিষ্কৃত হইয়াছিল। পরে অন্যান্য দেশে প্রচলিত ও অবলম্বিত হইয়াছে। আজ কাল আলোচনা ও উপযুক্ত গ্রন্থাদির যথাবিহিত প্রচার অভাবে এই সমস্ত শাস্ত্র লোপ পাইতে বসিয়াছে। একেত বিদেশীয় জ্ঞানবিরোধী ও মর্ম্মাবধারণে অসমর্থ ম্লেচ্ছ নরপতিগণের শাসনে সমস্তই বিলুপ্তপ্রায়, তাহার উপর, যাহা কিছু আছে তৎপ্রতি অধুনাতন পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত স্বদেশীয়গণের সহানুভূতি ও শ্রদ্ধার অভাবে—একেবারেই উপেক্ষিত হইয়া পড়িয়াছিল। আজ কাল যেন একটু অনুকূলভাব দৃষ্ট হইতেছে। কিন্তু এ সমস্ত শাস্ত্র সংস্কৃত ভাষায় রচিত—সুতরাং এবিষয়ের উৎকৃষ্ট গ্রন্থ সকল সচরাচর সাধারণের গোচরে আইসে না—বা আয়ত্তোপযোগী নহে। সেই সকল শাস্ত্র ও তদালোচনায় যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছে তাহা লিপিবদ্ধ করতঃ সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল সাধারণ্যের বোধগম্য করিয়া বঙ্গভাষায় প্রকাশিত করিলে, সাধারণের পাঠোপযোগী হইবে বিবেচনা করিয়া, আমরা এই সমস্ত শাস্ত্রের সার সংকলন ক্রমশঃ প্রকাশিত করিবার বাসনা করিতেছি।

আজ কাল সমস্ত সভ্যদেশেই সামুদ্রিক প্রভৃতি অদৃষ্টতত্ত্ব প্রকাশক শাস্ত্রের অল্প বিস্তর আলোচনা হইতেছে। লণ্ডন, প্যারিস, প্রভৃতি প্রধান প্রধান স্থানে ইহার সভাসমিতি স্থাপিত হইয়াছে। এবং সেই সকল সভা হইতে এতদ্বি... ...লোচনা ও অনুশীলনের ফলাফল প্রকাশার্থ পত্রিকাদিও

প্রকাশিত হইতেছে। অনেক দেশবিখ্যাত বিদ্বান্ ব্যক্তি এই সমস্ত সভা-সমিতিতে যোগদান করিয়াছেন। বিষয়টীর এমনি আকর্ষণ যে—যাঁহারা এ সমস্ত বিশ্বাস করেন না বলিয়া প্রকাশ্যে উপহাস করেন—তাঁহারাও গোপনে ইহার সাহায্যে ভবিতব্য জানিবার সুবিধা পরিত্যাগ করেন না। এতদ্দেশেও আজ কাল এ বিষয়ে লোকের অনুসন্ধিৎসা দেখা যাইতেছে। কিন্তু উপযোগী গ্রন্থের অভাবে ও যথার্থ আলোচনাকারী শাস্ত্রজ্ঞব্যক্তির নিকট হইতে উপদেশ ও সন্ধানাদি না পাইয়া, অনেকে প্রাক্তনের ফলাফল নির্ণয়ে অসমর্থ হইয়া থাকেন। সারবান্ ও অভ্রান্ত জ্যোতিষ, সামুদ্রিক প্রভৃতি শাস্ত্রে অভিজ্ঞতালাভ করিতে পারিলে, সকলেই স্বীয় ও পরকীয় জীবনের ভূত ভবিষ্যত বর্ত্তমান নির্ণয় করিয়া অদৃষ্ট পরীক্ষা করিতে সমর্থ হন। এই সকল শাস্ত্র সাধারণের অনায়াস লভ্য ও সহজ বোধ্য করিয়া প্রচার করণ উদ্দেশে আমাদের এই অনুষ্ঠান। এই পত্রিকায় অদৃষ্টতত্ত্ব বুঝিবার যাবতীয় শাস্ত্রেরই আলোচনা ও প্রচার করা যাইবে। এবিষয়ে সহৃদয়ব্যক্তিগণের নিকট সহানুভূতিলাভ করিতে পারিলে আমরা নিশ্চয়ই কৃতকার্য্য হইতে পারিব।

২৫ বৎসর আলোচনা ও সহস্র সহস্র ব্যক্তির হস্তরেখাদির বিচার করিয়া আমি যতটুকু জ্ঞানলাভ করিয়াছি, তাহাতে ইহাই বুঝিয়াছি যে, মানবের জন্ম-মৃত্যু, অভ্যুদয়-পতন, ধর্ম্ম-কর্ম্ম, সুখ-দুঃখ প্রভৃতি যাবতীয় পরিবর্ত্তনই বিশ্বপাতার অনিবার্য্য-নিয়ম-পরিচালিত গ্রহগণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত হইতেছে। অদৃষ্ট বিষয়ে সম্যক জ্ঞানলাভ হইলেই আমরা ঈশ্বরের ঐ নিত্যবিধি বিশেষ-রূপ হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি এবং সেই জন্য এই সকল শাস্ত্র প্রচারে আমার এত আগ্রহ ও যত্ন।

অদৃষ্টতত্ত্ব বুঝিবার, বহু আয়াস-সাধ্য এবং অতি সহজ—এই উভয়বিধ পথই আমাদের সম্মুখে বিদ্যমান। দুরূহ জ্যোতিষ পথ অবলম্বনে এই জ্ঞান-মন্দিরে প্রবেশ করিতে হইলে, যেরূপ ঐকান্তিক আলোচনা ও বহু শ্রমসাধ্য অনুশীলনের প্রয়োজন, মানবের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের গঠন ও অবয়বস্থ বহুবিধ চিহ্ন-রেখাদি দ্বারা তদ্বিষয় অবধারণ করা ততদূর শ্রমসাধ্য নহে। গুরূপদেশে উভয়ই সহজসাধ্য হয় সন্দেহ নাই, কিন্তু অঙ্গ প্রত্যঙ্গ ও চিহ্ন রেখাদি বিষয়ে

উপদেশ পাইলে যত সহজে আমরা এ বিষয়ে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে পারি, এমন আর কিছুতেই নহে। উক্ত চিহ্ন-রেখাদি বিষয়ে বিশেষ জ্ঞানলাভ করিতে হইলে, তদ্বিষয়ক শাস্ত্র সকল অধ্যয়ন করা যেরূপ প্রয়োজন, যাঁহারা এ বিষয়ের বহুদিন হইতে আলোচনা করিতেছেন, তাঁহাদের অভিজ্ঞতা-লব্ধ, পরীক্ষিত ও প্রত্যক্ষসিদ্ধ গণনা বিষয়ে উপদেশও সেইরূপ আবশ্যক। আমরা ঐ সকল শাস্ত্র ও তৎসঙ্গত প্রত্যক্ষ ফলের বিবরণী সাধারণের গোচর করিবার নিমিত্ত এই কার্য্যে ব্রতী হইতেছি।

ইউরোপ ও আমেরিকায় শিরো-বিজ্ঞান (Phrenology) ও মূর্ত্তি-বিজ্ঞান (Physiognomy) বিষয়ে যথেষ্ট আলোচনা হইতেছে। অসাধারণ ধীশক্তিসম্পন্ন সুবিখ্যাত পণ্ডিতগণ এ বিষয়ের তত্ত্ব নির্ণয় ও গ্রন্থাদি রচনা করিয়া সাধারণের অদৃষ্টতত্ত্ব বুঝিবার ও চরিত্রানুমান করিবার সুবিধা করিয়া দিয়াছেন। বহু প্রত্যক্ষসিদ্ধ প্রমাণ প্রয়োগ দ্বারা এই সকল শাস্ত্র প্রতিপাদ্য সত্য অভ্রান্ত বলিয়া পরীক্ষিত ও গৃহীত হইয়াছে। আমরা তৎ তৎ বিষয়ের সার সংগ্রহ করিয়া ও যাহাতে এতদ্দেশীয়ব্যক্তি সাধারণে তাহাতে জ্ঞানলাভে সমর্থ হয়েন তাহার উপযোগী করিয়া, এই সকল শাস্ত্র প্রকাশ করিব। সুতরাং এই পত্রিকায় ফলিত জ্যোতিষ ও সামুদ্রিকের সঙ্গে সঙ্গে, শিরো-বিজ্ঞান ও মূর্ত্তি-বিজ্ঞান প্রভৃতি শাস্ত্রের কথা ও তাহাদের অনুশীলনের ফল প্রকাশিত হইবে। সাধারণের ইহাতে অদৃষ্টতত্ত্ব শিক্ষা ও তদ্বিষয়ে কার্য্য-করী অভিজ্ঞতা লাভের আশা সুসিদ্ধ হইবে আমাদের এইরূপ প্রত্যাশা।

এক্ষণে সেই সর্ব্ব মঙ্গল বিধাতৃ ভগবানের নিকট এই প্রার্থনা, যেন আমরা তাঁহার কৃপায় আমাদের উদ্দেশ্য সাধন করিতে সক্ষম হই।

জ্যোতিষ।

"বিফলান্যান্য শাস্ত্রাণি বিবাদস্তেষু কেবলং।
সফলং জ্যোতিষং শাস্ত্রং চন্দ্রার্কৌ যত্র সাক্ষিণৌ॥"

পুণ্যভূমি ভারতবর্ষই জ্যোতিষ শাস্ত্রের জন্মভূমি। প্রাচীন কালে অসামান্য প্রতিভাশালী মহর্ষিগণ অগাধ-চিন্তা এবং অসীম যত্নে নভোমণ্ডলস্থ গ্রহ নক্ষত্রাদি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া জ্যোতিষ বিদ্যা রূপ অমূল্য সম্পত্তি ভারতে আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন। আর্য্যভট্ট, ভাস্করাচার্য্য, অত্রি, ভৃগু, পরাশর, বশিষ্ঠ, গর্গ প্রভৃতি মনস্বিগণ অসাধারণ অধ্যবসায় সহকারে ইহার বিপুল উন্নতি সাধন করিয়াছিলেন। যৎকালে ভারতবর্ষে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অত্যন্ত শ্রীবৃদ্ধি সাধন হইয়াছিল, সেই সময়ে আরবেরা এই শাস্ত্র শিক্ষা করিবার জন্য হিন্দুদিগের শিষ্যত্ব স্বীকার করেন। আরবীয় দিগের নিকট হইতে গ্রীকেরা জ্যোতিষ-বিদ্যায় কৃতবিদ্য হইয়া সমস্ত ইউরোপ খণ্ডে জ্যোতিষের যথার্থ তত্ত্ব প্রচার করেন। সক্রেটিস, টলেমি, কেপ্‌লার, আরিষ্টটল, পারট্রিজ, বেকন প্রভৃতি জগদ্বিখ্যাত ইউরোপীয় দার্শনিক পণ্ডিতগণ উক্ত শাস্ত্র অনুশীলনে মুগ্ধ হইয়া ইহার ফলাফল অভ্রান্ত বলিয়া মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন।

দুঃখের বিষয়, কালের কুটিল পরিবর্ত্তনে বিদেশ সমাদৃত এ হেন শাস্ত্র স্বদেশে লুপ্ত প্রায় হইয়া উঠিয়াছে। ভারতবর্ষে হিন্দুরাজ্য অবসানের সঙ্গে সঙ্গেই যে এরূপ ঘটিয়াছে, ইহা এক প্রকার অনুমান করিয়া লওয়া যাইতে পারে। যে হেতু পুনঃ পুনঃ যবন আক্রমণে দেশীয় বিস্তর গ্রন্থ নষ্ট হইয়া যায়। অথচ হিন্দুধর্ম্মের সহিত জ্যোতিষের অতি নিকট সম্বন্ধ। মাতৃগর্ভ হইতে ভূমিষ্ঠ হইয়া অবধি চিতা শয্যায় শয়ন পর্য্যন্ত যাবতীয় বিষয়ে আমরা ইহার সহিত আবদ্ধ; সুতরাং যাহাতে এই বিলুপ্ত প্রায় শাস্ত্রের পুনরুদ্ধার সাধিত হয়, তদ্বিষয়ে আমাদিগের সকলেরই যত্নবান হওয়া একান্ত কর্ত্তব্য।

চন্দ্র, সূর্য্য ও অনান্য গ্রহগণাদি ন্যূনাধিক পরিমাণে নিয়তই মানব দেহে

শক্তি সঞ্চালন করিতেছে। মনুষ্যের জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক, উন্নতি-অবনতি প্রভৃতি সকল পরিবর্ত্তনই ইহাদের প্রভাবে সাধিত হইতেছে। এই কারণেই ঋতু ও তিথি পরিবর্ত্তনের সহিত আমরা সহজে শরীরের পরিবর্ত্তন উপলব্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকি। বস্তুতঃ জ্যোতিষ শাস্ত্রে সম্যক অভিজ্ঞতা লাভ করিতে পারিলে মনুষ্য আপনার এবং অন্যের স্বভাব, প্রকৃতি, মনোবৃত্তি, শারীরিক ও মানসিক অবস্থা, রোগ শোক এবং পীড়াদির বিষয় অনায়াসে অবগত হইতে পারে। এই নিমিত্ত পুরাকালে এ শাস্ত্রের এত আদর ছিল, এমন কি রাজকার্য্য হইতে অতি ক্ষুদ্র কার্য্য পর্য্যন্ত জ্যোতিষের মত লইয়া নির্ব্বাহ হইত। মহারাজ বিক্রমাদিত্যের নবরত্ন স্থিত বরাহ, মিহির প্রভৃতি সুবিখ্যাত জ্যোতির্ব্বিদ্গণের গৌরব এখনও ভারতে অক্ষুণ্ণ হইয়া রহিয়াছে। সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত এ শাস্ত্রের অনুশীলন অনেকটা হ্রাস প্রাপ্ত হওয়ায়, অনেকের শ্রদ্ধা এবং ভক্তিরও কিছু লাঘব ঘটিয়াছিল। তাহা বলিয়া একেবারেই কেহ এ শাস্ত্রের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয় নাই, এখনও প্রত্যেক হিন্দু, সন্তান জন্মিবা মাত্র জ্যোতিষী দ্বারা জন্ম-পত্রিকা প্রস্তুত করাইবার উদ্দেশে যথার্থ সময় নির্ণয় করিয়া থাকে। এখনও কি বিবাহ, কি উপনয়ন, কি অন্নপ্রাসন প্রত্যেক শুভ কার্য্যে, অধিক কি কোথাও যাত্রা করিতে হইলেও, আমরা জ্যোতিষের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকি। বস্তুতঃ জ্যোতিষের উপর হিন্দুর অত্যন্ত বিশ্বাস।

সুখের বিষয়, আজ কাল অনেক শিক্ষিত ব্যক্তিকে জ্যোতিষ-শাস্ত্রে জ্ঞান লাভ করিতে উৎসুক দেখিতে পাওয়া যায়। তমসাচ্ছন্ন ভবিষ্যতের উদর-কন্দর-নিহিত আপন আপন ভবিতব্য জানিতে কাহারই বা ইচ্ছা না হয়? গুরূপদেশ ব্যতীত এরূপ দুরূহ শাস্ত্রে অভিজ্ঞতা লাভ করা বড়ই কঠিন। গুরূপদেশ বা অপরের সাহায্য ব্যতিরেকে যাহাতে সাধারণে এ বিদ্যা আয়ত্ত করিয়া কোষ্ঠী প্রকরণ এবং আপন ও অন্য জীবনের ভূত ভবিষ্যতাদি জ্ঞাত হইতে পারেন, সেইরূপ সঙ্কল্প করিয়া সরল এবং সুশৃঙ্খল ভাবে জ্যোতিষ শাস্ত্রের অবশ্য জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি প্রত্যেক মাসে ক্রমশঃ বাহির করিতে প্রবৃত্ত হইলাম।

সংজ্ঞা-প্রকরণ।

(সাধারণ বিবরণ।)

যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে নভোমণ্ডলস্থ গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্রাদির গতি স্থিতি ও তাহাদের শক্তি সঞ্চারানুসারে মানব দেহের শুভাশুভ নির্ণীত হয়, তাহাকে জ্যোতির্ব্বিদ্যা কহে।

জ্যোতিষ দুই প্রকার,—গণিত জ্যোতিষ (Astronomy) এবং ফলিত জ্যোতিষ (Astrology)।

যে বিদ্যা দ্বারা গ্রহগণের আকার গতি, এবং তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব ইত্যাদি নিরূপিত হয়, তাহাকে গণিত জ্যোতিষ বলে।

যে বিদ্যা দ্বারা গ্রহ নক্ষত্রাদির গতি, স্থিতি এবং তাহাদের শক্তি সঞ্চারানুসারে মানবজীবনের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমানের শুভাশুভ ফল নিরূপিত হয়, তাহাকে ফলিত জ্যোতিষ বলে।

সৌরজগৎ।—মধ্যস্থলে সূর্য্য, তাহার পরে বুধ, ক্রমে শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, হর্শেল, নেপচুন এবং মধ্যে মধ্যে ধূমকেতু সুশৃঙ্খলরূপে পরস্পর আকৃষ্ট হইয়া, প্রচণ্ড বেগে নিরন্তর সূর্য্যকে প্রদক্ষিণ করিতেছে, এই প্রণালীটিকে সৌরজগৎ বলে।

পৃথিবীর আকার ও গতি।—পৃথিবীর আকার গোল, কিন্তু সম্পূর্ণরূপ গোল নহে। কমলালেবুর ন্যায় উত্তর ও দক্ষিণে কিঞ্চিৎ চাপা। ইহার দুই প্রকার গতি, আহ্নিক ও বার্ষিক। ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল ও ২৪ অনুপলে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডে ঘুরিতে ঘুরিতে সূর্য্যকে এক বার প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, ইহাকে পৃথিবীর বার্ষিক গতি বলে এবং ৬০ দণ্ড বা ২৪ ঘণ্টার মধ্যে পৃথিবীর স্বকক্ষে যে নিজ দেহ একবার আবর্ত্তন করে, ইহাকে পৃথিবীর আহ্নিক-গতি বলে।

কক্ষ।—পৃথিবী যে পথে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পরিভ্রমণ করে, তাহাকে কক্ষ কহে।

মেরুদণ্ড।—পৃথিবীর মধ্যস্থল দিয়া উত্তর হইতে দক্ষিণ পর্য্যন্ত যে দণ্ড কল্পনা করা যায়, তাহাকে মেরুদণ্ড কহে।

বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা। পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত (বা মেরু) হইতে সমদূরবর্ত্তী, যে গোলাকার রেখা পূর্ব্ব পশ্চিমে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নাম বিষুবরেখা বা নিরক্ষরেখা।

ক্রান্তি বৃত্ত বা, অয়নান্ত বৃত্ত।—বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণে, সূর্য্যের উত্তরায়ণ ও দক্ষিণায়নের সীমা সূচক যে দুইটী বৃত্ত কল্পিত হইয়া থাকে তাহাকে ক্রান্তি বৃত্ত বা অয়নান্তবৃত্ত বলে। বিষুবরেখার উত্তরের অয়নান্ত বৃত্তকে উত্তর অয়নান্ত বৃত্ত বা কর্কটক্রান্তি এবং দক্ষিণের অয়নান্ত বৃত্তকে দক্ষিণ অয়নান্ত বৃত্ত বা মকর ক্রান্তি বলে।

অক্ষরেখা।—বিষুবরেখার উত্তর ও দক্ষিণ উভয় দিকেই যে গোলাকার রেখাগুলি পৃথিবীর পূর্ব্ব-পশ্চিমে ব্যাপৃত হইয়াছে, তাহার নাম অক্ষরেখা।

দ্রাঘিমা।—যে গোলাকার রেখাগুলি উভয় মেরু ভেদ করিয়া বিষুবরেখার উপর দিয়া উত্তর দক্ষিণে পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, তাহার নাম দ্রাঘিমা।

অয়ন।—গ্রহগণের রাশিচক্র-পথে পরিভ্রমণকে অয়ন বলে। সূর্য্য যে পথ দিয়া উত্তর দিকে গমন করে, তাহাকে উত্তরায়ণ এবং যে পথ দিয়া দক্ষিণ দিকে যায়, তাহাকে দক্ষিণায়ন কহে।

ভূকক্ষ বা অয়নমণ্ডল।—যে পথে আমরা সূর্য্যকে গগনমণ্ডলে গমন করিতে দেখিতে পাই, তাহাকে ভূকক্ষ বা অয়ন মণ্ডল বলে।

অক্ষাংশ বৃত্ত।—যে একটী সরলরেখা পৃথিবীর পূর্ব্ব পশ্চিমে কল্পনা করিয়া লওয়া হয়. তাহাকে অক্ষাংশ বৃত্ত কহে এবং উক্ত রেখার উত্তর দক্ষিণে যে সকল রেখা কল্পনা করা যায়, তাহারা অক্ষাংশ নামে অভিহিত হয়।

লগ্ন।—জন্মকালে কিম্বা কোন সময়ে পূর্ব্বদিকে যে রাশির উদয় হয়, তাহাকে লগ্ন কহে। কোন রাশি বা লগ্নের উদয় হইতে তৎপরবর্ত্তী লগ্নের উদয় পর্য্যন্ত কালকে পূর্ব্বোদিত রাশির লগ্নমান কহে। লগ্নমানের অর্দ্ধেককে হোরা কহে। লগ্নমানের তিন ভাগের এক ভাগকে দ্রেক্কাণ বলে। লগ্নমানের নয় ভাগের এক ভাগকে নবাংশ বলে।

(কাল নিরূপণ।)

৬০ অনুপলে এক বিপল, ৬০ বিপলে এক পল, ৬০ পলে এক দণ্ড, ৬০ দণ্ডে বা ২৪ ঘণ্টায় এক দিন এবং ৭ দিনে এক সপ্তাহ হয়। এই ৭ দিনের সাতটী পৃথক পৃথক নাম আছে; যথা,—রবিবার, সোমবার, মঙ্গলবার, বুধবার, বৃহস্পতিবার, শুক্রবার, এবং শনিবার (ইহার মধ্যে শুক্র, সোম, বুধ ও বৃহস্পতিবার শুভ এবং রবি, মঙ্গল ও শনিবার অশুভ)। ১৫ দিনে এক পক্ষ, ২ পক্ষে ১ মাস এবং ১২ মাসে ১ বৎসর হয়। পক্ষ দুই প্রকার, শুক্ল পক্ষ এবং কৃষ্ণ পক্ষ। যে সময় রবি হইতে চন্দ্র নির্গত হইয়া থাকে তাহাকে শুক্ল এবং যে সময় চন্দ্র, সূর্য্য মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে তাহাকে কৃষ্ণ পক্ষ কহে। রবি হইতে চন্দ্র এক কলা নির্গত হইলে শুক্লা প্রতিপদ, দুই কলা নির্গত হইলে শুক্লা দ্বিতীয়া, তিন কলা নির্গত হইলে শুক্লা তৃতীয়া এই রূপে যথাক্রমে পঞ্চদশ কলা নির্গত হইলে পৌর্ণমাসী বলে। রবি মধ্যে চন্দ্র এক কলা প্রবেশ করিলে কৃষ্ণা প্রতিপদ, দুই কলা প্রবেশ করিলে কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, তিন কলা প্রবেশ করিলে কৃষ্ণা তৃতীয়া এইরূপে যথাক্রমে পঞ্চদশ কলা প্রবেশ করিলে অমাবস্যা হয়।

সাবন দিন, মাস ও বৎসর।—সূর্য্যোদয় হইতে পুনঃ সূর্য্যোদয় পর্য্যন্ত যে সময়, তাহাকে সাবন দিন কহে। ৩০ সাবন দিনে এক সাবন মাস এবং ১২ সাবন মাস বা ৩৬০ সাবন দিনে এক সাবন বৎসর হয়।

সৌর মাস ও সৌর বৎসর।—এক রাশি অতিক্রম করিতে সূর্য্যের যতদিন গত হয়, ততদিনে এক মাস হয়, ইহাকে সৌর মাস কহে। ১২ মাস বা দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করিতে সূর্য্যের যত সময় অতিবাহিত হয়, তাহাকে এক সৌর বৎসর কহে। ৩৬৫ দিন, ১৫ দণ্ড, ৩১ পল, ৩১ বিপল ও ২৪ অনুপলে এক সৌর বৎসর হয়।

তিথি বিবরণ।

চন্দ্র কলার হ্রাস বৃদ্ধি অনুসারে সীমাবদ্ধ কালকে তিথি বলে; অর্থাৎ অমাবস্যার পর, চন্দ্র ১২ অংশ, ১১ কলা, ৬ বিকলা করিয়া সূর্য্য অপেক্ষা প্রতিদিন দ্রুত গমন করিয়া থাকে, ইহাকে তিথি বলে।

এক তিথিতে এক চান্দ্র দিন, ৩০ তিথিতে এক চান্দ্র মাস এবং ১২ চান্দ্র মাসে এক চান্দ্র বৎসর হয়। তিথি ৩০টী আছে ; যথাঃ—

১।	শুক্লা	প্রতিপদ	১৬।	কৃষ্ণা	প্রতিপদ
২।	”	দ্বিতীয়া	১৭।	”	দ্বিতীয়া
৩।	”	তৃতীয়া	১৮।	”	তৃতীয়া
৪।	”	চতুর্থী	১৯।	”	চতুর্থী
৫।	”	পঞ্চমী	২০।	”	পঞ্চমী
৬।	”	ষষ্ঠী	২১।	”	ষষ্ঠী
৭।	”	সপ্তমী	২২।	”	সপ্তমী
৮।	”	অষ্টমী	২৩।	”	অষ্টমী
৯।	”	নবমী	২৪।	”	নবমী
১০।	”	দশমী	২৫।	”	দশমী
১১।	”	একাদশী	২৬।	”	একাদশী
১২।	”	দ্বাদশী	২৭।	”	দ্বাদশী
১৩।	”	ত্রয়োদশী	২৮।	”	ত্রয়োদশী
১৪।	”	চতুর্দ্দশী	২৯।	”	চতুর্দ্দশী
১৫।	”	পূর্ণিমা	৩০।	”	অমাবস্যা

উক্ত তিথিগুলি পাঁচভাগে বিভক্ত যথা ;—(১) নন্দা, (২) ভদ্রা, (৩) জয়া, (৪) রিক্তা, (৫) পূর্ণা।

নন্দা,—শুক্লা প্রতিপদ, ষষ্ঠী, একাদশী এবং কৃষ্ণা প্রতিপদ, ষষ্ঠী ও একাদশী।

ভদ্রা,—শুক্লা দ্বিতীয়া, সপ্তমী, দ্বাদশী এবং কৃষ্ণা দ্বিতীয়া, সপ্তমী ও দ্বাদশী।

জয়া,—শুক্লা তৃতীয়া, অষ্টমী, ত্রয়োদশী এবং কৃষ্ণা তৃতীয়া, অষ্টমী ও ত্রয়োদশী।

রিক্তা,—শুক্লা চতুর্থী, নবমী, চতুর্দ্দশী এবং কৃষ্ণা চতুর্থী, নবমী ও চতুর্দ্দশী।

পূর্ণা,—শুক্লা পঞ্চমী, দশমী, পূর্ণিমা এবং কৃষ্ণা পঞ্চমী, দশমী ও অমাবস্যা।

অগ্নি, প্রজাপতি, গৌরী, গণেশ, অহি, গুহ, রবি, শিব, দুর্গা, যম, বিশ্ব, হরি, কাম, হর, শশী এবং পিতৃগণ তিথি সকলের অধিপতি।

মাস বিশেষে তিথি বিশেষের সংযোগ হইলে মাস দগ্ধা বলে। মাস দগ্ধায় সর্ব্বপ্রকার শুভকার্য্য নিষিদ্ধ। কি মাসে কোন তিথির সংযোগে মাসদগ্ধা হয়, তাহা লিখিত হইতেছে—

বৈশাখ মাসের শুক্লা ষষ্ঠী, জ্যৈষ্ঠের কৃষ্ণা চতুর্থী, আষাঢ়ের শুক্লাষ্টমী, শ্রাবণের কৃষ্ণা ষষ্ঠী, ভাদ্রের শুক্লা দশমী, আশ্বিনের কৃষ্ণাষ্টমী, কার্ত্তিকের শুক্লা দ্বাদশী, অগ্রহায়ণের কৃষ্ণা দশমী, পৌষের শুক্লা দ্বিতীয়া, মাঘের কৃষ্ণা দ্বাদশী, ফাল্গুনের শুক্লা চতুর্থী এবং চৈত্রের কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিকে মাসদগ্ধা বলে।

করণ দুই প্রকার,—মূল করণ এবং গৌণ করণ।

মূল করণ ৭টী; যথা—ববকরণ, বালব করণ, কৌলব করণ, তৈতিল করণ, গরকরণ, বণিজ করণ এবং বিষ্টি করণ। গৌণ করণ ৪টী যথা,—শকুনি করণ, চতুষ্পাদ করণ, নাগকরণ ও কিস্তুঘ্ন করণ।

নক্ষত্র বিবরণ।

আমরা রাত্রিকালে যে অসংখ্য তারকারাজী গগণমণ্ডলে বিরাজিত দেখি বস্তুতঃ আমরা তাহাদিগের আকার ও গতি বিধির বিষয় কিছুই অনুভব করিতে পারি না। জ্যোতির্ব্বিদগণ এই গগন মণ্ডলকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন;—যথা উত্তর খণ্ড, মধ্য খণ্ড এবং দক্ষিণ খণ্ড। উত্তরায়ণস্ত ও দক্ষিণায়নস্ত ক্রান্তির মধ্যস্থানকে মধ্যখণ্ড বলে। আমাদিগের আর্য্য জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতগণ এই মধ্যখণ্ডে ১০১৬টী নক্ষত্র দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া স্থির করিয়াছেন। ইহাঁদের মধ্যে কতকগুলি সচল ও কতকগুলি অচল। অচল নক্ষত্রের সংখ্যা ২৭টী।

হিন্দু জ্যোতিষ মতে উক্ত ২৭টী অচল নক্ষত্রের এক একটী অধিপতি আছে। নিম্নে ২৭টী নক্ষত্র ও তাহাদের ২৭টী অধিপতির নাম প্রদত্ত হইল।

নক্ষত্র		অধিপতি	নক্ষত্র		অধিপতি
১। অশ্বিনী	...	অশ্বী	৪। রোহিণী	...	কমলজ
২। ভরণী	...	যম	৫। মৃগশিরা	...	শশী
৩। কৃত্তিকা	...	দহন	৬। আর্দ্রা	...	শূলভৃত

নক্ষত্র		অধিপতি	নক্ষত্র		অধিপতি
৭। পুনর্ব্বসু	...	অদিতি	১৭। অনুরাধা	...	মিত্র
৮। পুষ্যা	...	জীব	১৮। জ্যেষ্ঠা	...	শক্র
৯। অশ্লেষা	...	ফণী	১৯। মূলা	...	নিঋতি
১০। মঘা	...	পিতৃগণ	২০। পূর্ব্বাষাঢ়া	...	তোয়
১১। পূর্ব্বফল্গুনী	...	যোণি	২১। উত্তরাষাঢ়া	...	বিশ্ববিরিঞ্চি
১২। উত্তরফল্গুনী	...	অর্য্যমা	২২। শ্রবণা	...	হরি
১৩। হস্তা	...	দিনকৃৎ	২৩। ধনিষ্ঠা	...	বসু
১৪। চিত্রা	...	ত্বষ্ট্রি	২৪। শতভিষা	...	বরুণ
১৫। স্বাতি	...	পবন	২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ	...	অজপদ
১৬। বিশাখা	...	শক্রাগ্নি	২৬। উত্তরভাদ্রপদ	..	অহির্ব্রধ্ন

২৭। রেবতী ... পুষা।

এই ২৭টী নক্ষত্র ব্যতীত অভিজিৎ নামে আর একটী নক্ষত্র লইয়া ২৮টী নক্ষত্র প্রথমে অবধারিত হইয়াছিল; কিন্তু ইহাদিগের প্রত্যেকের পরিমাণ ১২ অংশ, ৩৪ কলা, ১৭ বিকলা এবং প্রায় ৮ অনুকলা হওয়ায়, গণনা বড়ই জটিল হইয়া উঠে, তজ্জন্য অভিজিৎ পরিত্যক্ত হয়। কেহ কেহ ইহাকে উত্তরাষাঢ়ার শেষপাদ এবং শ্রবণার আদি চারি দণ্ড লইয়া সংঘটিত করিয়া রাখিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত ২৭টী নক্ষত্র তিন ভাগে বিভক্ত। যথা, (১) ঊর্দ্ধমুখ নক্ষত্র (২) অধোমুখ নক্ষত্র, (৩) তির্য্যঙ্মুখ নক্ষত্র।

আর্দ্রা, পুষ্যা, ধনিষ্ঠা, শতভিষা, শ্রবণা, রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া এবং উত্তরভাদ্রপদ এই নয়টী নক্ষত্রকে ঊর্দ্ধমুখ নক্ষত্র কহে।

মূলা, অশ্লেষা, কৃত্তিকা, বিশাখা, ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ এই নয়টী নক্ষত্রকে অধোমুখ নক্ষত্র বলে।

অশ্বিনী, রেবতী, হস্তা, চিত্রা, স্বাতি, পুনর্ব্বসু, জ্যেষ্ঠা, মৃগশিরা এবং অনুরাধা এই নয়টী নক্ষত্রকে তির্য্যঙ্মুখ নক্ষত্র বলে।

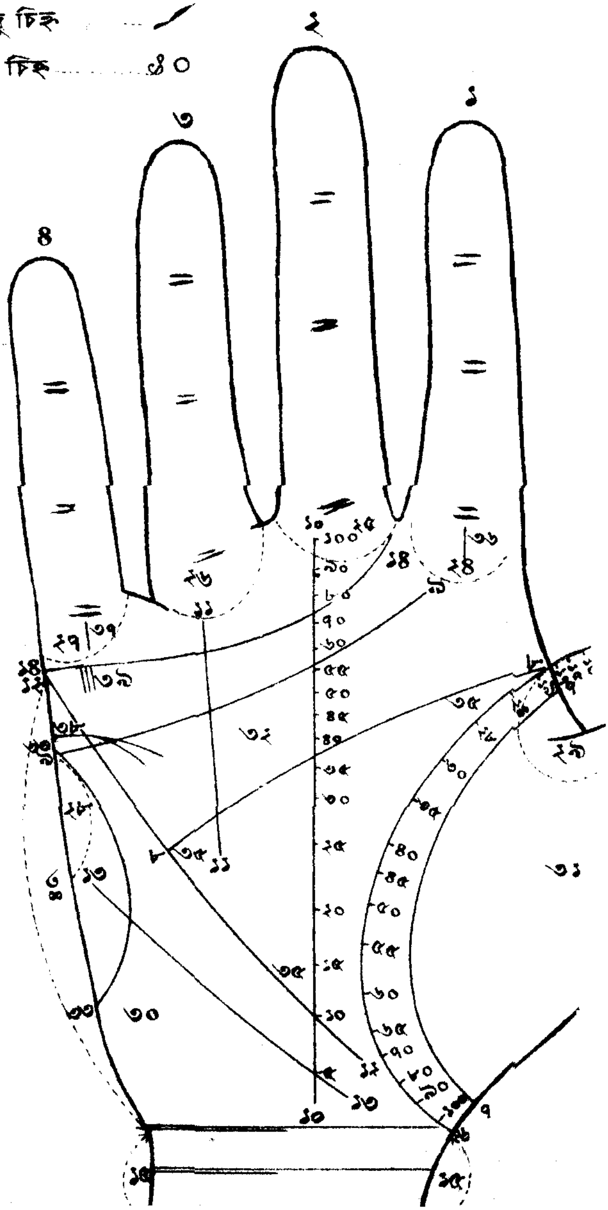
(ক্রমশঃ)

১৬-তারকা চিহ্ন .... ✱

১৭-চতুষ্কোণ চিহ্ন

১৮-বিন্দু চিহ্ন ....

১৯-বৃত্ত চিহ্ন ....

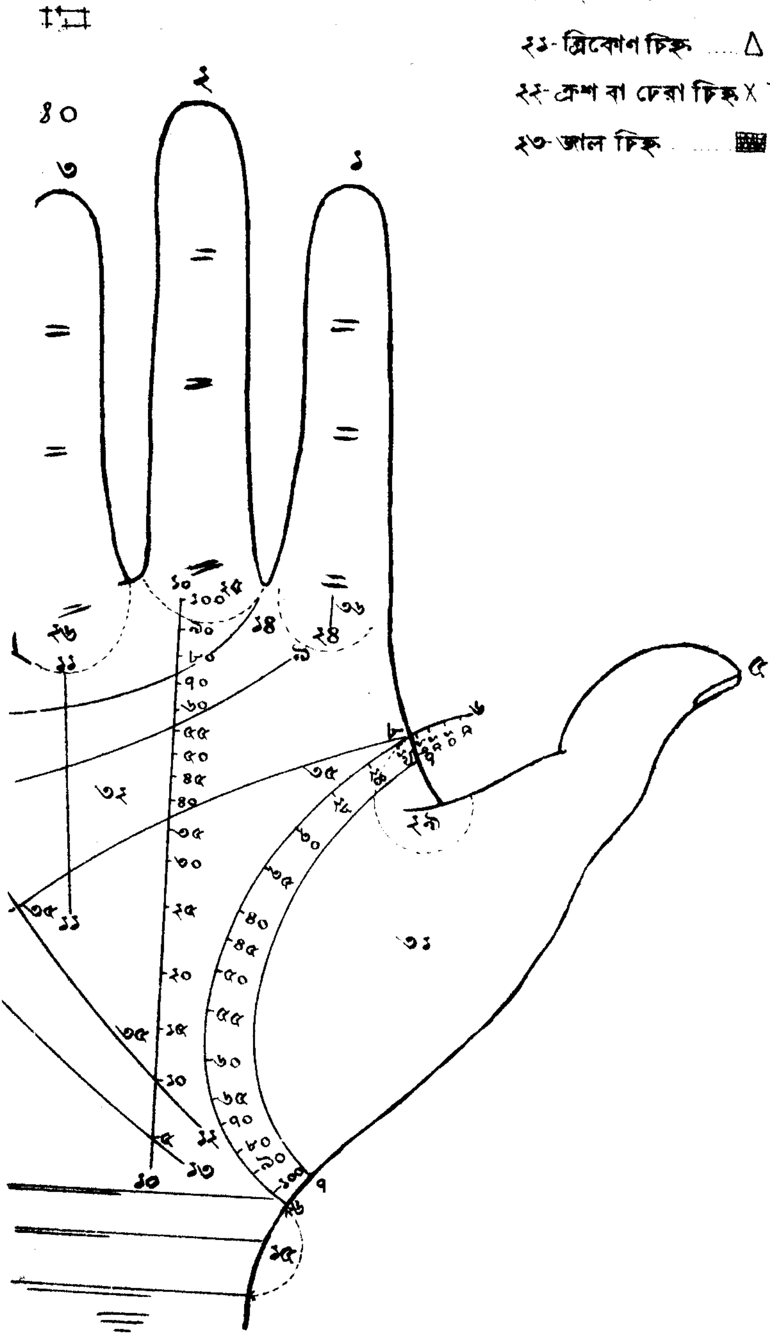


২০- যব চিহ্ন ....

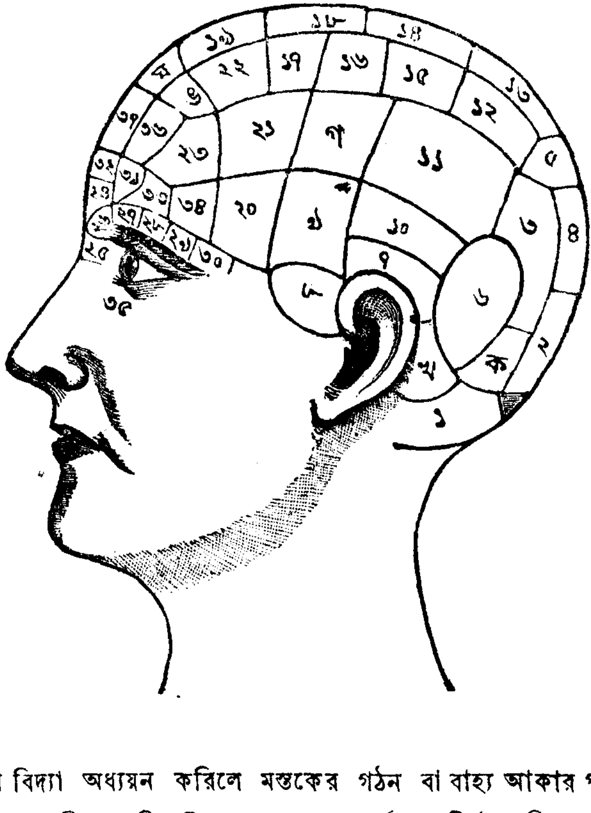
২১- ত্রিকোণ চিহ্ন ..... △

২২- ক্রশ বা ঢেরা চিহ্ন X

২৩- জাল চিহ্ন .....



শিরোবিজ্ঞান।



যে বিদ্যা অধ্যয়ন করিলে মস্তকের গঠন বা বাহ্য আকার পর্য্যবেক্ষণ করিয়া মানসিক বৃত্তিগুলির প্রবলতা বা দুর্ব্বলতা নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহাকে শিরোবিজ্ঞান বলে।

মস্তকের উপরের গঠন প্রণালী দর্শন করিলে অনেক স্থান উচ্চ এবং নিম্ন লক্ষিত হয়; এইরূপ উচ্চতা বা নিম্নতা দর্শনে আমরা মানসিক বৃত্তির পরিচয় প্রাপ্ত হই। শিরোবিজ্ঞান দ্বারা স্থির হইয়াছে, কোনও বৃত্তি প্রবল হইলে মস্তকের স্থান বিশেষ উচ্চ এবং কোনও বৃত্তি দুর্ব্বল হইলে সে স্থান

নিম্ন হয়। মস্তকের কোন্ কোন্ অংশে কোন্ কোন্ বৃত্তির চিহ্ন প্রকাশ পায়, তাহার একটী তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness).
ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality).
২। অপত্য-স্নেহ (Parental love).
৩। বন্ধুত্ব (Friendship).
৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ প্রিয়তা (Inhabitiveness).
৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity).
খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness).
৬। সাহসীকতা (Combativeness).
৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness).
৮। পেটুকতা (Alimentiveness).
৯। অর্জ্জনস্পৃহা (Acquisitiveness).
১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness).
১১। সাবধানতা (Cautiousness).
১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness).
১৩। আত্মাভিমান (Self-Esteem).
১৪। দৃঢ়তা (Firmness).
১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness).
১৬। আশা (Hope).
১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality).
১৮। ভক্তি (Veneration).
১৯। বদান্যতা (Benevolence).
২০। নির্ম্মাণ ক্ষমতা (Constructiveness).
২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality).
গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহীতা (Sublimity).
২২। অনুকরণ (Imitation).
২৩। রহস্য প্রিয়তা (Mirthfulness).

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারীতা (Individuality).

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form).

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size).

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight).

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour).

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order).

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation).

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality).

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality).

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time)

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune).

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language).

৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality).

৩৭। তুলনা জ্ঞান (Comparision).

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি-ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition)

ঙ। মিষ্টভাষীতা (Persuasiveness).

প্রেমাভিলাষ—(চিহ্ন ১)।

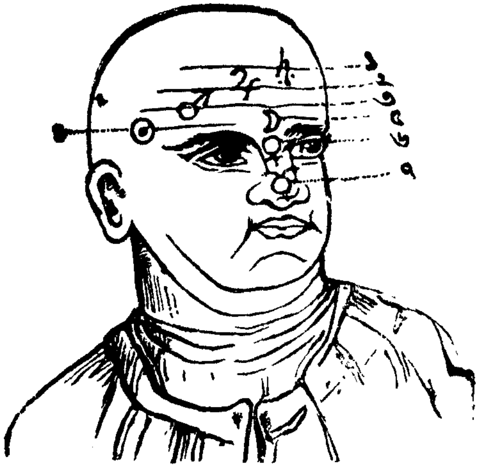
যদ্যপি এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতকের কাম-প্রবৃত্তি অত্যন্ত প্রবল হয়। উক্ত স্থান উচ্চ হইলে, জাতকের ভালবাসার আধিক্য জন্মাইয়া থাকে। নিম্ন হইলে জাতকের স্ত্রীলোকের উপর ভালবাসা এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে হৃদয় দয়া মমতাহীন হয় ও বিবাহে স্পৃহা থাকে না।

দাম্পত্য-প্রণয়—(চিহ্ন ১-ক)।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক প্রেমান্ধ, উচ্চ হইলে ভালবা রক্ষণে সমর্থ, নিম্ন হইলে বিবাহে অনিচ্ছুক ও ভালবাসা রক্ষণে অসমর্থ ও অত্যন্ত নিম্ন হইলে চঞ্চল ও ভাল বাসিতে অক্ষম হয়।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



যে বিদ্যা শিক্ষা করিলে মনুষ্যের মুখমণ্ডল দর্শন করিয়া তাহার স্বভাব নির্ণয় করিতে পারা যায়, তাহার নাম মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

গ্রহগণের রেখা বা স্থান নির্ণয়।

(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিত্র—১ চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিত্র—১ চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিত্র—১ চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিত্র—১ চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিত্র-১চিহ্ন-৫)

ম্পন্ন, শিল্পী এবং কাল্পনিক হয়। যদ্যপি ললাটের নিম্ন-ভাগ অপেক্ষা
াগ উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক অল্প-বুদ্ধি বিশিষ্ট হয়।
পি কপাল প্রশস্ত এবং ললাটপ্রান্ত (রগ) উচ্চ হয়, তাহা হইলে
তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, অধ্যয়নশীল এবং পাঠে মন নিবেশ করিতে সমর্থ হয়।
পি কপালের উপরিভাগ অর্দ্ধ চন্দ্রাকৃতি, রগ দুইটী উচ্চ এবং ভ্রূযুগল
, তাহা হইলে জাতক মধুর-স্বভাব সম্পন্ন এবং পরদুঃখ-কাতর হয়।
্যপি জাতকের ভ্রূ-যুগল যুক্ত এবং চক্ষের উপরিভাগ উচ্চ হয়, তাহা
জাতক কল্পনাপ্রিয়, কবি এবং শিল্প-বিদ্যায় পারদর্শী হয়। উক্ত রূপ
বিশিষ্ট জাতকের, চক্ষের উপরিভাগ উচ্চ হইলে জাতক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিশালী
পুরাতত্ত্বানুসন্ধানবিৎ হয়।

দ্যপি জাতকের কপাল অকুঞ্চিত, উচ্চ এবং অপ্রশস্ত হয়, তাহা হইলে
ক দুর্ব্বল-হৃদয় এবং নীচ-প্রকৃতি সম্পন্ন হয়। উক্তরূপ কপাল কোণ
ও গাঁইট সংযুক্ত হইলে জাতক কর্কশ ও অত্যাচারী এবং চতুষ্কোণ
সুস্পষ্টরূপ অঙ্কিত হইলে, জাতক সতর্ক, সুদৃঢ় এবং অটল হয়।
পি কপালের কোনও স্থানে ইংরাজী (Y) এর মত একটী নীল
চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতক কবি, স্নেহ পরায়ণ এবং পরদুঃখ-
য়। উক্তরূপ কপালের উপর লম্বমান রেখা থাকিলে জাতক উগ্র-
সম্পন্ন হয়।

য়ের মধ্যস্থল পরস্পর দূরবর্ত্তী হইলে জাতক উৎসাহী, সরল, চঞ্চল,
এবং অসন্দিগ্ধ প্রকৃতির লোক হয়। এইরূপ ভ্রূ যদ্যপি কোনও স্ত্রীলোক
রুষের থাকে, তাহা হইলে তাহারা কখনও হিংসা-পরবশ হয় না।
ভ্রূ-যুগল যুক্ত হইলে, জাতক স্নেহ-পরায়ণ, ঈর্ষাযুক্ত এবং সন্দিগ্ধ-চিত্ত
যদ্যপি ভ্রূযুগল উচ্চ এবং গড়ানিয়া হয়, তাহা হইলে জাতক শিল্প-
্যায় পারদর্শী হয়।

ভ্রূ-যুগল চক্ষুর অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী এবং চক্ষুর উপরিভাগ উচ্চ হইলে,

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিত্র—১ চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিত্র—১ চিহ্ন—৭)

রেখা সমূহের ফলাফল বিবরণ।

শনির রেখা জাতকের ললাট দেশে সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত থাকিলে বিজ্ঞ এবং বিচক্ষণ হয় (চিত্র—১ চিহ্ন—১)। যদ্যপি উক্তরেখা ভগ্ন বক্র হয়, তাহা হইলে জাতক অর্থ লোলুপ এবং খিট্‌খিটে স্বভাবের লোক

বৃহস্পতির রেখা (চিত্র—১ চিহ্ন—২) পরিষ্কার রূপে অঙ্কিত থা জাতক সম্ভ্রান্ত এবং ন্যায়বান হয়। যদ্যপি বক্র কিংবা ভগ্ন হয়, তাহা হ জাতক অতিশয় ইন্দ্রিয়পরতন্ত্র এবং বিষয়াসক্ত হয়।

যদ্যপি মঙ্গলের রেখা (চিত্র—১ চিহ্ন—৩) কপালের এক পার্শ্ব হ অন্য পার্শ্ব পর্য্যন্ত বিস্তৃত থাকে, তাহা হইলে জাতক সাহসী, রণ-প্রি সমরে যশোভিলাষী হয়। উক্ত রেখা ভগ্ন কিংবা বক্র হইলে জাত ও বিবাদ প্রিয় এবং সংগ্রামে সুখ্যাতি লাভে বঞ্চিত হয়।

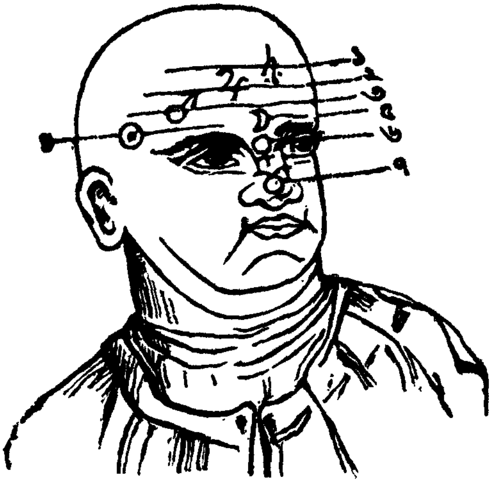
যদ্যপি রবির রেখা (চিত্র—১ চিহ্ন—৪) কপালের মধ্যস্থল বিস্তৃত এবং সুস্পষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক উচ্চাভিলাষী, সুবিবেচ সফল মনোরথ হয়। উক্ত রেখা ভগ্ন কিংবা বক্র হইলে জাতক অ মানী এবং কৃপণ হয়।

যদ্যপি চন্দ্রের রেখা (চিত্র—১ চিহ্ন—৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরে অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে জাতক কল্পনা এবং বিদেশ-ভ্রমণ প্রিয় হয়।

শুক্রের রেখা (চিত্র—১ চিহ্ন—৬) সূক্ষ্ম এবং সরলভাবে অঙ্কিত থা জাতক কোমলপ্রকৃতি সম্পন্ন এবং প্রণয়ে জয়ী হয়। উক্তরেখা ভগ্ন বক্র হইলে জাতক কর্কশ এবং অপ্রেমিক হয়।

যদ্যপি বুধের স্থানে (চিত্র—১ চিহ্ন—৭) তিনটী রেখা নাসিকার ম ভাগে অঙ্কিত থাকে তাহা হইলে জাতক বাগ্মী এবং সুরসিক হয়। যদ্য তিনটীর অধিক রেখা থাকে

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আ
তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির
(চিহ্

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রে
(চিহ্ন—

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

…াগে বুধের … (চিহ্ন—৭)

নক্ষত্রগণের আকৃতি।—অনেকের বিশ্বাস,—অশ্বিনী প্রভৃতি ২৭টী অচল নক্ষত্র স্ব স্ব প্রধান এক একটী নক্ষত্র মাত্র। কিন্তু বাস্তবিক সকল গুলি তাহা নহে। অধিকাংশই দুইটী বা ততোধিক নক্ষত্রমালায় গঠিত। ইহাদের আকৃতি নিম্নলিখিত রূপ ;—

১। অশ্বিনী—তিনটী নক্ষত্রে গঠিত অশ্ব-মুখের ন্যায়।

২। ভরণী—তিনটী নক্ষত্রে গঠিত ত্রিকোণাকার।

৩। কৃত্তিকা—সাতটী নক্ষত্রে গঠিত,—সাধারণে ৭ ভাই চম্পা বলিয়া প্রসিদ্ধ।

৪। রোহিণী—পাঁচটী নক্ষত্রে গঠিত গো-শকটের ন্যায়।

৫। মৃগশিরা—তিনটী নক্ষত্রে গঠিত মৃগের মস্তকের ন্যায়।

৬। আর্দ্রা—উজ্জ্বল একটী নক্ষত্র মাত্র।

৭। পুনর্ব্বসু—পাঁচটী নক্ষত্রে গঠিত কুম্ভকারের চক্রের ন্যায়।

৮। পুষ্যা—তীরের ন্যায় একটী তারা মাত্র।

৯। অশ্লেষা—পাঁচটী নক্ষত্রে গঠিত চক্রের ন্যায়।

১০। মঘা—পাঁচটী নক্ষত্রে গঠিত গৃহের ন্যায়। কেহ কেহ লাঙ্গলাকৃতি বলিয়া থাকেন।

১১। পূর্ব্বফল্গুনী—দুইটী নক্ষত্রে গঠিত খট্টাকৃতি।

১২। উত্তরফল্গুনী—চারিটী নক্ষত্রে গঠিত খাটের উপর শয্যার ন্যায়।

১৩। হস্তা—পাঁচটী নক্ষত্রে গঠিত হস্তের ন্যায়।

১৪। চিত্রা—মুক্তার ন্যায় উজ্জ্বল আভাযুক্ত একটী নক্ষত্র মাত্র।

১৫। স্বাতি—নীলকান্ত মণির ন্যায় একটী নক্ষত্র মাত্র।

১৬। বিশাখা—পাঁচটী নক্ষত্রে গঠিত তোরণাকৃতি।

১৭। অনুরাধা—সাতটী নক্ষত্রে গঠিত সর্পাকৃতি।

১৮। জ্যেষ্ঠা—তিনটী নক্ষত্রে গঠিত গ্রন্থির ন্যায়।

১৯। মূলা—এগারটী নক্ষত্রে গঠিত সিংহ-পুচ্ছের ন্যায়।

২০। পূর্ব্বাষাঢ়া—চারিটী নক্ষত্রে গঠিত চতুর্ভুজের ন্যায়।

২১। উত্তরাষাঢ়া—চারিটী নক্ষত্রে গঠিত চতুর্ভুজের ন্যায়।

২২। শ্রবণা—তিনটী নক্ষত্রে গঠিত তিনটী পদতলের ন্যায়।

২৩। ধনিষ্ঠা—পাঁচটী নক্ষত্রে গঠিত মৃদঙ্গের ন্যায়।

২৪। শতভিষা—একশত নক্ষত্রে গঠিত মণ্ডলাকার।

২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ—দুইটী নক্ষত্রে গঠিত খট্টার ন্যায়।

২৬। উত্তরভাদ্রপদ—দুইটী নক্ষত্রে গঠিত দ্বিমস্তকবিশিষ্ট মনুষ্যের ন্যায়।

২৭। রেবতী—বত্রিশটী নক্ষত্রে গঠিত মৎস্যের বা (কাহারও মতে) মাদলের ন্যায়।

০। অভিজিৎ—তিনটী নক্ষত্রে গঠিত হরতনের টেক্কার ন্যায়।

গণ। হস্তা, স্বাতি, মৃগশিরা অশ্বিনী, শ্রবণা, পুষ্যা, রেবতী, অনুরাধা এবং পুনর্ব্বসু এই নয়টী নক্ষত্রের কোনও একটী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতকের দেব গণ হয়।

আর্দ্রা, রোহিণী, উত্তর ফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া. উত্তরভাদ্রপদ, ভরণী, পূর্ব্ব ফল্গুনী, পূর্ব্বাষাঢ়া এবং পূর্ব্বভাদ্রপদ এই নয়টী নক্ষত্রের কোনও একটী নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতকের নর গণ হয়।

জ্যেষ্ঠা, অশ্লেষা, বিশাখা, মূলা, শতভিষা. ধনিষ্ঠা, কৃত্তিকা, চিত্রা এবং মঘা এই নয়টী নক্ষত্রের কোনও একটী নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতকের রাক্ষস গণ হয়।

নক্ষত্রের গণ। নক্ষত্রগণের ছয়টী গণ ; যথা—(১) উগ্র গণ, (২) ধ্রুব গণ, (৩) চর গণ, (৪) মৃদু গণ, (৫) তীক্ষ্ণ গণ এবং (৬) মিশ্র গণ।

১। ভরণী, মঘা, পূর্ব্বফল্গুনী, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও পূর্ব্বাষাঢ়া এই পাঁচটী নক্ষত্রের উগ্র গণ।

২। রোহিণী, উত্তরফল্গুনী, উত্তরাষাঢ়া ও উত্তরভাদ্রপদ এই পাঁচটী নক্ষত্রের ধ্রুব গণ।

৩। পুনর্ব্বসু, স্বাতি, শ্রবণা, ধনিষ্ঠা ও শতভিষা এই পাঁচটী নক্ষত্রের চর গণ।

৪। অশ্বিনী, পুষ্যা ও স্বাতি এই তিনটী নক্ষত্রের মৃদু গণ।

৫। আর্দ্রা, অশ্লেষা, জ্যেষ্ঠা ও মূলা এই চারিটী নক্ষত্রের তীক্ষ্ণ গণ।

৬। কৃত্তিকা ও বিশাখা এই দুইটী নক্ষত্রের মিশ্র গণ।

নক্ষত্রদিগের নামানুসারে মাসের নাম ; যথা—

	মাস		নক্ষত্র
১।	বৈশাখ	...	বিশাখা ও অনুরাধা
২।	জ্যৈষ্ঠ	...	জ্যেষ্ঠা ও মূলা
৩।	আষাঢ়	...	পূর্ব্বাষাঢ়া ও উত্তরাষাঢ়া
৪।	শ্রাবণ	...	শ্রবণা ও ধনিষ্ঠা।

	মাস		নক্ষত্র
৫।	ভাদ্র	...	শতভিষা, পূর্ব্বভাদ্রপদ ও উত্তরভাদ্রপদ।
৬।	আশ্বিন	...	রেবতী, অশ্বিনী ও ভরণী।
৭।	কার্ত্তিক	...	কৃত্তিকা ও রোহিণী।
৮।	অগ্রহায়ণ	...	মৃগশিরা ও আর্দ্রা।
৯।	পৌষ	...	পুনর্ব্বসু ও পুষ্যা।
১০।	মাঘ	...	অশ্লেষা ও মঘা।
১১।	ফাল্গুন	...	পূর্ব্ব ফল্গুনী, উত্তর ফল্গুনী ও হস্তা।
১২।	চৈত্র	...	চিত্রা ও স্বাতি।

জন্ম নক্ষত্র। জাতকের জন্মকালে আকাশে যে নক্ষত্র উদিত থাকে, সেই নক্ষত্রটীই তাহার জন্ম নক্ষত্র নামে অভিহিত হয়।

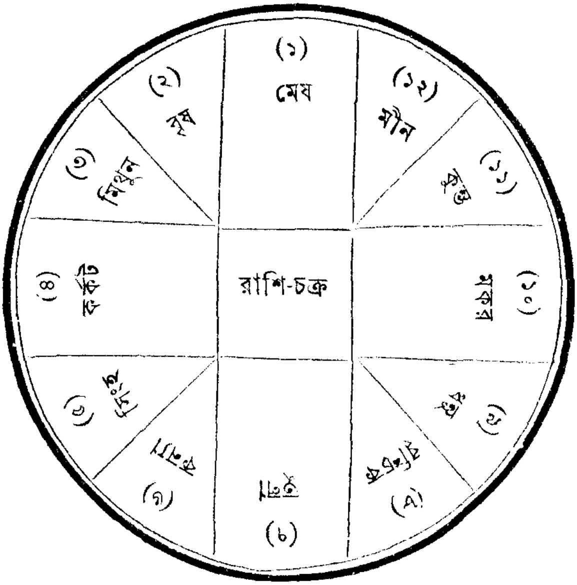
যোগ। ২৭টী নক্ষত্রের যথাক্রমে বিকাশের ন্যায় ২৭টী যোগেরও যথাক্রমে বিকাশ হয়; ২৭টী যোগ যথা—(১) বিষ্কুম্ভঃ, (২) প্রীতি, (৩) আয়ুষ্মান্, (৪) সৌভাগ্য, (৫) শোভন, (৬) অতিগণ্ড, (৭) সুকর্ম্মা, (৮) ধৃতি, (৯) শূল, (১০) গণ্ড, (১১) বৃদ্ধি, (১২) ধ্রুব, (১৩) ব্যাঘাত, (১৪) হর্ষণ, (১৫) বজ্র, (১৬) অসৃক, (১৭) ব্যতীপাত, (১৮) বরীয়ান্, (১৯) পরীঘ, (২০) শিব, (২১) সাধ্য, (২২) সিদ্ধ, (২৩) শুভ, (২৪) শুক্র, (২৫) ব্রহ্ম, (২৬) ইন্দ্র, (২৭) বৈধৃতি।

কাল পুরুষ। আকাশ মণ্ডলে নক্ষত্রসকল কর্ত্তৃক সংঘটিত হইয়া একটী পুরুষাকৃতি সংকল্পিত হইয়াছে, তাহাকে কাল পুরুষ বলে। নিম্নলিখিত নক্ষত্রগণ কর্ত্তৃক কালপুরুষের অঙ্গ বিভক্ত হইয়াছে।

মস্তকে	... অশ্বিনী	গ্রীবায়	... স্বাতি
ভ্রূদ্বয়ে	... ভরণী ও কৃত্তিকা	স্তনদ্বয়ে	... বিশাখা ও অনুরাধা
চক্ষুদ্বয়ে	... রোহিণী ও মৃগশিরা	বক্ষে	... জ্যেষ্ঠা
কর্ণদ্বয়ে	... আর্দ্রা ও পুনর্ব্বসু	পার্শ্বদ্বয়ে	... মূলা ও পূর্ব্বাষাঢ়া
নাসিকায়	... পুষ্যা	নাভিতে	... উত্তরাষাঢ়া
গণ্ডে	... অশ্লেষা	নিতম্বে	... শ্রবণা
ওষ্ঠাধরে	... মঘা ও পূর্ব্ব ফল্গুনী	পৃষ্ঠে	... অভিজিৎ
দন্তপংক্তিদ্বয়ে	... উত্তর ফল্গুনী ও হস্তা	গুহ্যে	... ধনিষ্ঠা
জিহ্বায়	... চিত্রা	প্রথম পদে	...শতভিষা ও পূর্ব্বভাদ্রপদ

দ্বিতীয় পদে ... উত্তরভাদ্রপদ ও রেবতী।

রাশি নির্ণয়।



অয়নমণ্ডল বা ভূ-কক্ষের কিঞ্চিৎ দূর ব্যাপিয়া যে আর একটী কল্পিত চক্র উহাকে পরিবেষ্টন করে, তাহাকে রাশি-চক্র কহে।

রাশি দ্বাদশটী; যথা—মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ, মীন।

রাশিগণের নামান্তর এবং ল্যাটিন নাম।

	রাশি		নামান্তর		ল্যাটিন নাম
১।	মেষ	...	ক্রিয়	...	Aries (এরিজ্)
২।	বৃষ	...	তাবুরি	...	Taurus (টরস্)
৩।	মিথুন	...	জিতুম	...	Gemini (জেমিনি)
৪।	কর্কট	...	কুলীর	...	Cancer (ক্যান্সার্)
৫।	সিংহ	...	লেয়	...	Leo (লিও)
৬।	কন্যা	...	পাথেয়	...	Virgo (ভার্গো)
৭।	তুলা	...	যূক	...	Libra (লাইব্রা)

	রাশি		নামান্তর		ল্যাটিন নাম
৮।	বৃশ্চিক	...	কৌর্পাখ্য	...	Scorpio (স্কর্পিও)
৯।	ধনু	...	তৌক্ষিক	...	Sagittarius (স্যাজিট্যারিস্)
১০।	মকর	...	আকোকের	...	Capricornus (ক্যাপ্রিকরনস্)
১১।	কুম্ভ	...	হৃদ্রোগ	...	Aquarius (অ্যাকোয়েরিয়স্)
১২।	মীন	...	অন্ত্যভ	...	Pisces (পিসেস্)

রাশিগণের অধিপতি ও বর্ণ।

	রাশি		অধিপতি		বর্ণ
১।	মেষ	...	মঙ্গল	...	রক্তবর্ণ
২।	বৃষ	...	শুক্র	...	শ্বেতবর্ণ
৩।	মিথুন	...	বুধ	...	হরিদ্রা বর্ণ
৪।	কর্কট	...	চন্দ্র	...	পাটল বর্ণ
৫।	সিংহ	...	রবি	...	পাণ্ডু বর্ণ
৬।	কন্যা	...	বুধ	...	বিচিত্র বর্ণ
৭।	তুলা	...	শুক্র	...	কৃষ্ণ বর্ণ
৮।	বৃশ্চিক	...	মঙ্গল	...	নীল ও পীত মিশ্রিত বর্ণ
৯।	ধনু	...	বৃহস্পতি	...	দীপ-শিখার ন্যায় বর্ণ
১০।	মকর	...	শনি	...	নানা বর্ণ
১১।	কুম্ভ	...	শনি	...	পিঙ্গল বর্ণ
১২।	মীন	...	বৃহস্পতি	...	মলিন বর্ণ

প্রত্যেক নক্ষত্রের পূর্ণ ভোগ্যাংশ চারি পাদ। চারি ভাগের এক এক ভাগকে পাদ কহে। নক্ষত্রগণের নয় পাদ অর্থাৎ দুইটী নক্ষত্র এবং অপর নক্ষত্রের চারি ভাগের এক ভাগ লইয়া এক একটী রাশি কল্পিত হয়। কোন্ কোন্ নক্ষত্র সংযোগে কোন্ কোন্ রাশি সংগঠিত হইয়াছে, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

। মেষ	... ...	অশ্বিনী	...	৪ পাদ
		ভরণী	...	৪ পাদ
		কৃত্তিকা	...	১ পাদ

২। বৃষ	...	...	কৃত্তিকা	...	৩ পাদ
			রোহিণী	...	৪ পাদ
			মৃগশিরা	...	২ পাদ
৩। মিথুন	...	...	মৃগশিরা	...	২ পাদ
			আর্দ্রা	...	৪ পাদ
			পুনর্ব্বসু	...	৩ পাদ
৪। কর্কট	...	...	পুনর্ব্বসু	...	১ পাদ
			পুষ্যা	...	৪ পাদ
			অশ্লেষা	...	৪ পাদ
৫। সিংহ	...	...	মঘা	...	৪ পাদ
			পূর্ব্বফল্গুনী	...	৪ পাদ
			উত্তরফল্গুনী	...	১ পাদ
৬। কন্যা	...	...	উত্তরফল্গুনী	...	৩ পাদ
			হস্তা	...	৪ পাদ
			চিত্রা	...	২ পাদ
৭। তুলা	...	...	চিত্রা	...	২ পাদ
			স্বাতি	...	৪ পাদ
			বিশাখা	...	৩ পাদ
৮। বৃশ্চিক	...	...	বিশাখা	...	১ পাদ
			অনুরাধা	...	৪ পাদ
			জ্যেষ্ঠা	...	৪ পাদ
৯। ধনু	...	...	মূলা	...	৪ পাদ
			পূর্ব্বাষাঢ়া	...	৪ পাদ
			উত্তরাষাঢ়া	...	১ পাদ
১০ মকর	...	...	উত্তরাষাঢ়া	...	৩ পাদ
			শ্রবণা	...	৪ পাদ
			ধনিষ্ঠা	...	২ পাদ

১১। কুম্ভ	ধনিষ্ঠা	...	২ পাদ
	শতভিষা	...	৪ পাদ
	পূর্ব্বভাদ্রপদ	...	৩ পাদ
১২। মীন	পূর্ব্ব ভাদ্রপদ	...	১ পাদ
	উত্তর ভাদ্রপদ	...	৪ পাদ
	রেবতী	...	৪ পাদ

রাশিদিগের আধিপত্য। মেষ, সিংহ ও ধনু পূর্ব্ব দিকের,—বৃষ, কন্যা ও মকর দক্ষিণ দিকের,—মিথুন, তুলা ও কুম্ভ পশ্চিম দিকের এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন উত্তর দিকের অধিপতি।

মেষাদি দ্বাদশ রাশি লইয়া দ্বাদশটী স্থান বা গৃহ কল্পিত হইয়া থাকে। যথা—(১) জাতকের লগ্ন বা তনুস্থান, (২) ধনস্থান, (৩) ভ্রাতৃস্থান, (৪) বন্ধু-স্থান, (৫) পুত্র স্থান, (৬) শত্রু স্থান, (৭) জায়া স্থান, (৮) মৃত্যু স্থান, (৯) ধর্ম্ম স্থান, (১০) কর্ম্ম স্থান, (১) আয় স্থান, এবং (১২) ব্যয় স্থান।

উপচয়। লগ্নরাশি হইতে তৃতীয়, একাদশ, ষষ্ঠ এবং দশম স্থানকে উপচয় বলে।

পনফর। লগ্ন হইতে দ্বিতীয়, পঞ্চম, অষ্টম এবং একাদশ স্থানকে পনফর বলে।

আপোক্লিম। লগ্ন হইতে তৃতীয়, ষষ্ঠ, নবম এবং দ্বাদশ স্থানকে আপোক্লিম কহে।

ত্রিকোণ। লগ্ন হইতে পঞ্চম ও নবম স্থানকে ত্রিকোণ কহে।

চতুরস্র। লগ্ন হইতে চতুর্থ ও অষ্টম স্থানকে চতুরস্র বলে।

রাশিগণের বিবিধ সংজ্ঞা। দ্বাদশ রাশির যথাক্রমে ক্রূর ও সৌম্য, পুরুষ ও স্ত্রী, ওজ ও যুগ্ম, বিষম ও সম এবং চর, স্থির ও দ্ব্যাত্মক নাম হইয়া থাকে; যথা—

১।	ক্রূর রাশি—	মেষ,	মিথুন,	সিংহ,	তুলা,	ধনু,	কুম্ভ।
	সৌম্যরাশি—	বৃষ,	কর্কট,	কন্যা,	বৃশ্চিক,	মকর,	মীন।
২।	পুরুষ রাশি—	মেষ,	মিথুন,	সিংহ,	তুলা,	ধনু,	কুম্ভ।
	স্ত্রী রাশি—	বৃষ,	কর্কট,	কন্যা,	বৃশ্চিক,	মকর,	মীন।
৩।	ওজ রাশি—	মেষ,	মিথুন,	সিংহ,	তুলা,	ধনু,	কুম্ভ

	যুগ্ম রাশি—বৃষ,	কর্কট,	কন্যা,	বৃশ্চিক,	মকর,	মীন।
৪।	বিষম রাশি—মেষ,	মিথুন,	সিংহ,	তুলা,	ধনু,	কুম্ভ।
	সম রাশি—বৃষ,	কর্কট,	কন্যা,	বৃশ্চিক,	মকর,	মীন।
৫।	চর রাশি—মেষ,	কর্কট,	তুলা,	মকর,		
	স্থির রাশি—বৃষ,	সিংহ,	বৃশ্চিক,	কুম্ভ,		
	দ্ব্যাত্মক রাশি—মিথুন,	কন্যা,	ধনু,	মীন।		

রাশিগণের দিবা নিশা সংজ্ঞা। সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ ও মীন রাশির দিবা সংজ্ঞা এবং মেষ, বৃষ, মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকর রাশির রাত্রি সংজ্ঞা। দিবা সংজ্ঞক রাশি সকল দিবাভাগে এবং নিশা সংজ্ঞক রাশি সকল নিশাভাগে বিশেষ বলবান্ হইয়া থাকে।

পৃষ্ঠোদয় সংজ্ঞা। মেষ, বৃষ, কর্কট, ধনু, মকর ও মীন রাশির পৃষ্ঠোদয় সংজ্ঞা।

শীর্ষোদয় সংজ্ঞা। মিথুন, সিংহ, কন্যা, তুলা, বৃশ্চিক, কুম্ভ এবং মীন রাশির শীর্ষোদয় সংজ্ঞা হইয়া থাকে।

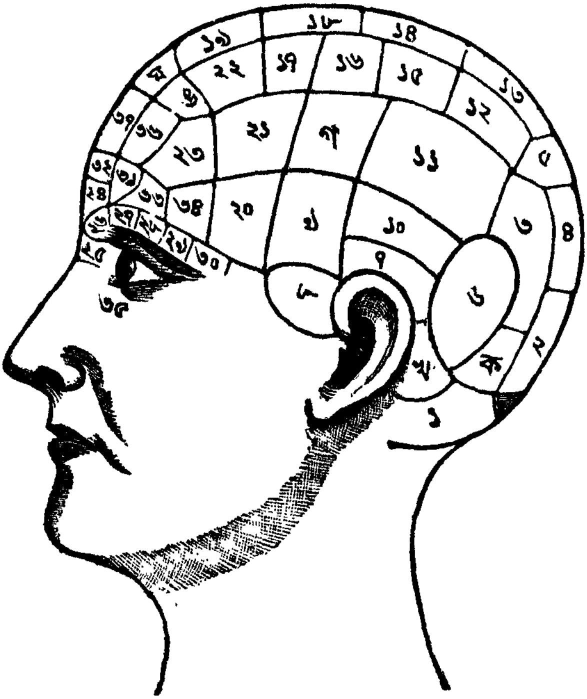
দ্বাদশ রাশি হ্রস্ব, দীর্ঘ ও সম এই তিন প্রকারেও বিভক্ত হয়; যথা—মেষ, বৃষ, কুম্ভ ও মীন রাশিকে হ্রস্ব; সিংহ, কন্যা, তুলা ও বৃশ্চিক রাশিকে দীর্ঘ এবং মিথুন, কর্কট, ধনু ও মকর রাশিকে সমরাশি বলা যায়। উক্ত রাশিগণ এবং তদবস্থিত গ্রহানুসারে মানবের আকৃতি ও অঙ্গ প্রত্যঙ্গ হ্রস্ব, দীর্ঘ এবং সম হইয়া থাকে।

জ্যোতির্ব্বেত্তারা দ্বাদশ রাশিকে অগ্নি, পৃথ্বী, বায়ু ও জল এই চারি প্রকার রাশিতে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—মেষ, সিংহ ও ধনু অগ্নি রাশি; বৃষ, কন্যা ও মকর পৃথ্বী রাশি; মিথুন, তুলা ও কুম্ভ বায়ু রাশি এবং কর্কট, বৃশ্চিক ও মীন জল রাশি।

নিম্নলিখিত রাশি কর্ত্তৃক কাল পুরুষের অঙ্গ বিভক্ত হইয়াছে; যথা—

১। মেষ .. ... কাল পুরুষের মস্তক।
২ বৃষ ... ... ঐ মুখ।
৩ মিথুন ... ... ঐ বাহুদ্বয়।
৪ কর্কট ... ... ঐ হৃদয়।
৫। সিংহ ... ... ঐ উদর।

শিরোবিজ্ঞান।



১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জনস্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)

১৩। আত্মাভিমান (Self-Esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ ক্ষমতা (Constructiveness.)

২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২। অনুকরণ (Imitation.)

২৩। রহস্য প্রিয়তা (Mirthfulness.)

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time.)

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.).

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)

৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা জ্ঞান (Comparision.)

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)

ঙ। মিষ্টভাবিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২। অপত্য-স্নেহ।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক স্বীয় সন্তান ও অন্যান্য বালক বালিকাগণের প্রতি সাতিশয় স্নেহবান এবং তাহাদের সহিত ক্রীড়া-প্রিয় হয়। উচ্চ হইলে সমবয়স্ক বন্ধু ও পালিত জীবজন্তুদিগকে অত্যন্ত ভালবাসিয়া থাকে। উক্ত স্থান নিম্ন হইলে জাতক স্বীয় সন্তান ও অন্যান্য বালক বালিকাদিগকে ভালবাসিতে বা তাহাদের সহিত ক্রীড়া করিতে অনিচ্ছুক এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে একেবারে স্নেহ-মমতা হীন হয়।

৩। বন্ধুত্ব।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক বন্ধুবান্ধবকে অতিশয় ভালবাসে। উক্ত স্থান উচ্চ হইলে জাতক সামাজিক, প্রণয়শীল, উৎসাহী ও পরদুঃখ-কাতর, নিম্ন হইলে অসামাজিক ও বন্ধুত্ব-করণে অসমর্থ এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে নির্দ্দয় ও সন্ন্যাসী হইতে ইচ্ছুক হয়।

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশপ্রিয়তা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক একস্থানে চিরকাল বাস করিতে এবং তথাকার অধিবাসিদিগকে ভালবাসিতে ইচ্ছুক হয়। উক্ত স্থান উচ্চ হইলে জাতক যে স্থানে থাকে, সেই স্থানকেই প্রিয় স্থান করিয়া লইতে সমর্থ, নিম্ন হইলে পরিভ্রমণ-শীল এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে সাধারণের সহিত প্রণয় রাখিতে সম্পূর্ণ রূপে অক্ষম হয়।

৫। অবিচ্ছিন্নতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক এক বিষয় লইয়া দীর্ঘকাল তর্ক বিতর্কে রত, উচ্চ হইলে বিস্মৃতিপরায়ণ, নিম্ন হইলে কোনও বিষয় শীঘ্র মীমাংসা করণ প্রিয় এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে অস্থির, চঞ্চল ও অসন্তোষ চিত্ত হয়।

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক মৃত্যু ভয়ে ভীত ও দীর্ঘ জীবন

প্রার্থী, উচ্চ হইলে দীর্ঘায়ু হইবার জন্য বিশেষ চেষ্টিত, নিম্ন হইলে জীবনে স্পৃহাহীন এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে জীবন পরিত্যাগে অকুণ্ঠিত হয়।

৬। সাহসিকতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক প্রবল আত্ম-বিশ্বাসী, অতিশয় সাহসী ও আত্ম-রক্ষার নিমিত্ত সদা সর্ব্বদা প্রস্তুত, উচ্চ হইলে জাতক সাহসী, বিপদকে আলিঙ্গন করিতে প্রস্তুত, নিম্ন হইলে ভীরু ও আত্ম-রক্ষায় অসমর্থ এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে অতিশয় ভীরু ও একেবারেই সাহস হীন হয়।

৭। সংহার প্রিয়তা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক প্রবল উৎসাহশীল ও সকল প্রকার কষ্টকর কার্য্যে অগ্রগামী, উচ্চ হইলে কার্য্যে উদ্যম হীন, নিম্ন হইলে কষ্টকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে অনিচ্ছুক ও ক্রোধের কার্য্য হইলেও ক্রোধ প্রদর্শনে অক্ষম এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে কাহারও কষ্ট দর্শনে অসমর্থ ও সম্পূর্ণ উদ্যম বিহীন হয়।

৮। পেটুকতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক আহার ও পানে পরিপটু এবং উচ্চ হইলে প্রবল ক্ষুধাবিশিষ্ট ও উদর সেবায় ব্যস্ত হয়। উক্ত স্থান নিম্ন হইলে জাতকের ক্ষুধা অল্প হয় এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে শরীর রক্ষণে যাহা খাইবার প্রয়োজন, তাহাও খায় না।

৯। অর্জ্জন-স্পৃহা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক ব্যয়কুণ্ঠ, কৃপণ ও অর্থ সঞ্চয়ে নিতান্ত অভিলাষী, উচ্চ হইলে পরিশ্রমী, ধনী হইতে ব্যগ্র ও মিতব্যয়ী, নিম্ন হইলে অপব্যয়ী ও ঋণ গ্রস্থ এবং অতি নিম্ন হইলে অযথা অর্থ ব্যয়ী হয়।

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক অসরল, ধূর্ত্ত, ষড়যন্ত্রকারী ও মনোভাব গোপনে রক্ষা কারী, উচ্চ হইলে মনোভাব গোপন রাখিতে সক্ষম, নিম্ন হইলে মনোভাব গোপন রাখিতে অক্ষম এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে কোনও বিষয় গোপন রাখিবার ক্ষমতা একেবারেই বিহীন হয়।

১১। সাবধানতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক বিজ্ঞ, সাবধানী, ভীরু ও সতত

শঙ্কিত, উচ্চ হইলে উৎকণ্ঠিত ও ভবিষ্যৎ জ্ঞাত হইতে অত্যন্ত ইচ্ছুক, নিম্ন হইলে অপরিণামদর্শী এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে অবিবেচক হয়।

যশোলিপ্সা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে, জাতক অতিশয় পরদুঃখ-কাতর, উচ্চাভিলাষপূর্ণ, যশোলোলুপ ও শিষ্ট, উচ্চ হইলে পরদুঃখ-কাতর, অমায়িক ও প্রশংসাপ্রিয়, নিম্ন হইলে সামাজিক নিয়ম পালনে অশ্রদ্ধাবান ও উচ্চাভিলাষ বিহীন এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে পরনিন্দা বা পর-সুখ্যাতিতে নির্লিপ্ত হয়।

১৩। আত্মাভিমান।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক মহৎ, সাহসী, স্বাধীন ও স্বার্থপর, উচ্চ হইলে উচ্চমতিসম্পন্ন ও পরদুঃখ-কাতর, নিম্ন হইলে নীচ-প্রকৃতি বিশিষ্ট ও নীচ সংসর্গপ্রিয় এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে, স্বাধীনতা এবং মর্য্যাদাবিহীন হয়।

১৪। দৃঢ়তা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক সাতিশয় মানসিক বলবিশিষ্ট অধ্যবসায়শীল ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, উচ্চ হইলে মানসিক বল সম্পন্ন, সূক্ষ্ম-বিচার-শক্তি-বিশিষ্ট, অটল ও গোঁয়ার, নিম্ন হইলে অধ্যবসায়হীন ও চঞ্চলচিত্ত এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে আত্ম-বিচার-শক্তি হীন হইয়া পর-পরামর্শে পরিচালিত হয়।

১৫। ন্যায়পরতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক সুবিচারে ইচ্ছুক, অতিশয় ন্যায়বান ও সতর্ক, উচ্চ হইলে ন্যায়বান, সত্যপ্রিয় ও নৈতিক-কর্ত্তব্য-জ্ঞান-সম্পন্ন, নিম্ন হইলে ধর্ম্ম-কর্ম্মে বীতশ্রদ্ধ ও স্বগঠিত কতকগুলি নিয়মকে সদনুষ্ঠান জ্ঞানে তাহার বশীভূত এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে হিতাহিত বিচারে অক্ষম হয়।

১৬। আশা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক ভরসাযুক্ত, উদ্যোগী ও বৈজ্ঞানিক, উচ্চ হইলে প্রফুল্ল-হৃদয় ও সহজে আশা পরিত্যাগে বিরত, নিম্ন হইলে অল্পেই হতাশ ও অতিরঞ্জিত করিয়া ক্লেশ বর্ণনে অভ্যস্ত এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে সকল বিষয়েই অক্ষম হয়।

১৭। আধ্যাত্মিকতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক দৃঢ়বিশ্বাস ও ভক্তি সম্পন্ন, উচ্চ

হইলে ভগবানে বিশ্বাসী ও পরমার্থ চিন্তায় রত, নিম্ন হইলে নাস্তিক ও প্রতক্ষ্যবাদী এবং অতি নিম্ন হইলে ঘোরতর নাস্তিক হয়।

১৮। ভক্তি।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক প্রবীণ, বয়োজ্যেষ্ঠ ও পুরাকালীন মহাত্মাদের উপর ভক্তিমান, উচ্চ হইলে বিনয়ী, ভক্ত ও দেবপূজা রত, নিম্ন হইলে ধর্ম্মোপদেশে বীতশ্রদ্ধ, এবং অত্যন্ত নিম্ন ইইলে একেবারেই ভক্তি বিহীন হয়।

১৯। বদান্যতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক প্রবল সহানুভূতি সম্পন্ন, বদান্য ও সাধারণ-হিতৈষী, উচ্চ হইলে সহানুভূতি বিশিষ্ট, পরোপকারী ও দানশীল, নিম্ন হইলে স্বার্থপর ও পরোপকার-বিমুখ এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে মনুষ্যত্ব হীন হয়।

২০। নির্ম্মাণ-ক্ষমতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক কলের কার্য্যে অভিজ্ঞ, সহসা নূতন কার্য্যে প্রবৃত্ত ও শিল্প-কার্য্যে পারদর্শী, উচ্চ হইলে নির্ম্মাণক্ষম ও কলের কার্য্যে নিপুণ, এবং নিম্ন হইলে কদাকার ও শিল্পকার্য্যে অজ্ঞ হয় অত্যন্ত নিম্ন হইলে জাতকের শিল্প-বিদ্যায় আদৌ জ্ঞান থাকে না।

২১। কল্পনা-শক্তি।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক গভীর চিন্তাশীল কবি ও সৌন্দর্য্য-প্রিয়, উচ্চ হইলে সূক্ষ্ম কল্পনা বিশিষ্ট ও মনোহর-দ্রব্য প্রিয়, নিম্ন হইলে রুচিহীন ও অশিষ্ট এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে চিন্তা করিতে অক্ষম এবং সৌন্দর্য্যজ্ঞান-হীন হয়।

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক অর্থব্যয়ে মহৎ, উন্নত ও গুণশালী, উচ্চ হইলে প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য দর্শনে একান্ত ইচ্ছুক ও উন্নত স্বভাব সম্পন্ন, নিম্ন হইলে আড়ম্বর পূর্ণ দৃশ্য দর্শনে বীতশ্রদ্ধ এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে মহত্বহীন ও বন্ধু বিহীন হয়।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ভ্রূ-যুগল সরলভাবে অঙ্কিত ও উহাদিগের আরম্ভ-স্থল ধনুকাকার হইলে জাতক মানসিক দৃঢ়মনাঃ এবং কোমল-হৃদয়-হইয়া থাকে।

ভ্রূ-যুগল সরলভাবে অঙ্কিত এবং চক্ষের অতিশয় নিকটবর্ত্তী হইলে জাতক গণিত-শাস্ত্রে পারদর্শী হয়। যে জাতকের ভ্রূ-দ্বয় উক্তরূপ অঙ্কিত হইয়াও চক্ষুর নিকটবর্ত্তী না হয়, তাহার গণিত-শাস্ত্রে জ্ঞান থাকে না।

ললাট দেশে ভ্রূ-যুগল বিশৃঙ্খলরূপে অবস্থিত হইলে, জাতক উদ্যমশীল হয়।

স্বভাব সম্বন্ধে বিবরণ।

প্রত্যেক মনুষ্যের ললাট বিভিন্ন প্রকার;—কাহারও উচ্চ, কাহারও নিম্ন, কাহারও বা সমতল। ললাটের এইরূপ গঠন-প্রণালী দর্শনে মনুষ্যের বুদ্ধি ও মানসিক ক্ষমতা নির্ণয় করিতে পারা যায়।

যদ্যপি ললাট দেশ মস্তক হইতে নাসিকা পর্য্যন্ত উচ্চ বা নিম্ন না হইয়া সমতলের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতকের স্থূল বুদ্ধি হয়। কিন্তু কপালের উপরিভাগ উচ্চ হইলে জাতক বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য সাধন করে।

যদ্যপি কপালের নিম্নভাগ উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক ভ্রমণ এবং প্রকৃতি-সৌন্দর্য্য দর্শন প্রিয় হয়।

যদ্যপি ললাট সুডৌল এবং চক্ষের উপরিভাগ উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক সঙ্গীত-বিদ্যা-বিশারদ হয়। উক্তরূপ কপালের মধ্য-স্থল উচ্চ হইলে জাতক অত্যন্ত তার্কিক হয়।

ভ্রূ-দ্বয় বাদামিয়া গঠনের এবং উক্ত স্থান নিম্ন হইলে জাতক পরদুঃখ-কাতর এবং করুণ হৃদয় হয়। ভ্রূ-যুগল নিম্ন এবং বিস্তৃত হইলে জাতক শিল্প-বিদ্যায় পারদর্শী হয়।

যদ্যপি ললাট সঙ্কুচিত এবং দৃঢ় হয়, তাহা হইলে জাতক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়। চক্ষের উপরিভাগ উচ্চ হইলে জাতক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধি সম্পন্ন হয়। যদ্যপি ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক ধী-শক্তি সম্পন্ন এবং মুখের গঠন ও স্থানের নাম স্মরণ রাখিতে বিশেষ সক্ষম হয়।

চক্ষু দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী নাসিকার উপরিস্থ স্থান উচ্চ হইলে জাতক চিত্র-বিদ্যায় বিশেষ পারদর্শিতা লাভ করে।

যদ্যপি ললাট প্রশস্ত এবং ভ্রূ-যুগল স্থূল হয়, তাহা হইলে জাতক বিশ্বাস ভাজন এবং বিজ্ঞ হয়।

যদ্যপি কপালের পার্শ্বদ্বয় (temples) উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক কল্পনাপ্রিয় ও নির্ম্মাণ-শক্তি বিশিষ্ট হয়।

যদ্যপি ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে একটী কুঞ্চিত রেখা থাকে তাহা হইলে জাতক উষ্ণ-প্রকৃতির লোক হয়।

যদ্যপি তিনটী এড়ো রেখা নাসিকার উপরিভাগে অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে জাতক রসিকতা প্রিয় হয়।

যদ্যপি কপালের উপরিভাগে সমান্তরাল কুঞ্চিত রেখা থাকে, তাহা হইলে জাতক বিজ্ঞতার সহিত বিচার করিতে সক্ষম হয়।

চক্ষু ও ভ্রূ।

চক্ষু ও ভ্রূর গঠন প্রণালী দর্শন করিয়া মানবের স্বভাব এবং মানসিক ক্ষমতার পরিচয় পাওয়া যায়।

চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ হইলে জাতক কামাতুর, পিঙ্গলবর্ণ হইলে বুদ্ধিমান ও সদয় হৃদয়, ধূসর বর্ণ হইলে মনোরঞ্জনকারী, চঞ্চল ও প্রণয়শীল, পীতবর্ণ হইলে তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও চঞ্চল স্বভাব বিশিষ্ট এবং নীলবর্ণ হইলে প্রণয়ালাপী ও গাল-গল্প প্রিয় হইয়া থাকে।

যদ্যপি জাতকের চক্ষু নিমগ্ন (অর্থাৎ বসা) এবং বর্ণ পিঙ্গল ও ধূসর মিশ্রিত হয়, তাহা হইলে জাতক দুর্ব্বল-হৃদয় এবং স্বার্থপর হয়।

চক্ষুর গঠন গোল হইলে জাতক সুচতুর ও অভিনব কৌশল স্রষ্টা হয়; যদ্যপি চক্ষু ক্ষুদ্র এবং নিমগ্ন হয়, তাহা হইলে জাতক কোনও দ্রব্য বিশেষ করিয়া দর্শন করিতে এবং তাহার মর্ম্মাবধারণ করিতে সমর্থ হয়।

নয়ন যুগল পরস্পর দূরবর্ত্তী হইলে জাতক সত্যপ্রিয় এবং সরল হৃদয় হয়। অধিক দূরবর্ত্তী হইলে নির্ব্বোধ হইয়া থাকে।

চক্ষুদ্বয় অত্যন্ত নিকটবর্ত্তী হইলে জাতক চতুর এবং প্রতারক হয়।

যদ্যপি চক্ষুদ্বয় চীন দেশীয় লোকের চক্ষুর ন্যায় দেখিতে হয়, তাহা হইলে জাতক মিথ্যাবাদী হয়।

যদ্যপি চক্ষুর গঠন বৃহৎ এবং বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে জাতক অহঙ্কারী, উগ্রস্বভাববিশিষ্ট এবং স্ত্রৈণ হয়। চক্ষু বৃহৎ ও ভারি এবং চক্ষুর পাতা দীর্ঘ হইলে জাতক কামুক হয়।

যদ্যপি চক্ষু কোণাকৃতি হয়, তাহা হইলে জাতক সূক্ষ্ম বুদ্ধিসম্পন্ন, বিচক্ষণ, কার্য্য সাধন তৎপর এবং সুচতুর হইয়া থাকে।

ভ্রূযুগল দীর্ঘ হইলে জাতক কবি, ধনুকাকার হইলে উৎসাহশীল ও সুস্থকায়, অত্যন্ত পাতলা হইলে তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন এবং ধনুকাকার ও স্থূল হইলে রং ফলাইতে সক্ষম হয়।

নাসিকা।

নাসিকা মূল দেশ হইতে ধনুকাকার হইয়া আসিলে জাতক মানসিক বলসম্পন্ন, স্বভাবতঃ আত্ম-সত্ত্ব রক্ষা করিতে সক্ষম, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং প্রায়ই শান বিভাগের কর্ম্মাধ্যক্ষ হইয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

নাসিকা সরল হইলে জাতক বিশুদ্ধ রুচিসম্পন্ন এবং সহিষ্ণু হয়। যদ্যপি নাসিকা দীর্ঘাকৃতি এবং ইহার শেষাংশ ঊর্দ্ধমুখী হয়, তাহা হইলে জাতক সমধিক চিন্তাশীল এবং অনুসন্ধানকারী হইয়া থাকে।

নাসিকার শেষভাগ নিম্নমুখী হইলে জাতক বিদ্রূপপ্রিয় (ব্যঙ্গকারী) এবং দগ্ধ-চিত্ত হয়।

যদ্যপি নাসিকার গঠন উপরোক্ত রূপ হয় এবং ইহার প্রথম ভাগ (মূলদেশ) ধনুকাকার হয়, তাহা হইলে জাতক দুর্দ্দান্ত এবং বিষয়াসক্ত হয়।

যদ্যপি সহজ অবস্থায় জাতকের নাসিকার দুই পার্শ্বে কতকগুলি সরল রেখা অঙ্কিত দেখা যায়, তাহা হইলে জাতক ধূর্ত্ত, শিল্পকর এবং দুরাত্মা হয়।

যদ্যপি নাসিকা ক্ষুদ্র এবং ইহার উপরিভাগ স্ফীত হয়, তাহা হইলে জাতক আত্ম-নির্ভরকারী হয়।

নাসিকা দীর্ঘ এবং প্রশস্ত হইলে জাতক স্থূলবুদ্ধি এবং নীচ প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়।

নাসা-রন্ধ্র পথ বক্র হইলে জাতক অহঙ্কারী, এবং অত্যন্ত কোমল হইলে স্বদেশ হিতৈষী হয়।

যদ্যপি নাসিকার শেষভাগ দুই অংশে বিভক্ত হয়, তাহা হইলে জাতক দ্রব্য-বিশ্লেষণকারী এবং তার্কিক হয়।

যদ্যপি নাসিকার শেষভাগ স্থূল হয়, তাহা হইলে জাতক যুক্তি দ্বারা অনুমান করিতে সক্ষম হয়।

যদ্যপি উক্ত অংশ সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে জাতক সহজ জ্ঞান দ্বারা বিচার করিতে সক্ষম হয়।

মুখ। (Mouth.)

ওষ্ঠ দ্বারা জাতকের শারীরিক এবং মানসিক অনুরাগ ও স্পৃহা বিশেষরূপ বুঝিতে ·[illegible] যায়।

ওষ্ঠ ধনুকাকার হইলে জাতক সচ্চরিত্র, অত্যন্ত পাতলা হইলে কামুক ও অলস এবং স্থূল হইলে দুশ্চরিত্র হয়।

যদ্যপি ওষ্ঠ, অধর অপেক্ষা দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে জাতক দয়ালু এবং শান্ত (মতান্তরে স্বার্থপর এবং পেটুক) হয়। যদ্যপি অধর স্থূল হয়, তাহা হইলে জাতক সুরুচি সম্পন্ন হয়।

যদ্যপি ওষ্ঠাধর উভয়েরই উপর ছেদ চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতক অকপট এবং প্রণয়শীল হয়। যদ্যপি ওষ্ঠ কিংবা অধরের কোন স্থল ছেদ চিহ্ন যুক্ত না হয়, তাহা হইলে জাতক স্বার্থপর হয়।

ওষ্ঠাধর পরস্পর যুক্ত হইলে জাতক পরিণামদর্শী ও অনালাপী হয় এবং বহু চিন্তার পর একটী প্রশ্নের উত্তর দিয়া থাকে। যদ্যপি ওষ্ঠাধর পরস্পর যুক্ত না হয় তাহা হইলে জাতক অনুসন্ধানকারী হয়।

যদ্যপি ওষ্ঠ দীর্ঘ এবং মুখ কোমল (flexible) হয়, তাহা হইলে জাতক বাগ্মী হয়।

যদ্যপি অধরের মধ্যস্থল নিম্ন হয়, তাহা হইলে জাতক খামখেয়ালী স্বভাব বিশিষ্ট এবং কল্পনাপ্রিয় হয়।

যদ্যপি মুখ প্রশস্ত এবং ওষ্ঠাধর সুন্দররূপে চিত্রিত হয়, তাহা হইলে জাতক সাহসী, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, সুবিবেচক এবং পরদুঃখ-কাতর হয়।

যদ্যপি অধর উচ্চ এবং বর্ণ রক্তিম হয়, তাহা হইলে জাতক সদাশয় হয়।

যদ্যপি অধর পাতলা হয়, তাহা হইলে জাতক ধনলোলুপ এবং পাষাণ-হৃদয় হয়।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব-প্রকাশিতের পর।)

জন্ম-নক্ষত্রে ফল।

(কোষ্ঠী কলাপ মতে।)

১। অশ্বিনী।

গজাশ্বমেষস্য কলাবিদগ্ধো মানী প্রচণ্ডোঽতি খলশ্চ চঞ্চলঃ।
জাতোঽশ্বিনীভে মনুজো দয়ালুস্তোষ প্রকাশে নৃপবল্লভঃ স্যাৎ॥

অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্মগহণ করিলে জাতক হস্তী, অশ্ব ও মেষের মর্ম্মজ্ঞ, কলাবিৎ, মাননীয়, অতি প্রচণ্ড, খল ও চঞ্চল স্বভাববিশিষ্ট, দয়ালু এবং তুষ্টি-সাধন-নিপুণতায় নৃপতি-প্রিয় হইয়া থাকে।

২। ভরণী।

ধান্যাদিবস্তু-ক্রয়বিক্রয়ার্থযুক্তো নরঃ স্যাদ্ভরণী প্রসূতঃ।
ক্রূরোঽর্থবাদীর্ঘতনুঃ প্রশান্তো বিদেশবাসী জিতবৈরিপক্ষঃ॥

ভরণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ধান্যাদি বস্তুর ক্রয়-বিক্রয়ে নিযুক্ত, ক্রূর, সুদীর্ঘ দেহবিশিষ্ট, প্রশান্ত-প্রকৃতি, বিদেশবাসী এবং বিপক্ষ-বিজয়ী হয়।

৩। কৃত্তিকা।

বহ্বাশিনং ক্রোধসমাকুলঞ্চ তীক্ষ্ণস্বভাবং ভয়সঙ্গতঞ্চ।
স্থূলাস্যগণ্ডং রিপুতাপিতাঙ্গং জাতং বিদধ্যাৎ কিল কৃত্তিকাভে॥

কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বহু আশাবিশিষ্ট, ক্রোধশীল, তীব্র-স্বভাবসম্পন্ন, ভীত, স্থূল বদন ও গণ্ডযুক্ত এবং শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হইয়া থাকে।

৪। রোহিণী।

ভোগী দয়ালুঃ শুচিরল্পকোপী দক্ষঃ কলাবিন্মনুজঃ প্রসূতঃ।
ব্রাহ্মোঽর্থবান্ স্থূলকপোলনেত্রো মহাবলিষ্ঠঃ কফবাতদেহঃ॥

রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ভোগী, দয়ালু, পবিত্র,

অল্প-ক্রোধী, কার্য্যতৎপর, কলা-শাস্ত্রজ্ঞ, ব্রহ্ম-জ্ঞানবিশিষ্ট, অর্থবান, উচ্চ কপোল ও প্রশস্ত চক্ষুবিশিষ্ট, মহাবলিষ্ঠ এবং কফবাতাক্রান্ত-দেহ হইয়া থাকে।

৫। মৃগশিরা।

মৃগে মৃগাক্ষোতিবলঃ সুগণ্ডো নৃপপ্রিয়ঃ সাহসিকোঽতিকামী।
জাতো মনুষ্যোঽচপলোঽল্পধর্ম্মোমিত্রার্থপুত্রৈঃ সহিতোঽল্পবিত্তঃ॥

মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক মৃগের ন্যায় চক্ষুসম্পন্ন, অতিশয় বলিষ্ঠ, সুন্দর গণ্ডযুক্ত, নৃপতি-প্রিয়, সাহসিক, অতি কামাতুর, নম্রপ্রকৃতি ও অল্পধর্ম্মবিশিষ্ট এবং মিত্র ও পুত্রের সহিত অল্প ধনবান হয়।

৬। আর্দ্রা।

আর্দ্রাপ্রসূতশ্চপলোঽতিশূরঃ প্রসাদবান কামিজনার্থসেবী।
নরোঽতিলুব্ধো ধনধান্যযুক্তঃ পুণ্যক্রিয়াবিস্মৃতপুত্রদারঃ॥

আর্দ্রা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক চপলপ্রকৃতিসম্পন্ন, অতিশয় বলবান, প্রসন্ন বদনবিশিষ্ট, প্রার্থীজনের প্রার্থনা পূর্ণকারী, অতিশয় লোভী, ধনধান্যযুক্ত এবং পুণ্যক্রিয়ায় রত থাকিয়া স্ত্রী-পুত্র বিস্মৃত হয়।

৭। পুনর্ব্বসু।

পুনর্ব্বসৌ স্যাদতিধর্ম্মনিষ্ঠঃ স্বকর্ম্মদক্ষঃ পিতৃমাতৃভক্তঃ।
নরোঽতিকামী বনিতারতশ্চ প্রবাসশীলো মধুরার্থসেবী॥

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে জন্ম-গ্রহণ করিলে জাতক অতিশয় ধর্ম্মনিষ্ঠ, আত্ম-কর্ম্ম-নিপুণ, পিতৃ-মাতৃ-ভক্ত, অতিশয় কামুক, স্ত্রৈণ, প্রবাসী, এবং বিপুলার্থভোগী হইয়া থাকে।

৮। পুষ্যা।

পুষ্যে নরঃ শ্রেষ্ঠমতিঃ কৃতী চ কুলপ্রধানো ধনধান্যযুক্তঃ।
প্রাজ্ঞোঽতিশূরো দ্বিজদেবভক্তঃ স্যাৎ সর্ব্ববিদ্যানিপুণঃ প্রসূতঃ।

পুষ্যা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতক উচ্চ-মতিসম্পন্ন, কৃতী, কুলতিলক, ধন-ধান্যযুক্ত, প্রাজ্ঞ, অতিশয় শূর, দেব-দ্বিজ-ভক্ত এবং সর্ব্ব প্রকার বিদ্যায় নিপুণ হইয়া থাকে।

৯। অশ্লেষা।

দ্বিজিহ্বধারী রিপুভির্জ্জিতঃ স্যাচ্চৌরোঽতি তীক্ষ্ণঃ পিতৃমাতৃহন্তা।
শঠোঽতিমূর্খো নিজবংশঘাতী ভুজঙ্গভেঽসত্যপরঃ প্রসূতঃ॥

অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক দ্বিজহ্বধারী (কপট), শত্রুজিত, তস্কর, উগ্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট, পিতৃ-মাতৃ-হন্তা, শঠ, অতিশয় নির্ব্বোধ, আত্ম-বংশ-ধ্বংশকারী এবং মিথ্যাবাদী হয়।

১০। মঘা।

জাতো মঘায়াং মনুজো বিবাদী সিংহঃ সুনেত্রো ভবতি প্রতাপী।
অল্পাত্মজো বৈ বনিতাবিরোধী চাল্পার্থবিদ্যো নৃপসেবকশ্চ॥

মঘা নক্ষত্রে জন্ম গ্রহণ করিলে জাতক বিবাদপ্রিয়, সিংহসম পরাক্রমশালী, সুন্দর-নয়নবিশিষ্ট, প্রতাপান্বিত, অল্পসন্তানযুক্ত, বনিতা-বিরোধী, অল্পধন ও বিদ্যাসম্পন্ন এবং রাজ-সেবক হয়।

১১। পূর্ব্বফল্গুনী।

ভগে প্রসূতো মনুজো ধনাঢ্যঃ প্রবাসশীলো হতশত্রুপক্ষঃ।
প্রজায়তে কামকলাবিদগ্ধো জনাশ্রিতো হৃষ্টমনাঃ সদৈব॥

পূর্ব্ব ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ধনাঢ্য, প্রবাসশীল, রিপুহন্তা, কামকলা পণ্ডিত, আশ্রমী এবং সতত হৃষ্টমনাঃ হইয়া থাকে।

১২। উত্তরফল্গুনী।

স্যাদুত্তরফল্গুনীসংজ্ঞকে চ জাতো নরঃ সর্ব্বজনপ্রিয়শ্চ।
দাতার্থপুত্রৈঃ সহিতঃ ক্ষুধার্ত্তঃ কোপী পুরন্ধ্রীসুখবর্জ্জিতশ্চ॥

উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সর্ব্বজন প্রিয়, দাতা, সন্তান ও অর্থসম্পন্ন, ক্ষুধার্ত্ত, কোপন-স্বভাববিশিষ্ট এবং পুরন্ধ্রী (স্ত্রী)-সুখ বর্জ্জিত হয়।

১৩। হস্তা।

মলিনবাক্যোঽর্থযুতঃ সুনেত্রঃ প্রতাপযুক্তো নৃপতেঃ প্রধানঃ।
গুণান্বিতঃ সত্যপরঃ কলাবান্ হস্তে প্রসূতঃ প্রভুতামুপৈতি॥

হস্তা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক অশ্লীল-বাক্যসম্পন্ন, ধনবান, সুনেত্রযুক্ত, প্রতাপান্বিত, নৃপতিশ্রেষ্ঠ, গুণবান, সত্যপরায়ণ, কলা-বিদ্যাবিৎ এবং প্রভুত্বশালী হয়।

১৪। চিত্রা।

চিত্রী ধনাঢ্যো শুভগশ্চ মান্যঃ সদর্থভোগী জনবল্লভশ্চ।
স্যান্মাতৃভক্তো নৃপতুল্যকীর্ত্তিশ্চিত্রাভিধেয়ে মনুজঃ প্রসূতঃ॥

চিত্রা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক চিত্র-বিদ্যানিপুণ, ধনাঢ্য, সৌভাগ্যবান, মাননীয়, সদর্থভোগী, লোকপ্রিয়, মাতৃভক্ত ও নৃপতির তুল্য ধনশালী হইয়া থাকে।

১৫। স্বাতী।

স্বাত্যাং প্রসূতো বহুরত্নযুক্তো ধাতুক্রিয়ায়াং নিরতো মনুষ্যঃ।
গৃহাণি বস্ত্রাণি বহূনি নিত্যং প্রাপ্নোতি সৌখ্যানি চ বিত্তলব্ধঃ॥

স্বাতী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বহুরত্নবিশিষ্ট, ধাতু-কার্য্যনিরত, নিত্য বহুতর গৃহ ও বস্ত্র লাভকারী, সুখী এবং লব্ধবিত্ত হইয়া থাকে।

১৬। বিশাখা।

প্রবাসশীলো বিদুষাং বিরোধী ধর্ম্মেষু নিষ্ঠঃ শুভদন্তপংক্তিঃ।
লৌহাভিঘাতার্দ্দিতদন্তদৃষ্টির্বিশাখযুক্তো প্রসূতো মনুষ্যঃ॥

বিশাখা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক প্রবাসশীল, পণ্ডিতগণের বিরোধী, ধর্ম্মপরায়ণ, সুন্দর দন্ত-পংক্তিবিশিষ্ট এবং লৌহাঘাতে দন্ত ও চক্ষু পীড়িত হইয়া থাকে।

১৭। অনুরাধা।

নরোঽপি মৈত্রেচ যদি প্রসূতো নিত্যপ্রমোদীরিপুসঙ্ঘঘাতী।
বাল্যে প্রবাসী পরদারসেবী চৌরো ধনাঢ্যো জনসত্ত্বভাগী॥

অনুরাধা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক নিত্য আমোদ-প্রমোদরত, রিপুজয়ী, বাল্যে প্রবাসী, পরদারানুরক্ত, চৌর, ধনাঢ্য এবং অপরের সত্বভোগী হইয়া থাকে।

১৮। জ্যেষ্ঠা।

জ্যেষ্ঠাপ্রসূতো মনুজোঽতিশূরঃ পদ্মাস্যনেত্রো বহুপুত্রযুক্তঃ।
কোপী বিদগ্ধো যুতদুষ্টবুদ্ধিঃ পরোপতাপী কলহপ্রিয়শ্চ॥

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক মহাপরাক্রমশালী, পদ্মের ন্যায় বদন ও নয়নবিশিষ্ট, ক্রোধপরবশ, পণ্ডিত, দুষ্টবুদ্ধিসম্পন্ন, পরোপতাপী এবং কলহপ্রিয় হয়।

১৯। মূলা।

বয়োঽপরার্দ্ধে মনুজো দরিদ্রো মূলে প্রসূতো বিকলোঽতিশূরঃ।
প্রজায়তে সর্ব্বকলানুরাগঃ পিত্রোশ্চ হন্তা স্বজনোপকারী॥

মূলা নক্ষত্রে জন্ম হইলে জাতক বৃদ্ধাবস্থায় দরিদ্র, বিকল-দেহবিশিষ্ট, মহাপরাক্রান্ত, সর্ব্ব কলা (বিদ্যা)-অনুরাগী, পিতৃ-মাতৃ-হন্তা এবং আত্মীয় বর্গের উপকারী হইয়া থাকে।

২০। পূর্ব্বাষাঢ়া।

ভূয়ো ভূয়স্ত য়মানানুরক্তো ভক্তো দেবে বন্ধুমান্যোঽতিদক্ষঃ।
পূর্ব্বাষাঢ়া জন্মকালে যদি স্যাদাষাঢ়ঃ স্যাদ্বৈরিবর্গে নিতান্তং॥

পূর্ব্বাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সর্ব্বজন কর্ত্তৃক পুনঃ পুনঃ স্তূয়মান, সর্ব্বজনানুরক্ত, দেবভক্ত, বন্ধু-মান্য, সুদক্ষ এবং শত্রুগণের দণ্ডস্বরূপ হয়।

২১। উত্তরাষাঢ়া।

উত্তরাষাঢ়াসু নরঃ প্রসূতঃ কুমিত্রযুক্তো বনিতাবশী চ।
স্যাৎ পণ্ডিতো ধূর্ত্তমতিঃ কৃশাঙ্গো মায়াধরো গুহ্যবলশ্চ শূরঃ॥

উত্তরাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কু-মিত্রবিশিষ্ট, স্ত্রৈণ, পণ্ডিত, ধূর্ত্তমতি, কৃশাঙ্গ, মায়াবী, গুপ্ত-বলসম্পন্ন এবং পরাক্রমশালী হয়।

২২। শ্রবণা।

সধর্ম্মনিষ্ঠঃ শ্রবণাপ্রসূতো মানী বিবেকী দ্বিজদেব ভক্তঃ।
তীর্থোপসেবী বহুপুত্রযুক্তো বিশিষ্টসৌভাগ্যযুতো নরঃ স্যাৎ॥

শ্রবণা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ, মাননীয়, বিবেক-সম্পন্ন, দেব-দ্বিজ-ভক্ত, তীর্থ-ভ্রমণকারী, বহু পুত্রযুক্ত এবং বিশিষ্টরূপ সৌভাগ্যবান হয়।

২৩। ধনিষ্ঠা।

স্যাদ্বাসবে দীর্ঘতনুঃ কফাঢ্যঃ কামী বিবাদী বহুপুত্রযুক্তঃ।
সুশাস্ত্রবক্তা কিল লম্বহস্তো নরো ভবেদ্ভূপতিতুল্যকীর্ত্তিঃ॥

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক দীর্ঘ-দেহবিশিষ্ট, কফযুক্ত, কামাতুর, বিবাদরত, বহুপুত্রযুক্ত সুশাস্ত্রবক্তা, দীর্ঘ-হস্তবিশিষ্ট এবং ভূপতি সদৃশ কীর্ত্তিসম্পন্ন হয়।

২৪। শতভিষা।

জাতো নরো বারুণভেঽলসঃস্যাৎ সংরোধচেষ্টো বচনে পটুশ্চ।
ধূর্ত্তো বিবাদী জনযানদক্ষো গজেন্দ্রভক্তো বিভবং ভুনক্তি॥

শতভিষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক অলস, চেষ্টাবিহীন, বাকপটু, ধূর্ত্ত, বিবাদী, জনযান দক্ষ, গজেন্দ্রভক্ত এবং ঐশ্বর্য্যভোগী হইয়া থাকে।

২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ।

জাতোঽজপাদে মনুজোঽল্পবিত্তো দাতা বিনীতঃ প্রিয়বাক্সুবৃত্তিঃ।
ন সাম্যনেত্রশ্চলচিত্তবৃত্তিঃ প্রবাসশীলো নৃপসেবকশ্চ॥

পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক অল্পধন সম্পন্ন, দানশীল, বিনয়ী, প্রিয়ভাষী, সদ্বৃত্তিপরায়ণ, অসাম্য-নেত্র, অস্থির, চিত্তবৃত্তিসম্পন্ন, প্রবাসশীল এবং রাজ-সেবক হয়।

২৬। উত্তরভাদ্রপদ।

স্যাদুত্তরাভাদ্রপদেষু জাতো গম্ভীরচেষ্টঃ শুভপুণ্যবৃদ্ধিঃ।
শূরো নরঃ শ্রেষ্ঠবলামুপৈতি ক্রোধী প্রভুঃ স্থূলতনুর্ম্মনুষ্যঃ॥

উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক গম্ভীর (অতিশয়) চেষ্টা-বান, পুণ্যকার্য্যবর্দ্ধনশীল, শূর, শ্রেষ্ঠবলসম্পন্ন, ক্রোধী, প্রভুত্বশালী এবং স্থূল-দেহবিশিষ্ট হয়।

২৭। রেবতী।

স্যাদ্রেবতীজো বরতীক্ষ্ণবুদ্ধিঃ শুভাঙ্গধৃক্ বৈরিকুলপ্রতাপী।
বিদ্যানিধিজ্ঞো নৃপসেবকশ্চ বিদেশবাসী মনুজোঽতিশূরঃ॥

রেবতী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন, সুন্দর দেহবিশিষ্ট, শত্রুকুলপ্রতাপী, বিদ্যানিধিজ্ঞ, রাজ-সেবক, বিদেশবাসী এবং অতিশয় পরাক্রমশালী হয়।

(বৃহজ্জাতক মতে।)

১। অশ্বিনী ২। ভরণী।

প্রিয়ভূষণঃ স্বরূপঃ সুভগো দক্ষোঽশ্বিনীষু মতিমাংশ্চ।
কৃতনিশ্চয়ঃ সত্যারুগদক্ষঃ সুখিতশ্চ ভরণীষু॥

অশ্বিনী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে, জাতক সুরূপসম্পন্ন, ভূষণপ্রিয়, সৌভাগ্যবান, সুদক্ষ এবং মতিমান হইয়া থাকে।

ভরণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কৃতনিশ্চয়সম্পন্ন, সত্যবাদী, রোগী নিপুণ, এবং সুখী হয়।

৩। কৃত্তিকা ৪। রোহিণী।

বহুভুক্ পরদাররতস্তেজস্বী কৃত্তিকাসু বিখ্যাতঃ।
রোহিণ্যাং সত্যশুচিঃ প্রিয়ম্বদঃ স্থিরমতিঃ সুরূপশ্চ॥

কৃত্তিকা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বহুভোজী, পরদাররত, তেজস্বী এবং বিখ্যাত হইয়া থাকে।

রোহিণী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সত্যপরায়ণ, শুচি, প্রিয়ংবদ, স্থিরমতি এবং সুশ্রী হয়।

৫। মৃগশিরা ৬। আর্দ্রা।

চপলশ্চতুরো ভীরুঃ পটুরুৎসাহী ধনী মৃগে ভোগী।
শঠগর্ব্বিতঃ কৃতঘ্নো হিংস্রঃ পাপশ্চ রৌদ্রর্ক্ষে।

মৃগশিরা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক চপল, চতুর, ভীরু, কার্য্যপটু, উৎসাহশীল, ধনশালী এবং ভোগী হইয়া থাকে।

আর্দ্রা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ধূর্ত্ত, গর্ব্বিত, কৃতঘ্ন, হিংস্র এবং পাপরত হয়।

৭। পুনর্ব্বসু।

দান্তঃ সুখী সুশীলো দুর্ম্মেধা রোগভাক্ পিপাসুশ্চ।
অল্পেন চ সন্তুষ্টঃ পুনর্ব্বসৌ জায়তে মনুজঃ॥

পুনর্ব্বসু নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক দান্ত (জিতেন্দ্রিয়), সুখী, সুশীল, দুর্ম্মেধাবান, রোগভাক, পিপাসু এবং অল্প লাভে সন্তুষ্ট হয়।

৮। পুষ্যা ৯। অশ্লেষা।

শান্তাত্মা সুভগঃ পণ্ডিতো ধনী ধর্ম্মসম্বৃতঃ পুষ্যে।
শঠঃ সর্ব্বভক্ষঃ পাপঃ কৃতঘ্নো ধূর্ত্তশ্চ ভৌজঙ্গে॥

পুষ্যা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক শান্তাত্মা, সৌভাগ্যবান্, পণ্ডিত, ধনাঢ্য এবং ধার্ম্মিক হয়।

অশ্লেষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সর্ব্বভক্ষ (আহারে অনিয়মী), পাপী, কৃতঘ্ন এবং ধূর্ত্ত হইয়া থাকে।

১০। মঘা ১১। পূর্ব্বফল্গুনী।

বহুভৃত্যধনো ভোগী সুরপিতৃভক্তো মহোদ্যমঃ পিত্রে।
প্রিয়বাগ্দাতা দ্যুতিমানটনো নৃপসেবকো ভাগ্যে॥

মঘা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বহুভৃত্যসম্পন্ন, ভোগী, দেবতা ও পিতৃভক্ত এবং অতিশয় উদ্যমশীল হয়।

পূর্ব্বফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক মধুরভাষী, দানশীল, দ্যুতিমান, ভ্রমণশীল, এবং রাজ-সেবক হইয়া থাকে।

১২। উত্তর ফল্গুনী ১৩। হস্তা।

সুভগো বিদ্যাপ্তধনো ভোগী সুখভাক্ দ্বিতীয়ফল্গুন্যাং।
উৎসাহী ধৃষ্টঃ পানপো ঘৃণী তস্করো হস্তে॥

উত্তর ফল্গুনী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সৌভাগ্যবান্ বিদ্যালব্ধধন-সম্পন্ন, ভোগী এবং সুখী হয়।

হস্তা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক উৎসাহশীল, প্রগল্ভ, পানপায়ী, দয়ালু এবং তস্কর হইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

১৩। আত্মাভিমান (Self-Esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ ক্ষমতা (Constructiveness.

২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২। অনুকরণ (Imitation.)

২৩। রহস্য প্রিয়তা (Mirthfulness.)

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time.)

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)

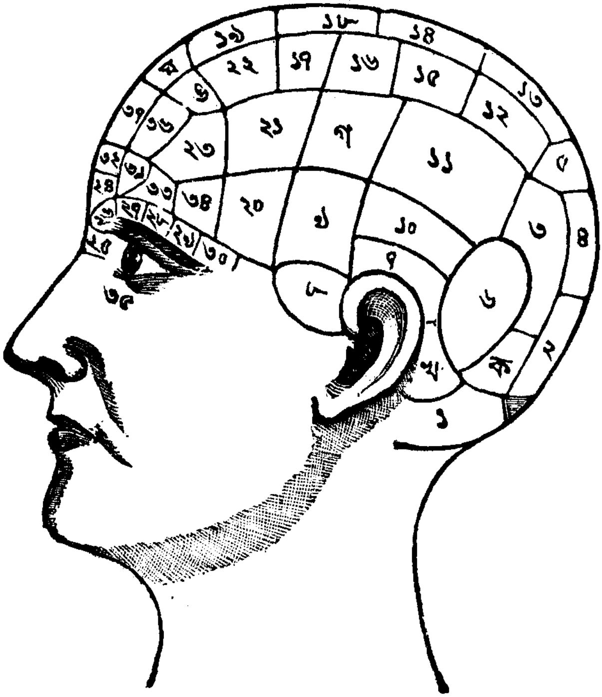
৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা জ্ঞান (Comparision.)

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)

ঙ। মিষ্টভাষিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান।



১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjuga[illegible])

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জনস্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)

শিরোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

২২। অনুকরণ।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক প্রতিলিপি ও অনুকরণ করিয়া যশোলাভ করিতে কৃতকার্য্য, উচ্চ হইলে অপরের ভঙ্গিমা অনুকরণ করিতে ও কোনওরূপ লিখন দর্শনে তদনুরূপ লিখিতে সক্ষম এবং নিম্ন হইলে অনুকরণে অক্ষম হয়। অতি নিম্ন হইলে জাতকের অনুকরণ শক্তি আদৌ থাকে না।

২৩। রহস্যপ্রিয়তা।

এই স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে জাতক অনবচ্ছিন্ন আমোদ ও রসিকতা প্রিয়, উচ্চ হইলে পরিহাস, ব্যঙ্গ, আমোদ ও তামাসা প্রিয় এ [illegible] হইলে সতত বিরস-বদন ও কৌতুক তামাসায় যোগ দানে বিরত হয়। অত্যন্ত [illegible] হইলে জাতক নৃত্য গীতের স্থানকে উন্মাদের আবাস-স্থান বলিয়া জ্ঞান করে।

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা।

এই স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে জাতকের জ্ঞানোপার্জ্জনের তৃষ্ণা কোনও মতে নিবারিত হয় না। উক্ত স্থান উচ্চ হইলে জাতক, সৃষ্ট প দার্থের তত্ত্বানুসন্ধানে ব্যস্ত এবং নিম্ন হইলে সংসার-বিরাগী হয়। যদ্যপি ঐ স্থান অত্য নিম্ন হয়, তাহা হইলে জাতক উক্ত ক্ষমতায় অপারক হয়।

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক অন্যের মুখের গঠন ও আকৃতি স্মরণ রাখিতে সক্ষম, উচ্চ হইলে উত্তম পাঠক, অন্যের মুখের গঠন স্মরণ রাখিতে ও বিশুদ্ধ বানান করিতে সমর্থ এবং নিম্ন হইলে অন্যের মুখের আকৃতি ও গঠন মনে রাখিতে অক্ষম হয়। উক্ত স্থান অত্যন্ত নিম্ন হইলে জ অন্যের মুখের আকৃতি বা গঠন দেখিয়া অল্পক্ষণ পরে তাহা একে ভুলিয়া যায়।

২৬। পরিমাণ-নিপুণতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক অনুমান দ্বারা কোনও দ্রব্যের গুরুত্ব বা স্থানের দূরত্ব নির্ণয়ে সুদক্ষ, উচ্চ হইলে কোনও দ্রব্যের গুরুত্ব বা স্থানের দূরত্ব অনুমান করিয়া নির্ণয় করিতে সমর্থ, নিম্ন হইলে দ্রব্যের আকৃতি বা ভার নির্ণয়ে অক্ষম এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে একেবারেই উপরোক্ত গুণ বিহীন হয়।

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক ভ্রমণ, অশ্বারোহণ, শিকার, পরিমাণ ও গুরুত্ব নির্ণয়ে সুনিপুণ, উচ্চ হইলে দ্রব্যাদির ভার নির্ণয়ে সক্ষম, নিম্ন হইলে ভার নির্ণয়ে অক্ষম এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে, ভার নির্ণয়ে অনিচ্ছুক হয়।

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক রং নির্ণয় করিতে ও মিশাইতে পটু, উচ্চ হইলে রংএর তুলনা, শ্রেণী নির্ণয়, মিশ্রণ ও তাহা স্মরণ রাখিতে ক্ষম, নিম্ন হইলে এতদ্বিষয় জানিতে অনিচ্ছুক এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে বর্ণজ্ঞানে সম্পূর্ণরূপ অন্ধ হয়।

২৯। পদ্ধতি জ্ঞান।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন ও ন্যায়বান, হইলে অন্যাথাচরণে অসন্তুষ্ট চিত্ত, নিম্ন হইলে অপরিষ্কার, অপরিচ্ছন্ন অথবা নিয়মাধীন এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে নিয়মানুসারে চলিতে অক্ষম হয়।

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক গণনা, হিসাব, অনুমান ও মূল্য পণে সমর্থ, উচ্চ হইলে অল্প সময়ের মধ্যে নির্দ্দোষ গণনা করিতে নিপুণ, হইলে গণিত বিদ্যায় অল্প শিক্ষিত এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে গণিত-শাস্ত্রে শ লাভ করিতে অসমর্থ হয়।

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক অতিশয় ভ্রমণপ্রিয় ও ভূমি পরিমাণ বিষয়ে সুদক্ষ, উচ্চ হইলে ভ্রমণপ্রিয় ও ভূমি পরিমাণ বিষয়ে সক্ষম, নিম্ন হইলে ভূগোল-বিদ্যা শিক্ষা করিতে অসমর্থ এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে গণিত-বিদ্যা শিক্ষা করিতে সম্পূর্ণরূপ অক্ষম হয়।

৩২। স্মৃতি-শক্তি।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক পূর্ব্ব ঘটনা স্মরণ রাখিতে বিশেষ সক্ষম, উচ্চ হইলে সাধারণ সংবাদ, ইতিহাস প্রভৃতি স্মরণ রাখিতে সমর্থ এবং নিম্ন হইলে দৈনিক ঘটনা দুই এক দিবসের মধ্যেই বিস্মৃত হয়। উক্ত স্থান অত্যন্ত নিম্ন হইলে জাতক অল্পসময়ের মধ্যেই সকল কথা ভুলিয়া যায়।

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা।

ই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক নির্দ্দিষ্ট সময় [illegible] তিপা[illegible] [illegible] ও সম্বাবক্ৎ [illegible]

[illegible] যের মধ্যে কার্য্য সাধনে সমর্থ, উ

নিম্ন হইলে চিন্তা করিবার ক্ষমতা সত্বেও মুখে তাহা প্রকাশ করিতে অক্ষম হয়।

৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক উদ্ভাবনীশক্তিবিশিষ্ট, ধীশক্তিসম্পন্ন ও দর্শনাদি শাস্ত্রে সুপণ্ডিত, উচ্চ হইলে কারণ অনুসন্ধানে সক্ষম, নিম্ন হইলে কোনও বিষয়ের উপায় নির্ণয় করিতে অক্ষম এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে কোনও বিষয়ের উপায় স্থিরকরণ ও বিচার করিতে অসমর্থ হয়।

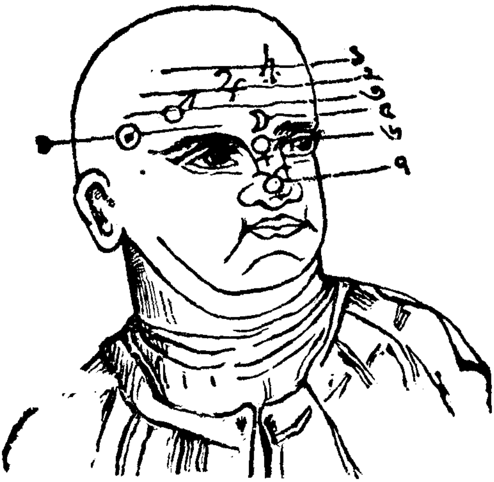
৩৭। তুলনা-জ্ঞান।

এই স্থান অত্যন্ত উচ্চ হইলে জাতক কোন বস্তুর মিশ্রণ গুলিকে পৃথক পৃথক করিতে বিশেষরূপ সমর্থ, উচ্চ হইলে অনুমান, শ্রেণীবিভাগ ও তুলনা করিতে সক্ষম, নিম্ন হইলে বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করণে অসমর্থ এবং অত্যন্ত নিম্ন হইলে সাদৃশ্য নির্ণয় করিতে অক্ষম হয়।

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবী-ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষম

ইলে জাতক সহজ জ্ঞানসম্পন্ন, দূরদর্শী

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে এক

তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদ্যপি ওষ্ঠের উপর টোল পড়ার ন্যায় দেখা যায়, তাহা হইলে জাতক প্রেমিক এবং স্নেহশীল হয়।

অধরের নিম্নভাগে যদ্যপি খাঁজ কাটার ন্যায় চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা হইলে জাতকের হৃদয় নূতনত্ব ভাবে পরিপূর্ণ হয় এবং জাতক করুণ-হৃদয় ও সদ্বিবেচক হয়।

যদ্যপি ওষ্ঠ এরূপ অপ্রশস্ত হয় যে, কথা কহিবার সময় দন্তমূল বাহির হইয়া পড়ে, তাহা হইলে জাতক কার্য্য-পরাঙ্মুখ, অলস এবং স্বার্থপর হয়।

কথা কহিবার সময় যদ্যপি জাতকের দন্ত বাহির হয় অথচ দন্তমূল দেখা [illegible] বিশ্বাসী এবং সরল প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়।

[illegible] রূপ বাহির হইয়া পড়ে,

যদ্যপি চিবুক অপ্রশস্ত এবং চতুষ্কোণাকৃতি হয়, তাহাহইলে জাতক নিত্য নবপ্রেমাভিলাষী হইয়া থাকে। চিবুক প্রশস্ত এবং চতুষ্কোণাকৃতি হইলে জাতকের স্ত্রীসংসর্গপ্রবৃত্তি বলবতী হয়।

চিবুক যদ্যপি প্রশস্ত এবং গোলাকৃতি হয়, তাহা হইলে জাতক ধর্ম্মপরায়ণ, দয়ালু, পরদুঃখকাতর এবং গার্হস্থ্য স্নেহবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

কপোলের উপর অস্থি উচ্চ লক্ষিত হইলে জাতক দ্বিভাব যুক্ত হয়।

যদ্যপি গ্রীবা দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে জাতক সামাজিক ও শিষ্টাচারী হয়। ক্ষুদ্র হইলে অসভ্য ও হঠকারী হইয়া থাকে।

কেশ।

যদ্যপি কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও পাতলা হয়, তাহা হইলে জাতক বিমর্ষ হয় এবং যে কোনও বিষয় গোপনে রাখিতে চেষ্টা করে।

কেশ [illegible]বর্ণ ও উজ্জ্বল হইলে

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

১৪। চিত্রা ১৫। স্বাতী।

চিত্রাম্বরমাল্যধরঃ স্থলোচনাঙ্গশ্চ ভবতি চিত্রায়াং।
দান্তো বণিক্ কৃপালুঃ প্রিয়বাক্ ধর্ম্মাশ্রিতঃ স্বাতৌ॥

চিত্রা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বিচিত্র বসন ও মাল্যধারী, সুন্দর নয়নযুক্ত এবং সু-তনুসম্পন্ন হয়।

স্বাতী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক জিতেন্দ্রিয়, বণিক (বাণিজ্য-ব্যবসায়ী), কৃপালু, মধুরভাষী এবং ধার্ম্মিক হইয়া থাকে।

১৬। বিশাখা ১৭। অনুরাধা।

ঈর্ষুর্লুব্ধো দ্যুতিমান্ বচনপটুঃ কলহকৃদ্বিশাখাসু।
আঢ্যো বিদেশবাসী ক্ষুধালুরটনোঽনুরাধাসু॥

বিশাখা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক হিংসক, লোভী, দ্যুতিমান, বাক্‌পটু এবং কলহকারী হয়।

অনুরা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ধনশালী, প্রবাসী, ক্ষুধার্ত্ত এবং অটনশীল হয়।

১৮। জ্যেষ্ঠা ১৯। মূলা।

জ্যেষ্ঠাসু ন বহুমিত্রঃ সন্তুষ্টো ধর্ম্মকৃৎ প্রচুরকোপঃ।
মূলে মানী ধনবান্ সুখেন হিংস্রঃ স্থিরো ভোগী॥

জ্যেষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক অল্পমিত্রসম্পন্ন, সন্তোষশীল, ধর্ম্মকর্ত্তা এবং অতিশয় ক্রোধী হয়।

মূলা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক মানী, ধনশালী, পরশ্রী-কাতর, ভোগী এবং স্থিরপ্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

২০। পূর্ব্বাষাঢ়া ২১। উত্তরাষাঢ়া।

ইষ্টানন্দকলত্রো মানী দৃঢ়সৌহৃদশ্চ জলদেবে।
বৈশ্বে বিনীত ধার্ম্মিক বহুমিত্রঃ কৃতজ্ঞঃ সুভগশ্চ॥

া নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক মনোমত ভার্য্যাযুক্ত, মানী ও পরায়ণ হয়।

রাষাঢ়া নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বিনয়ী, ধার্ম্মিক, বহুমিত্র-কৃতজ্ঞ এবং সৌভাগ্যবান হইয়া থাকে।

২২। শ্রবণা ২৩। ধনিষ্ঠা।

শ্রীমান্ শ্রবণে শ্রুতবানুদারদারো ধনান্বিতঃ খ্যাতঃ।
দাতা ধনাঢ্যঃ শূরোগীতপ্রিয়ো ধনিষ্ঠাসু ধনলুব্ধঃ॥

শ্রবণা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক শ্রীমান, শ্রুতবান, অনুদার, বিভবশালী এবং বিখ্যাত হয়।

ধনিষ্ঠা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক দাতা, ধনশালী, বীর্য্যবান, সঙ্গীত-প্রিয় এবং ধনলোভী হইয়া থাকে।

২৪। শতভিষা ২৫। পূর্ব্বভাদ্রপদ।

স্ফুট্ বাগ্ ব্যসনী রিপূহা সাহসিকঃ শতভিষজি দুর্গ্রাহ্যঃ।
ভাদ্রপদাসূদ্বিগ্নঃ স্ত্রীজিতোধনী পটুরদাতা চ॥

শতভিষা নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সুস্পষ্টবাক্যশালী, ব্যসনাসক্ত, রিপুহন্তা, সাহসী এবং দুর্গ্রাহ্য হয়।

পূর্ব্বভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক উদ্বিগ্নচিত্ত স্ত্রীজিত ধনবান, কার্য্যনিপুণ এবং দাতা হইয়া থাকে।

২৬। উত্তরভাদ্রপদ ২৭। রেবতী।

বক্তা সুখী প্রজাবান্ জিতশত্রুর্দ্ধার্ম্মিকো দ্বিতীয়াসু।
সম্পূর্ণাঙ্গঃ সুভগঃ শূরঃ শুচিরর্থবান্ পৌষ্ণে॥

উত্তরভাদ্রপদ নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বক্তা, সুখী, পুত্রবান, বিজিতশত্রু এবং ধার্ম্মিক হয়।

রেবতী নক্ষত্রে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক সম্পূর্ণাঙ্গবিশিষ্ট, সৌভাগ্যবান, বীর্য্যশালী (শূর), শুচি এবং বিভবসম্পন্ন হইয়া থাকে।

রাশি-ফল।

(কোষ্ঠী প্রদীপ মতে।)

১। মেষ।

ভবতি বিমলকেশশ্চঞ্চলস্ত্যাগশীলো
রুচিরশুচিবিলাসী বাবদূকো দুরন্তঃ।
ন ভবতি গৃহমেধী ক্রূরনেত্রোঽল্পমেধা
ধনপতিরিহ দাতা মেষরাশির্ম্মনুষ্যঃ॥

মেষ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বিমল-কেশবিশিষ্ট, চঞ্চল, ত্যাগশীল, কান্তিসম্পন্ন, পবিত্র, বিলাসী, অতিশয় বক্তা, দুর্দ্দান্ত, গৃহবাসহীন, রোষকষায়িত নেত্রবিশিষ্ট, অল্পমেধাসম্পন্ন, ধনাঢ্য এবং দানশীল হইয়া থাকে।

২। বৃষ।

পৃথুজঘনকপোলঃ স্থূলনেত্রোঽল্পভাষী
শুচিরতিশয়দক্ষো রম্যদেহঃ সুখী চ।
দ্বিজগুরুসুরভক্তঃ শ্লেষ্মবাতস্বভাবঃ
সিতকুটিলকচাগ্রো রোমযুক্তো বৃষাখ্যঃ॥

বৃষ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক স্থূল জঘন ও কপোলবিশিষ্ট, স্থূল নেত্রসম্পন্ন, অল্পভাষী, পবিত্র, সুদক্ষ, সুন্দর দেহযুক্ত, সুখী, দেবতা, ব্রাহ্মণ ও গুরুজনভক্ত, শ্লেষ্মবাতপ্রকৃতিযুক্ত, শুভ্র ও কুঞ্চিত কেশাগ্রবিশিষ্ট এবং রোম যুক্ত হয়।

৩। মিথুন।

মৃদুগতি স্থিতগাত্রঃ পাঠবিস্পষ্টবাক্যঃ
পরজনহিতকারী পণ্ডিতঃ ক্রূরচিত্তঃ।
প্রকৃতিমলিনবেশঃ শ্লেষ্মবাতপ্রপন্নো
ভবতিমিথুনরাশির্গীতবাদ্যানুরক্তঃ॥

মিথুন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক মৃদুগতি ও স্থিরগাত্রসম্পন্ন

িষ্ট বাক্যযুক্ত, পরোপকারী, পণ্ডিত, ক্রুরচিত্ত, মলিন প্রকৃতি ও ধারী, বাত-শ্লেষ্মবিশিষ্ট এবং গীতবাদ্যে অনুরক্ত হইয়া থাকে।

৪। কর্কট।

পবনকফশরীরো দেবদেহপ্রকাশঃ
স্বয়মুপচিতবিত্তো দেবতাবিপ্রভক্তঃ।
কুলপতিরিবধন্যো মণ্ডলাকারমূর্ত্তি
র্ভবতি বিপুলবিত্তঃ কর্কটো যস্য রাশিঃ॥

কর্কট রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কফ-বায়ু-প্রকৃতিসম্পন্ন, দেবতা সদৃশ সুন্দর-দেহবিশিষ্ট, স্বোপার্জ্জিত ধনভোগী, দেবদ্বিজভক্ত, কুলতিলক, মণ্ডলাকার মূর্ত্তি (স্থূল ও খর্ব্ব) বিশিষ্ট এবং বিপুল ধনসম্পন্ন হয়।

৫। সিংহ।

উদরভরণতুষ্টঃ ক্রোধনো মাংসলুব্ধো
গহনগিরিগুহানাং সেবনো বন্ধুহীনঃ।
কপিলনয়নযুক্ত স্তুঙ্গবক্ষঃ ক্ষুধার্ত্তো
ভবতি যুবতীসেবী পণ্ডিতঃ সিংহরাশিঃ॥

সিংহ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক উদর ভরণে সন্তুষ্ট, কোপনস্বভাব-বিশিষ্ট, মাংসলোলুপ, নিবিড় অরণ্য ও গুহায় ভ্রমণরত, বন্ধুহীন, কপিলবর্ণ চক্ষুযুক্ত, উচ্চবক্ষঃসম্পন্ন, ক্ষুধার্ত্ত, যুবতীসেবাপরায়ণ এবং পণ্ডিত হইয়া থাকে।

৬। কন্যা।

বিমলমতি সুশীলো লেখ্যবৃত্তিঃ কবির্ব্বা
কৃশতনুধনযুক্তঃ কান্তধীরঃ সুখী চ।
ভবতি নয়নরোগী ধর্ম্মকর্ম্মানুরক্তো
গুরুজনহিতকারী কন্যকা যস্য রাশিঃ॥

কন্যা রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বিশুদ্ধমতি, সুশীল, লেখ্যবৃত্তি-সম্পন্ন, কৃশ, ধনাঢ্য, কান্তিবিশিষ্ট, নম্র, সুখী, চক্ষুরোগী, ধর্ম্মকর্ম্মানুরক্ত এবং গুরুজনহিতকারী হয়।

৭। তুলা।

ভবতি শিথিলগাত্রো নাতিদীর্ঘপ্রমাণো
জনয়তি পরিতোষং বান্ধবানাং প্রদানৈঃ।
অতিশয় বহুভাষী জ্যোতিষাং জ্ঞানযুক্তো
ভবতি হি তুলরাশির্ভৃত্যবর্গানুরক্তঃ॥

তুলা রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক অতিদীর্ঘ ও শিথিল গাত্রসম্পন্ন, দানশীলতায় বন্ধুবর্গের পরিতোষকারক, অতিশয় বাচাল, জ্যোতিষজ্ঞ এবং ভৃত্যগণের প্রতি অনুরক্ত হইয়া থাকে।

৮। বৃশ্চিক।

বহুজনধনভাগী স্ত্রীষু সৌভাগ্যযুক্তঃ
পিশুনমতি মনুষ্যো রাজসেবানুরক্তঃ।
অভিলষতি পরার্থং নিত্যমুদ্‌যোগযুক্তো
দৃঢ়মতিরতিশূরো বৃশ্চিকো যস্য রাশিঃ॥

বৃশ্চিক রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক বহুধনজনসম্পন্ন, সৌভাগ্যবতী স্ত্রীলাভকারী, খলবুদ্ধিবিশিষ্ট, রাজসেবানুরক্ত, পরার্থলাভ হেতু নিয়ত উদ্যোগী, দৃঢ়মতি, এবং অতিশয় পরাক্রমশালী হয়।

৯। ধনু।

ধনুরিব গুণযুক্তঃ কীর্ত্তিমান্ পূজনীয়ঃ
কুলপতিরসবিজ্ঞো বন্ধুবর্গৈকপাত্রঃ।
বহুধনজনযুক্তো দেববিপ্রোপসেবী
মৃদুগতিরসহিষ্ণুঃ কার্ম্মুকো যস্য রাশিঃ॥

ধনু রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কার্য্যতৎপর, কীর্ত্তিমান, পূজনীয়, কুলশ্রেষ্ঠ, সুরসিক, বন্ধুগণের একমাত্র সুহৃদ, বহুধনজনযুক্ত, দেবদ্বিজসেবা-পরায়ণ, মৃদুগতিসম্পন্ন এবং অসহিষ্ণু হইয়া থাকে।

১০। মকর।

অভিলষতি পরস্ত্রীং লব্ধসম্পত্তিভোগো
নরপতিরিব চণ্ডো মন্ত্রবাদে প্রসক্তঃ।
কৃশতনুরতিবুদ্ধির্বন্ধুবর্গস্য ভোক্তা
ভবতিমকররাশির্মানবো বীরভাবঃ॥

মকর রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক পরস্ত্রী-অভিলাষী, লব্ধধনভোগী, নৃপতি সদৃশ পরাক্রান্ত, মন্ত্রণা ও বাদানুবাদে দক্ষ, কৃশ-কায়, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, বন্ধুবর্গের ভোক্তা এবং বীরস্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে।

১১। কুম্ভ।

তুরগইব সহিষ্ণুঃ সুন্দরঃ স্বচ্ছচিত্তঃ
স্থিরধনমভিলাষী মানিনী বক্রচিত্তঃ।
বহুধনপরিবারো জ্ঞাতিবন্ধুপ্রমোদী
পরিজন হিতকারী যস্য রাশির্ঘটাখ্যঃ॥

কুম্ভ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক অশ্বের ন্যায় কষ্টসহিষ্ণু, সুন্দর, বিমলচিত্তবিশিষ্ট, স্থির (দীর্ঘ কালস্থায়ী) ধনাভিলাষী, মাননীয়, কুটিলহৃদয়, বহুধনসম্পন্ন, বহুপরিবারবিশিষ্ট, জ্ঞাতি ও বন্ধুগণের সহিত আমোদকারী এবং পরিজনের হিতকারী হইয়া থাকে।

১২। মীন।

জনধনসুখভোক্তা মৈথুনাদিপ্রশক্তঃ
সমরুচিরশরীরো বস্তুলাভোঽল্পমধ্যঃ।
অভিভবতি সপত্নান স্ত্রীজিতাব্যক্তকান্তিঃ
অতিশয়ধনলোভী পণ্ডিতো মীনরাশিঃ॥

মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ধনজনসুখভোগী, মৈথুনরত, সমরুচিসম্পন্ন, মনোহর দেহবিশিষ্ট, অল্পমধ্যবস্তুলাভ ও শত্রুপরাভবকারী, স্ত্রীজিত, সুন্দরকান্তিসম্পন্ন, অতিশয় ধনলোভী এবং পণ্ডিত হইয়া থাকে।

(বৃহজ্জাতক মতে।)

১। মেষ।

বৃত্তাতাম্রদৃগুষ্ণশাকলঘুভুক্ ক্ষিপ্রপ্রসাদোঽটনঃ
কামী দুর্ব্বলজানুরস্থিরধনঃ শূরোঽঙ্গনাবল্লভঃ।
সেবাজ্ঞঃ কুনখী ব্রণাঙ্কিতশিরা মানী সহোত্থাগ্রজঃ শক্ত্যা
পাণিতলেঽঙ্কিতোঽতিচপলস্তোয়ে চ ভীরুঃ ক্রিয়ে॥

মেষ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক তাম্রবর্ণ-গোলাকার-নেত্রসংযুক্ত, উষ্ণদ্রব্য, শাক ও লঘুভোজী, ভ্রমণশীল, কামী, ক্ষীণ জানুবিশিষ্ট, অস্থির ধনসম্পন্ন, শূর, কামিনীবল্লভ, সেবাজ্ঞ, কুনখযুক্ত, ব্রণাঙ্কিত মস্তকবিশিষ্ট, মানী, সহজপ্রধান, শক্তিচিহ্নাঙ্কিত হস্ততলযুক্ত, চপল এবং জলভীরু হইয়া থাকে।

২। বৃষ।

কান্তঃ খেলগতিঃ পৃথুরুবদনঃ পৃষ্ঠাস্যপার্শ্বেঽঙ্কিতস্ত্যাগী
ক্লেশসহঃ প্রভুঃ ককুদবান্ কন্যাপ্রজঃ শ্লেষ্মণঃ।
পূর্ব্বৈর্ব্বন্ধুধনাত্মজৈর্ব্বিরহিতঃ সৌভাগ্যযুক্তঃ ক্ষমী
দীপ্তাগ্নিঃ প্রমদাপ্রিয়ঃ স্থিরহৃন্মধ্যান্তসৌখ্যো গবি॥

বৃষ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক কমনীয় মূর্ত্তিসম্পন্ন, মনোহর গতিবিশিষ্ট, স্থূল উরু ও বদনসংযুক্ত, পৃষ্ঠ, বদন ও পার্শ্বদেশে চিহ্নবিশিষ্ট, ত্যাগশীল, ক্লেশসহিষ্ণু, প্রভু, ককুদবান, কন্যাসন্তানবিশিষ্ট, শ্লেষ্মপ্রকৃতিসম্পন্ন, প্রথমবয়সে ধন, বন্ধু ও সন্তানহীন, সৌভাগ্যযুক্ত, ক্ষমাবান, দীপ্তাগ্নিসম্পন্ন (বহুভোজী), রমণীপ্রিয়, স্থিরমিত্রবিশিষ্ট এবং মধ্য ও শেষ বয়সে সুখী হয়।

৩। মিথুন।

স্ত্রীলোলঃ সুরতোপচারকুশলস্তাম্রেক্ষণঃ শাস্ত্রবিদ্দূতঃ
কুঞ্চিতমূর্দ্ধজঃ পটুমতির্হাস্যেঙ্গিতদ্যূতবিৎ।
চার্ব্বঙ্গঃ প্রিয়বাক্ প্রভক্ষণরুচির্গীতপ্রিয়ো নৃত্যবিৎ
ক্লীবৈর্যাতি রতিং সমুন্নতনসশ্চন্দ্রে তৃতীয়র্ক্ষগে॥

মিথুন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক রমণীলোলুপ, সুরতকুশল, তাম্রবর্ণ নেত্রবিশিষ্ট, শাস্ত্রার্থবেত্তা, দ্যূতক্রিয়াসক্ত, কুঞ্চিত কেশযুক্ত, সুবুদ্ধিমান, হাস্য বা ইঙ্গিত দর্শনে পরচিত্তগতভাবজ্ঞ, দ্যূতবিদ্যায় পারদর্শী, সুন্দর অঙ্গ বিশিষ্ট, মিষ্টভাষী, আহারে অতিশয় রুচিসম্পন্ন, সঙ্গীতপ্রিয়, নৃত্যবিদ্যায় পারদর্শী, ক্লীবসহ রতিকারী এবং উন্নত নাসিকাবিশিষ্ট হয়।

৪। কর্কট।

আবক্রদ্রুতগঃ সমুন্নতকটিঃ স্ত্রীনির্জ্জিতঃ সৎসুহৃদ্দৈবজ্ঞঃ
প্রচুরালয়ঃ ক্ষয়ধনৈঃ সংযুজ্যতে চন্দ্রবৎ।
হ্রস্বঃ পীনগলঃ সমেতি চ বশং সাম্না সুহৃদ্বৎসল
স্তোয়োদ্যানরতঃ স্ববেশ্মসহিতো জাতঃ শশাঙ্কে নরঃ ॥

কর্কট রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক ঈষৎ বক্র ও দ্রুতগতিবিশিষ্ট, উন্নত কটিসম্পন্ন, স্ত্রীনির্জ্জিত, সৎসুহৃৎ, জ্যোতির্ব্বেত্তা, বহু আলয়যুক্ত, চন্দ্রের ন্যায় হ্রাসবৃদ্ধি যুক্ত ধনসম্পন্ন, খর্ব্বকার, মাংসল গলদেশ বিশিষ্ট, প্রীতিবশীভূত, সুহৃৎবৎসল, জলপ্রিয় এবং উদ্যানরত হইয়া থাকে।

৫। সিংহ।

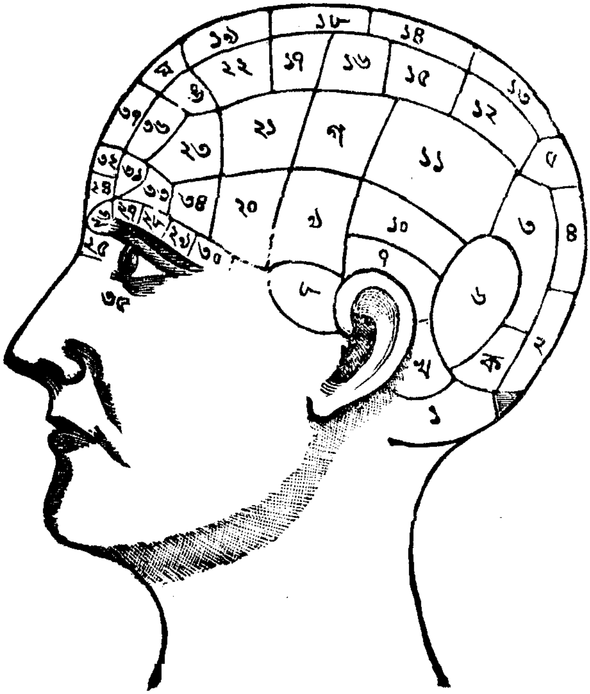
তীক্ষ্ণ স্থূলহনুর্ব্বিশালবদনঃ পিঙ্গেক্ষণোঽল্পাত্মজঃ
স্ত্রীদ্বেষী প্রিয়মাংসকাননগঃ কুপ্যত্যকার্য্যে চিরং।
ক্ষুত্তৃষ্ণোদরদন্তমানসরুজা সংপীড়িতস্ত্যাগবান্
বিক্রান্তঃ স্থিরধীঃ সুগর্ব্বিতমনা মাতুর্ব্বিধেয়োঽর্কভে ॥

সিংহ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক উগ্রপ্রকৃতিবিশিষ্ট, স্থূল হনু (গণ্ডদেশের উপরিভাগ) সম্পন্ন, বিস্তৃতবদন, পিঙ্গল চক্ষু, অল্প সন্তানবিশিষ্ট স্ত্রীবিদ্বেষী, মাংসাশী, কানন ও পর্ব্বতপ্রিয়, কুকার্য্যে অতিশয় ক্রোধী, ক্ষুধা-তৃষ্ণার্ত্ত, উদর, দন্ত ও মানসিক পীড়ায় কাতর, ত্যাগশীল, পরাক্রমী, ধীরস্বভাব বিশিষ্ট, গর্ব্বিত এবং মাতৃভক্ত হইয়া থাকে।

৬। কন্যা।

ব্রীড়ামন্থরচারুবীক্ষণগতিঃ স্রস্তাংসবাহুঃ সুখী
শ্লক্ষ্ণঃ সত্যরতঃ কলাসুনিপুণঃ শাস্ত্রার্থবিদ্ধার্ম্মিকঃ।

শিরোবিজ্ঞান।



১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জনস্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশো[illegible] (Approbativeness.)

১৩। আত্মাভিমান (Self-Esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ ক্ষমতা (Constructiveness.)

২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২। অনুকরণ (Imitation.

২৩। রহস্য প্রিয়তা (Mirthfulness.)

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time.)

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)

৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা জ্ঞান (Comparision.)

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)

ঙ। মিষ্টভাষিতা (Persuasiveness.)

(Large) হইলে দম্পতি সম্পূর্ণ রূপে সাংসারিক সুখ উপভোগ করিতে সমর্থ হয়। এইরূপ,—

জন্মভূমি ও স্বদেশপ্রিয়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—৪) স্থানের সহিত সমোচ্চ হইলে জাতক গৃহ পরিত্যাগ করিয়া স্থানান্তরে যাইতে অনিচ্ছুক হয় এবং স্বীয় বাটীকে সর্ব্বসুখময় স্থান, অপিচ পরিবার ও সন্তান-সন্ততিকে প্রাণাপেক্ষা অমূল্য-রত্ন, জ্ঞান করিয়া থাকে।

ন্যায়পরতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) স্থানের সহিত সমোচ্চ হইলে জাতক স্ত্রীকে অতিশয় ভালবাসে এবং পরস্ত্রী আসক্তিকে ভীষণ পাপ বোধে সাতিশয় ঘৃণা প্রদর্শন করিয়া থাকে।

সাহসিকতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৬) স্থানের সহিত সমোচ্চ হইলে জাতক প্রণয় অক্ষুণ্ণ রাখিতে অতিশয় সমর্থ হয়।

পেটুকতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৮) স্থানের সহিত সমোচ্চ হইলে জাতক স্ত্রী-পুত্রাদির সহিত একত্রে আহার করিতে ভালবাসে এবং একাকী খাইতে একান্ত অনিচ্ছুক হইয়া থাকে।

যশোলিপ্সা (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) স্থানের সহিত সমোচ্চ হইলে জাতক প্রণয়-পাত্রের নিন্দা সহ্য করিতে পারে না।

সাবধানতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) ও গোপন রাখিবার ক্ষমতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১০) স্থানের সহিত সমোচ্চ হইলে জাতক কাহাকেও ভালবাসিলে তৎসম্বন্ধে কোনও কথা কাহারও নিকট সহজে প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হয় না। গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান নিম্ন হইলে জাতক কাহাকেও ভালবাসিলে তৎসম্বন্ধে কোন কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে না।

দৃঢ়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৪), আত্মাভিমান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) এবং দাম্পত্য-প্রণয় (চিত্র—১, চিহ্ন—ক) স্থানের সহিত সমোচ্চ হইলে জাতক প্রণয়ে শারীরিক ও মানসিক কষ্ট পাইলেও প্রণয় অভগ্ন রাখিতে সমর্থ হয়।

রহস্য-প্রিয়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—২৩) ও সুরজ্ঞান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৪) স্থানের সহিত সমোচ্চ হইলে জাতক সুরসিক এবং নৃত্য ও সঙ্গীত নিপুণ ব্যক্তিগণকে অতিশয় ভালবাসিয়া থাকে।

পূর্ণ (Full)। প্রেমাভিলাষ স্থানের গঠন পূর্ণ হইলে জাতক মনোমত ব্যক্তিকে ভালবাসিতে এবং তাহাদের সহিত পবিত্রপ্রণয়ে বদ্ধ হইতে একান্ত ইচ্ছুক হয়।

প্রেমাভিলাষ স্থানের সহিত বন্ধুত্ব (চিত্র—১, চিহ্ন—৩) ও বদান্যতার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) স্থান উচ্চ হইলে জাতক পরিবারস্থ সকলকে সমভাবে ভালবাসিতে সক্ষম হয়।

উক্ত স্থানের সহিত গোপন রাখিবার ক্ষমতার (চিত্র—১, চিহ্ন—১০) স্থান উচ্চ হইলে জাতক হৃদয়ের ভাব প্রকাশ করিতে অনিচ্ছুক হয়।

সাধারণ (Average)। প্রেমাভিলাষ স্থানের গঠন সাধারণ হইলে জাতক পিতা মাতা এবং সন্তানদিগকে ভালবাসিয়া থাকে, কিন্তু স্বীয় ভার্য্যার প্রতি বিশেষরূপ আকৃষ্ট হইতে পারে না।

প্রেমাভিলাষ স্থানের সহিত বন্ধুত্ব (চিত্র—১, চিহ্ন—৩) ও কল্পনা শক্তির (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) স্থান উচ্চ হইলে জাতক বিশুদ্ধ-প্রণয় অভিলাষী এবং স্বেচ্ছাক্রমে স্ত্রীকে ভালবাসিয়া থাকে।

প্রেমাভিলাষ স্থানের সহিত যশোলিপ্সা (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) ও ভক্তির (চিত্র—১, চিহ্ন—১৮) স্থান উচ্চ এবং আত্মাভিমানের (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) স্থান নিম্ন হইলে জাতক স্বীয় পরিবার মধ্যে দয়া ও ভালবাসা দেখাইতে বিশেষ সক্ষম এবং মনোনীত করিয়া বন্ধুত্ব স্থাপনে যত্নশীল হয়।

উক্ত স্থানের সহিত বদান্যতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) ও ন্যায়পরতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) স্থান উচ্চ হইলে জাতক স্বীয় পরিবারস্থ সকলের প্রতি বিশেষ স্নেহবান এবং তাহাদের তত্ত্বাবধায়ক হয়।

উক্ত স্থানের সহিত যশোলিপ্সা (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) ও কল্পনা-শক্তির (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) স্থান উচ্চ হইলে জাতক মার্জ্জিত-রুচি, সভ্য ও সামাজিক ব্যক্তিগণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করে এবং পরিচ্ছন্না, বুদ্ধিমতী ও চতুরা রমণীকে বিবাহ করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিয়া থাকে।

নিম্ন (Small)। প্রেমাভিলাষের স্থান নিম্ন হইলে জাতক পুরুষ হইলে স্ত্রীজাতিকে এবং স্ত্রী হইলে পুরুষ জাতিকে ঘৃণা এবং অবিশ্বাস করে, এমন কি—তাহাদের সহিত বাক্যালাপ পর্য্যন্ত করিতে ইচ্ছুক হয় না। ইহারা প্রায়ই অসামাজিক এবং বিবাহে বীতশ্রদ্ধ হয়।

অতি নিম্ন (Very small)। প্রেমাভিলাষের স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে জাতক ধৈর্য্যশীল, জিতেন্দ্রিয়, পারিবারিক স্নেহবিহীন এবং সংসারাশ্রম পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া অরণ্যবাসী হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত। হরিমোহন বাবু ও তাঁহার পত্নী সরোজিনীর প্রেমাভিলাষ স্থান অতি উচ্চ (Very large) হওয়ায়, ইহাঁদের প্রণয় এরূপ প্রগাঢ় যে, সরোজিনী তাঁহার স্বামীকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতেন, তাঁহার পাদোদক পান না করিয়া জল পর্য্যন্ত গ্রহণ করিতেন না। এক দিবস হরিমোহন বাবু কোন বিশেষ কার্য্য উপলক্ষে স্থানান্তরে যান এবং গৃহ প্রত্যাগমন করিতে প্রায় সন্ধ্যা উপস্থিত হয়। সরোজিনী, স্বামীর বিলম্ব দর্শনে অতিশয় চিন্তিতা হইলেন অপিচ পাদোদক পানাভাবে সমস্ত দিবস উপবাস করিয়া রহিলেন। হরিমোহন বাবুও কার্য্যনিবন্ধন বিলম্ব হওয়ায়, তাঁহার পত্নী পাদোদক ব্যতীত অন্ন-জল গ্রহণ করিবেন না জানিয়া সমস্ত দিন কিছুই আহার করেন নাই। ইহাঁদের প্রেমাভিলাষ স্থানের সহিত অপত্য-স্নেহ ও বদান্যতার স্থান উচ্চ (Large) হওয়ায় ইহাঁরা সন্তানের ভালবাসা ও বাধ্যতায় এবং স্বজনের ভক্তি ও শ্রদ্ধায় সম্পূর্ণরূপে গার্হস্থ আনন্দ উপভোগ করিতে সমর্থ হন। হরিমোহন বাবু সরোজিনীকে যেরূপ অতিশয় ভালবাসিতেন, তদ্রূপ অন্যান্য রমণীকে মাতৃবৎ জ্ঞান এবং পরস্ত্রী-আসক্তিকে ভীষণ পাপ বলিয়া ঘৃণা করিতেন। অন্য পক্ষে সরোজিনীও সেইরূপ স্বামী ব্যতীত কখনও পর-পুরুষের মুখ দর্শন করিতেন না এবং অসতী রমণীকে অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন। ইহার কারণ প্রেমাভিলাষের স্থানের সহিত ইহাঁদের ন্যায়পরতার স্থান উচ্চ ছিল। হরিমোহন বাবু কখনও বিদেশ গিয়া দীর্ঘকাল বাস করিতে পারেন নাই, স্ত্রী-পুত্র ও পরিবার-বর্গের বিচ্ছেদে ইনি অতিশয় কাতর হইয়া পড়িতেন। প্রেমাভিলাষ স্থানের সহিত জন্মভূমি ও স্বদেশ-প্রিয়তার স্থানের উচ্চতা ব্যতীত ইহার অন্য কারণ আর কিছুই নাই।

হরিমোহন বাবুর কনিষ্ঠের নাম ক্ষেত্রমোহন। ক্ষেত্রমোহন বাবুর প্রেমাভিলাষের স্থান অতিশয় নিম্ন (Very small) হওয়ায় ইহাঁর হৃদয়ে স্নেহ-মমতা একেবারেই ছিল না। পারিবারিক-স্নেহে ইহাঁর হৃদয় কখনও মুগ্ধ হইতে বা কাহারও হৃদয়ের সহিত ক্ষেত্রমোহন বাবুর কখনও মিলন হইতে দেখা যায় নাই। কিয়দ্দিবস পরে তিনি সংসারাশ্রম পরিত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন এবং অরণ্যবাসী হন।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মুখ-মণ্ডল। (Face.)

নম্র ও স্থির-স্বভাব বিশিষ্ট হইলে জাতকের মুখমণ্ডল গোলাকার, ললাট কোমল, অকুঞ্চিত ও সমতল, ভ্রূ-যুগল অস্পষ্টরূপ অঙ্কিত, চক্ষু নীলের আভা-যুক্ত পিঙ্গলবর্ণ, চক্ষুর পাতা লম্বা ও মস্তকের কেশ অপেক্ষা কম কৃষ্ণবর্ণ-বিশিষ্ট, নাসিকা দীর্ঘ, অপ্রশস্ত ও ইহার অগ্রভাগ সমতল, মুখ (mouth) অনধিক বিস্তৃত, ওষ্ঠাধর অল্পস্থূল, মুখ বন্ধ করিলে ওষ্ঠাধর অবিকৃত, চিবুক গোলাকার, কর্ণ প্রায় গোলাকৃতি ও মস্তক সংলগ্ন, ত্বক গৌরবর্ণ ও কোমল, রগের (temple) উপরিভাগ নীলবর্ণ শিরাবিশিষ্ট এবং ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে দুইটী কুঞ্চিত রেখা দৃষ্ট হয়। যদ্যপি কুঞ্চিত রেখা দুইটী দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে জাতক চঞ্চল ও উগ্র-প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

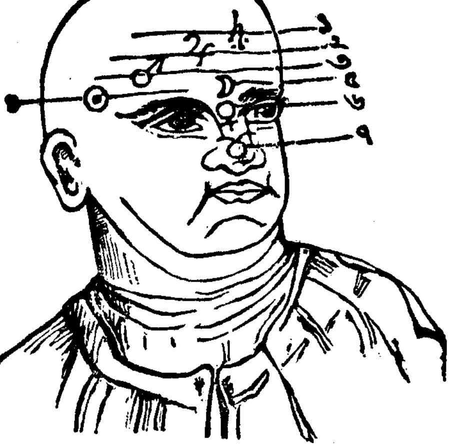
সাম্য অথচ চঞ্চল-প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে জাতকের ললাট চতুষ্কোণাকৃতি, ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান দুইটী কুঞ্চিত-রেখাবিশিষ্ট, ভ্রূ-যুগল ক্ষুদ্র, স্থূল ও কেশ অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট, নাসিকা দীর্ঘ, নাসারন্ধ্র প্রশস্ত, দন্ত দীর্ঘাকৃতি এবং ত্বক কঠিন, উজ্জ্বল ও গৌরবর্ণবিশিষ্ট হয়।

সাম্য অথচ বিমর্ষ-প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে জাতকের মুখাকৃতি অপ্রশস্ত ও দীর্ঘ, বর্ণ পাণ্ডু, কেশ পাতলা, দীর্ঘ ও কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রূ অপ্রশস্ত ও অতিশয় উচ্চ, মস্তক দীর্ঘ ও বাদামিয়া (Oval) ভাবে গঠিত, চক্ষু নিমগ্ন (বসা), চক্ষুর তারা হরিদ্রাবর্ণ, ভ্রূ-যুগল কৃষ্ণবর্ণ, ধনুকাকৃতি ও নাসিকার উপরিভাগ হইতে উত্থিত, মুখ বিস্তৃত, ওষ্ঠ ও অধর পাতলা এবং কর্ণ দীর্ঘ ও মস্তক হইতে দূরবর্ত্তী হয়।

সাম্য অথচ প্রফুল্লচিত্তবিশিষ্ট হইলে জাতকের মুখ গোলাকৃতি, বর্ণ সুচিক্কণ ও গৌর, ললাট সমতল, নাসিকা সরল ও ক্ষুদ্র, নাসিকার প্রথম ভাগ কিঞ্চিৎ উচ্চাভিমুখী, নয়ন যুগল সুগঠিত ও নীলবর্ণবিশিষ্ট, ভ্রূ-দ্বয় ধনুকাকৃতি, কেশ চিক্কণ ও কুঞ্চিত, বদন কিঞ্চিৎ বৃহৎ, ওষ্ঠাধর রক্তিম, কপোল মাংসল ও টোল-বিশিষ্ট এবং চিবুক গোলাকার হয়।

অর্থ-লোলুপ হইলে জাতকের মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ সমতল, ললাট লম্বমান (perpendicular), অপ্রশস্ত ও বহু কুঞ্চিত রেখাবিশিষ্ট, নাসিকা অপ্রশস্ত

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)

ও এক পার্শ্বে কিঞ্চিৎ বক্র, মুখ দীর্ঘাকৃতি, ওষ্ঠ পাত্লা, চক্ষু ক্ষুদ্র, চুয়াল অতিশয় প্রশস্ত, কপোল পাত্লা ও কুঞ্চিত এবং চিবুক কোণাকৃতি হয়।

কোমল-হৃদয় হইলে জাতকের কপাল নিম্ন ও গোলাকৃতি, ভ্রূ দীর্ঘ ও উহার মধ্যভাগ নিম্ন, রগ নীলবর্ণের শিরাবিশিষ্ট, চক্ষু সুদীর্ঘ ও বৃহৎ, চক্ষুর পাতা লম্বা, কেশ পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট, নাসিকা সরল, নাসারন্ধ্র দীর্ঘাকৃতি, ওষ্ঠাধর স্থূল এবং চিবুক মাংসল ও টোলবিশিষ্ট হয়।

উদার-প্রকৃতিসম্পন্ন হইলে জাতকের মুখের গঠন পুষ্ট, কপালের নিম্ন ভাগ খাল সদৃশ, ভ্রূ-দ্বয় সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত, চক্ষু বৃহৎ, চক্ষুর পাতা উপরদিকে বক্র নাসিকা ক্ষুদ্র, পুষ্ট ও ইহার প্রথমভাগ উপর দিকে উত্থিত, ওষ্ঠ ও অধর অতিশয় পুষ্ট, বর্ণ উজ্জ্বল, চিবুক গোলাকৃতি ও পুষ্ট এবং অধরের নিম্ন-ভাগ খাঁজকাটার ন্যায় চিহ্নবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

স্নেহ-প্রকৃতিবিশিষ্ট হইলে জাতকের ললাট মধ্যমাকৃতি, চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান দুইটী কুঞ্চিত রেখাবিশিষ্ট, নাসিকা দীর্ঘাকৃতি, নাসারন্ধ্র অতিশয় প্রশস্ত, চক্ষু দীর্ঘাকৃতি, ভ্রূ-যুগল চক্ষুর অতিশয় সন্নিহিত, অসংযুক্ত ও দীর্ঘাকৃতি, ওষ্ঠাধর সুন্দর, ওষ্ঠ কিঞ্চিৎ ক্ষুদ্র এবং চিবুক কোণাকৃতি ও অতিশয় পুষ্ট হয়।

ইন্দ্রিয়-পরবশ জাতকের কপাল নিম্ন ও সমতল, কেশ রগের উপরিভাগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান অতিশয় সঙ্কীর্ণ, অল্পবয়সে মস্তকে টাক পতিত, ভ্রূ-যুগল স্থূল ও ধনুকাকার, নাসিকা স্থূল ও প্রথম ভাগে অর্থাৎ চক্ষুর নিকটবর্ত্তী স্থানে মাংসল ও নিম্নাভিমুখী, চক্ষু বৃহৎ, কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ও স্থির-দৃষ্টি সম্পন্ন, কপোল মাংসল, চিবুক অতিশয় স্থূল, কেশ কুঞ্চিত ও ধূসর বর্ণযুক্ত, মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ উচ্চ এবং গ্রীবা স্থূল হয়।

নির্ম্মল-স্বভাববিশিষ্ট হইলে জাতকের কপাল উচ্চ, ভ্রূ-দ্বয় সুস্পষ্টরূপে অঙ্কিত ও চক্ষুর নিকটবর্ত্তী, নাসিকা সরল, নাসারন্ধ্র দীর্ঘাকৃতি, চক্ষু নীলবর্ণ, চক্ষুর পাতা উজ্জ্বল পিঙ্গল বর্ণ, ওষ্ঠ পাত্লা, চিবুক কোণাকৃতি, মস্তক দীর্ঘাকৃতি (oval), মস্তকের পশ্চাদ্ভাগ অল্প উচ্চ, কর্ণ ক্ষুদ্র ও মস্তকের নিকটবর্ত্তী এবং গাত্র কোমল ও পাণ্ডু-বর্ণবিশিষ্ট হয়।

দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ (firm) হইলে জাতকের কপাল প্রশস্ত ও চতুষ্কোণ, ভ্রূ-যুগল সরল ও চক্ষুর নিকটবর্ত্তী, চক্ষু ক্ষুদ্র, উজ্জ্বল ও তীক্ষ্ণ, চক্ষুর পাতা ক্ষুদ্র, ঘন ও কৃষ্ণবর্ণ, নাসিকা স্থূল, ও ইহার শেষভাগ প্রশস্ত, ওষ্ঠাধর পাত্লা,

কপোলের অস্থি উচ্চ, মস্তক বৃহৎ এবং কর্ণ মধ্যমাকার ও মস্তকের নিকটবর্ত্তী হয়।

প্রতারক হইলে জাতকের কপাল লম্বমান (perpendicular) ও কতকগুলি বক্র-দাগযুক্ত, ভ্রূ-যুগল গড়ানিয়া অর্থাৎ ধনুকাকার, ভ্রূর লোম অতিশয় ঘন ও দীর্ঘ (এরূপ দীর্ঘ যে চক্ষু ঢাকিয়া পড়ে), চক্ষুর্দ্বয় নিমগ্ন (বসা), ক্ষুদ্র, পরস্পর নিকটবর্ত্তী, দৃষ্টি চঞ্চল, নাসিকা লম্বা ও উভয় পার্শ্বে বহু-রেখাবিশিষ্ট, আনত বদন, মুখ বন্ধ করিলে অধর বক্রিত, চিবুক কোণাকৃতি, মস্তক ক্ষুদ্র ও পশ্চাদ্ভাগ সমতল, বর্ণ পাণ্ডু-বর্ণবিশিষ্ট এবং কেশ ধূসর বর্ণ সংযুক্ত হয়। জন্মকালে চন্দ্রের স্থান অত্যন্ত বলবান হইলেও জাতক প্রতারক হইয়া থাকে।

নির্ব্বোধ হইলে জাতকের কপাল অসম উচ্চ, কপালের উপরিভাগ অতিশয় পুষ্ট ও নিম্নভাগ অর্থাৎ চক্ষুর উপরিস্থ স্থান সমতল, চক্ষুর্দ্বয় হরিদ্রাবর্ণ, পরস্পর দূরবর্ত্তী ও উহার মধ্যবর্ত্তী স্থান চিহ্নাদি শূন্য, নাসিকা বৃহৎ, মাংসল ও প্রশস্ত, নাসারন্ধ্র গোলাকৃতি এবং অধর ওষ্ঠ অপেক্ষা বৃহৎ হয়।

ভীরু হইলে জাতকের ললাট অপ্রশস্ত ও বহু ক্ষুদ্ররেখা কর্ত্তৃক কর্ত্তিত, ভ্রূ-যুগল অস্পষ্ট, চক্ষু বৃহৎ (দেখিলে বোধ হয় যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে), চক্ষুর পাতা পাতলা, নাসিকা দীর্ঘ ও অপ্রশস্ত, নাসারন্ধ্র ক্ষুদ্র, ওষ্ঠ লম্বা, অধর অসঙ্গত উচ্চ (দেখিলে বোধ হয় যেন ঝুলিয়া পড়িতেছে) এবং কর্ণ ক্ষুদ্র ও মস্তকের নিকটবর্ত্তী হয়।

হিংসক হইলে জাতকের মস্তক দীর্ঘাকৃতি, কপাল অতিশয় উচ্চ ও বহু কুঞ্চিত রেখাবিশিষ্ট, ভ্রূ-দ্বয় সুদীর্ঘ, চক্ষুর অতিশয় নিকটবর্ত্তী, অপ্রশস্ত ও পরস্পর অসংযুক্ত, চক্ষু নিমগ্ন, ক্ষুদ্র, উজ্জ্বলতাহীন এবং হরিৎ বর্ণের আভা-বিশিষ্ট পীতবর্ণ (greenish yellow) এবং মুখ অপ্রশস্ত ও লম্বাকৃতি হয়। যদ্যপি ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থানে চারিটী সরলরেখা অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে জাতক হিংসক ও উগ্র-প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়। কিন্তু যদ্যপি দুইটী সরল-রেখা পরিষ্কাররূপে অঙ্কিত ও দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে জাতক স্থির-চিত্ত এবং চিন্তা-শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন হইলে জাতকের ভ্রূ-যুগল অতিশয় প্রশস্ত, ঘন ও ধনুকাকৃতি, চক্ষুর্দ্বয় বৃহৎ, দীর্ঘাকৃতি ও ফ্যাকাসে (মলিন) নীলবর্ণ এবং চক্ষুর পাতা দীর্ঘ ও মস্তকের কেশ অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়।

কাল্পনিক ও রচনা-নিপুণ জাতকের চক্ষুর উপরিস্থ ভ্রূ পুষ্ট হইয়া থাকে।

সহজ-জ্ঞানসম্পন্ন জাতকের ভ্রূর শেষভাগ পুষ্ট হয়।

আত্ম-সংযমী জাতকের ভ্রূ-দ্বয় দীর্ঘ ও ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যস্থলে তিনটী সরলরেখা অঙ্কিত থাকে।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৯। ধনু।

ব্যাদীর্ঘাস্যশিরোধরঃ পিতৃধনস্ত্যাগী কবির্বীর্য্যবান্
বক্তা স্থূলরদশ্রবাধরনসঃ কর্ম্মোদ্যতঃ শিল্পবিৎ।
কুব্জাংসঃ কুনখী সমাংসলভুজঃ প্রাগল্‌ভ্যবান্ ধর্ম্মবিৎ
বন্ধুদ্বিট্ ন বলাৎ সমেতি চ বশং সাম্নৈকসাধ্যোঽশ্বজঃ॥

ধনু রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক দীর্ঘ বদন ও গ্রীবাবিশিষ্ট, পিতৃধন-ত্যাগী, কবি, বীর্য্যবান, বক্তা, স্থূল দন্ত, কর্ণ, অধর ও নাসিকাযুক্ত, উদ্যোগী, শিল্পী, কুব্জ-স্কন্ধ, কুনখী, মাংসল বাহুবিশিষ্ট, প্রাজ্ঞ, ধার্ম্মিক, বন্ধুদ্বেষী, বল প্রকাশে অবশীভূত এবং প্রীতিসাধ্য অর্থাৎ প্রীতিদ্বারা বশীভূত হইয়া থাকে।

১০। মকর।

নিতং লালয়তি স্বদারতনয়ান্ ধর্ম্মধ্বজোঽধঃ কৃশঃ
স্বক্ষঃ ক্ষামকটির্গৃহীতবচনঃ সৌভাগ্যযুক্তোঽলসঃ।
শীতালুর্ম্মনুজোঽটনশ্চ মকরে সত্ত্বাধিকঃ কাব্যকৃৎ
লুব্ধোঽগম্যজরাঙ্গনাসু নিরতঃ সন্ত্যক্তলজ্জোঽঘৃণঃ॥

মকর রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক স্ত্রী-পুত্র প্রতিপালক, ধার্ম্মিক, কৃশ অধোদেশবিশিষ্ট, সুন্দর নয়নযুক্ত, ক্ষীণ কটিসম্পন্ন, পরামর্শগ্রাহী, সৌভাগ্যবান, অলস, শীত-কাতর, ভ্রমণশীল, বীর্য্যশালী, কাব্যকর্ত্তা, লোভ-পরায়ণ, অগম্যা ও বৃদ্ধা রমণীরত এবং ঘৃণা-লজ্জাহীন হয়।

১১। কুম্ভ।

করভগলঃ শিরালুঃ খরলোমশদীর্ঘতনুঃ
পৃথুচরণোরুপৃষ্ঠ জঘনাস্যকটির্জ্জঠরং।
পরবনিতার্থপাপনিরতঃ ক্ষয়বৃদ্ধিযুতঃ
প্রিয়কুসুমানুলেপন সুহৃৎ ঘটজোঽধ্বসহঃ॥

কুম্ভ রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক উষ্ট্রের ন্যায় গর্দ্দানবিশিষ্ট, শিরাযুক্ত ও কর্কশ-রোমসম্পন্ন দীর্ঘ দেহ, বৃহৎ পদ, উন্নত পৃষ্ঠ, জঘন, মুখ, কটি ও জঠরবিশিষ্ট, পরস্ত্রী হেতু পাপনিরত, ক্ষয়বৃদ্ধিযুক্ত, কুসুম ও অনুলেপনপ্রিয়, মিত্রসম্পন্ন এবং পরিশ্রমী হইয়া থাকে।

১২। মীন।

জলপরধন ভোক্তা দারবাসোঽনুরক্তঃ
সমরুচিরশরীরস্তুঙ্গনাসো বৃহৎকঃ।
অভিভবতি সপত্নান্ স্ত্রীজিতশ্চারুদৃষ্টি
র্দ্যুতিনিধিধনভোগী পণ্ডিতশ্চান্ত্যরাশৌ॥

মীন রাশিতে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক জল-ধন (মুক্তা প্রভৃতি সমুদ্র-গর্ভজাত রত্নাদি) ও ক্রয়বিক্রয়াদি ব্যবসায়োৎপন্ন ধনভোক্তা, স্ত্রী ও বস্ত্রে অনুরক্ত, সর্ব্বাবয়বপূর্ণ-দেহবিশিষ্ট, উন্নত নাসাসম্পন্ন, বৃহৎ মস্তকযুক্ত, শত্রু দমনকারী, স্ত্রী-বশীভূত, সুনেত্রসম্পন্ন, কান্তিমান, ধনবস্ত্রভোগী এবং পণ্ডিত হইয়া থাকে।

বলবতি রাশৌ তদধিপতৌ চ স্ববলযুতঃ স্যাদ্যদি তুহিনাংশুঃ।
কথিতফলানামবিকলদাতা শশিবদতোন্যেত্যনুপরিচিন্ত্যাঃ॥

জন্মকালে চন্দ্র, যে রাশিতে চন্দ্র অবস্থিতি করে সেই রাশি এবং সেই রাশির অধিপতি গ্রহ যদ্যপি তিনটীই বলবান হয়, তাহা হইলে উপরোক্ত ফলগুলি সম্পূর্ণ সফল হইবে অর্থাৎ দুইটী বলবান হইলে অসম্পূর্ণ এবং একটী বলবান হইলে কিঞ্চিন্মাত্র ফললাভ ঘটিবে। চন্দ্র ব্যতীত অন্যান্য গ্রহগণ সম্বন্ধেও এইরূপ বিবেচনা করিয়া লইতে হইবে।

(জ্যোতিস্তত্ত্ব মতে।)

মেষঃ সৌখ্যমুপৈতি গর্ব্বমপি গৌর্নানামমতির্ম্মন্মথে
ক্রূরঃ কর্কটকে ধৃতির্ব্বনচরে কন্যা চ মায়াবিনী।
সত্যং রৌতি তুলাপ্যলের্ম্মলিনতা চাপস্তু পাপাশয়ো
মৌর্খ্যং মকরে ঘটে চতুরতা মীনে চ ধীরা মতিঃ॥

অতিশয় নিম্ন হইলে জাতক প্রণয় স্থায়ী রাখিতে সক্ষম হয় না। অল্পকাল পরেই এক প্রণয়িণীকে পরিত্যাগ পূর্ব্বক অন্য কাহারও প্রণয়াসক্ত হয়।

সাধারণ (Average)। দাম্পত্য-প্রণয়ের স্থান সাধারণ হইলে জাতক একমাত্র রমণীর সহিত প্রণয়াবদ্ধ হইতে অভিলাষী হয়।

দাম্পত্য-প্রণয়ের স্থানের সহিত গোপন রাখিবার ক্ষমতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১০) ও যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) উচ্চ এবং ন্যায়-পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) অল্পোচ্চ হইলে জাতক অন্য রমণীর প্রণয়াসক্ত হইয়া থাকে।

যদ্যপি দাম্পত্য-প্রণয়ের স্থানের সহিত গোপন রাখিবার ক্ষমতা, যশো-লিপ্সা ও ন্যায়পরতার স্থান উচ্চ এবং প্রেমাভিলাষের স্থান উহাদের সমোচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতকের প্রণয় চিরস্থায়ী হয় অর্থাৎ কখনও হয় না।

নিম্ন (Small)। দাম্পত্য-প্রণয়ের [illegible] নিম্ন হইলে জাতক সহজে বিবাহ করিতে স্বীকৃত [illegible] হা হইলে [illegible] হই হঠাৎ বিবাহ ঘটিয়া থাকে।

অতি নি[illegible])। দাম্পত্য-প্রণয়ের স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে জ[illegible] বিহীন হয়।

[illegible] মস্তকে দাম্পত্য-প্রণয়ের স্থান অতিশয় উচ্চ (Very large) [illegible] ান বড়ই প্রেমিক ছিলেন, এবং ভার্য্যা হেম-নলিনীকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসিতেন। এক বার তাঁহার স্ত্রীর বড় পীড়া হয়, শরৎ বাবু সে সময় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়া সহধর্ম্মিণীর সেবা করেন। হেম-নলিনী যদবধি সম্পূর্ণরূপে আরোগ্যলাভ না করিয়াছিলেন, ততদিন পর্য্যন্ত কেহই শরৎ বাবুর অধরে মুহূর্ত্তের নিমিত্ত হাস্য দেখিতে পায় নাই। আর এক সময় তাঁহার স্ত্রী বিশেষ কোনও কার্য্যোপলক্ষে পিত্রালয় গমন করেন। শরৎ বাবু দুই দিবস গত হইতে না হইতে ভার্য্যা বিরহে এরূপ কাতর হইয়া পড়িলেন যে, কোনও একটী কার্য্যের ছলনা করিয়া শ্বশুরালয় গিয়া উপস্থিত হইলেন। হেম-নলিনীর মস্তকে ও দাম্পত্য-প্রণয়ের স্থান অতিশয় উচ্চ ছিল, এ কারণ তিনি স্বামীকে নিরতিশয় ভালবাসিতেন ও ভক্তি করিতেন। বস্তুতঃ দম্পতি-যুগল পরস্পর অভিন্ন-হৃদয় জ্ঞানে পৃথিবীকে নন্দন কানন তুল্য জ্ঞান করিয়া জীবনাতিবাহিত করিতেন।

অশ্বিনী বাবু, শরৎ বাবুর জনৈক বন্ধু। ইহাঁর দাম্পত্য-প্রণয়ের স্থান পূর্ণ (Full) ছিল। এ কারণ, তিনি অতিশয় প্রেমিক ছিলেন এবং ভার্য্যা কিরণশশীকে অকপট ভালবাসিতেন। কিন্তু তাঁহার এ ভালবাসা স্থায়ী হয় নাই, অল্পদিন পরে তিনি অন্য আর এক রমণীর পানি গ্রহণ করেন, ইহার প্রধান কারণ দাম্পত্য-প্রণয়ের স্থানের সহিত ইহাঁর অবিচ্ছিন্নতার স্থান অতিশয় নিম্ন ছিল।

সতীশ বাবুর দাম্পত্য-প্রণয়ের স্থান নিম্ন (Small) ছিল, এ কারণ তাঁহার বিবাহ করিতে আদৌ ইচ্ছা ছিল না। অনেকের উপরোধ বশতঃ সর্ব্বশেষে পরিণয় বদ্ধ হইলে স্ত্রীকে কখনও ভালবাসিতে পারেন নাই। সতীশ বাবুর ভার্য্যা বামাসুন্দরী, স্বামীর ব্যবহারে এক দিবসের নিমিত্তও সুখী হন নাই।

অ[illegible]স্নেহ।

স্বীয় ঔরসজাত [illegible] প[illegible]
প্রতি স্নেহ ও অপত্য-স্নেহের অন্তর্গত [illegible]

অপত্য-স্নেহের (চিত্র—১, চিহ্ন—২) স্থান[illegible] চিত্র—১, চিহ্ন—১) এবং জন্মভূমি ও স্বদেশ-প্রিয়তার (চি[illegible] বর্ত্তী।

অতি উচ্চ (Very large)। অপত্য-স্নে[illegible] উচ্চ হইলে, জাতক সন্তানগণকে অমূল্যরত্ন জ্ঞানে নিরতিশয় ভা[illegible]সিয়া থাকে। যদ্যপি সন্তানের কোনও পীড়া হয়, তাহা হইলে ইহারা এরূপ চিন্তিত হয় যে, দেখিলে উন্মত্তের ন্যায় বোধ হয়। বস্তুতঃ ইহারা সন্তানগণের প্রতি এত অধিক স্নেহপ্রদর্শন করিয়া থাকে যে, অপরিমিত আদর পাইয়া অনেক সময়ে সন্তানগণ অবাধ্য হইয়া উঠে।

অপত্য-স্নেহ স্থানের সহিত অবিচ্ছিন্নতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৫) উচ্চ (Large) হইলে জাতক সন্তানের পীড়া হইলে অতিশয় উদ্বিগ্ন হইয়া থাকে।

যদ্যপি অপত্য-স্নেহ স্থানের সহিত বদান্যতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) ও সংহারপ্রিয়তার (চিত্র—১, চিহ্ন—৭) স্থান উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক স্বীয় সন্তানদিগকে কোনও প্রকারে দণ্ডিত হইতে দেখিলে সাতিশয় দুঃখিত হয় এবং সে দৃশ্য কোনওরূপে সহ্য করিতে পারে না।

উচ্চ (Large)। অপত্য-স্নেহের স্থান উচ্চ হইলে জাতক আপন সন্তানগণকে অতিশয় ভালবাসিয়া থাকে এবং এরূপ স্নেহবান হয় যে, তাহাদের গুণ ব্যতীত দোষ দেখিতে সমর্থ হয় না।

যদ্যপি অপত্য-স্নেহ স্থানের সহিত সাহসিকতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৬), সংহারপ্রিয়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—৭) এবং আত্মাভিমানের (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) স্থান সমোচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক সন্তানগণকে ভালবাসিলেও তাহাদিগকে আজ্ঞাধীন করিয়া রাখে।

অপত্য-স্নেহ স্থানের সহিত সাহসিকতা, সংহারপ্রিয়তা এবং দৃঢ়তার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৪) স্থান সমোচ্চ হইলে জাতক সন্তানগণের অবাধ্যতা দর্শন করিলে তাহাদিগকে পীড়ন করিয়া থাকে।

যদ্যপি অপত্য-স্নেহ স্থানের সহিত সাহসিকতা এবং কল্পনাশক্তি (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) সমোচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক সন্তানগণকে [illegible] রূপে বিদ্যাশিক্ষা করাইতে যত্নবান হয়।

পূর্ণ (Full)। অপত্য-স্নেহের [illegible] পূর্ণ হইলে [illegible] সন্তানদিগের প্রতি পিতার যেরূপ [illegible] সেইরূপ [illegible] ণ করিয়া থাকে।

যদ্যপি অপত্য-স্নেহ স্থানের সহিত সাহসিকতা সংহারপ্রিয়তা এবং আত্মাভিমানের স্থান উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক সামান্য দোষে সন্তানগণকে গুরুতর শাস্তি প্রদান করিয়া থাকে।

অপত্য-স্নেহ স্থানের সহিত যদ্যপি বদান্যতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯), বন্ধুত্ব (চিত্র—১, চিহ্ন—৩) এবং ন্যায়পরতার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) স্থান উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক সন্তানগণের অভাব মোচন করিবার নিমিত্ত স্বীয় স্বার্থ ত্যাগ করিয়া থাকে।

সাধারণ (Average)। অপত্য-স্নেহের স্থান সাধারণ হইলে জাতক আপন সন্তানদিগকে সম্পূর্ণরূপে ভালবাসিতে এবং অপরের সন্তানকে একেবারেই ভালবাসিতে অক্ষম হয়।

যদ্যপি অপত্য-স্নেহ স্থানের সহিত বন্ধুত্ব এবং বদান্যতার স্থান উচ্চ (Large) হয়, তাহা হইলে, জাতক সন্তানগণ বয়ঃপ্রাপ্ত হইলে, তাহাদিগকে ভালবাসিয়া থাকে ; কিন্তু সন্তানগণের কোনও রূপ দোষ দেখিলে ক্ষমা করিতে অক্ষম হয়।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিত্র—১।

১। কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহা শনির রেখা।

২। শনির নিম্নস্থ রেখা,—বৃহস্পতির রেখা।

৩। বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখা,—মঙ্গলের রেখা।

৪। দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে যে রেখা, তাহা রবির রেখা।

৫। বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে যে রেখা, তাহা চন্দ্রের রেখা।

৬। ভ্রূযুগলের মধ্যবর্ত্তী শুক্রের স্থান।

৭ [illegible]সিকার ম[illegible] বুধের স্থান।

চিত্র—২।

বৃহস্পতি [illegible] মধ্য-স্থল [illegible] হয়, তাহা [illegible] জাত[illegible] [illegible]ন, পরিণামদর্শী এবং শান্তপ্রকৃতিসম্প[illegible] [illegible] হয় [illegible] (চিত্র—২, চিহ্ন—১)

যদ্যপি একটী [illegible]-চিহ্ন ([illegible]ircle) বৃহস্পতি রেখার উপর অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে জ[illegible]কে[illegible] অর্থ নাশ হয়। (চিত্র—২, চিহ্ন—২)

চিত্র—৩।

বৃহস্পতির রেখা যদ্যপি ধনুকের ন্যায় নাসিকার দিকে নত হয়, তাহা হইলে জাতকের অবস্থা বড়ই [illegible]াচনীয় হইয়া থাকে।

চিত্র—৪।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক সুরসিক, বিশ্বাসী, সচ্চরিত্র, অকপট এবং প্রবঞ্চনা-বিহীন হয়।

চিত্র—৫।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক বহু [illegible]ার্য্যে জ্ঞানসম্পন্ন, নানা বিদ্যা-বিশারদ, তোষামোদকারী, প্রতারক এবং চঞ্চ[illegible]-ভাগ্য হইয়া থাকে।

চিত্র—৬।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক ধনবান এবং সৌভাগ্যশালী হয়।

চিত্র—৭।

বৃহস্পতির রেখা এইরূপ বক্র হইলে জাতক প্রতারণা এবং পর পীড়ন করিয়া অর্থোপার্জ্জন করে।

চিত্র—৮।

এইরূপ রেখা অঙ্কিত থাকিলে জাতক দুর্ভাগ্য হয়।

চিত্র—৯।

এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক সামান্য বেতনের কর্ম্মচারী, রহস্যপ্রিয় এবং ভণ্ড হইয়া থাকে।

চিত্র—১০।

শনির স্থানের উপর এইরূপ রেখা অঙ্কিত এবং বৃহস্পতির রেখা ভগ্ন হইলে, জাতকের বিষয় সংক্রান্ত মোকদ্দমায় বহু অর্থ নষ্ট হয়।

চি[illegible]—১১।

এইরূপ [illegible] [illegible] [illegible]ভাব এবং জঘন্য রুচিসম্পন্ন হয়।

চিত্র—১২।

এইরূপ বক্র রেখাবিশিষ্ট জাতকের শোচনীয় অবস্থা হইয়া থাকে।

চিত্র—১৩।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক হত্যাকারী এবং ইহাদের অপঘাতে মৃত্যু সংঘটিত হয়।

চিত্র—১৪।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতকের দুষ্ট স্বভাব এবং নিকৃষ্ট অবস্থা হইয়া থাকে।

চিত্র—১৫।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক অস্থির, চঞ্চল এবং খামখেয়ালী স্বভাববিশিষ্ট হয়।

চিত্র—১৬।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক সরল হৃদয় এবং বিশ্বাসী হয়।

চিত্র—১৭।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতকের উচ্চস্থান হইতে পতন ঘটিয়া থাকে।

চিত্র—১৮।

এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক চঞ্চল ভাগ্যসম্পন্ন হয় অর্থাৎ জাতকের সময় কখনও একভাবে গত হয় না।

চিত্র—১৯।

এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতকের জল নিমগ্ন হইয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে অথবা জাতক জলে বিপদগ্রস্ত হয়।

চিত্র—২০।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক সুরসিক, ধনবান এবং সৌভাগ্যযুক্ত হয়।

চিত্র—২১।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতকের রাজদণ্ডে ফাঁসী হইয়া থাকে।

চিত্র—২২।

যদ্যপি মঙ্গলের স্থানে একটী আঁচিল চিহ্ন দেখা যায়, তাহা হইলে জাতক নিষ্ঠুর এবং কোপণ-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে।

চিত্র—২৩।

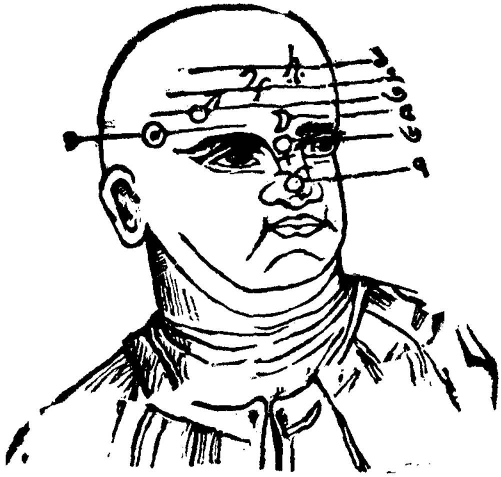
এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক বিপুল ধনসম্পন্ন এবং পরম সৌভাগ্যবিশিষ্ট হয়।

চিত্র—২৪।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক চঞ্চল এবং বহু-বাক্যব্যয়ী হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

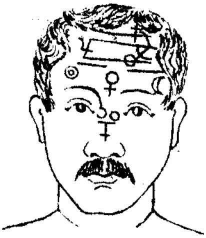
(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)



১



২



৩



৪



৫





৭



৮



৯



১০



১১



১২



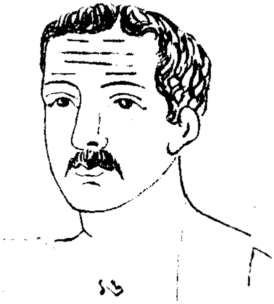
১৩



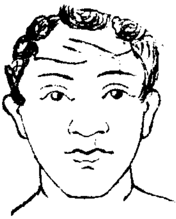
১৪



১৫



১৬



১৭



১৮



১৯



২০



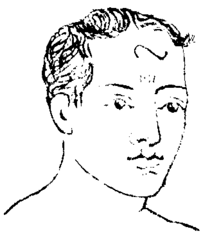
২১



২২



২৩



২৪

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গ্রহগণের দ্বিপাদ দৃষ্টি, মঙ্গল ব্যতীত চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে গ্রহগণের ত্রিপাদ-দৃষ্টি এবং সপ্তম রাশিতে সকল গ্রহেরই পূর্ণ দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে। তৃতীয় ও দশম স্থানে শনির পূর্ণ দৃষ্টি, নবম ও পঞ্চম স্থানে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃ এবং চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে।

স্বীয় অবস্থিতি ভবন হইতে,—

সপ্তম স্থানে রবির পূর্ণ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম স্থানে দ্বিপাদ দৃষ্টি, তৃতীয় ও দশম স্থানে এক পাদ দৃষ্টি এবং প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে দৃষ্টি নাই।

সপ্তম স্থানে চন্দ্রের পূর্ণ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম স্থানে দ্বিপাদ দৃষ্টি, ... ও দশম স্থানে একপাদ দৃষ্টি এবং প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ... স্থানে দৃষ্টি নাই।

চতুর্থ, সপ্তম ও অষ্টম স্থানে মঙ্গলের পূর্ণ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম স্থানে দ্বিপাদ দৃষ্টি, তৃতীয় ও দশম স্থানে এক পাদ দৃষ্টি এবং প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে দৃষ্টি নাই। মঙ্গল গ্রহের ত্রিপাদ দৃষ্টি নাই।

স... স্থানে বুধের পূর্ণ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম স্থানে দ্বিপাদ দৃষ্টি, তৃতীয় ও দশম স্থানে এক পাদ দৃষ্টি এবং প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে দৃষ্টি নাই।

পঞ্চম, সপ্তম ও নবম স্থানে বৃহস্পতির পূর্ণ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি, তৃতীয় ও দশম স্থানে এক পাদ দৃষ্টি এবং প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে দৃষ্টি নাই।

সপ্তম স্থানে শুক্রের পূর্ণ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম স্থানে দ্বিপাদ দৃষ্টি, তৃতীয় ও দশম স্থানে এক পাদ দৃষ্টি এবং প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে দৃষ্টি নাই।

তৃতীয়, সপ্তম ও দশম স্থানে শনির পূর্ণ দৃষ্টি, চতুর্থ ও অষ্টম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি, পঞ্চম ও নবম স্থানে দ্বিপাদ দৃষ্টি এবং প্রথম, দ্বিতীয়, ষষ্ঠ, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে দৃষ্টি নাই। শনির এক পাদ দৃষ্টি নাই।

(রাহুর দৃষ্টি।)

স্থতমদন নবান্তে পূর্ণদৃষ্টিঃস্থরারে-
র্যুগল দশমরাশৌ দৃষ্টিমাত্রং ত্রিপাদং।
সহজ রিপু চতুর্থে চাষ্টমে চার্দ্ধদৃষ্টিঃ-
স্থিতি ভবনমুপান্ত্যে নৈব দৃশ্যংহি রাহোঃ॥

পঞ্চম, সপ্তম, নবম ও দ্বাদশ স্থানে রাহুর পূর্ণ দৃষ্টি, দ্বিতীয় ও দশম স্থানে ত্রিপাদ দৃষ্টি, তৃতীয়, চতুর্থ, ষষ্ঠ ও অষ্টম স্থানে দ্বিপাদ দৃষ্টি এবং প্রথম ও একাদশ স্থানে দৃষ্টি নাই। রাহুর এক পাদ দৃষ্টি নাই। কেতুর আদৌ দৃষ্টি নাই।

গ্রহগণের দৃষ্টিস্থান বামবর্ত্তে গণনা করিতে হয়, কিন্তু রাহুর দৃষ্টি স্থান দক্ষিণাবর্ত্তে।

শুভ ও পাপ গ্রহগণের যে স্থানে যে রূপ দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে, জাতককে তদনুসারে সুফল ও কুফল ভোগ করিতে হয়। কোন্ কোন্ গৃহে গ্রহগণের কিরূপ দৃষ্টি পতিত হইয়া থাকে, পর পৃষ্ঠায়, "গ্রহগণের দৃষ্টি চক্র।" শীর্ষক চিত্র দর্শনে তাহা অনায়াসে বোধগম্য হইবে। ১ চিহ্নে ১ পাদ, ২ চিহ্নে দুই পাদ, তিন চিহ্নে তিন পাদ, ৪ চিহ্নে পূর্ণ দৃষ্টি এবং • চিহ্নে দৃষ্টি নাই বুঝিতে হইবে।

গ্রহগণের দিগ্বল।

লগ্নে সৌমসুরাচার্য্যো কুজার্কৌ দশমে তথা।
দ্যূনে সৌরিশ্চতুর্থেতু সিতেন্দু দিগ্বলান্বিতৌ॥

লগ্নে বুধ ও বৃহস্পতি থাকিলে পূর্ব্ব দিগ্বল, লগ্নের দশম স্থানে মঙ্গল ও রবি থাকিলে দক্ষিণ দিগ্বল, লগ্নের সপ্তম স্থানে শনি থাকিলে পশ্চিম দিগ্বল এবং লগ্নের চতুর্থ স্থানে শুক্র ও চন্দ্র থাকিলে উত্তর দিগ্বল হয়।

গ্রহগণের দৃষ্টিচক্র ।

গ্রহগণের নাম	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রাহু	কেতু
অবস্থিতি ভবন বা প্রথম স্থান	০	০	০	০	০	০	০	০	০
দ্বিতীয় স্থান	০	০	০	০	০	০	০	৩	০
তৃতীয় স্থান	১	১	১	[illegible]	১	১	৪	২	০
চতুর্থ স্থান	৩	৩	৪	৩	৩	৩	৩	২	০
পঞ্চম স্থান	২	২	২	[illegible]	৪	২	২	৪	০
ষষ্ঠ স্থান	০	০	০	০	০	০	০	২	০
সপ্তম স্থান	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	৪	০
অষ্টম স্থান	৩	৩	৪	৩	৩	৩	৩	২	০
নবম স্থান	২	২	২	২	৪	২	২	৪	০
দশম স্থান	১	১	১	১	১	১	৪	৩	০
একাদশ স্থান	০	০	০	০	০	০	০	০	০
দ্বাদশ স্থান	০	০	০	০	০	০	০	৪	০

গ্রহগণের মিত্র, শত্রু ও সম জ্ঞান।

(নৈসর্গিক—Permanent.)

গ্রহগণের মধ্যে তিনটী ভাব কল্পিত হইয়া থাকে ; যথা—মিত্রতা (Friendship), শত্রুতা (Enemity) এবং সমতা (Acquaintanceship)। ইহাদের সম্বন্ধানুসারে ফলেরও তারতম্য ঘটিয়া থাকে অর্থাৎ মিত্র গ্রহ শুভ ফল, শত্রু গ্রহ অশুভ ফল এবং সম গ্রহ সমফল প্রদান করিয়া থাকে।

মিত্রাণি সূর্য্যাচ্ছশিভৌমজীবাঃ
সূর্য্যেন্দুজৌ সূর্য্যশশাঙ্কজীবাঃ।
আদিত্যশুক্রৌ রবিচন্দ্রভৌমাঃ
বুধার্কজৌ চন্দ্রজ ভার্গবৌ চ॥
সিতাসিতৌ চন্দ্রমসো ন কশ্চিদ্
বুধঃ শশী সৌমসিতৌ রবীন্দু।
রবীন্দু ভৌমা রবিতস্ত্বমিত্রা
মিত্রারি শেষশ্চ সম প্রদিষ্টা।

মিত্র। চন্দ্র, মঙ্গল ও বৃহস্পতি রবির মিত্র। রবি ও বুধ চন্দ্রের মিত্র। রবি, চন্দ্র ও বৃহস্পতি মঙ্গলের মিত্র। রবি ও শুক্র বুধের মিত্র। রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল বৃহস্পতির মিত্র। বুধ ও শনি শুক্রের মিত্র। বুধ ও শুক্র শনির মিত্র।

শত্রু। শুক্র ও শনি রবির শত্রু। চন্দ্র শত্রু শূন্য। বুধ মঙ্গলের শত্রু। চন্দ্র বুধের শত্রু। বুধ ও শুক্র বৃহস্পতির শত্রু। রবি ও চন্দ্র শুক্রের শত্রু। রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল শনির শত্রু।

সম। রবির সম বুধ। চন্দ্রের সম মঙ্গল (মতান্তরে,—মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি)। মঙ্গলের সম শনি (মতান্তরে,—শনি ও শুক্র)। বুধের সম বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি (মতান্তরে,—বৃহস্পতি, মঙ্গল ও শনি)। বৃহস্পতির সম শনি। শুক্রের সম বৃহস্পতি ও মঙ্গল। শনির সম বৃহস্পতি।

(রাহু ও কেতু।)

* * * শুক্রঃ শনিশ্চ মিত্রে।
সূর্য্যঃ শশাঙ্কো ধরণীসুতশ্চ রাহোরিপুঃ * *॥

* * শক্র শনি বিপক্ষৌ।
সূর্য্যারচন্দ্রাঃ সুহৃদঃ সমানৌজীবেন্দুজৌ * * ॥

রাহু। শুক্র ও শনি রাহুর মিত্র। রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল রাহুর শত্রু। রাহুর সম গ্রহ নাই।

কেতু। রবি, চন্দ্র ও মঙ্গল কেতুর মিত্র। শুক্র ও শনি কেতুর শত্রু। বুধ ও বৃহস্পতি কেতুর সম।

কোন্ গ্রহ কাহার মিত্র, শত্রু বা সম,—নিম্নলিখিত প্রদর্শনী দৃষ্টে তাহা আরও সুস্পষ্ট উপলব্ধি হইবে।

গ্রহ	মিত্র গ্রহ	শত্রু গ্রহ	সম গ্রহ
১। রবি ...	চন্দ্র মঙ্গল বৃহস্পতি	শুক্র শনি	বুধ
২। চন্দ্র ...	রবি বুধ	০	মঙ্গল, বৃহস্পতি, শুক্র ও শনি
৩। মঙ্গল ...	রবি চন্দ্র বৃহস্পতি	বুধ	শনি শুক্র
৪। বুধ ...	রবি শুক্র	চন্দ্র	বৃহস্পতি মঙ্গল শনি
৫। বৃহস্পতি...	রবি চন্দ্র মঙ্গল	বুধ শুক্র	শনি
৬। শুক্র ...	বুধ শনি	রবি চন্দ্র	বৃহস্পতি মঙ্গল
৭। শনি ...	বুধ শুক্র	রবি চন্দ্র মঙ্গল	বৃহস্পতি

গ্রহ	মিত্র গ্রহ	শত্রু গ্রহ	সমগ্রহ
৮। রাহু ...	শুক্র শনি	রবি চন্দ্র মঙ্গল	
৯। কেতু ...	রবি চন্দ্র মঙ্গল	শুক্র শনি	বুধ বৃহস্পতি

গ্রহগণের মিত্রামিত্র সম্বন্ধে সুপ্রসিদ্ধ জ্যোতির্ব্বিদ্ শ্রীযুক্ত বাবু নবকৃষ্ণ ঘোষ মহাশয় তাঁহার "জ্যোতিষ প্রকাশ" গ্রন্থে নিম্নলিখিত রূপ লিখিয়াছেন।

"প্রত্যেক রাশির অধিপতি গ্রহের পঞ্চম ও নবম রাশির অধিপতি গ্রহ মিত্র, এবং সপ্তম রাশির অধিপতি গ্রহ শত্রু। যথা—

রাশি	অধিপতি গ্রহ	পঞ্চম রাশি	অধিপতি মিত্র গ্রহ	নবম রাশি	অধিপতি মিত্র গ্রহ	সপ্তম রাশি	অধিপতি শত্রু গ্রহ
মেষ	ম	সিংহ	র	ধনু	বৃ	তুলা	শু
বৃষ	শু	কন্যা	বু	মকর	শ	বৃশ্চিক	ম
মিথুন	বু	তুলা	শু	কুম্ভ	শ	ধনু	বৃ
কর্কট	চ	বৃশ্চিক	ম	মীন	বৃ	মকর	শ
সিংহ	র	ধনু	বৃ	মেষ	ম	কুম্ভ	শ
কন্যা	বু	মকর	শ	বৃষ	শু	মীন	বৃ
তুলা	শু	কুম্ভ	শ	মিথুন	বু	মেষ	ম
বৃশ্চিক	ম	মীন	বৃ	কর্কট	চ	বৃষ	শু
ধনু	বৃ	মেষ	ম	সিংহ	র	মিথুন	বু
মকর	শ	বৃষ	শু	কন্যা	বু	কর্কট	চ
কুম্ভ	শ	মিথুন	বু	তুলা	শু	সিংহ	র
মীন	বৃ	কর্কট	চ	বৃশ্চিক	ম	কন্যা	বু"

☞ র = রবি, চ = চন্দ্র, ম = মঙ্গল, বু = বুধ, বৃ = বৃহস্পতি, শু = শুক্র, ও শ = শনি বুঝিতে হইবে।

গ্রহগণের তাৎকালিক (Temporary) শত্রু মিত্র জ্ঞান।

চতুর্থ দশবিত্তান্ত্য ত্রিলাভস্থাঃ পরস্পরং।
তৎকালমিত্রাণ্যুচ্চস্থঃ কৈশ্চিদুক্তোঽন্যথারিপুঃ॥

জন্ম, বিবাহ, প্রশ্ন গণন অথবা যে কোনও সময় গ্রহগণের তাৎকালিক শত্রু-মিত্র জানিবার নিয়ম এই যে, যে সময় যে রাশিতে যে গ্রহ থাকিবে, সেই রাশি হইতে গণনা করিয়া দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, দশম, একাদশ ও দ্বাদশ স্থানে যে যে গ্রহ থাকিবে, তাহারা পরস্পর তাৎকালিক মিত্র হইবে, অন্যথা শত্রু বুঝিতে হইবে।

গ্রহগণের অধিমিত্র।

হিত সম রিপু সংজ্ঞা যে নিসর্গে নিরুক্তা
অধিহিত হিতমধ্যাস্তেঽপি তৎকাল মিত্রৈঃ।
রিপু সম সুহৃদাখ্যা যে নিসর্গে প্রদিষ্টাঃ
অধিরিপুরিপুমধ্যাঃ শত্রুভিশ্চিন্তনীয়াঃ॥

নৈসর্গিক মিত্র গ্রহ, তাৎকালিক মিত্র হইলে অধিমিত্র, নৈসর্গিক সমগ্রহ তাৎকালিক মিত্র হইলে মিত্র এবং নৈসর্গিক শত্রু গ্রহ তাৎকালিক মিত্র হইলে সম হইবে। সেইরূপ নৈসর্গিক শত্রু গ্রহ তাৎকালিক শত্রু হইলে অধিশত্রু, নৈসর্গিক সমগ্রহ তাৎকালিক শত্রু হইলে শত্রু এবং নৈসর্গিক মিত্রগ্রহ তাৎকালিক শত্রু হইলে সম হইবে।

গ্রহগণের মূল ত্রিকোণ।

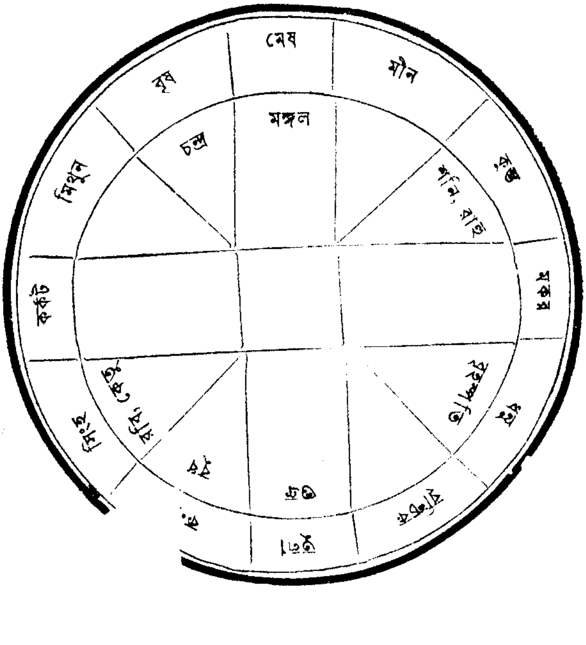
সিংহ বৃষাজ প্রমদা কার্ম্মুকভৃত্তৌলি কুম্ভধরাঃ।
সূর্য্যাদীনাং মূলত্রিকোণ ভবনান্যনুক্রমতঃ॥
রাহোর্ঘটভং ত্রিকোণং।
কেতোস্ত্রিকোণং সিংহঃ॥

রবির মূল ত্রিকোণ স্থান সিংহ রাশি। চন্দ্রের মূল ত্রিকোণ স্থান বৃষ রাশি। মঙ্গলের মূল ত্রিকোণ স্থান মেষ রাশি। বুধের মূল ত্রিকোণ স্থান

কন্যা রাশি। বৃহস্পতির মূল ত্রিকোণ স্থান ধনু রাশি। শুক্রের মূল ত্রিকোণ স্থান তুলা রাশি। শনির মূল ত্রিকোণ স্থান কুম্ভ রাশি। রাহুর মূল ত্রিকোণ স্থান কুম্ভ রাশি। কেতুর মূল ত্রিকোণ স্থান সিংহ রাশি।

যে কোনও গ্রহ যখন কোনও রাশিতে মূল ত্রিকোণে থাকে, তখন তাহারা অতিশয় বলবান হয় এবং পূর্ণ ফল প্রদান করে। এ নিমিত্ত মূল ত্রিকোণকে জ্যোতির্ব্বিত্তারা গ্রহগণের "আনন্দ নিকেতন" কহিয়া থাকেন।

নিম্নাঙ্কিত রাশি চক্রে গ্রহগণ আপনাপন মূল ত্রিকোণে অবস্থান করিতেছে।



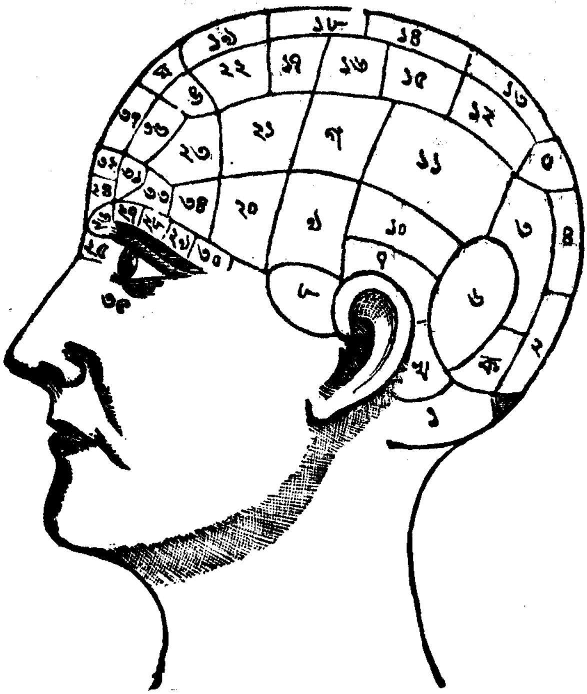
গ্রহগণের তুঙ্গ স্থান।

আদিত্যমেষে বৃষভে শশাঙ্কে কন্যাগতে জ্ঞে চ গুরৌ কুলীরে।
মীনে চ শুক্রে মকরে মহীজে শনৌ তুলায়ামিতি তুঙ্গগেহাঃ ॥

রবির মেষ, চন্দ্রের বৃষ, বুধের কন্যা, বৃহস্পতির কর্কট, শুক্রের মীন এবং শনির তুলা তুঙ্গ স্থান।

(ক্রমশঃ)

শিরোবিজ্ঞান।



চিত্র—১।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitative)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জনস্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)

১৩। আত্মাভিমান (Self-Esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ ক্ষমতা (Constructiveness.)

২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২। অনুকরণ (Imitation.

২৩। রহস্য প্রিয়তা (Mirthfulness)

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন, ও পুবাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time.)

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune)

৩৫। ভাষা-জ্ঞান ([illegible]guage.)

৩৬। কারণ [illegible]রবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা জ্ঞান (Comparision.)

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)

[illegible]। [illegible]ষিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিত্র—নং ৩



"২" চিহ্নিত স্থান অপত্য-স্নেহ সূচক।
"৩" চিহ্নিত স্থান বন্ধুত্ব স্থান সূচক।

নিম্ন Small)। অপত্য-স্নেহের স্থান নিম্ন হইলে জাতক আপনার সন্তানদিগের প্রতি সামান্য মাত্র স্নেহ প্রদর্শন করিয়া থাকে কিন্তু অপরের সন্তানগণের প্রতি একেবারেই স্নেহ-মমতা হীন হয়।

যদ্যপি অপত্য-স্নেহ স্থানের সহিত সাহসিকতা এবং সংহারপ্রিয়তার স্থান উচ্চ (Large) হয়, তাহা হইলে জাতক সামান্য কারণে সন্তানগণের উপর গুরুতর দণ্ড বিধান বিয়া থাকে।

অতি নিম্ন (Very small) অপত্য-স্নেহের স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে, জাতক আপনার বা অপরের সন্তানগণকে একেবারেই ভালবাসিতে পারে না।

দৃষ্টান্ত। নগেন্দ্র বাবুর মস্তকে অপত্য স্নেহের স্থান অতিশয় উচ্চ (Very Large) ছিল। এ নিমিত্ত তিনি তাঁহার সন্তানগণকে অতিশয় ভাল বাসিতেন। যদ্যপি তাহারা কোনও রূপ উপদ্রব করিত, তাহা হইলে কদাচ তিনি ক্রুদ্ধ বা বিরক্ত হইতেন না বরং তাহাদিগকে নানাবিধ সুন্দর সুন্দর

পরিচ্ছদ প্রভৃতি প্রদান করিয়া সতত সুখী রাখিতেন। বহুক্ষণ সন্তানগণকে দেখিতে না পাইলে তাঁহার প্রাণ অস্থির হইয়া উঠিত। কেবল মাত্র যে নিজ সন্তানের প্রতি তাঁহার স্নেহ বলবান ছিল, তাহা নহে, ধনবানের সন্তান হইতে দরিদ্রের সন্তান পর্য্যন্ত সকলেরই উপর তাঁহার যথেষ্ট স্নেহ ছিল। এক দিবস অপরাহ্নে তিনি ভ্রমণ করিতে বাহির হইয়া পথিমধ্যে দেখিতে পাইলেন, একটী নিকৃষ্ট জাতীয় বালক একটী কুক্কুর কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া চীৎকার করিতে করিতে প্রাণপণে ছুটিতেছে কুক্কুরও তাহার পশ্চাৎ পশ্চাৎ দৌড়াইতেছে। ভয়-বিহ্বল বালক কিছু দূর যাইয়া পথিমধ্যে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। নগেন্দ্র বাবু এই শোচনীয় দৃশ্য দর্শনে অবিলম্বে তথায় গমন করিলেন এবং নিকৃষ্ট জাতীয় সন্তান বোধে কিছুমাত্র ঘৃণা না করিয়া কোলে তুলিয়া লইলেন। বহু যত্ন এবং শুশ্রূষার পর যখন বালক সুস্থ হইল, তখন তিনি তাহাকে তাহার কুটীরে রাখিয়া আসিয়া সুস্থ হন। প্রতিবেশী বালক বালিকাগণ নগেন্দ্র বাবুকে পাইলে খাওয়া পরা ভুলিয়া যাইয়া, কেহ নগেন্দ্র বাবুর পৃষ্ঠে, কেহ স্কন্ধে, কেহ বা ক্রোড়ে বসিয়া থাকিত; তিনিও যথেষ্ট আদর করিয়া ...দের মনোরঞ্জন করিতেন। গৃহ-পালিত পশু পক্ষিগণও তাঁহার বিশেষ ...পাত্র ছিল।

জ্ঞানকালী বাবুর মস্তকে অপত্য-স্নেহের স্থান উচ্চ (Large) ...ল এবং উহার সহিত সাহসিকতা ও কল্পনাশক্তির স্থান সমোচ্চ হওয়ায় তিনি সন্তানগণকে উত্তম রূপে বিদ্যা শিক্ষা করাইতে বিশেষ যত্নবান ছিলেন। যদ্যপি তিনি তাহাদের কোন রূপ অবাধ্যতা দেখিতে পাইতেন, তাহা হইলে পীড়নও করিয়া থাকিতেন। ইহার কারণ অপত্য-স্নেহের উচ্চতার সহিত ইহাঁর সাহসিকতা, সংহারপ্রবণতা এবং দৃঢ়তার স্থান সমো... ছিল।

কুঞ্জলাল বাবু নগেন্দ্র বাবুর প্রতিবেশী। তাঁহার হৃদয় সম্পূর্ণ স্নেহ-হীন ছিল। নগেন্দ্র বাবুকে বালকগণের সহিত ক্রীড়াসক্ত দেখিয়া তিনি হাড়ে হাড়ে জ্বলিয়া যাইতেন। অপরের সন্তান দূরে থাকুক, স্বীয় সন্তানকেও তিনি ক্রোড়ে লইতে বিরক্ত হইতেন। প্রতিবেশী শিশুগণ কুঞ্জবাবুকে পথিমধ্যে দেখিতে পাইলে কম্পিত-দেহে হয় পথের এক পার্শ্বে দাঁড়াইত নচেৎ লুকাইয়া পড়িত। কেহ কেহ বা পলায়ন করিত। তাঁহার ভয়ে বাটীর ক্ষুদ্র শিশুটী পর্য্যন্ত কাঁদিতে সাহস করিত না। ইহার প্রধান কারণ, অপত্য-স্নেহের স্থান তাঁহার অতিশয় নিম্ন (Very small) ছিল।

বন্ধুত্ব।

অবিচ্ছিন্নতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৫) স্থানের নিম্নে এবং দাম্পত্য-প্রণয়ের (চিত্র—৩, চিহ্ন—ক) উপরিভাগে বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩)।

অতিউচ্চ (Very Large)। বন্ধুত্বের স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে জাতক বন্ধু-বান্ধবকে অসামান্য ভালবাসে এবং তাহাদের নিমিত্ত সর্ব্বপ্রকার স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া থাকে।

বন্ধুত্ব স্থানের সহিত প্রেমাভিলাষের স্থান (চিত্র—২) উচ্চ (Large) হইলে জাতক অসাধারণ প্রেমিক হইয়া থাকে।

যদ্যপি বন্ধুত্ব স্থানের সহিত সাহসিকতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৬) এবং সংহারপ্রিয়তার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৭) উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক বন্ধুর অনিষ্টকারীর প্রতিশোধ গ্রহণের নিমিত্ত প্রাণ পর্য্যন্ত উৎসর্গ করিতে প্রস্তুত হয়।

বন্ধুত্বের সহিত আত্মাভিমান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) স্থান মধ্যমরূপ উচ্চ (Moderate) হইলে জাতক বন্ধুগণের স্বভাব-চরিত্র অনুকরণ করিয়া থাকে।

যদ্যপি বন্ধুত্ব স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার (চিত্র—১, চিহ্ন—৯) স্থান মধ্যমরূপ উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক বন্ধুগণকে, বিনা খতে (Bond) তাহাদের ইচ্ছামত অর্থ প্রদান করে, কিন্তু অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান উচ্চ হইলে জাতকের উক্ত অর্থ প্রতিগ্রহণ করিবার আর ইচ্ছা থাকে না।

বন্ধুত্বের সহিত বদান্যতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) ও যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) মধ্যমরূপ উচ্চ (Moderate) এবং অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান পূর্ণ (Full) হইলে জাতক সামাজিক সৎকর্ম্মে অর্থ ব্যয় করে।

যদ্যপি বন্ধুত্ব স্থানের সহিত সাহসিকতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৬) সংহার-প্রিয়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—৭) ও আত্মাভিমানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) সাধারণ উচ্চ (Average) এবং যশোলিপ্সা (চিত্র—১, চিহ্ন—১২), বদান্যতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯), ন্যায়পরতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫), কল্পনা-শক্তি (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) ও আধ্যাত্মিকতার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৭) স্থান উচ্চ (Large) হয়, তাহা হইলে জাতকের সংসারে বন্ধুর ভাগ অধিক এবং শত্রুর ভাগ অল্প হইয়া থাকে।

উচ্চ (Large)। বন্ধুত্বের স্থান উচ্চ হইলে জাতক সরল-হৃদয়, সামাজিক এবং বান্ধবানুরাগী হয়। এই স্থানের সহিত বদান্যতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) সমোচ্চ হইলে জাতক আতিথ্য-সৎকার প্রিয় হইয়া থাকে এবং বন্ধুগণকে বিপদ কালে ভোজন করাইয়া আনন্দ লাভ করে।

বন্ধুত্ব স্থানের সহিত পেটুকতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৮) সমোচ্চ হইলে জাতক সামাজিক-নিমন্ত্রণ প্রিয় হয় এবং বন্ধুগণকে উত্তমরূপ খাওয়াইতে ভালবাসে। বন্ধুত্ব স্থানের সহিত যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) সমোচ্চ হইলে জাতক সাধারণের নিকট প্রশংসার প্রত্যাশা করিয়া থাকে, কিন্তু তদ্বিপরীতে সকলের উপহাসাস্পদ হয়।

যদ্যপি বন্ধুত্ব স্থানের সহিত ভাষা-জ্ঞানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৫) উচ্চ এবং গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১০) নিম্ন হয়, তাহা হইলে জাতক স্বাধীন ভাবে বন্ধুগণের সহিত কথোপকথন এবং তর্ক-বিতর্কাদি করিয়া থাকে। যদ্যপি রহস্যপ্রিয়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—২৩) ও কল্পনা-শক্তির (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) স্থান দুইটীও উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক রহস্যনিপুণ হয় এবং নানারূপ কৌতুক পূর্ণ কথাবার্ত্তায় বন্ধুগণকে আনন্দিত করে।

পূর্ণ (Full)। বন্ধুত্বের স্থান পূর্ণ হইলে জাতক নির্জ্জন-স্থান প্রিয় হয় এবং সময়ে সময়ে বন্ধু বান্ধবগণের সহিত মিলিত হইয়া আমোদ-আহ্লাদে লিপ্ত হয়।

বন্ধুত্ব স্থানের সহিত সাহসিকতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৬), সংহারপ্রিয়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—৭), আত্মাভিমান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩), যশোলিপ্সা (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) এবং অর্জ্জনস্পৃহার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৯) পরস্পর সমোচ্চ হইলে জাতক স্বার্থপর হয়।

সাধারণ (Average)। বন্ধুত্বের স্থান সাধারণ হইলে, জাতক প্রকৃত বন্ধুত্ব করিতে সমর্থ হয় না। উহার সহিত বদান্যতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) উচ্চ হইলে জাতক দয়ালু এবং স্নেহবান হয়, কিন্তু স্বার্থত্যাগে অক্ষম হয়।

যদ্যপি বন্ধুত্ব স্থানের সহিত প্রেমাভিলাষের স্থান (চিত্র—২) উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক পবিত্র দাম্পত্য-প্রণয় অপেক্ষা পাশব-প্রণয় অধিক ভালবাসে।

বন্ধুত্ব স্থানের সহিত গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১০) উচ্চ এবং ন্যায়পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) সাধারণ (Average) হইলে জাতক বন্ধুকে বিশ্বাস করিতে অক্ষম হয়।

নিম্ন (Small)। বন্ধুত্বের স্থান নিম্ন হইলে জাতক কাহারও সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে অনিচ্ছুক এবং নিষ্ঠুর অসামাজিক ও স্বার্থপর হয়। এই শ্রেণীস্থ জাতক সদাসর্ব্বদা নির্জ্জনে থাকিতে ইচ্ছা করে এবং জনসমাজে মিশ্রিত হইতে ভাল বাসে না।

অতি নিম্ন (Very Small)। বন্ধুত্বের স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে জাতক বন্ধুত্ব বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞ হয় অর্থাৎ বন্ধুত্ব কাহাকে বলে, তাহা পর্য্যন্ত বুঝিতে অসমর্থ হয়।

দৃষ্টান্ত। প্রভাস বাবুর মত এরূপ সরল হৃদয় এবং সদাশয় ব্যক্তি অতি অল্পই দেখা যায়। ইহাঁর সহিত যাঁহার একবার মাত্র পরিচয় হইত, তিনি সেই দিন হইতেই তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সূত্রে আবদ্ধ হইতেন। বন্ধুগণের সুখে আনন্দ প্রকাশ, শোকে প্রবোধ দান এবং অসময়ে সাধ্যানুরূপ সাহায্য করিতে ইহাঁর ন্যায় কেহই ছিল না। বন্ধুগণকে ইনি কখনই ভুলিতেন না, যাঁহার সহিত একবার বন্ধুত্ব হইত, তাঁহাকে চিরজীবন স্মরণ রাখিতেন। ইহাঁর ব্যবহারে সকলেই যৎপরোনাস্তি তৃপ্তি লাভ করিতেন। অমূল্য বাবু নামে তাঁহার জনৈক বন্ধু ছিলেন; তিনি প্রত্যহ সন্ধ্যার পর প্রভাস বাবুর বাটীতে বেড়াইতে আসিতেন। এক দিন কোনও কারণ বশতঃ আসিতে পারেন নাই; সে নিমিত্ত প্রভাস বাবু সমস্ত রাত্রি দুশ্চিন্তায় অতিবাহিত করেন। পরদিন সূর্য্যোদয় না হইতে হইতে তিনি অমূল্য বাবুর বাটী গমন পূর্ব্বক তাঁহার শারীরিক কুশল সংবাদ অবগত হইয়া নিশ্চিন্ত হন। ইহার কারণ, তাঁহার মস্তকে বন্ধুত্বের স্থান অতিশয় উচ্চ এবং তাহার সহিত প্রেমাভিলাষের স্থান উচ্চ (Large) ছিল। একবার অমূল্য বাবুর কোনও বিষয় সংক্রান্ত বিবাদে তাঁহার আত্মীয়ের সহিত বিষম কলহ উপস্থিত হয়, এমন কি উভয় পক্ষ হইতে 'দাঙ্গা হাঙ্গামার' নিমিত্ত 'লাঠি সোটা' বহির্গত হয়। প্রভাস বাবু গোলযোগ মিটাইবার নিমিত্ত বিস্তর চেষ্টা করেন, কিন্তু কোনও মতে কৃতকার্য্য হন না। অবশেষে বিপক্ষদলের স্বার্থপরতা এবং ভীষণ আস্ফালন দর্শনে এরূপ ক্রুদ্ধ হন যে, প্রাণের মমতা বিসর্জ্জন পূর্ব্বক

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিত্র—২৫।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক নানা প্রকার কার্য্যে (Business) প্রবৃত্ত হয়; কিন্তু তন্মধ্যে দুই একটী কার্য্যেই কৃতকার্য্য হইয়া থাকে।

চিত্র—২৬।

ললাটদেশ যদাপি এইরূপ বক্র রেখাবিশিষ্ট হয় এবং ইহার মধ্যস্থলে ঢেরা (Cross) চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে জাতকের ফাঁসী হইয়া থাকে।

চিত্র—২৭।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক হটাৎ প্রচুর ধন লাভ করিয়া থাকে।

চিত্র—২৮।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক সুরসিক, ন্যায়বান ও চিন্তাশীল, চঞ্চল-ভাগ্য এবং প্রতারকগণের উপর ঘৃণা প্রদর্শনকারী হইয়া থাকে, কিন্তু মঙ্গলের রেখা অন্যান্য রেখা অপেক্ষা দীর্ঘ হওয়াতে জাতক সামান্য কারণে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে।

চিত্র—২৯।

এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক নর-হত্যাকারী হইয়া থাকে।

চিত্র—৩০।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক তরবারি বা অন্য কোনও সমরাস্ত্রে (Martial weapon) আঘাত প্রাপ্ত হয়।

চিত্র—৩১।

যদাপি জাতকের ললাটদেশ এইরূপ ভাবে অঙ্কিত এবং ইহার উপরিস্থ রেখার উপর একটী আঁচিল বা ব্রণ চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা হইলে জাতক উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হয়।

চিত্র—৩২।

যদ্যপি জাতকের ললাটদেশ এইরূপ রেখাবিশিষ্ট এবং রবি ও চন্দ্রের স্থান পরস্পর সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে জাতক পরম সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে।

চিত্র—৩৩।

যদ্যপি জাতকের ললাটদেশ এইরূপ রেখাবিশিষ্ট এবং শনি ও মঙ্গলের রেখা দুইটী ভগ্ন হয়, তাহা হইলে জাতক উচ্চ স্থান হইতে পতিত হইয়া, মস্তকে এবং পদে গুরুতর আঘাত বশতঃ দীর্ঘকাল কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

চিত্র—৩৪।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক চঞ্চল, মিথ্যাবাদী, প্রতারক, বিশ্বাস-ঘাতক, গর্ব্বিত এবং মিথ্যা-আড়ম্বরপ্রিয় হয়।

চিত্র—৩৫।

এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক অসভ্য, নিষ্ঠুর, কলহপ্রিয়, অত্যাচারী এবং প্রতারক হয়।

চিত্র—৩৬।

এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক নম্র, শান্ত, প্রফুল্ল-হৃদয় এবং বিজ্ঞ হইয়া থাকে।

চিত্র—৩৭।

এইরূপ বক্র রেখাবিশিষ্ট জাতক চতুর এবং ছদ্ম-বেশধারী অর্থাৎ ভণ্ড হয়।

চিত্র—৩৮।

যদ্যপি রেখাগুলি এইরূপ ভগ্ন এবং নাসিকার দিকে গড়ানিয়া হয়, তাহা হইলে জাতক বিচক্ষণ এবং সুরসিক হয়।

চিত্র – ৩৯।

বৃহস্পতির রেখায় একটী বৃত্ত চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতকের ধনহানি হইয়া থাকে।

চিত্র—৪০।

যদ্যপি ললাটদেশ এইরূপ রেখাঙ্কিত এবং রবি ও চন্দ্রের রেখা সংযুক্ত হয়, তাহা হইলে জাতক পরম ভাগ্যবান্ হয়।

চিত্র—৪১।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক হত্যাকারী হইয়া থাকে।

চিত্র—৪২।

যদ্যপি ললাটদেশ এইরূপ রেখাবিশিষ্ট এবং শনির রেখা বক্রভাবাপন্ন হয়, তাহা হইলে জাতক বিবাদপ্রিয় এবং হিংসক হয়।

চিত্র—৪৩।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক বদমাইস (Evil person) এবং হত্যাকারী হইয়া থাকে।

চিত্র—৪৪।

ললাটদেশ এইরূপ সরল রেখাযুক্ত, মঙ্গলের রেখা সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ এবং শুক্রের স্থান ঢেরা (Cross) চিহ্ন বিশিষ্ট হইলে, জাতক দানশীল, অকপট-হৃদয়, পরদুঃখ-কাতর, অল্প-ক্রোধী এবং কাম-পরবশ হয়।

চিত্র—৪৫।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক ধনবান এবং বহু ভার্য্যাযুক্ত হইয়া থাকে।

চিত্র—৪৬।

এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত কিংবা কুক্কুর বা অন্য কোনও বিষাক্ত জন্তু কর্ত্তৃক দংশিত হয়।

চিত্র—৪৭।

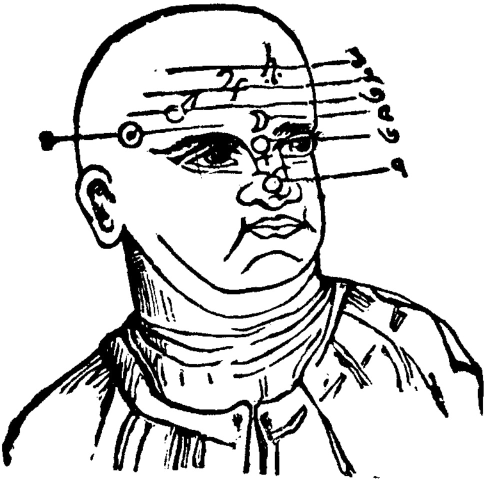
এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক সুখী এবং সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে।

চিত্র—৪৮।

এইরূপ রেখাবিশিষ্ট জাতক উদ্যমশীল এবং সাহসী হইলেও অস্থির-স্বভাব ও চঞ্চল ভাগ্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)


৩৭


৩৮


৩৯


৪০


৪১


৪২


৪৩


৪৪


৪৫


৪৬


৪৭

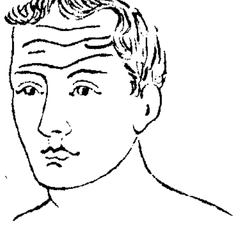

৪৮



২৫



২৬



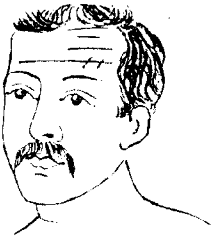
২৭



২৮



২৯



৩০



৩১



৩২



৩৩



৩৪



৩৫



৩৬

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গ্রহগণের উচ্চ ও নীচ স্থান।

রবের্মেষ তুলে প্রোক্তে চন্দ্রস্য বৃষবৃশ্চিকৌ।
ভৌমস্য মৃগকর্কৌ চ কন্যামীনৌ বুধস্য চ॥
জীবস্য কর্কিমকরৌ মীন কন্যে সিতস্যতু।
তুলামেষৌ চ মন্দস্য উচ্চনীচে উদাহৃতে॥

রাহো [illegible] নযুগ্মং।
কে [illegible] ঞ্জং॥

রবির উচ্চ স্থান মেষরা [illegible] তুলা রাশি, চন্দ্রের উচ্চ স্থান বৃষ রাশি ও নীচ স্থান বৃশ্চি [illegible], মঙ্গলের উচ্চ স্থান মকর রাশি ও নীচ স্থান কর্কট রাশি, বুধের [illegible] স্থান কন্যারাশি ও নীচ স্থান মীন রাশি, বৃহস্পতির উচ্চ স্থান কর্কট রাশি ও নীচ স্থান মকর রাশি, শুক্রের উচ্চ স্থান মীন রাশি ও নীচ স্থান কন্যা রাশি, শনির উচ্চ স্থান তুলা রাশি ও নীচ স্থান মেষ রাশি, রাহুর উচ্চ স্থান মিথুন রাশি ও নীচ স্থান ধনু রাশি এবং কেতুর উচ্চ স্থান ধনুরাশি ও নীচ স্থান মিথুন রাশি।

যে রাশি যে গ্রহের উচ্চ স্থান, সেই রাশির সপ্তম রাশি সেই গ্রহের নীচ স্থান। উচ্চ স্থানস্থ গ্রহকে তুঙ্গী কহে।

উচ্চাংশ ও নীচাংশ।

প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশে বিভক্ত। ইহার অংশ বিশেষ আবার উচ্চ রাশিস্থ গ্রহগণের উচ্চাংশ। উক্ত উচ্চাংশ ভোগকালে গ্রহগণ সমধিক ফল প্রদান করিয়া থাকে। উচ্চাংশের মধ্যে মেষের ১০ অংশ রবির, বৃষের ৩ অংশ চন্দ্রের, মকরের ২৮ অংশ মঙ্গলের, কন্যার ১৫ অংশ বুধের, কর্কটের ৫ অংশ বৃহস্পতির, মীনের ২৭ অংশ শুক্রের, তুলার ২০ অংশ শনির, মিথুনের ২০ অংশ রাহুর এবং ধনুর ২০ অংশ কেতুর উচ্চাংশ।

[illegible] । . [illegible] এক রাশি ভোগ কালকে ৩০ দিয়া [illegible] [illegible] যাহা হয়, তাহাই এক অংশ। যেমন রবির উচ্চাংশ ১০ অর্থাৎ রবির এক রাশি ভোগ করিতে যদি ৩০ দিন লাগে, তাহা হইলে ঐ ৩০ দিনের ১০ দিন উচ্চাংশ ভোগ কাল এবং ৩০ অংশের ঐ ১০ অংশ রবির উচ্চাংশ।

নীচাংশের মধ্যে তুলার ১০ অংশ রবির, বৃশ্চিকের ৩ অংশ চন্দ্রের, কর্কটের ২৮ অংশ মঙ্গলের, মীনের ১৫ অংশ বুধের, মকরের ৫ অংশ বৃহস্পতির, কন্যার ২৭ অংশ শুক্রের, মেষের ২০ অংশ শনির, ধনুর ২০ অংশ রাহুর এবং মিথুনের ২০ অংশ কেতুর নীচাংশ।

সূচ্চাংশ ও সুনীচাংশ।

গ্রহগণের উচ্চ রাশির সর্ব্বো[illegible] সূচ্চাংশ এবং নীচ রাশির সর্ব্ব-নিম্ন স্থানকে সুনীচাংশ কহে [illegible] গণ বলবান হয় এবং পূর্ণ ফল প্রদান করিয়া থাকে। সুনীচা[illegible] সময় দুর্ব্বল এবং অত্যল্পমাত্র ফলপ্রদ হয়।

পর পৃষ্ঠার প্রদর্শনীতে গ্রহগণের উচ্চ [illegible], উচ্চাংশ, উচ্চাংশ ভোগের কাল, নীচ রাশি, নীচাংশ, নীচাংশ ভোগের কাল এবং সূচ্চাংশ ও সুনীচাংশ ভোগের কাল প্রদত্ত হইল।

গ্রহগণের রাশিচক্র পরিভ্রমণের কাল।

গ্রহগণ নিয়ত রাশিচক্র মধ্যে পরিভ্রমণ করিতেছে। রাশিগণের গতির তারতম্যানুসারে উহাদের গতির হ্রাস বৃদ্ধি হইয়া থাকে। রাশিচক্র অর্থাৎ দ্বাদশ রাশি এবং এক একটী রাশি পরিভ্রমণ করিতে, কোন্ গ্রহের কত সময় লাগে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

রবির্মাসং নিশানাথঃ সপাদদিবসদ্বয়ং।
পক্ষ ত্রয়ং ভূমি পুত্রো বুধোষ্টাদশ বাসরান্॥
বর্ষমেকং সুরাচার্য্যশ্চাষ্টাবিংশদ্দিনং ভৃগুঃ।
শনিঃ সার্দ্ধদ্বয়ং বর্ষঃ স্বর্ভানুঃ সার্দ্ধ বৎসরঃ॥

গ্রহগণের উচ্চ ও নীচ রাশি, উচ্চাংশ ও নীচাংশাদি এবং তাহাদের ভোগ-কাল নির্ণয়ী চক্র।

গ্রহ	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রাহু	কেতু
উচ্চ রাশি	মেষ	বৃষ	মকর	কন্যা	কর্কট	মীন	তুলা	মিথুন	ধনু
উচ্চ অংশ	১০	৩	২৮	১৫	৫	২৭	২০	২০	২০
উচ্চাংশ ভোগের কাল	১০ দিন	দণ্ড পল ১৩ ৩০	৪২ দিন	৯ দিন	২ মাস	দিন দণ্ড ১৫ ১২	বৎসর মাস ১ ৮	১ বৎসর	১ বৎসর
নীচ রাশি	তুলা	বৃশ্চিক	কর্কট	মীন	মকর	কন্যা	মেষ	ধনু	মিথুন
নীচ অংশ	১০	৩	২৮	১৫	৫	২৭	২০	২০	২০
নীচাংশ ভোগের কাল	১০	দণ্ড পল ১৩ ৩০	৪২ দিন	৯ দিন	২ মাস	দিন দণ্ড ২৫ ১২	বৎসর মাস ১ ৮	১ বৎসর	১ বৎসর
সুনীচাংশ ও সুচ্চাংশ ভোগের কাল	১ দিন	দণ্ড পল ৪ ৩০	দণ্ড পল ১ ৩০	৩৬ দণ্ড	১২ দিন	৫৬ দণ্ড	১ মাস	১৮ দিন	১৮ দিন

৩০ দিবসে মাস ধরিয়া গণনা করা হইয়াছে।

গ্রহগণের নাম	রাশিচক্র ভ্রমণের কাল	এক এক রাশি ভ্রমণের কাল
রবি ...	১ বৎসর ...	১ মাস
চন্দ্র ...	২৭ দিন ...	২ দিন ১৫ দণ্ড
মঙ্গল ...	৫৪০ দিন ...	৪৫ দিন
বুধ ...	২১৬ দিন ...	১৮ দিন
বৃহস্পতি ...	১২ বৎসর ...	১ বৎসর
শুক্র ...	৩৩৬ দিন ...	২৮ দিন
শনি ...	৩০ বৎসর ...	২ বৎসর, ৬ মাস
রাহু ...	১৮ বৎসর ...	১ বৎসর, ৬ মাস
কেতু ...	১৮ বৎসর ...	১ বৎসর, ৬ মাস

হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ ও ত্রিংশাংশ ভোগের কাল।

প্রত্যেক গ্রহের এক এক রাশির ভোগকাল লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে আবশ্যক মত ভাগ করিয়া লইলে গ্রহগণের রাশির হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ এবং ত্রিংশাংশ ভোগকাল সহজেই জানা যাইবে।

পূর্ব্বেই লিখিত হইয়াছে, প্রত্যেক রাশি ৩০ অংশে বিভক্ত এবং রবির প্রত্যেক রাশি ভ্রমণ করিতে এক মাস বা ৩০ দিন লাগে; সুতরাং এক অংশ ভ্রমণ করিতে ১ দিন লাগে। এইরূপ এক হোরা (রাশির অর্দ্ধেকাংশ) ভ্রমণ করিতে ১৫ দিন, এক দ্রেক্কাণ (রাশির ৩ ভাগের এক ভাগ) ভ্রমণ করিতে ১০ দিন, নবাংশ (রাশির ৯ ভাগের ১ ভাগ) ভ্রমণ করিতে ৩ দিন ২০ দণ্ড, দ্বাদশাংশ (রাশির ১২ ভাগের এক ভাগ) ভ্রমণ করিতে ২ দিন ৩০ দণ্ড, ত্রিংশাংশ (রাশির ৩০ ভাগের এক ভাগ) ভ্রমণ করিতে ১ দিন সময় লাগে। সাধারণের সুবিধার নিমিত্ত অন্যান্য গ্রহের ষড়বর্গের ভোগকাল বাহির করিয়া পর পৃষ্ঠায় একটী প্রদর্শনী প্রদত্ত হইল।

গ্রহগণের গতি।

সূর্য্যমুক্তাঃ গ্রহাঃ শীঘ্রাস্তথাচার্কে দ্বিতীয়গে।
সমাস্তৃতীয়গে জ্ঞেয়া মন্দা ভানু চতুর্থগে॥

গ্রহগণের ষড়বর্গ ভোগের কাল চক্র।

[৩০ দিনে মাস ধরিয়া গণনা করা হইয়াছে।]

গ্রহগণের নাম	রবি	চন্দ্র	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি	রাহু	কেতু
প্রত্যেক রাশির ভোগ কাল	১ মাস	দিন দণ্ড ২ ১৫	মাস দিন ১ ১৫	১৮ দিন	১ বৎসর	২৮ দিন	২ বং ৬ মাস	১ বং ৬ মাস	১ বং ৬ মাস
হোরা ভোগ কাল	১৫ দিন	দিন দণ্ড পল ১ ৭ ৩০	দিন দণ্ড ২২ ৩০	৯ দিন	৬ মাস	১৪ দিন	১ বং ৩ মাস	৯ মাস	৯ মাস
দ্রেক্কাণ ভোগ কাল	১০ দিন	৪৫ দণ্ড	১৫ দিন	৬ দিন	৪ মাস	দিন দণ্ড ৯ ২০	১০ মাস	৬ মাস	৬ মাস
নবাংশ ভোগ কাল	দিন দণ্ড ৩ ২০	১৫ দণ্ড	৫ দিন	২ দিন	মাস দিন ১ ১০	দিঃ দঃ পঃ ৩ ৬ ৪০	৩ মাঃ ১০ দিঃ	২ মাস	২ মাস
দ্বাদশাংশ ভোগ কাল	দিন দণ্ড ২ ৩০	দণ্ড পল ১১ ১৫	দিন দণ্ড ৩ ৪৫	দিন দণ্ড ১ ৩০	১ মাস	দিন দণ্ড ২ ২০	২ মাঃ ১৫ দিঃ	১ মাঃ ১৫ দিঃ	১ মাঃ ১৫ দিঃ
ত্রিংশাংশ ভোগ কাল	১ দিন	দণ্ড পল ৪ ৩০	দিন দণ্ড ১ ৩০	৩৬ দণ্ড	১২ দিন	৫৬ দণ্ড	১ মাস	১৮ দিন	১৮ দিন

☞ বং = বৎসর। মাঃ = মাস। দিঃ = দিন। দঃ = দণ্ড। পঃ = পল।

বক্রাস্ত্যঃ পঞ্চষষ্ঠেৰ্কে অতিবক্রা নগাষ্টগে।
নবমে দশমে ভানৌ জায়তে সহজাগতিঃ।
দ্বাদশৈকাদশে সূর্য্যে লভন্তে শীঘ্রতাংপুনঃ॥
রবিস্থিত্যং শকত্রিংশাবধেঃ সংখ্যাত্র কল্প্যতে।
রাহু কেতু সদা বক্রৌ শীঘ্রগৌ চন্দ্রভাস্করৌ॥

গ্রহগণ সূর্য্য হইতে নিক্রমণ করিয়া প্রথম ও দ্বিতীয় অংশ অর্থাৎ ৬০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত শীঘ্রগামী, তৃতীয় অংশ অর্থাৎ ৬১ হইতে ৯০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সমগামী, চতুর্থ অংশ অর্থাৎ ৯১ হইতে ১২০ পর্য্যন্ত মন্দগামী, পঞ্চম ও ষষ্ঠ অংশ অর্থাৎ ১২১ হইতে ১৮০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত বক্রগামী, সপ্তম ও অষ্টম অংশ অর্থাৎ ১৮১ হইতে ২৪০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত অতিবক্রগামী, নবম ও দশম অংশ অর্থাৎ ২৪১ হইতে ৩০০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত সরলগামী এবং একাদশ ও দ্বাদশাংশ অর্থাৎ ৩০১ হইতে ৩৬০ ডিগ্রী পর্য্যন্ত পুনবায় শীঘ্রগামী হয়। রাহু ও কেতু সতত বক্রগামী এবং রবি ও চন্দ্র শীঘ্রগামী।

পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে, রাহু ও কেতু গ্রহ নহে। ইহারা পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ ছায়াপথের অধিপতি অর্থাৎ দক্ষিণ ছায়া কেতু এবং উত্তর ছায়া রাহু। ইহারা পৃথিবীর উভয় পার্শ্বগত বলিয়া স্বভাবতঃ বক্রগামী হইয়া থাকে।

গ্রহগণের বক্রগতি।

ষট্‌সপ্ততি দিনং ভৌমে একবিংশদ্দিনং বুধে।
দিনানি দ্বাদশ ভৃগোঃ শতমেকং গুরোরপি॥
দ্বিপঞ্চাশদ্দিনঞ্চার্কি দ্বাত্রিংশদধিকঃ শতং।
এবং গ্রহাণাং বক্রত্বং স্বভোগাদধিকং ভবেৎ॥

মঙ্গলের বক্রগতির কাল ৭৬ দিন, বুধের ২১ দিন, শুক্রের ১২ দিন, বৃহস্পতির ১০০ দিন এবং শনির ১৮৪ দিন।

গ্রহগণের নৃপাদি সংজ্ঞা।

রাজানৌ শশি ভাস্করৌ ধরণিজঃ সেনাপতিশ্চন্দ্রজঃ।
কৌমারো গুরু ভার্গবৌতু সচিবৌ প্রেষ্যোহি তিগ্মাংশুজঃ॥

অন্যচ্চ।

রাজানৌ রবি শীতগূ ক্ষিতি সুতো নেতা কুমারো বুধঃ।
সূরির্দ্দানব পূজিতশ্চ স'চবৌ প্রেষ্যো দিনেশাত্মজঃ॥

রবি ও চন্দ্র রাজা, মঙ্গল সেনাপতি, বুধ কুমার অর্থাৎ যুবরাজ, বৃহস্পতি ও শুক্র রাজমন্ত্রী এবং শনি দূত। গ্রহগণের এই সকল বলাবল দ্বারা নৃপাদি-যোগ জানিতে হইবে।

গ্রহগণের তির্য্যঙ্মুখাদি সংজ্ঞা।

তির্য্যগদৃশৌ বুধসিতৌ ভৌমার্কৌ ব্যোমদর্শিনৌ।
জীবেন্দূসম দৃষ্টীচ শনি রাহু অধোদৃশৌ॥

শুক্র ও বুধের তির্য্যক অর্থাৎ বক্র দৃষ্টি, রবি ও মঙ্গলের উর্দ্ধ দৃষ্টি, চন্দ্র ও বৃহস্পতির সমদৃষ্টি এবং শনি ও রাহুর অধোদৃষ্টি। জাতকের দেহে এই সকল গ্রহের দৃষ্টির ভাগ অধিক হইলে, জাতকের উক্তরূপ দৃষ্টি হইয়া থাকে, অর্থাৎ যাহার দেহে শুক্র ও বুধের ভাগ অধিক থাকে, তাহার স্বাভাবিক বক্র দৃষ্টি হয়। এইরূপ,—রবি ও মঙ্গলের ভাগ অধিক হইলে উর্দ্ধদৃষ্টি, চন্দ্র ও বৃহস্পতির ভাগ অধিক হইলে সমদৃষ্টি এবং শনি ও রাহুর ভাগ অধিক হইলে জাতকের স্বাভাবিক অধোদৃষ্টি হইয়া থাকে।

গ্রহগণের জলচরাদি সংজ্ঞা।

ভার্গবেন্দূ জলচরৌজ্ঞজীবৌ গ্রামচারিনৌ।
শনিঃ সূর্য্যঃ কুজোরাহুঃ কথ্যন্তে বনচারিণঃ॥

চন্দ্র ও শুক্র জলচর, বুধ ও বৃহস্পতি গ্রামচর এবং শনি, রবি, মঙ্গল ও রাহু বনচর।

গ্রহগণের স্থূলাদি সংজ্ঞা।

চন্দ্রঃ স্থূলঃ কৃশঃ শুক্রো বক্রার্কৌ চতুরস্রগৌ।
বর্ত্তুলৌ বুধজীবৌচ দীর্ঘৌ রাহু শনৈশ্চরৌ॥

চন্দ্র স্থূলাকৃতি, শুক্র কৃশাকৃতি, মঙ্গল ও রবি চতুষ্কোণাকৃতি, বৃহস্পতি ও বুধ বর্ত্তুলাকৃতি এবং রাহু ও শনি দীর্ঘাকৃতি।

(মতান্তরে)

বর্ত্তুলং ভাস্করেজ্ঞেয়ং অর্দ্ধচন্দ্রং নিশাকরে।
ত্রিকোণং ভূমি পুত্রেচ বুধেচ ধনুরাকৃতিঃ ॥
গুরৌপদ্মাকৃতিং বিদ্যাৎ চতুষ্কোণন্তু ভার্গবে।
শনৌদণ্ডাকৃতিং বিদ্যাৎ রাহৌচ মকরাকৃতিং ॥
কেতৌসর্পাকৃতিং বিদ্যাদ্গ্রহাণাং মূর্ত্তি লক্ষণং ॥

রবি বর্ত্তুলাকৃতি, চন্দ্র অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি, মঙ্গল ত্রিকোণাকৃতি, বুধ ধনুকাকৃতি, বৃহস্পতি পদ্মাকৃতি, শুক্র চতুষ্কোণাকৃতি, শনি দণ্ডাকৃতি, রাহু মকরাকৃতি এবং কেতু সর্পাকৃতি।

গ্রহগণের ঋতুবল।

শনি শুক্র কুজেন্দুজ্ঞ গুরুবঃ শিশিরাদিষু।
ভবন্তি কাল বলিনো গ্রীষ্মে সূর্য্যস্তথৈবচ ॥

শনি শীত (শিশির) কালে, শুক্র বসন্তকালে, মঙ্গল ও রবি গ্রীষ্মকালে, চন্দ্র বর্ষাকালে, বুধ শরৎকালে এবং বৃহস্পতি হেমন্তকালে বলবান হইয়া থাকে। গ্রহগণ, এই সকল ঋতুতে বলশালী হইয়া আপন আপন স্বভাব, মানব দেহ এবং বিশ্বের যাবতীয় পদার্থের উপর নিক্ষেপ করায়, সেই স্বভাব মানব-দেহাদিতে প্রকাশ পায়।

গ্রহগণের যাম ও দিবা রাত্রিকালে বল নির্ণয়।

বলিনঃ সৌম্যাসৌম্যাঃ ক্রমেণ পূর্ব্বাপরার্দ্ধয়োঃ হ্যনিশোঃ।
জ্ঞরিবিশনান্দু সিতাস্রংশেষু গুরুস্তু সর্ব্বত্র ॥

রবি, বৃহস্পতি ও শুক্র দিবাভাগে, বুধ দিবা রাত্রি উভয় কালে এবং চন্দ্র, মঙ্গল ও শনি রাত্রিকালে বলবান্ হয়। ইহার মধ্যে দিবাভাগের পূর্ব্বার্দ্ধে শুভগ্রহ ও পরার্দ্ধে পাপ গ্রহ বলবান্ হয়। নিশাভাগের পূর্ব্বার্দ্ধে শুভগ্রহ বলবান হইয়া থাকে। দিবামানকে চারি ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগকে যাম কহে। এইরূপ রাত্রিকালকেও চারি ভাগ করিলে তাহার এক এক ভাগ যাম নামে কথিত হয়। ইহার মধ্যে দিবা ও রাত্রির তৃতীয় যামে রবি, বুধ, শনি ও চন্দ্র বলবান হইয়া থাকে। বৃহস্পতি, কি দিবা কি রাত্রি উভয় কালেই বলবান হয়। (ক্রমশঃ)

১৭ চতুষ্কোণ চিহ্ন

১৮ বিন্দু চিহ্ন

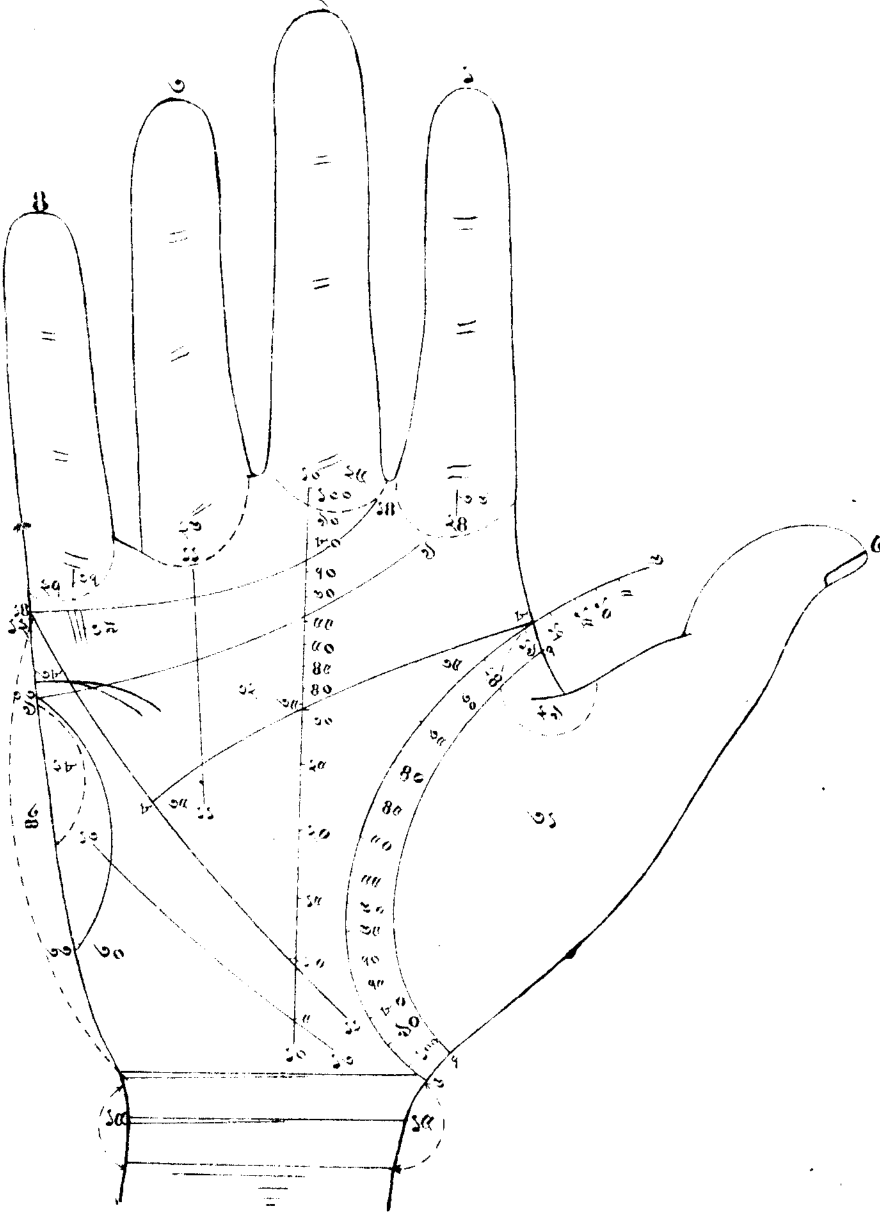
১৯ বৃত্ত চিহ্ন

২০ যবচিহ্ন

২১ ত্রিকোণ চিহ্ন

২২ ক্রশ বা ঢেরা চিহ্ন

২৩ জাল চিহ্ন



চিত্র ১

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)

১৩। আত্মাভিমান (Self-Esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ ক্ষমতা (Constructiveness.)

২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২ অনুকরণ (Imitation.

২৩। রহস্য প্রিয়তা (Mirthfulness.)

২৪। স্বগ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time.)

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)

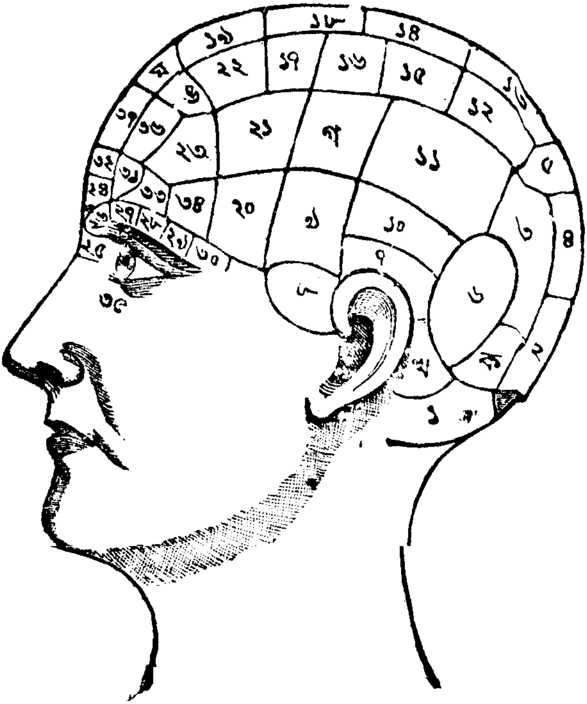
৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা জ্ঞান (Comparision.)

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)

ঙ। মিষ্টভাষিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান।



চিত্র—১।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জনস্পৃহা (Acquisitiveness.)

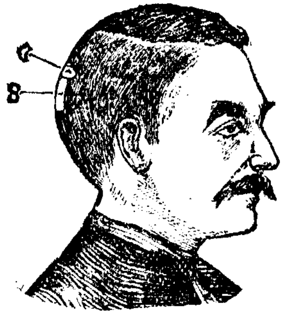
১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

শিরোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিত্র—নং ৪



"৪" চিহ্নিত স্থান জন্মভূমি ও স্বদেশ প্রিয়তা সূচক।
"৫" ,, ,, অবিচ্ছিন্নতা সূচক।

রিক্ত হস্তে শত্রু পক্ষকে আক্রমণ করেন। বহু কষ্টের পর যদিও তিনি বিবাদ নিষ্পত্তি করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন, তত্রাচ তাঁহার এরূপ বিপজ্জনক ব্যাপারে আত্মোৎসর্গ করিবার প্রধান কারণ,—তাঁহার মস্তকে বন্ধুত্বের স্থান অতিশয় উচ্চ (Very Large) এবং তাহার সহিত সাহসিকতা ও সংহারপ্রিয়তার স্থান উচ্চ ছিল।

শ্রীহরি বাবুর বন্ধুত্বের স্থান উচ্চ (Large) এবং উহার সহিত পেটুকতার স্থান সমোচ্চ হওয়ার তিনি সরল-হৃদয়, সামাজিক ও বান্ধবানুরাগী ছিলেন। ইনি কোনও সামাজিক নিমন্ত্রণে বন্ধু-বান্ধবগণের সহিত একত্রে আহার করিতে এবং তাঁহাদিগকে স্বীয় বাটীতে আনিয়া উৎকৃষ্ট দ্রব্য আহার করাইতে বড়ই ভাল বাসিতেন। শ্রীহরি বাবু অতি সুরসিক ছিলেন; তিনি সরস বাক্য বিন্যাস করিয়া এরূপ ভাবে কথাবার্ত্তা এবং কৌতুক পূর্ণ গল্প গুজব করিতেন যে, মজলিস বা সভাস্থ ব্যক্তিসমূহ ও বন্ধুগণ কোনও মতে হাস্য সংবরণ করিতে পারিতেন না; অথচ তাঁহার কথাবার্ত্তায় কোনও রূপ অশ্লীলতা থাকিত না। ইহার কারণ, বন্ধুত্ব স্থানের উচ্চতার সহিত রহস্যপ্রিয়তা ও কল্পনা-শক্তির স্থান তাঁহার মস্তকে উচ্চ ছিল।

আশুতোষ বাবু বন্ধুগণের সময়ে সময়ে উপকার করিলেও প্রকৃত বন্ধুত্ব কাহাকে বলে, তাহা জানিতেন না। তিনি বন্ধুগণের উপকারের নিমিত্ত কখনও স্বার্থ ত্যাগ অথবা তাহাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারিতেন না। বন্ধুত্বের স্থান সাধারণ (Average) এবং তাহার সহিত বদান্যতা ও গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান উচ্চ (Large) ও ন্যায়পরতার স্থান সাধারণ ব্যতীত, ইহার অন্য কারণ কিছুই নাই।

যোগেশ বাবুর মত এরূপ অসামাজিক এবং স্বার্থপর লোক অতি অল্পই লক্ষিত হয়। ইনি কখনও কোন জন-সমাজে মিশ্রিত হইতে বা কাহারও সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিতে ভাল বাসিতেন না। ইহার কারণ বন্ধুত্বের স্থান তাঁহার মস্তকে নিম্ন (Small) ছিল।

জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা।

অপত্য-স্নেহ স্থানের (চিত্র—৩, চিহ্ন—২) উপরিভাগে জন্মভূমি এবং স্বদেশ প্রিয়তার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৪)।

অতি উচ্চ (Very large)। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে জাতক বিদেশ গমন করিলে স্বীয় বাটীর নিমিত্ত সাতিশয় ব্যাকুল হইয়া উঠে।

জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার সহিত অপত্য-স্নেহ (চিত্র—৩, চিহ্ন—২) এবং বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) উচ্চ (Large) হইলে জাতক উচ্চ বেতনের কর্ম্ম পাইলেও সন্তানগণের মমতা বশতঃ বাটী ত্যাগ করিয়া যাইতে অক্ষম হয়।

উচ্চ (Large)। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার স্থান উচ্চ হইলে জাতক বহু লোকের সহিত একত্রে থাকিতে ভালবাসে। যদ্যপি কোনও কারণ বশতঃ বিদেশ গমন করিতে হয়, তাহা হইলে নিরানন্দে গমন করিয়া থাকে, কিন্তু প্রত্যাগমন কালে আনন্দের আর সীমা থাকে না। জাতক যে গৃহ বা যে উদ্যান-বাটীতে বাস করে, সেই স্থানই সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় বোধ করে।

উক্ত স্থানের সহিত যদ্যপি অপত্য-স্নেহ (চিত্র—৩, চিহ্ন—২) বন্ধুত্ব (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (চিত্র—১, চিহ্ন—২৪) এবং পূর্ব্ব-স্মৃতির স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩১) উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক ভ্রমণ-

প্রিয় এবং নানা দেশের স্বভাব-সৌন্দর্য্য দর্শনে উৎসুক হইয়া থাকে ; কিন্তু অধিক দিন স্থানান্তরে গিয়া থাকিতে পারে না।

জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার সহিত সাহসিকতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৬) এবং যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) উচ্চ হইলে জাতক স্বদেশীয় মান-সম্ভ্রম রক্ষার্থে যত্নবান হয়।

যদ্যপি জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার সহিত কল্পনা-শক্তির স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক গৃহাদি চিত্রিত করিতে ভালবাসে।

জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার সহিত বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) উচ্চ হইলে জাতক অন্য স্থানে বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ অপেক্ষা স্ব-গৃহে সাক্ষাৎ পাইলে যৎপরোনাস্তি প্রীতিলাভ করিয়া থাকে।

যদ্যপি জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার সহিত পেটুকতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৮) উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক অপর স্থান অপেক্ষা স্ব-গৃহে আহার করিয়া অধিক তৃপ্তিলাভ করে।

পূর্ণ (Full)। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার স্থান পূর্ণ হইলে জাতক বিশেষ কোন লাভ ব্যতীত স্থানান্তর গমনে ইচ্ছুক হয় না। ইহার সহিত অপত্য-স্নেহ (চিত্র—৩, চিহ্ন—২) প্রেমাভিলাষ (চিত্র—২) এবং বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) উচ্চ হইলে জাতক বন্ধু এবং পরিজনের সহিত বিদেশ গমনে আনন্দিত হয়, কিন্তু ইহাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া স্ব-গৃহে থাকিতে অনিচ্ছুক হয়।

সাধারণ (Average) জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার স্থান সাধারণ হইলে জাতক যে স্থানে আনন্দ লাভ করিতে পারে, সেই স্থানেই অবস্থান করিয়া থাকে। ইহার সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৯) উচ্চ হইলে জাতক গৃহাদির সংস্কার বিষয়ে অমনোযোগী হইয়া থাকে।

যদ্যপি জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা স্থানের সহিত সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (চিত্র—১, চিহ্ন—২৭) এবং পূর্ব্ব-স্মৃতির স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩১) উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক এক স্থানে না থাকিয়া নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে অভিলাষী হয়।

নিম্ন (Small)। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার স্থান নিম্ন হইলে জাতকের স্বীয় গৃহের প্রতি আসক্তি থাকে না। ইহার সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার

স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৯) উচ্চ হইলে জাতক অনিচ্ছায় গৃহাদির সংস্কার করিয়া থাকে।

অতি নিম্ন (Very small)। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে জাতকের ভূমি-সম্পত্তি বিনষ্ট হইয়া যাইলেও তৎসম্বন্ধে কোন চিন্তা থাকে না।

দৃষ্টান্ত। নরেন্দ্র বাবুর মস্তকে জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার স্থান অতিশয় উচ্চ হওয়ায়, তিনি বাটী পরিত্যাগ করিয়া কোনও স্থানে গিয়া থাকিতে পারেন না। একবার তাঁহার পিতাঠাকুর মহাশয় তাঁহাকে স্বীয় কর্ম্মস্থানে লইয়া গিয়াছিলেন। নরেন্দ্র বাবু তাঁহার সম্পূর্ণ অনিচ্ছা সত্ত্বে, বিষন্নবদনে পিতার সহিত বিদেশ যাত্রা করেন। তথায় গিয়া স্বীয় বাসস্থান ও জন্মভূমির নিমিত্ত এরূপ ব্যাকুল হইয়া পড়েন, যে সপ্তাহ অতীত হইতে না হইতে একদিন পিতার অজ্ঞাতসারে বাটী পলাইয়া আসিলেন।

কৃষ্ণলাল বাবুর নিবাস পল্লীগ্রাম। ইহাঁর মস্তকে জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার স্থান উচ্চ ছিল, এ কারণ তিনি বাটী পরিত্যাগ করিয়া সহজে কোনও স্থানে যাইতেন না। কিন্তু সাংসারিক অবস্থা তাদৃশ সচ্ছল না হওয়ায় অবশেষে কলিকাতায় আসিয়া কোনও একটী আফিসে কার্য্যে নিযুক্ত হন। তথায় একদিনের ছুটী পাইলে, নানা অসুবিধা সত্ত্বে যে কোন প্রকারেই হউক, বাটী গমন করিতেন। বাটী গমন কালে তাঁহার আর আনন্দের সীমা থাকিত না। ইনি অতিশয় স্বদেশানুরাগী ছিলেন, জাতীয় নিন্দা কোনও প্রকারে সহ্য করিতে পারিতেন না। প্রতাপ সিংহ, শিবজী প্রভৃতি ভারতের সুবিখ্যাত বীরপুরুষগণের জীবনী ইনি একান্ত আগ্রহ সহকারে পাঠ করিতেন এবং দেশের বর্ত্তমান অবস্থা দর্শন করিয়া অতিশয় মর্ম্মাহত হইতেন। ইনি জাতীয় সম্মিলনী প্রভৃতি নানারূপ সভা সমিতিতে যোগ দান করিতেন এবং পাঁচজন বন্ধু বান্ধবের সহিত মিলিত হইলেই প্রাচীন হিন্দু জাতীর মাহাত্ম্য, বীরত্ব, আচার-ব্যবহার প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করিতে ভালবাসিতেন। ইহার কারণ তাঁহার মস্তকে জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা স্থানের উচ্চতার সহিত সাহসিকতা এবং যশোলিপ্সার স্থান উচ্চ ছিল।

জগৎপতি বাবুর মস্তকে জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার স্থান সাধারণ হওয়ায় ইনি যেখানে আনন্দলাভ করিতেন, সেই স্থানেই গিয়া বাস করিতেন

অপিচ ইঁহার জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা স্থানের সহিত স্মৃতি-শক্তির স্থান উচ্চ হওয়ায় ইনি নানা দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতে ভালবাসিতেন।

বিনোদ বাবুর মস্তকে জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার স্থান অতিশয় নিম্ন ছিল। এ কারণ তাঁহার স্বীয় বাসস্থানের উপর আদৌ মমতা ছিল না। ইনি নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইতেন। অবশেষে অযত্ন বশতঃ তাঁহার বিষয়-সম্পত্তি সমস্ত নষ্ট হইয়া যায়, কিন্তু তাহাতে তিনি ভ্রূক্ষেপও করেন না।

অবিচ্ছিন্নতা।

আত্মাভিমান স্থানের (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) ঠিক নিম্নে অবিচ্ছিন্নতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৫)।

অতি উচ্চ (Very large)। অবিচ্ছিন্নতার স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে জাতক কোনও একটী কর্ম্মে ক্রমশঃ মনোনিবেশ করিয়া থাকে এবং তাহার শেষ না হওয়া পর্য্যন্ত নিরস্ত হয় না। এই শ্রেণীস্থ জাতক সাতিশয় মনঃ-সংযোগী হইলেও কোনওরূপ গুরুতর কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না এবং বহু বিষয়ে হস্তক্ষেপ না করিয়া দুই একটী বিষয়ে বিশেষরূপ পারদর্শিতা লাভ করে।

উচ্চ (Large)। অবিচ্ছিন্নতার স্থান উচ্চ হইলে জাতক যে কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করে, তাহা সমাপ্ত না করিয়া ক্ষান্ত হয় না। ইহারা কোনও একটী বিষয়ে বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে সমর্থ হয়, যদ্যপি সে সময় অন্য কোনও কার্য্যের নিমিত্ত বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে মনের অস্থিরতা ও বিরক্তি বশতঃ কোনও বিষয়ের মীমাংসায় সক্ষম হয় না।

অবিচ্ছিন্নতার স্থানের সহিত বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) উচ্চ হইলে, জাতক কোনও বন্ধুর মৃত্যু হইলে তাহার স্মৃতি কখনও বিস্মৃত হয় না।

আধ্যাত্মিকতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৭) অবিচ্ছিন্নতা স্থানের সহিত উচ্চ হইলে জাতক ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মানুশীলনে রত হয়।

যদ্যপি অবিচ্ছিন্নতা স্থানের সহিত সাহসিকতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৬) ও সংহারপ্রিয়তার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৭) উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতকের কাহারও সহিত বিবাদাদি হইলে তৎপ্রতি দ্বেষ এবং ক্রোধ দীর্ঘকালস্থায়ী হয়।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

মুখ-মণ্ডল। *

ঈর্ষাপরায়ণ হইলে জাতকের ললাটদেশ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অস্পষ্ট রেখাঙ্কিত, ভ্রূ-যুগল পরস্পর সংযুক্ত ও চক্ষুর অতিশয় নিকটবর্ত্তী (এমন কি চক্ষুর পাতা স্পর্শ করিয়া থাকে), নাসারন্ধ্র স্ফীত ও বিস্তৃত, ওষ্ঠাধর পরস্পর অসংযুক্ত (দন্ত পর্য্যন্ত দেখা যায়) এবং চুয়াল টোল পড়ার ন্যায় চিহ্নবিশিষ্ট হয়। এই শ্রেণীস্থ জাতক প্রায়ই অধর কুঞ্চন ও দংশন করিয়া থাকে।

কোপণ-স্বভাববিশিষ্ট জাতকের ভ্রূ-দ্বয় চক্ষুর কিঞ্চিৎ উপরিভাগে অবস্থিত, নয়ন যুগল রক্তবর্ণ ও ক্রোধকালে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গবৎ, ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান সমতল, কপালের উপর তিন চারিটী সরল রেখা স্পষ্টরূপে অঙ্কিত, নাসিকা সরল এবং ক্রোধকালে নাসারন্ধ্রের পার্শ্বদ্বয় কম্পিত ও দন্ত পঙ্‌ক্তিদ্বয় নিষ্পেষিত হইয়া থাকে।

প্রেমিক হইলে জাতকের চক্ষুর্দ্বয় পরস্পর নিকটবর্ত্তী হয় এবং প্রণয়োদ্দীপন কালে নাসারন্ধ্রের পার্শ্বদ্বয় কম্পিত, কপোলদ্বয় কখন রক্তিম কখনও বা নীলাভ মূর্ত্তি ধারণ করে।

অবজ্ঞাপ্রদর্শনকারী জাতকের ললাট-দেশ কুঞ্চিত রেখাবিশিষ্ট, ভ্রূ-দ্বয় পরস্পর সংযুক্ত ও চক্ষুর অতিশয় নিকটবর্ত্তী, চক্ষুর তারা ঠিক চক্ষুর মধ্যস্থলে অবস্থিত, নাসিকা দীর্ঘ ও প্রশস্ত, মুখবন্ধ কালে অধর বহিস্কৃত এবং চিবুক যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে (Projecting) বলিয়া বোধ হয়।

বিস্ময়াভিভূত জাতকের ভ্রূ-দ্বয় চক্ষুর কিঞ্চিৎ উপরে অবস্থিত, চক্ষুর্দ্বয় বিস্তৃত, চক্ষুর মধ্যস্থ তারার পার্শ্ববর্ত্তী স্থান শ্বেতাভ এবং বদন অর্দ্ধোন্মুক্ত হইয়া থাকে।

হর্ষ ও বিস্ময়াপ্লুত জাতকের ভ্রূ-দ্বয় চক্ষুর অল্প উচ্চে অবস্থিত, চক্ষুর তারা ঠিক চক্ষুর মধ্যস্থলে অবস্থিত এবং ওষ্ঠাধর মৃদু-হাস্যযুক্ত ও অল্পোন্মুক্ত হইয়া থাকে।

---

* "অদৃষ্টের" ৪র্থ সংখ্যায় মুখ-মণ্ডল সম্বন্ধে যাহা লিখিত হইয়াছে, উপস্থিত সংখ্যায় তাহার অবশিষ্টাংশ লিখিত হইল।

মনঃসংযোগকারী হইলে ভ্রূ-দ্বয় নাসিকার উভয় পার্শ্ব হইতে উত্থিত ও ওষ্ঠাধর ঈষৎ উন্মুক্ত হয়। এই শ্রেণীস্থ জাতক মস্তক বক্র করিয়া দীর্ঘ-কাল থাকিতে সমর্থ হয়।

ভক্তি-পরায়ণ জাতকের বদন অবনত, ভ্রূ-যুগল ধনুকাকার, দৃষ্টি শান্ত এবং বাক্য সুমধুর হইয়া থাকে।

আশাবিশিষ্ট জাতকের ললাট উজ্জ্বল, ভ্রূ-দ্বয় চক্ষুর অল্প উচ্চে অবস্থিত, নয়ন-যুগল সুবিস্তৃত, দৃষ্টি উজ্জ্বল, নাসারন্ধ্র স্ফীত, মুখ অল্প বিস্তৃত এবং গণ্ড দেশ সহসা উজ্জ্বল হইয়া থাকে।

দয়া বা সহানুভূতি প্রকাশক জাতকের ললাট-দেশ রেখাদিশূন্য, দুঃখ প্রকাশ কালে ভ্রূ-যুগল চক্ষুর অতিশয় নিকটবর্ত্তী, নাসারন্ধ্রের উভয় পার্শ্ব স্ফীত, মুখ অল্প বিস্তৃত এবং ওষ্ঠ অল্প পরিমাণে বাহির হইয়া পড়িতেছে বলিয়া বোধ হয়।

খল-প্রকৃতিবিশিষ্ট জাতকের ললাট-দেশ বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রেখাবিশিষ্ট, ভ্রূ-যুগল চক্ষুর অতিশয় নিকটবর্ত্তী, চক্ষু সতত চঞ্চল, দন্ত-পঙ্‌ক্তি ওষ্ঠাধরে সম্পূর্ণরূপ আবৃত এবং ওষ্ঠ মধ্যে মধ্যে সঙ্কুচিত হইয়া থাকে।

হতাশ ভাবাপন্ন জাতকের ভ্রূ-যুগল চক্ষুর অতিশয় নিকটবর্ত্তী (দেখিলে বোধ হয় যেন চক্ষুকে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে), চক্ষু অর্দ্ধমুদ্রিতবৎ ও জ্যোতিহীন, নাসিকা নিম্ন, গণ্ডদেশের মাংসপেশী (Muscle) উচ্চ ও চুয়ালের দিকে গড়ানিয়া, মুখ কিঞ্চিৎ বক্র এবং অধর বাহির হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া বোধ হয়।

শারীরিক বা মানসিক যন্ত্রণাবিশিষ্ট জাতকের ললাট-দেশ বহু রেখা দ্বারা কর্ত্তিত, ভ্রূ-যুগল নাসিকার মধ্যভাগে সংযুক্ত, নাসারন্ধ্রের উভয় পার্শ্ব হইতে দুইটী রেখা বহির্গত হইয়া গণ্ডদেশের মধ্যস্থল পর্য্যন্ত ধাবিত, মুখ অর্দ্ধ-বিস্তৃত এবং ওষ্ঠাধর ও কপোলদ্বয় নীলাভ হইয়া থাকে।

বিষাদগ্রস্ত জাতকের ভ্রূ-যুগল চক্ষুর অতিশয় নিকটবর্ত্তী ও নাসিকার মূলদেশ হইতে উত্থিত, চক্ষু অর্দ্ধস্ফীত, চক্ষুর চতুষ্পার্শ্ব নীলের আভাবিশিষ্ট, নাসারন্ধ্র অধোমুখী, মুখ অর্দ্ধ বিস্তৃত, মস্তক এক দিকে হেলান এবং মুখের বর্ণ দস্তার ন্যায় হয়।

আনন্দ পরিপূর্ণ জাতকের ললাট কোন প্রকার রেখাদি শূন্য, ভ্রূ-দ্বয় সুগঠিত, চক্ষু সমুজ্জ্বল, মুখের কোণ দুইটী উচ্চ এবং মুখমণ্ডল শান্ত ও প্রসন্নভাবাপন্ন হয়।

মস্তকের স্বাভাবিক গঠন দর্শনে চরিত্র নির্ণয়।

যদ্যপি মস্তক সম্মুখ দিকে নত হয়, তাহা হইলে জাতক বিচার-শক্তি বিহীন, মানসিক দুর্ব্বল এবং অপরের পরামর্শে পরিচালিত হয়।

মস্তক পশ্চাৎ দিকে হেলান হইলে জাতক অহঙ্কারী, আত্মাভিমানী এবং উচ্চাভিলাষসম্পন্ন হয়।

যদ্যপি মস্তক দক্ষিণ বা বাম দিকে হেলান হয়, তাহা হইলে জাতক স্বীয় মতানুসারে পরিচালিত, ইন্দ্রিয়-সুখাভিলাষী, অহঙ্কারী এবং কৃত্রিম আড়ম্বরে অভ্যস্ত হয়।

যাহারা মস্তক অবনত পূর্ব্বক নিম্নদিকে দৃষ্টিপাত করিয়া চলে, তাহারা বিষণ্ণ, চিন্তাশীল এবং নিরাশ হইয়া থাকে।

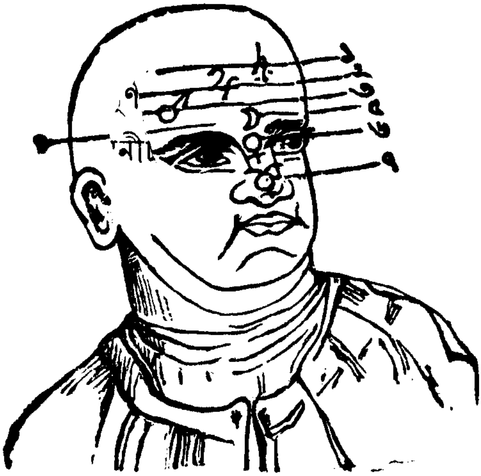
মুখমণ্ডলে গ্রহগণের চিহ্ন।

জন্মকালে বৃহস্পতি বলবান থাকিলে জাতকের কান্তি মনোহর, বদন হাস্যময়, নয়ন নীলাভ, চক্ষু-পত্র সুগঠিত, কেশ কুঞ্চিত, ভ্রূ-যুগল ধনুকাকৃতি, নাসিকা উন্নত ও সুগঠিত, কপোল পুষ্ট, মুখ-দ্বার (Mouth) বিস্তৃত, দন্ত বৃহৎ, ওষ্ঠ অধরের উপর লম্বভাবে পতিত এবং চিবুক দীর্ঘাকৃতি ও মধ্যভাগে টোলপড়ার ন্যায় চিহ্নবিশিষ্ট হয়। বৃহস্পতি বলবান হইলে জাতকের অল্প বয়সে মস্তকে টাক পড়িয়া যায়।

জন্মকালে শনি বলবান হইলে জাতকের মস্তক বৃহৎ, কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও স্থূল, চিবুক টোলযুক্ত; ভ্রূ-দ্বয় গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ও পরস্পর সংযুক্ত, কর্ণদ্বয় বৃহৎ ও মস্তক সন্নিহিত, নাসিকা দীর্ঘ ও শেষভাগে বক্র, নাসারন্ধ্র অপ্রশস্ত, মুখ প্রশস্ত, অধর স্থূল, দন্ত দীর্ঘ ও অল্পকাল স্থায়ী এবং চুয়াল উচ্চ হয়।

জন্মকালে রবি বলবান হইলে জাতকের আকৃতি দীর্ঘ, চর্ম্ম পাত্‌লা, বর্ণ গৌর, কেশ কোমল ও ধূসর বর্ণ বিশিষ্ট, ললাট চতুষ্কোণ ও পুষ্ট, ভ্রূ-দ্বয় ধনুকাকৃতি, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ বিশিষ্ট ও উজ্জ্বল, চক্ষুর পাতা মস্তকের কেশ অপেক্ষা কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট, দীর্ঘ ও উপর দিকে বক্র, কপোল পুষ্ট, চুয়াল অনুচ্চ, দন্ত সুগঠিত ও হরিদ্রাবর্ণযুক্ত, ওষ্ঠ ও অধর পরস্পর মিলিত, কর্ণ নাতিদীর্ঘ এবং চিবুক গোলাকৃতি হয়। জন্মকালে রবি বলবান থাকায় জাতক মধ্যে মধ্যে চক্ষুর পীড়ায় কষ্ট পাইয়া থাকে। (ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

গ্রহগণের স্থান ভেদে বল।

(১)

পরিপূর্ণ বলং সূচ্চে নীচে নীচবলগ্রহং
সূচ্চস্থনীচয়োরন্তর্ভাগ হারাৎফলং বদেৎ ॥

গ্রহগণের স্বচ্চাংশে পূর্ণবল এবং স্বনীচাংশে হীনবল হয়, অতএব এই উভয় স্থানের মধ্যবর্ত্তী গ্রহগণের অবস্থানুসারে বলাবল বিবেচনা করিতে হইবে।

(২)

স্বোচ্চেস্থিতাঃ শ্রেষ্ঠবলা ভবন্তি
মূলত্রিকোণে স্বগৃহে চ মধ্যাঃ।
ইষ্টেক্ষিতা মিত্রগৃহাশ্রিতো বা
বীর্য্যং কনীয়ঃ সমুপাবহন্তি ॥

গ্রহগণ যৎকালে স্ব স্ব উচ্চ স্থানে অবস্থিতি করে, তৎকালে সম্পূর্ণরূপ বলবান হয়। মূল ত্রিকোণে বা স্বগৃহে থাকিলে মধ্যমরূপ এবং শুভগ্রহের দৃষ্টিতে ও মিত্রগ্রহের ভবনে থাকিলে তদপেক্ষা কম বলবান হইয়া থাকে।

(৩)

কেন্দ্রস্থান্ প্রবলান্ রাশীন্ মধ্যান্ পনফরাশ্রিতান্।
আপক্লীম গতান্ গার্গিঃ সর্ব্বান্ হীনবলান্ বদেৎ ॥

কেন্দ্রস্থিত রাশি পূর্ণবলী (৬০ কলা), পনফরস্থ রাশি মধ্যবলী (৩০ কলা) আপোক্লিমস্থিত রাশি হীনবলী (১৫ কলা)। পূর্ণ বলের সংজ্ঞা ৬০

গ্রহগণের প্রভাতাদি সংজ্ঞা।

প্রভাত মিন্দুজ গুরৌ মধ্যাহ্নৌ রবিভূমিজৌ।
অপরাহ্নং ভার্গবেন্দু সন্ধ্যামন্দ ভুজঙ্গমৌ॥

বৃহস্পতি ও বুধ প্রভাতকাল, রবি ও মঙ্গল মধ্যাহ্ন কাল, চন্দ্র ও শুক্র অপরাহ্ণকাল এবং শনি ও রাহু সন্ধ্যাকাল।

ইহা দ্বারা, দিবা রাত্রি মধ্যে, গ্রহগণের আকর্ষণ প্রভাবে মানবাদির শরীর ও মনের পরিবর্ত্তন নির্ণয় করা যায়।

গ্রহগণ কর্ত্তৃক নরদেহ বিভাগ।

নাদচক্রে স্থিতঃ সূর্য্যো বিন্দুচক্রে চ চন্দ্রমাঃ।
লোচনে মঙ্গলঃ প্রোক্তো হৃদি সোমসুতস্তথা।
উদরে চ গুরুশ্চৈব শুক্রে শুক্রস্তথৈবচ॥
নাভিস্থিতোঽথমন্দো বৈ মুখে রাহুস্তথা স্থিতঃ।
পাদৌ পানৌ চ কেতুশ্চ শরীরে গ্রহমণ্ডলং॥

মানবদেহের মধ্যে রবি নাদ চক্রে, চন্দ্র বিন্দুচক্রে, মঙ্গল লোচনে, বুধ হৃদয়ে, বৃহস্পতি উদরে, শুক্র শুক্রে, শনি নাভিদেশে, রাহু মুখে এবং কেতু হস্ত ও চরণে অবস্থিত।

কালপুরুষের আত্মাদি নির্ণয়।

কালাত্মা রবিরিন্দুরেব হৃদয়ং শৌর্য্যং মহীজো বুধঃ।
বাক্যং জ্ঞানসুখে গুরু র্ভৃগুসুতঃ কামস্তু দুঃখং শনিঃ॥

অন্যচ্চ

কালাত্মাদিনকৃন্মনস্তুহিনগুঃ সত্বং কুজো জ্ঞো বচঃ।
জীবজ্ঞানসুখে সিতশ্চ মদনো দুঃখং দিনেশাত্মজঃ॥

রবি কালপুরুষের আত্মা, চন্দ্র হৃদয়, মঙ্গল শৌর্য্য, বুধ বাক্য, বৃহস্পতি জ্ঞান ও সুখ, শুক্র কাম এবং শনি দুঃখ।

রবি হইতে আত্মা, চন্দ্র হইতে হৃদয়, মঙ্গল হইতে শৌর্য্য

হইতে বাক্য, বৃহস্পতি হইতে জ্ঞান ও সুখ, শুক্র হইতে কাম এবং শনি হইতে দুঃখের উৎপত্তি হয়।

গ্রহগণের দীপ্তাংশ।

গ্রহগণের কোনও রাশিতে অবস্থিতি কালে, সেই রাশির যত অংশে তাহাদের কিরণমালা প্রক্ষিপ্ত হয়, তত অংশ সেই গ্রহের দীপ্তাংশ।

রবির দীপ্তাংশ ১৫ অংশ, চন্দ্রের ১২ অংশ, মঙ্গল, বুধ ও শুক্রের ৭ অংশ এবং বৃহস্পতি ও শনির দীপ্তাংশ ৯ অংশ। এই দীপ্তাংশ গ্রহের অর্দ্ধেক পূর্ব্বে এবং অর্দ্ধেক পশ্চাতে ধরিতে হইবে অর্থাৎ রবির পশ্চাতের ৭॥০ ও পূর্ব্বের ৭॥০ অংশ দীপ্তাংশ। এইরূপ চন্দ্রের পশ্চাতের ৬ ও পূর্ব্বের ৬ অংশ, মঙ্গল, বুধ ও শুক্রের পশ্চাতের ৩॥০ ও পূর্ব্বের ৩॥০ অংশ এবং বৃহস্পতি ও শনির পশ্চাতের ৪॥০ অংশ ও পূর্ব্বের ৪॥০ অংশ।

অস্তমিত গ্রহ।

যে সকল গ্রহ রবির দীপ্তাংশ মধ্যে পতিত হইয়া হীনপ্রভ হইয়া যায়, তাহাদিগকে অস্তমিত গ্রহ কহে। এই সকল গ্রহ দুর্ব্বল এবং অশুভকর হয়, কিন্তু যদ্যপি বুধ রবির সহিত থাকে, তাহা হইলে অশুভদায়ক হয় না।

পরাজিত গ্রহ।

যে সকল গ্রহ উচ্চ গৃহস্থিত গ্রহের দীপ্তাংশ মধ্যে পতিত হয়, তাহাদিগকে পরাজিত গ্রহ বলে। এই সকল গ্রহ দুর্ব্বল এবং অশুভ দায়ক।

গ্রহগণের কেন্দ্র স্থান।

কেন্দ্রং চতুষ্টয়ং কণ্টকঞ্চ
লগ্নাস্তদশচতুর্থানাং সংজ্ঞা।
পরতঃ পনফরমাপো—
ক্লিমসংজ্ঞং তৎপরতঃ ॥

অন্যচ্চ।

পনফরং দ্বিতীয়াষ্ট পঞ্চ মৈকাদশং বিদুঃ।
তৃতীয় ষষ্ঠ নবমমন্ত্যঞ্চাপোক্লিমং বিদুঃ ॥

লগ্নরাশি এবং লগ্ন হইতে চতুর্থ, সপ্তম ও দশম স্থান (রাশি) কে কেন্দ্র কহে। গ্রহগণ এই সকল স্থানে থাকিলে বলবান হয়; বিশেষতঃ লগ্নস্থ গ্রহ অতিশয় বলবান হইয়া থাকে। যদ্যপি কাহারও মেষ লগ্নে জন্ম হয়, তাহা হইলে জাতকের রাশিচক্রে মেষ, কর্কট, তুলা ও মকর রাশি কেন্দ্র হইবে।

কেন্দ্রস্থ গ্রহফল।

(কোষ্ঠী প্রদীপ মতে।)

কেন্দ্র স্থানে কোন গ্রহ থাকিলে কিরূপ ফল প্রদান করে, নিম্নে তাহা লিখিত হইল। যে সকল গ্রহ কেন্দ্রে অবস্থান করে, তাহাদিগকে কেন্দ্রী বলে।

১। রবি।

ক্রূরঃ কৃতান্তো রুধিরোঽতিমূঢ়ঃ সদাক্ষুধার্ত্তশ্চ শিরোঽক্ষিরোগী।
পরদাররক্তশ্চ পরেণবাসী সূর্য্যোপকেন্দ্রী নিগদন্তি গর্গাঃ॥

গার্গ মতাবলম্বী পণ্ডিতেরা বলেন যে, রবি কেন্দ্রী হইলে অর্থাৎ কেন্দ্রে অবস্থান করিলে জাতক ক্রূর, কৃতান্ত সদৃশ হিংস্র, রক্তবর্ণ, অতিশয় মূঢ়, সতত ক্ষুধার্ত্ত, মস্তক ও চক্ষু রোগাক্রান্ত, পরস্ত্রীরত এবং পররাজ্য-বাসী হইয়া থাকে।

২। চন্দ্র।

মিত্রোপকারী বিভবাতিযুক্তো বিনীতমূর্ত্তিঃ স্মৃতিশাস্ত্রশীলঃ।
প্রাপ্নোতি দেশং শুভকামদেহং চন্দ্রোপকেন্দ্রো চিরকালজীবঃ॥

চন্দ্র কেন্দ্রে অবস্থান করিলে জাতক বন্ধুবর্গের উপকারী, অতিশয় বিভবশালী, বিনীত মূর্ত্তি, স্মৃতিশাস্ত্রানুশীলনরত, ভূম্যধিকারী, মনোহর দেহবিশিষ্ট এবং দীর্ঘজীবী হইয়া থাকে।

৩। মঙ্গল।

কুমূর্ত্তিশীলো ব্যসনানুরাগী কুদানশীলো বহুবর্গনাশঃ।
গদাভিভূতশ্চ সুদীর্ঘরোগী ভৌমোঽপি কেন্দ্রী নিগদন্তি গর্গাঃ॥

মঙ্গল কেন্দ্রে অবস্থান করিলে জাতক কদাকার ও কুচরিত্রসম্পন্ন

সক্ত, কুকার্য্যে দানশীল, বহু জীবনাশের হেতুস্বরূপ, বহুবিধ রোগাক্রান্ত এবং চিররোগী হইয়া থাকে।

৪। বুধ।

অপারবুদ্ধির্ব্বহুমানযুক্তো বিদ্যাস্থভোগী গুরুরাজভক্তঃ।
সুশীলভার্য্যশ্চ বুধশ্চ কেন্দ্রী বিপ্রার্চ্চনে সাধুজনে চ রক্তঃ॥

বুধ কেন্দ্রে অবস্থান করিলে জাতক অতিশয় বুদ্ধিমান, বহুমানবিশিষ্ট, বিদ্বান, ভোগী, গুরু ও রাজভক্ত, সুশীলা ললনার স্বামী এবং ব্রাহ্মণ ও সাধুব্যক্তির পূজায় রত হইয়া থাকে।

৫। বৃহস্পতি।

জীবোহপি কেন্দ্রী বহুধর্ম্মশীলো নৃপোহথবা পাত্রবিশেষকো বা।
ধর্ম্মার্থকামেষু সদা বিলাসী স্বরূপভার্য্যঃ খলু কামমূর্ত্তিঃ॥

বৃহস্পতি কেন্দ্রে অবস্থান করিলে জাতক পরম ধার্ম্মিক, নৃপতি অথবা তাঁহার মন্ত্রী প্রভৃতি সভাসদ্গণের মধ্যে কোনও এক উচ্চপদস্থ ব্যক্তি, ধর্ম্মার্থকামে সতত অভিলাষী, সুন্দরী পত্নীযুক্ত এবং কমনীয় দেহবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

৬। শুক্র।

সুখী সুবেশঃ স্বজনানুরাগী সুদারযুক্তো গুণবান্ ধনাঢ্যঃ।
সুবুদ্ধিশীলশ্চ কুলপ্রদীপঃ শুক্রোহপি কেন্দ্রী চিরকালমায়ুঃ॥

শুক্র কেন্দ্রে অবস্থান করিলে জাতক সুখী, সুবেশসম্পন্ন, আত্মীয় স্বজনানুরক্ত, গুণবান, ধনাঢ্য, বুদ্ধিমান, চরিত্রবান, বংশের গৌরব স্বরূপ এবং দীর্ঘায়ু হইয়া থাকে।

৭। শনি।

প্রেষ্যঃ খলো জন্মদরিদ্ররোগী কুমূর্ত্তিশীলো ব্যসনৈকচিত্তঃ।
কুমারশীলঃ পরকার্য্যহন্তা পঙ্গুঃ কেন্দ্রী নিগদন্তি ধীরাঃ॥

শনি কেন্দ্রে অবস্থান করিলে জাতক দাস্যকর্ম্মকারী, খল, আজন্ম-দরিদ্র,

রোগী, কুৎসিত দেহবিশিষ্ট, অতিশয় ব্যসনাসক্ত, বালকের ন্যায় স্বভাববিশিষ্ট এবং পরকার্য্যনাশক হয়।

৮। রাহু।

ক্রূরঃ কুমূর্ত্তিঃ কুমতিঃ কুকর্ম্মা পরাপকারী পরভাগ্যভোগী।
গদাভিভূতো ব্যসনানুরাগী রাহুস্তু কেন্দ্রী পরদানশীলঃ॥

রাহু কেন্দ্রে অবস্থান করিলে জাতক ক্রূর, কুমূর্ত্তি ও কুবুদ্ধিসম্পন্ন, কুৎসিৎ কর্ম্মকারী, পরের অপকারী, পরভাগ্যভোগী, রোগাভিভূত, ব্যসনানুরাগী এবং পরকার্য্যে দানশীল হয়। কেতুর ফল রাহুর ন্যায়।

☞ কেন্দ্রস্থ গ্রহের ফল সম্বন্ধে যেরূপ লিখিত হইল, গ্রহের অবস্থান এবং শুভাশুভ ও শত্রুমিত্র গ্রহের দৃষ্টিভেদ প্রভৃতি কারণে উক্ত ফলের তারতম্য ঘটিয়া থাকে।

তুঙ্গস্থ গ্রহ ফল।

(কোষ্ঠী প্রদীপ মতে)

গ্রহগণ তুঙ্গ (উচ্চ) স্থানে অবস্থান করিলে সুফল প্রদান করিয়া থাকে। তুঙ্গস্থ হইলে গ্রহগণ কিরূপ ফল প্রদান করে, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

এক তুঙ্গে ভবেদ্ভোগী দ্বিতুঙ্গে চ ধনেশ্বরঃ।
ত্রিতুঙ্গে চ ভবেদ্রাজা চতুর্থে চক্রবর্ত্তিনঃ॥

জন্মকালে তুঙ্গ স্থানে একটী গ্রহ থাকিলে, জাতক ভোগী, দুইটী গ্রহ থাকিলে ধনেশ্বর, তিনটী গ্রহ থাকিলে রাজা এবং চারিটী গ্রহ থাকিলে চক্রবর্ত্তী অর্থাৎ রাজাধিরাজ হইয়া থাকে।

১। রবি।

শাস্ত্রান্বিতো ধর্ম্মযুতোঽপিধীরো
নৈরুজ্যদেহো বহুগোত্রপোষ্যঃ।
দাতানৃপোঽসৌবহুভোগভোগী
তুঙ্গেরবৌ মাণ্ডলিকং করোতি॥

জন্মকালে রবি স্বীয় উচ্চস্থান অর্থাৎ মেষরাশিতে অবস্থান করিলে জাতক

শাস্ত্রজ্ঞ, ধার্ম্মিক, শান্তস্বভাবসম্পন্ন, নীরোগ, বহুজনপ্রতিপালক, দাতা, নৃপতি-তুল্য, বহুসুখ-সম্ভোগকারী এবং মণ্ডলেশ্বর হয়।

২। চন্দ্র।

সম্ভোগযুক্তো বরবাহনাঢ্যো বিদ্যানুরক্তো বহুমিত্রযুক্তঃ।
মিষ্টান্নভোগী বহুকীর্ত্তিযুক্তো ধনেশ্বরস্তুঙ্গগতে হিমাংশৌ॥

জন্মকালে চন্দ্র স্বীয় উচ্চ স্থান অর্থাৎ বৃষ রাশিতে অবস্থান করিলে, জাতক সম্ভোগযুক্ত, শ্রেষ্ঠ বাহনবিশিষ্ট, বিদ্যানুরক্ত, বহুমিত্রযুক্ত, মিষ্টান্নভোগী, বহুকীর্ত্তিবিশিষ্ট এবং ধনাঢ্য হইয়া থাকে।

৩। মঙ্গল।

বিদ্যাতিকীর্ত্তি নৃপতুল্যধীরো মাণিক্যমুক্তাকনকাদিযুক্তঃ।
হস্ত্যশ্বগোমেষখরান্বিতশ্চ স্বোচ্চে মহীজে নৃপতেঃ সমানঃ॥

জন্মকালে মঙ্গল স্বীয় উচ্চ স্থান অর্থাৎ মকর রাশিতে অবস্থান করিলে, জাতক বিদ্বান, কীর্ত্তিমান, নৃপতিতুল্য ধীর, মাণিক্য-মুক্তা-কণকাদিযুক্ত এবং হস্তী, অশ্ব, গো, মেষ ও গর্দ্দভ প্রভৃতির অধীশ্বর হইয়া থাকে।

৪। বুধ।

কন্যাকুমারোজ্জ্বলরত্নপূর্ণঃ স্বোচ্চে তু সৌম্যে নৃপপূজ্যমানঃ।
রাজ্যৈকদেশে চ নরাধিনাথো বিদ্যাবিনোদী শুভগঃ সদৈব॥

জন্মকালে বুধ স্বীয় উচ্চ স্থান অর্থাৎ কন্যা রাশিতে অবস্থান করিলে, জাতক পুত্র, কন্যা ও উজ্জ্বল-রত্নসম্পন্ন, রাজসম্মানবিশিষ্ট, রাজ্যের কোনও স্থানে লোকনায়ক, শাস্ত্রালাপে আনন্দযুক্ত এবং সতত সৌভাগ্যশালী হইয়া থাকে।

৫। বৃহস্পতি।

মন্ত্রী নরেন্দ্রোঽতিবলঃ প্রধানঃ প্রচণ্ডরাগোঽতি ধনেশ্বরশ্চ।
হস্ত্যশ্বযানাদি বরাঙ্গনাঢ্যো জীবে চ তুঙ্গে বহুগোত্রপোষ্যঃ॥

জন্মকালে বৃহস্পতি স্বীয় উচ্চ স্থান অর্থাৎ কর্কটরাশিতে অবস্থান করিলে, জাতক মন্ত্রী, নরেন্দ্র, অতিশয় বলবান, মাননীয়, মহাক্রোধী, অতিশয় ধনবান, হস্তী, অশ্ব, যান ও সুন্দরী স্ত্রীর পতি এবং বহুলোক প্রতিপালক হইয়া থাকে।

৬। শুক্র।

মিষ্টান্নভোগী গুণসিদ্ধিযুক্তো নৃপস্য মন্ত্রী পরতশ্চিরায়ুঃ।
দানৈকবুদ্ধির্দ্বিজদেবভক্তঃ শুক্রে চ তুঙ্গে প্রভবেচ্চ ভোগী॥

জন্মকালে শুক্র স্বীয় উচ্চ স্থান অর্থাৎ মীন রাশিতে অবস্থান করিলে, জাতক মিষ্টান্নভোগী, গুণ ও সিদ্ধিযুক্ত, রাজমন্ত্রী, দীর্ঘায়ু, দাতা, দেব-ব্রাহ্মণ-ভক্ত এবং বিশিষ্টরূপ ভোগবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

৭। শনি।

কান্তাবিলাসী বরকীর্ত্তিপাত্রং সম্পূর্ণলক্ষ্মীশ্চিরকালজীবী।
রাজ্যৈকদেশাধিপতির্ব্বিদগ্ধো দাতা ভোক্তা রবিজে চ তুঙ্গে॥

জন্মকালে শনি স্বীয় উচ্চ স্থান অর্থাৎ তুলা রাশিতে অবস্থান করিলে, জাতক, কান্তা-বিলাসী, মহা কীর্ত্তিশালী, অতিশয় ধনবান, দীর্ঘজীবী, রাজ্যের একদেশের অধিপতি, পণ্ডিত, দাতা এবং ভোক্তা হয়।

৮। রাহু।

মৃগপতিবৃষকন্যাকর্কটস্থে চ রাহৌ
ভবতি বিপুললক্ষ্মীরাজরাজাধিপো বা।
হয়গজনরনৌকামেদিনীমণ্ডলানাং
রিপুকুলতৃণবহ্নিঃরাহুতুঙ্গী চিরায়ুঃ॥

জন্মকালে রাহু সিংহ, বৃষ, কন্যা কিংবা কর্কট রাশিতে অবস্থান করিলে, জাতক অতিশয় ধনবান, রাজাধিরাজ, অশ্ব, হস্তী, মনুষ্য, নৌকা ও মেদিনী মণ্ডলের অধিপতি এবং শত্রুকুল-রূপ তৃণের হুতাশন স্বরূপ হয়। যদ্যপি রাহু স্বীয় উচ্চ স্থান অর্থাৎ মিথুন রাশিতে অবস্থান করে, তাহা হইলে জাতক উপরোক্ত সমস্ত ফলভোগ করে এবং দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে।

☞ যদ্যপি গ্রহগণ সুতুঙ্গ অর্থাৎ সুচ্চাংশে অবস্থান করে, তাহা হইলে আরও অধিক ফলপ্রদ হয়; অন্যথা অর্থাৎ নীচাংশে অবস্থান করিলে অল্প এবং সুনীচাংশে অবস্থান করিলে অত্যল্প মাত্র ফল প্রদান করিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

হ্ন ....

হ্ন

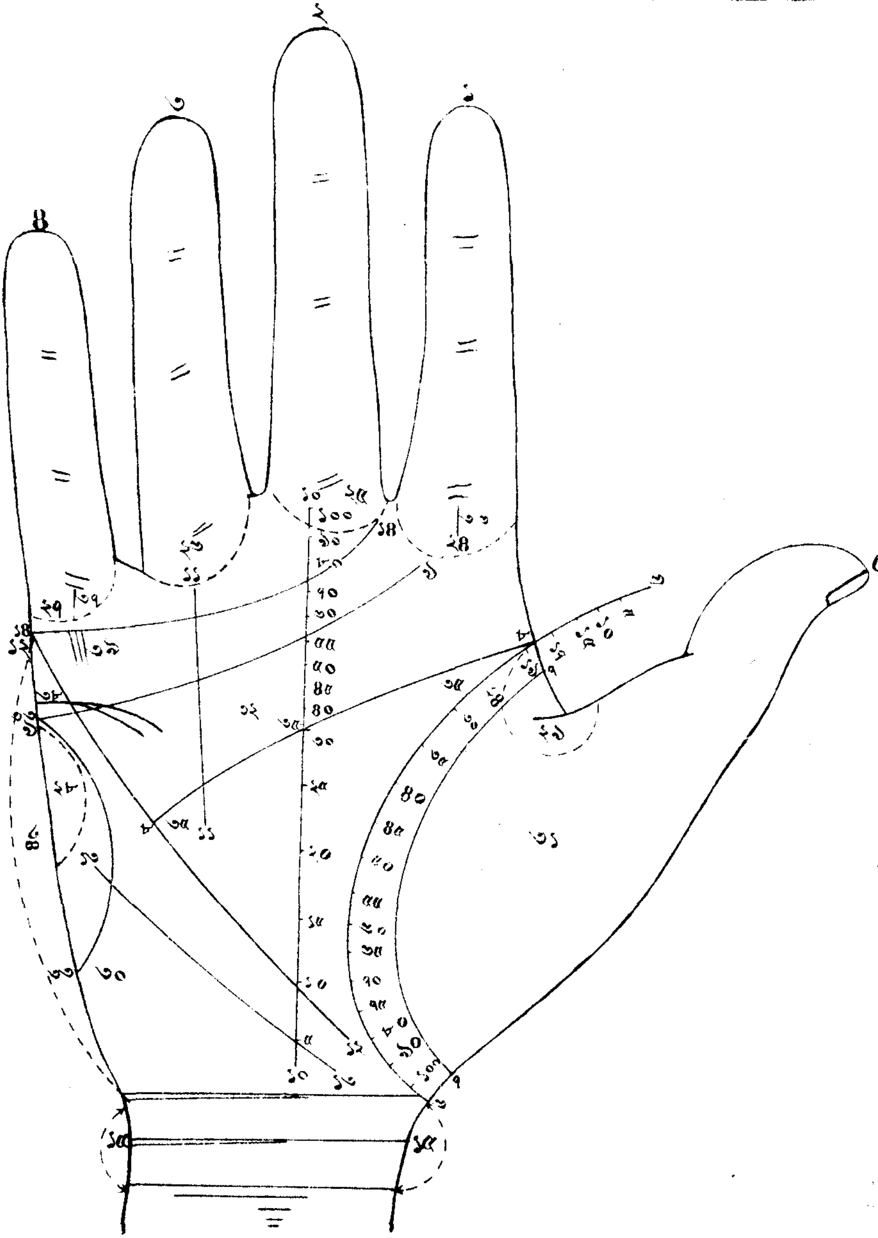
চিহ্ন ....

২০ - যব চিহ্ন

২১ - ত্রিকোণ চিহ্ন

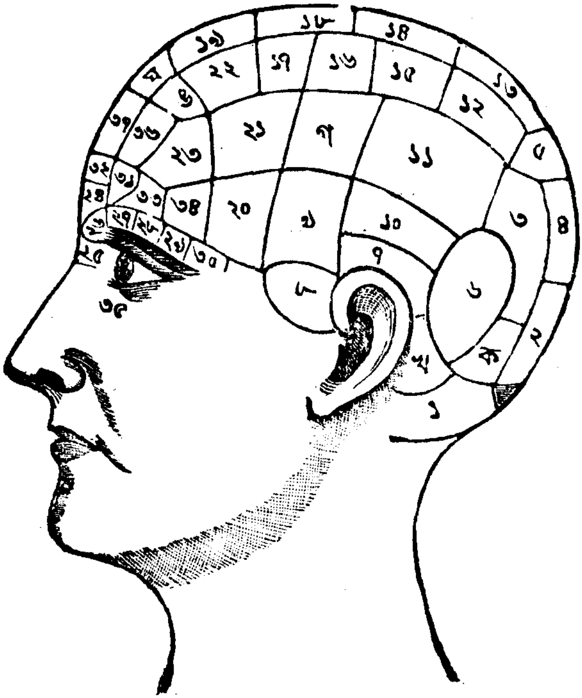
২২ - ক্রশ বা ঢেরা চিহ্ন

২৩ জাল চিহ্ন



চিত্র - ১

শিরোবিজ্ঞান।



চিত্র—১।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Paretal love.

৩। বন্ধুত্ব (Friendsh১.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদে-প্রিয়তা (' ınhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Cntinuity

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জনস্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (S cretiv s.)

১১। সাবধানতা (Cau

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)

১৩। আত্মাভিমান (Self-Esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ ক্ষমতা (Constructiveness.)

২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২। অনুকরণ (Imitation.

২৩। রহস্য প্রিয়তা (Mirthfulness.)

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculatio.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time.)

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)

৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা জ্ঞান (Comparision.)

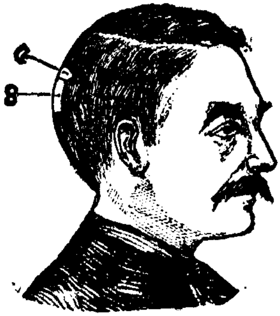
ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)

ঙ। মিষ্টভাষিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিত্র—নং ৪



"৫" চিহ্নিত স্থান অবিচ্ছিন্নতা সূচক।

অবিচ্ছিন্নতা স্থানের সহিত কল্পনা-শক্তি (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) তুলনা-জ্ঞান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৭) এবং ভাষা-জ্ঞানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৫) উচ্চ হইলে জাতক উপমার সহিত বাক্য প্রয়োগে সুনিপুণ হয়।

যদ্যপি অবিচ্ছিন্নতা স্থানের সহিত বুদ্ধি-শক্তি (Intellectual Faculties) প্রকাশক স্থানগুলির * মধ্যে যে কোনও এক স্থান উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক সেই স্থানোক্ত গুণের অধিকারী হয়, অর্থাৎ অবিচ্ছিন্নতা স্থানের সহিত সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতার স্থান উচ্চ হইলে জাতক কোনও বিষয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধানে নিপুণ, গঠনাভিজ্ঞতার স্থান উচ্চ হইলে দ্রব্যাদির গঠন বিষয়ে অভিজ্ঞ ইত্যাদিরূপ হইয়া থাকে।

পূর্ণ (Full)। অবিচ্ছিন্নতার স্থান পূর্ণ হইলে জাতক নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হয় এবং কষ্ট স্বীকার করিয়াও সে সকল কার্য্য সমাধা করিয়া থাকে।

---

* বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশক স্থানগুলি ; যথা—সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (চিত্র—১, চিহ্ন—২৪) গঠনাভিজ্ঞতা (চিত্র—১, চিহ্ন—২৫) পরিমাণ নিপুণতা (চিত্র—১, চিহ্ন—২৬) ভার-নির্ণয় শক্তি ((চিত্র—১, চিহ্ন—২৭) বর্ণাভিজ্ঞতা (চিত্র—১, চিহ্ন—২৮) পদ্ধতি-জ্ঞান (চিত্র—১, চিহ্ন—২৯) মনোগণিতজ্ঞতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৩০) পূর্ব্ব-স্মৃতি (চিত্র—১, চিহ্ন—৩১) স্মৃতি-শক্তি (চিত্র—১, চিহ্ন—৩২) নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৩) সুর-জ্ঞান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৪) ভাষা-জ্ঞান (চিত্র—১ চিহ্ন—৩৫) কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৬) এবং তুলনা জ্ঞান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৭)।

সাধারণ (Average)। অবিচ্ছিন্নতার স্থান সাধারণ হইলে জাতক এক সময়ে এক কার্য্যে নিযুক্ত থাকিতে ভালবাসে এবং কোনরূপ বিঘ্ন ঘটিলেও সে কার্য্য সম্পন্ন করে।

নিম্ন (Small)। অবিচ্ছিন্নতার স্থান নিম্ন হইলে জাতক দক্ষতার সহিত নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া থাকে, কিন্তু কোনও বিষয়ে কৃতকার্য্য হয় না। ইহারা অনেক সময়ে প্রতিজ্ঞা পূর্ব্বক মহা আড়ম্বরে কার্য্যে নিযুক্ত হয়, বলা বাহুল্য আড়ম্বরই সার হইয়া থাকে।

অতি নিম্ন (Very small)। অবিচ্ছিন্নতার স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে জাতক অস্থির এবং খামখেয়াল বিশিষ্ট হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত। ভূপেন্দ্র বাবু একজন উৎকৃষ্ট চিত্রকর। দীর্ঘকাল এক মাত্র চিত্র-বিদ্যার অনুশীলন করিয়া তিনি ইহাতে অসাধারণ বুৎপত্তি লাভ করেন। চিত্রাদি অঙ্কণ কালে ইনি তাহাতে এরূপ মনঃসংযোগ করিতেন, যে, সে সময় নিকটে কেহ গমন করিলে, কিছু মাত্র জানিতে পারিতেন না। বস্তুতঃ সে সময় ভূপেন্দ্র বাবুকে দেখিলে বোধ হইত, যেন তিনি বাহ্যজ্ঞান রহিত হইয়া স্বীয় কার্য্যে চিত্ত সন্নিবেশিত করিয়াছেন। ইহার কারণ, তাঁহার মস্তকে অবিচ্ছিন্নতার স্থান অতিশয় উচ্চ ছিল।

রসিক বাবুর মস্তকে অবিচ্ছিন্নতার স্থান উচ্চ ছিল, এ কারণ তিনি যে কোনও বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতেন, তাহা সমাপ্ত না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। ইনি কোনও একটী বিষয় বহুক্ষণ ধরিয়া চিন্তা করিতে পারিতেন, কিন্তু সে সময় যদ্যপি অন্য কোনও কার্য্যের নিমিত্ত বাধা প্রাপ্ত হইতেন, তাহা হইলে মনের চাঞ্চল্য বশতঃ কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিতে পারিতেন না। অবিচ্ছিন্নতা স্থানের উচ্চতার সহিত তাঁহার মস্তকে আধ্যাত্মিকতার স্থান উচ্চ হওয়ায় ইনি ধার্ম্মিক এবং ধর্ম্মানুশীলন কার্য্যে রত ছিলেন। রসিক বাবু অতিশয় বান্ধবানুরাগী ছিলেন, সুরেন্দ্র বাবু নামে জনৈক সচ্চরিত্র যুবকের সহিত তাঁহার বন্ধুত্ব হইয়াছিল। হঠাৎ উক্ত যুবকটীর মৃত্যু হওয়ায় তিনি এরূপ মর্ম্মান্তিক ব্যথিত হন, যে চিরকাল বন্ধুর স্মৃতি তাঁহার হৃদয়-প্রস্তরে শোকাক্ষরে খোদিত ছিল। ইহার কারণ, অবিচ্ছিন্নতা স্থানের উচ্চতার সহিত বন্ধুত্বের স্থান তাঁহার মস্তকে উচ্চ ছিল।

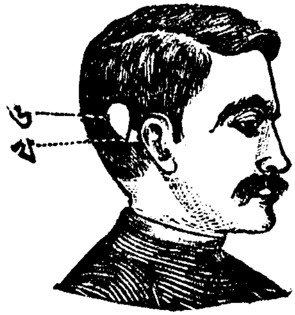
খগেন্দ্র বাবুর মস্তকে অবিচ্ছিন্নতার স্থান পূর্ণ থাকায়, ইনি নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন এবং নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন সহ্য করিয়াও তাহা সমাপ্ত

করিতেন। ইহাঁর বন্ধু হরিশ বাবুর মস্তকে অবিচ্ছিন্নতার স্থান সাধারণ হওয়ায় তিনি এক সময়ে নানা কার্য্যে ব্যাপৃত হইতে ভালবাসিতেন না। ইনি কোনও একটী কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতেন এবং যে কোনও প্রকারে তাহা সমাধা করিয়া থাকিতেন।

ভৈরব বাবুর মস্তকে অবিচ্ছিন্নতার স্থান নিম্ন ছিল, এ কারণ তিনি মহা আড়ম্বরে নানা কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতেন, কিন্তু কোনও কার্য্য সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিতেন না। আড়ম্বরই সার হইত।

ভৈরব বাবুর ভ্রাতার নাম ভূপতি বাবু। ইনি অতিশয় চঞ্চল ছিলেন, কোনও বিষয়ে অধিক সময় লিপ্ত থাকিতে পারিতেন না। তিনি বহু স্থানে বহু কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু কোনও স্থানে মনোনিবেশ করিয়া বৎসরেক কার্য্য করিতে পারেন নাই। ইহার কারণ, তাঁহার মস্তকে অবিচ্ছিন্নতার স্থান অতিশয় নিম্ন ছিল।

চিত্র—নং ৫



"খ" চিহ্নিত স্থান দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ সূচক।

দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ।

সংহারপ্রিয়তা স্থানের (চিত্র—১, চিহ্ন—৭) নিম্নে দীর্ঘ জীবনে অভিলাষের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—খ)।

অতি উচ্চ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষের স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে, আতঙ্ক

মৃত্যু-ভয়ে অতিশয় শঙ্কিত হয় এবং দীর্ঘ জীবন মানসে স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে বিশেষ মনোযোগী হয়।

দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) উচ্চ এবং আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) মধ্যম রূপ (Moderate) হইলে, জাতকের মৃত্যু স্মরণে শরীর কম্পিত হইয়া উঠে; কিন্তু যদ্যপি আশার স্থান উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক জীবনে মমতার আধিক্য বশতঃ দীর্ঘ কাল বাঁচিতে ইচ্ছা করে।

উচ্চ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষের স্থান উচ্চ হইলে, জাতক কঠিন পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া, অতিশয় কষ্ট পাইলেও মৃত্যু কামনা করে না।

দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ স্থানের সহিত ভক্তি (চিত্র—১, চিহ্ন—১৮), ন্যায়পরতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) এবং আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) উচ্চ হইলে জাতক বিদ্যানুশীলনপ্রিয়, প্রতিভাশালী এবং দীর্ঘ জীবনাভিলাষী হইয়া থাকে।

পূর্ণ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষের স্থান পূর্ণ হইলে, জাতক দীর্ঘজীবনাভিলাষী হয়; কিন্তু যন্ত্রণাপ্রদ পীড়ায় আক্রান্ত হইলে, জাতকের জীবনের প্রতি সম্যকরূপ শ্রদ্ধা থাকে না।

সাধারণ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষের স্থান সাধারণ হইলে, জাতকের জীবনের প্রতি মমতা থাকিলেও, দীর্ঘ জীবন ধারণের নিমিত্ত বিশেষ একাগ্রতা থাকে না।

নিম্ন। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষের স্থান নিম্ন হইলে জাতক দীর্ঘ জীবন ধারণে মমতা বিহীন হয়; কিন্তু ইহার সহিত পারিবারিক স্নেহের স্থানগুলি অর্থাৎ প্রেমাভিলাষ (চিত্র—২), দাম্পত্য-প্রণয় (চিত্র—৩, চিহ্ন—ক), অপত্য-স্নেহ (চিত্র—৩, চিহ্ন—২), বন্ধুত্ব (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩), জন্মভূমি ও স্বদেশপ্রিয়তা (চিত্র—৪, চিহ্ন—৪) এবং অবিচ্ছিন্নতার স্থান (চিত্র—৪, চিহ্ন—৫) উচ্চ হইলে জাতক পরিজনাদি সহ পার্থিব আনন্দে জীবনাতিপাত করিতে ইচ্ছুক হয়।

অতি নিম্ন। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষের স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে, জাতকের ইন্দ্রিয় পরিতৃপ্তি ব্যতীত অন্য কোনও কারণে জীবনের উপর মমতা থাকে না।

দৃষ্টান্ত। রামেশ্বর বাবুর বয়ঃক্রম ষাইট বৎসর উত্তীর্ণ হইয়াছে, কিন্তু, তাঁহার জীবনের মায়া উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইতেছে। এক দিন সামান্য একটু জ্বর হইয়াছিল মাত্র, অমনি তিনি জীবনের আশঙ্কায় আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিলেন। বাটীতে মহা হুলস্থূল পড়িল,—ডাক্তার কবিরাজ আসিয়া উপস্থিত হইল। রামেশ্বর বাবু ভয়-বিহ্বল হইয়া চিকিৎসকগণকে কহিলেন, যিনি তাঁহাকে আরোগ্য করিতে পারিবেন, তিনি যথেষ্ট পুরস্কৃত হইবেন। বলা বাহুল্য সামান্য চিকিৎসায়, সামান্য পীড়ার উপশম হইল, কিন্তু রামেশ্বর বাবু 'পুনর্জীবন লাভ করিলাম' ভাবিলেন। ইহার কারণ, তাঁহার মস্তকে দীর্ঘ জীবনে অভিলাষের স্থান অতিশয় উচ্চ ছিল। ইনি, পাছে কোন প্রকারে শরীর অসুস্থ হয়,—এই আশঙ্কায় ক্ষুধা থাকিলেও আহার করিতেন না, ঠাণ্ডা বাতাস লাগিবার ভয়ে সন্ধ্যার পর বাটীর বাহির হইতেন না অথবা পাছে, গুরুপাক দ্রব্য ভোজন করিতে হয়, এই আশঙ্কায় কদাচ কোথাও নিমন্ত্রণ রক্ষা করিতে যাইতেন না। তিনি বৃদ্ধ বয়সেও প্রত্যহ প্রাতঃকালে ব্যায়াম করিতেন এবং সন্ধ্যার পূর্ব্বে ভ্রমণে বাহির হইতেন। বস্তুতঃ স্বাস্থ্যের অনুরোধে তিনি স্নান, আহার, শয়ন, ভোজন প্রভৃতি যাবতীয় কার্য্যেই কঠোর নিয়মের বশীভূত হইয়া চলিতেন। ইহার কারণ, তাঁহার মস্তকে দীর্ঘজীবনে অভিলাষ স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান উচ্চ ছিল।

হরি নারায়ণ বাবু কাশ-রোগে বহুদিন হইতে অতিশয় কষ্ট পাইতেছেন, ব্যারাম যখন বৃদ্ধি হয়, তখন আর যন্ত্রণার অবধি থাকে না। যদ্যপি কোনও অপরিচিত ব্যক্তি তথায় উপস্থিত থাকেন, তিনি তাঁহার সেই নিদারুণ কষ্ট দেখিয়া মনে করিতে পারেন, ইহা অপেক্ষা মৃত্যু হওয়া শ্রেয়স্কর। কিন্তু হরি নারায়ণ বাবু এরূপ অসহ্য কষ্ট পাইয়াও কখন মৃত্যু কামনা করেন না। এরূপ যন্ত্রণা পাইয়াও তাঁহার দীর্ঘ জীবন বাসনার কারণ এই, তাঁহার মস্তকে দীর্ঘজীবনে অভিলাষের স্থান উচ্চ ছিল।

শ্যামলাল বাবুর মস্তকে দীর্ঘজীবনে অভিলাষের স্থান নিম্ন ছিল, এ কারণ তিনি জীবনের প্রতি কিছুমাত্র মমতা করিতেন না। পীড়া হইলে কখনও ইনি ঔষধ সেবন করিতেন না। জীবনের প্রতি উপেক্ষা করিয়া ইনি প্রায়ই নানাপ্রকার দুঃসাহসিক কার্য্য সাধন করিতেন। একদিন কোনও কারণে, তাঁহার স্ত্রীর সহিত মনোমালিন্য হইয়া, ক্রমে বিষম বিবাদ উপস্থিত হয়।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

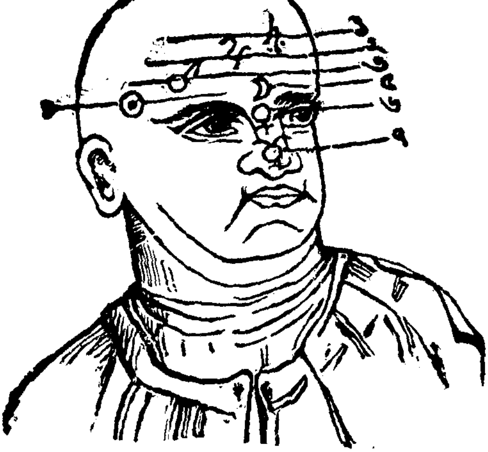
জন্মকালে বুধ বলবান হইলে জাতকের মুখ দীর্ঘাকৃতি ও সুগঠিত, স্বভাব চঞ্চল, চর্ম্ম কোমল ও গৌরবর্ণবিশিষ্ট, কেশ পিঙ্গলাভ, নাসিকা উচ্চ ও শেষ-ভাগে স্থূল, দন্ত ক্ষুদ্র, ওষ্ঠ স্থূল ও অধর অপেক্ষা প্রশস্ত এবং মস্তক অণ্ডাকৃতি (Oval) ও উভয় পার্শ্বে উচ্চতাবিশিষ্ট হয়। জন্মকালে বুধ বলবান থাকিলে জাতকের স্নায়ু-দুর্ব্বলতা ঘটিয়া থাকে।

জন্মকালে মঙ্গল বলবান হইলে জাতকের মস্তক ক্ষুদ্র ও চতুষ্কোণবিশিষ্ট, মস্তকের কেশ ললাটদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত, মুখ চতুষ্কোণাকৃতি, গাত্রচর্ম্ম শুষ্ক ও কর্কশ, বর্ণ বিশেষতঃ কর্ণমূল রক্তিমাভ, ভ্রূ-দ্বয় ক্ষুদ্র ও ঘনকেশবিশিষ্ট, কেশ পিঙ্গল বর্ণযুক্ত, শ্মশ্রু ধূসরবর্ণবিশিষ্ট, চক্ষু প্রশস্ত, আকৃতি গোল, বর্ণ গোলাপী, মুখ-দ্বার প্রশস্ত, ওষ্ঠ পাতলা, অধর স্থূল, চিবুক লম্বাকৃতি এবং গাল তোবড়ান ও ইহার উপরের অস্থি উচ্চ হইয়া থাকে।

জন্মকালে চন্দ্র বলবান হইলে জাতকের মস্তক গোলাকার, ললাট প্রশস্ত, চক্ষুর উপরিভাগ পুষ্ট, বর্ণ পাণ্ডু, চর্ম্ম কোমল, কেশ কৃষ্ণবর্ণ ও কোমল, মুখ গোলাকার, চক্ষু বৃহৎ (দেখিলে বোধ হয় যেন বাহির হইয়া পড়িতেছে), ভ্রূ-যুগল কৃষ্ণবর্ণ ও পাতলা, মুখ ক্ষুদ্র, ওষ্ঠ স্থূল, দন্ত দীর্ঘ ও অসমান এবং কর্ণ গোলাকার, পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট, মধ্যমাকৃতি ও মস্তকের নিকটবর্ত্তী হইয়া থাকে। মস্তক গোলাকার এবং ললাট প্রশস্ত হওয়ায় এই শ্রেণীস্থ জাতক কবিত্ব-শক্তিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

জন্মকালে শুক্র বলবান হইলে জাতকের মুখমণ্ডল গোলাকার, বর্ণ গৌর, মস্তকের কেশ কোমল, কুঞ্চিত ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট, ললাট দীর্ঘাকার (বাদামের ন্যায়) ও নীলাভ, গণ্ডদেশ কোমল, স্থূল ও টোলবিশিষ্ট, ভ্রূ-যুগল সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত ও পরস্পর অসংযুক্ত, নাসিকার প্রথম ভাগ (অর্থাৎ ভ্রূ দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান) প্রশস্ত ও শেষ ভাগে বক্র হইয়া ঊর্দ্ধমুখবিশিষ্ট, নাসারন্ধ্র অতিশয় প্রশস্ত, চক্ষুর্দ্বয় দীর্ঘায়তনবিশিষ্ট, স্বচ্ছ ও স্থূল, চক্ষুর তারা সাধারণ অপেক্ষা কিঞ্চিৎ বৃহৎ, চক্ষুর ভিতরের বর্ণ ঈষৎ নীলাভ, দন্ত ক্ষুদ্র, শ্বেতবর্ণ, সুগঠিত,

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর জ্রর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর জ্রর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) জ্রযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)

ও ইহার মূলদেশ প্রবালের ন্যায় কান্তিবিশিষ্ট এবং চিবুক কোমল ও টোলযুক্ত হয়।

জন্মকালে যদ্যপি বৃহস্পতি ও রবি বলবান হয়, তাহা হইলে জাতকের বর্ণ পাণ্ডু, কেশ পিঙ্গল এবং চক্ষুর তারা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়।

জন্মকালে রবি ও শনি বলবান থাকিলে জাতকের দেহ সুকোমল ও মধ্যমাকার, বর্ণ গৌর, কেশ পিঙ্গল এবং চক্ষুর তারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

জন্মকালে শনি ও বুধ বলবান হইলে জাতকের বর্ণ শ্যাম, মুখমণ্ডল দীর্ঘাকৃতি, প্রকৃতি চঞ্চল এবং চক্ষুর তারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া থাকে। যদ্যপি উভয়ের মধ্যে শনি অতিশয় প্রবল হয়, তাহা হইলে জাতকের চুয়ালের নিম্ন ভাগ অতিশয় প্রশস্ত (Hanging) হয় এবং ইহাদের আত্ম-সংযম করিবার ক্ষমতা বিশেষ প্রবল হইয়া থাকে। অপর পক্ষে, বুধ অতিশয় বলবান হইলে জাতক ধী-শক্তিসম্পন্ন এবং শাস্ত্রানুশীলনকারী হয়।

যদ্যপি জন্মকালে শনি ও মঙ্গল বলবান হয়, তাহা হইলে জাতকের কেশ তাম্রবর্ণ, চক্ষুর তারা কৃষ্ণবর্ণ, বর্ণ কটা (Brown) এবং গণ্ডদেশ লোহিত বর্ণবিশিষ্ট হয়। উভয়ের মধ্যে মঙ্গল অধিক বলবান হইলে জাতকের নাসিকা ক্ষুদ্র এবং ভ্রূ-দ্বয়ের মধ্যদেশ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কুঞ্চিত রেখাবিশিষ্ট হয়।

জন্মকালে শনি ও শুক্র প্রবল থাকিলে জাতকের বর্ণ ফ্যাকাসে (Pale), কেশ কৃষ্ণবর্ণ এবং মুখমণ্ডল গোলাকৃতি হয়। যদ্যপি শুক্র অধিক বলবান হয়, তাহা হইলে জাতকের চক্ষুর্দ্বয় সুগঠিত, চক্ষুর তারা গাঢ়নীল বর্ণ, ভ্রূ-দ্বয় কৃষ্ণবর্ণ এবং নাসিকা দীর্ঘ হয়। অপর পক্ষে, শনি অধিক বলবান হইলে জাতকের ওষ্ঠ সুগঠিত হইয়া থাকে।

জন্মকালে শনি ও চন্দ্র প্রবল থাকিলে জাতকের বর্ণ কৃষ্ণ, ভ্রূদ্বয় সুগঠিত এবং চক্ষুর তারা ও ভ্রূ-দ্বয় কৃষ্ণবর্ণযুক্ত হয়। এই সমস্ত লক্ষণের একত্র সংঘটন হইলে জাতক কল্পনা-শক্তি সম্পন্ন এবং দেব-দেবীর প্রতি ভক্তিবিশিষ্ট থাকে।

জন্মকালে বৃহস্পতি ও রবি প্রবল থাকিলে জাতকের দেহ কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট এবং ওষ্ঠ ও গণ্ডদেশ গোলাপীবর্ণ যুক্ত হয়। এই শ্রেণীস্থ জাতক প্রায় চক্ষুর পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া থাকে। রবি অধিক বলবান হইলে জাতকের চক্ষুর তারা ধূসরবর্ণ হইয়া থাকে।

জন্মকালে বৃহস্পতি ও বুধ প্রবল হইলে জাতকের বর্ণ কৃষ্ণ, মুখ গোল বা চতুষ্কোণাকার এবং চক্ষুর তারা পাংশু-বর্ণবিশিষ্ট হয়।

জন্মকালে বৃহস্পতি ও মঙ্গল বলবান হইলে, জাতকের বর্ণ রক্তিম, আকৃতি দীর্ঘ এবং চক্ষুর তারা নীলবর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে। বৃহস্পতি অধিক বলবান হইলে জাতকের নাসিকা সরল এবং আকৃতি দীর্ঘ হয়। মঙ্গল অধিক বলবান হইলে নাসিকা ক্ষুদ্র এবং ধনুকাকার হয়।

জন্মকালে বৃহস্পতি ও চন্দ্র বলবান হইলে জাতকের বর্ণ গৌর, ওষ্ঠ ও কপোল রক্তিমাভ, চক্ষু ঈষৎ নীলবর্ণযুক্ত, ভ্রূ-যুগল দীর্ঘ ও পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট এবং নাসিকা সরল হয়। বৃহস্পতি অধিক বলবান হইলে নাসিকা মধ্যমাকৃতি এবং চন্দ্র বলবান হইলে ক্ষুদ্রাকৃতি হইয়া থাকে।

জন্মকালে রবি ও বুধ বলবান হইলে জাতকের কান্তি কমনীয়, চক্ষু মধ্যমাকৃতি, দেহ সরল ও সুন্দর, বুদ্ধি তীক্ষ্ণ এবং প্রকৃতি চঞ্চল হয়; ইহারা উৎকৃষ্ট বাগ্মী হইয়া থাকে। বুধ অধিক বলবান হইলে জাতকের ললাট উচ্চ, ওষ্ঠাধর অসংযুক্ত এবং চিবুক সূচাল হয়।

জন্মকালে চন্দ্র ও রবি বলবান হইলে জাতকের গঠন ও কান্তি মনোহর, নয়ন উজ্জ্বল, কেশ মলিন স্বর্ণনিভ (Pale gold colour), ভ্রূ-যুগল সূক্ষ্মভাবে অঙ্কিত, ভ্রূ ও কেশ কৃষ্ণবর্ণ এবং বর্ণ গৌর হইয়া থাকে।

জন্মকালে চন্দ্র ও বুধের স্থান বলবান হইলে জাতকের বদন সুগঠিত, চক্ষু বৃহৎ ও বর্ণ ধূসরবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

জন্মকালে চন্দ্র ও মঙ্গল বলবান হইলে জাতকের মুখ গোলাকার, নাসিকা ধনুকাকৃতি এবং কেশ পিঙ্গলবর্ণবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

জন্মকালে শুক্র ও চন্দ্র বলবান হইলে জাতকের দেহ সুগঠিত, কান্তি উজ্জ্বল, চক্ষু পিঙ্গলবর্ণ ও দীপ্তিমান, কেশ তাম্রবর্ণযুক্ত এবং মুখ সুগঠিত হয়। জন্মকালে শুক্র ও চন্দ্র উভয়ে বলবান হইলে জাতক সরল-হৃদয়, সামাজিক এবং সত্বর সাধারণের সহিত বন্ধুত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়। ইহারা যে রূপ শীঘ্র বন্ধুত্ব স্থাপনে সক্ষম হয়, সেরূপ আবার ভঙ্গ করিয়াও থাকে।

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তুঙ্গস্থ গ্রহফল সম্বন্ধে খনার বচন।

১। রবি।

মেষে যবে থাকে দিনকর, সোনায় রূপায় ভরে ঘর।
ভূমি ধন বিশ্রাম ধাম, পণ্ডিত হয় পায় মান।
যোগ জ্ঞানে হয় সিদ্ধি, পথে পড়িয়া পায় নিধি।
নাট দেখে গীত শোনে, হাসে খেলে আপন মনে ॥

২। চন্দ্র।

বৃষের চন্দ্রের তুঙ্গ ফল, উদর ডাগর কলেবর।
আটা আঁখি পায় পাদুক, ডাগর মাথা বড় বুক।
বাপের ধন ভাই খায়, সোণা বিলায় তোলায় তোলায়।
সুখে নিদ্রা খাটে যায়, আপন কাজ সিদ্ধি পায়।
সর্ব্বকাল স্থিরমনা, এই তুঙ্গ বলে খনা ॥

৩। মঙ্গল।

মকরে মঙ্গল উচ্চ স্থান, অল্পকালে সহে মান।
রাজায় প্রজায় বোলে ভাল, নিজ বংশে ঠাকুর ভাল।
নাট্য গীত সুখে যায়, রূপার দোলায় পাও ফেলায়।
ঘোড়ার ফৌজে উনমতা, মাথায় ধরে ধবল ছাতা।
নহে গোড়া নহে কাল, শ্যাম সুন্দর দেখি ভাল।
জ্যেষ্ঠ কনিষ্ঠের মান পায়, আপন বুদ্ধে সুখে যায়।
সকল কা[illegible] শুদ্ধমনা, এই তুঙ্গ বলে খনা ॥

৪। বুধ।

কন্যার বুধ [illegible]ভাগ্যে পাই, শতেক বৎসর হয় পরমাই।
শত্রু করিবে[illegible]লে রাজা, গিয়ে কুটুম্বে করে পূজা।

জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ বাপে মায়, ধর্ম্ম করে তীর্থ যায়।
নানা সুখে পায় মান, পুণ্য হয় স্থানে স্থান॥

৫। বৃহস্পতি।

কর্কটে জীবা বেদ বাখানে, বিনা পড়নে আখর চিনে।
অন্ন খায় বিস্তর আনে, ঘরে বসিয়া গীত শুনে।
ধন হয় সর্ব্ব কাল, আগে পাছে দেখে ভাল।

৬। শুক্র।

মীনে শুক্র উচ্চ ফল, মহাশক্তি মহাবল।
মহাশক্তি ধনে জনে, লক্ষ্মী আইসেন আপন মনে।
এহান তুঙ্গ বাখান না যায়, বোলে খনা সকল পায়।

৭। শনি।

তুলায় শনি মহাভোগ, রাজার তুলনা তাহার ভোগ।
নরের মধ্যে সেনের পতি, শতেক হয় কুলযুবতী।
চট্ ঝাড়িতে পড়ে ধন, কিবা ঘর কিবা বন।
লক্ষার ধন তাহার ঘরে, খায় বিলায় পরে পরে।
দুদ ভাত কাঁকুড় খায়, শতেক বৎসর হেলায় খুয়ায়॥

৮। রাহু।

রাহু মিথুনে আগে দেখি, পৌরুষ সম্পদ মহালক্ষ্মী।
শুক্ল পক্ষে যেন শশী, বিস্তর ধন মানুষ দাসী।
পুঁথি পাঁজি পড়ে সু হয়, রাশি রাশি বৈসা খায়।
শতেক দেখে সুন্দরীর মুখ, শতেক বৎসর তাহার সুখ॥

গ্রহগণের সাধারণ বিবরণ।

(কারকতা।)

রবি—সৌর জগতের প্রধান গ্রহ—সকল গ্রহের (ক্রমশঃ)
নাম আদিত্য এবং ইহার প্রভাবেই জগৎ প্রসূত বলিয়া

এই জন্য রবি আত্মস্বরূপ এবং লোকে দীপ্তি, আরোগ্য, ক্ষমতা, সম্মান, মিত্রযোগ, পদবর্দ্ধন, উন্নয়ন প্রভৃতির বিধান করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা জাতকের পিতার শুভাশুভ, রাজা বা ক্ষমতাশালী ব্যক্তিগণের অনুকূলতা বা প্রতিকূলতা ঘটিয়া থাকে। রবি, তাপ দ্বারা পার্থিব বস্তু মাত্রেরই রস-শোষণ করে।

চন্দ্র—শরীর ও ষড়্‌রিপুর উপর কার্য্যকারক। ইহা জাতকের মাতার শুভাশুভ ও তাহার আকৃতি, প্রকৃতি, পীড়া, ভ্রমণ ও ভাগ্য প্রভৃতির সূচনা এবং রসোৎসর্গে জগৎ শীতলও করিয়া থাকে।

মঙ্গল—ভ্রাতা, ক্ষেত্র, গৃহ ভূমি, সম্পত্তি, রাজ্য, বীর্য্য ও অগ্নি ইত্যাদির সূচনাকারক। ইহা দ্বারা ভূম্যধিপতি, সৈনিক, বীরপুরুষ, চিকিৎসক প্রভৃতির কার্য্য সূচিত হয়।

বুধ—বাক্য, বুদ্ধি, শিল্পনৈপুণ্য ও বাণিজ্য প্রভৃতির সূচক। ইহা মাতুল-সংক্রান্ত বা পিতৃব্যগত বিষয় সূচনা এবং দূত, ছাত্র, ব্যবস্থাপক, লেখক, মুদ্রাকর, গণিতব্যবসায়ী ও পুস্তক বিক্রেতা ইত্যাদির কর্ম্ম বিধান করে।

বৃহস্পতি—ধন, ধর্ম্ম, গুরু, পুত্র প্রভৃতি দান করে। ইহার আনুকূল্যে মনুষ্যের তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় বলিয়া, ইহার অন্য নাম সুরগুরু। বৃহস্পতির অনুগৃহীত জাতক প্রায়ই মন্ত্রী, বিচারপতি, সংহিতা বা দণ্ডবিধির প্রণেতা, ব্যবস্থাপক, পুরোহিত এবং ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী হয়।

শুক্র—সুখ, শ্রী, স্ত্রী, বিলাস, ভূষণ, বিজ্ঞানশাস্ত্র, ভগিনী, ভার্য্যা, সঙ্গীত, কবিতা প্রভৃতির সূচনা করে। ইহার সাহায্যে মানবগণ ভূ-তত্ত্বে ও বিজ্ঞান শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করিতে সমর্থ হয় বলিয়া, ইহাকে দৈত্যগুরু বলিয়া অভিহিত করা হয়। শুক্রের আনুকূল্যে জাতকের নটত্ব, গায়কত্ব, চিত্রকরত্ব, বস্ত্রাদিরঞ্জকত্ব, শৌণ্ডিকত্ব ও বিজ্ঞানশাস্ত্রবেত্তৃত্ব প্রভৃতির বিষয়ে চিন্তা করা যায়। সুন্দরী স্ত্রী, নট, নটী প্রভৃতির সাহচর্য্যবিধানও শুক্রের আনুকূল্যে হয়।

শনি—শুভ হইলে রাজ্য, দাস, দাসী, বাহন ও চিন্তাশক্তি প্রভৃতি প্রদান করে; কিন্তু অশুভ হইলে অনিষ্টবিধান—এমন কি বিনাশ পর্য্যন্তও করিয়া থাকে। ইহা দ্বারা সন্ন্যাসী, প্রাচীন ব্যক্তি, কৃষি, সারথী, ভৃত্য ও নীচ লোক প্রভৃতির কল্পনা করা যায়।

রাহু—দূতকারক। ইহা দ্বারা জাতকের পিতামহের শুভাশুভ বিচার করা যায়।

কেতু—ব্রণরোগ, চর্ম্মাতিশূল ও ক্ষুধাকারক। ইহা দ্বারা জাতকের মাতামহের শুভাশুভ নির্ণয় করা যায়।

(আকৃতি।)

রবি—জন্ম সময়ে অনুকূল অর্থাৎ জাতকের দেহে রবির ভাগ প্রবল হইলে জাতক দীর্ঘকায়, সুগঠন, দৃঢ়শরীর, কুঞ্চিতকেশ, পীতবর্ণ, বিশাল-নেত্র, স্থূলাস্থি, সুগোল-বদনমণ্ডল এবং সুস্বরবিশিষ্ট হয়।

চন্দ্র—জন্ম সময়ে অনুকূল হইলে জাতকের দেহ মধ্যাকার ও পুষ্ট, বদন-মণ্ডল সুগোল, ত্বক্ বিবর্ণ ও কোমল, চক্ষুঃ ক্ষুদ্র পাণ্ডুবর্ণ, গলদেশ, হস্তপদ ও ওষ্ঠ স্থূল এবং লোম কর্কশ হয়।

মঙ্গল—জন্ম সময়ে অনুকূল হইলে জাতক মধ্যাকৃতি, দৃঢ় দেহ, রক্তাভ-কুঞ্চিত-কেশ, বিস্তৃত-স্কন্ধ, বৃহদস্থিযুক্ত, ব্রণাঙ্কিত-শীর্ষক, সুবৃত্ত-নয়ন, উন্নত-পৃষ্ঠ এবং উজ্জ্বলরক্তবর্ণ হয়।

বুধ—জন্ম সময়ে অনুকূল হইলে জাতকের দেহ খর্ব্ব অথচ নাতিপুষ্ট নাতিক্ষীণ, শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ সমভাবে সুব্যবস্থিত, বদন কোমল, মুখমণ্ডল ঈষদ্দীর্ঘ ও সূক্ষ্ম, কপাল উন্নত, চক্ষুঃ পিঙ্গল বর্ণ, ভ্রূযুগল সরল, অল্প শ্মশ্রু, বাহু দীর্ঘ, ত্বক্ হরিদ্রাভ পীত, নাসিকা সরল এবং কেশ আকুঞ্চিত ও তাম্রাভ কটা হয়। যদ্যপি বুধ প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতকের কুৎসিত ও খর্ব্ব দেহ এবং ক্ষুদ্র ও চঞ্চল চক্ষু হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি—জন্ম সময়ে অনুকূল হইলে জাতকের আকার স্থূল ও দীর্ঘ, বর্ণ রক্তাভ গৌর, কেশ সূক্ষ্ম, কুঞ্চিত ও কটা, বদনমণ্ডল অণ্ডাকৃতি, চক্ষু ধূসর বর্ণ, গজদন্ত দীর্ঘ, বক্ষঃস্থল বিস্তৃত, দেহ স্থূল, ললাট দীর্ঘ, গ্রীবা ক্ষুদ্র, এবং মধ্যদেশ ক্ষীণ হইয়া থাকে।

শুক্র—জন্ম সময়ে অনুকূল হইলে জাতক মধ্যমাকৃতি, সুন্দরবর্ণ, সুচিক্কণ-কেশ, নীলাভোজ্জ্বল-বিশালচক্ষুঃ এবং উন্নতনাসিক হয়। ইহাদের গণ্ডে ও চিবুকে কূপ সদৃশ গর্ত্ত হয়। যদ্যপি শুক্র প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতকের আকার অতিশয় স্থূল বা মাংসল, ওষ্ঠ স্থূল এবং গণ্ডস্থল মাংসল হইয়া থাকে।

শনি—জন্ম সময়ে অনুকূল হইলে জাতকের দেহ কৃশ ও দীর্ঘ, কেশ অল্প ও কৃষ্ণবর্ণ, ভ্রূযুগ্ম ও সুস্পষ্ট, অধরোষ্ঠ ক্ষুদ্র, নাসিকা দীর্ঘ ও ঈষদ্বক্র, চিবুকের অস্থি ঈষদুন্নত, বর্ণ পাংশু, চক্ষু ক্ষুদ্র, কর্ণ বিস্তৃত এবং হস্তপদ কৃশ হইয়া থাকে। যদ্যপি শনি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতকের আকৃতি বিকৃত ও দীর্ঘ, চক্ষুর তারা ও কেশ সুকৃষ্ণ এবং ত্বক্ পীতাভ হয়।

(প্রকৃতি।)

রবি—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক দয়ালু, সম্মানার্হ, শাসনপ্রিয়, সুশীল, মিতভাষী, সারবাদী, আত্ম-বিশ্বাসী, মহিমান্বিত, সাবধানী, বিচক্ষণ, ক্ষমতাশালী, প্রচুরব্যয়ী, গম্ভীর প্রকৃতি, পরাক্রমশালী, মহাত্মা এবং উচ্চমতি সম্পন্ন হয়।

যদ্যপি রবি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক গর্ব্বিত, দাম্ভিক, প্রগলভ, চঞ্চল, কৃপণ, পরমুখপ্রেক্ষী, বাচাল, অবিবেচক, অপব্যয়ী, কর্ত্তৃত্বাভিমানী, নিষ্ঠুর, ক্রূরকর্ম্মা এবং পৈতৃক-সম্পত্তিনাশক হইয়া থাকে।

চন্দ্র—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক সহৃদয়, কৃপালু, ধীর, কোমল-স্বভাব বিশিষ্ট, বিদ্যানুরাগী, সুস্থদেহ, লোকরঞ্জন, কল্পনারত, আমোদপ্রিয়, ভ্রমণশীল, কার্য্যনিপুণ এবং কবিত্বে ও অদ্ভুত ব্যাপারে মুগ্ধমনাঃ হয়।

যদ্যপি চন্দ্র প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক অলস, অকর্ম্মা, মদ্যপায়ী, মিথ্যাবাদী, বৃথাভ্রমণকারী, চঞ্চল, মন্দমতি, ভীরু, হিতাহিত-জ্ঞানশূন্য, অসন্তুষ্টচিত্ত এবং নীচাসক্ত হইয়া থাকে।

মঙ্গল—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক অতিশয় সাহসী, পরাক্রমশালী, সমরপ্রিয়, কোপনস্বভাববিশিষ্ট, স্বাধীনতাপ্রিয়, মৃগয়াসক্ত, তীক্ষ্ণাগ্নিসম্পন্ন এবং জয়লাভাকাঙ্ক্ষী হয়।

যদ্যপি মঙ্গল প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক কলহপ্রিয়, নিষ্ঠুর, দাম্ভিক, মেধাবী, ক্ষমাবর্জ্জিত, রাজদ্রোহী, অসন্দিগ্ধচিত্ত (অর্থাৎ স্বকর্ম্মে সামাজিক শাসনাদি হইতে ভয়হীন), আত্মম্ভরি, বিশ্বাসঘাতক, অত্যাচারী, আত্মাভিমানী, নির্লজ্জ, অধার্ম্মিক, মিথ্যাবাদী, অশ্লীলভাষী, দুর্ব্বৃত্ত, উদরপরায়ণ, ক্রোধী, দস্যু এবং হত্যাকারী হইয়া থাকে।

বুধ—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক ধীশক্তিসম্পন্ন, কল্পনারত, সুপণ্ডিত, বিচক্ষণ, নৈয়ায়িক, বাগ্মী, ক্ষিপ্রবাদী, কৌতুকপ্রিয়, বালস্বভাব, গুহ্যবিদ্যানুসন্ধায়ী, বাণিজ্যকুশল এবং শিল্পকার্য্য নিপুণ হয়।

যদ্যপি বুধ প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক বাচাল, প্রতারক, নির্ব্বোধ, মিথ্যাবাদী, চোর, উন্মত্ত, বিদ্যাহীন, ঘৃণিত এবং অহঙ্কারী হয়।

বৃহস্পতি—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক মান্য, সহৃদয়, আতিথ্যসেবারত, বিশ্বাসী, সচ্চরিত্র, ন্যায়বান, ধার্ম্মিক, দাতা, জ্ঞানী, শাস্ত্রজ্ঞ, মহাত্মা এবং উচ্চাভিলাষী হয়।

যদ্যপি বৃহস্পতি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক অপরিমিত ব্যয়ী, আত্মম্ভরি, ব্যভিচারী, ভণ্ড, প্রগল্‌ভ, সাতিশয় আত্মাভিমানী, গর্ব্বিত, নির্ব্বোধ, মোকদ্দমাপ্রিয় এবং হীনশক্তিবিশিষ্ট হইয়া থাকে।

শুক্র—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক সহৃদয়, কৃপালু, বিশ্বাসপরায়ণ, প্রেমানুরক্ত, আমোদরত, সঙ্গীতপ্রিয়, ধীর, পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতাপ্রিয়, সামাজিক, প্রফুল্লচিত্ত, কলহদ্বেষী, লোকরঞ্জক, রমনীবল্লভ, সুগন্ধিপ্রিয় এবং থিয়েটার, যাত্রাদি মহোৎসবে উৎসাহী হয়।

যদ্যপি শুক্র প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক ইন্দ্রিয়-সুখরত, কলহপ্রিয়, অনৈতিক, বিদ্যাহীন, লম্পট, রমণদূত, কাপুরুষ, মাদকপ্রিয়, মূর্খ, নীচসঙ্গরত এবং সম্মান-জ্ঞানহীন হইয়া থাকে।

শনি—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, অল্পভাষী, ক্লেশসহিষ্ণু, ধৈর্য্যশীল, দূরদর্শী, পরিশ্রমী, গম্ভীর, মিতব্যয়ী, সাবধানী এবং গুহ্যবিদ্যানুশীলনরত হয়।

যদ্যপি শনি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক মলিন, হিংস্র, দ্বেষী, লোভী, ভীরু, নীচাশয়, সন্দিগ্ধ, অপবিত্র, অশুচি, নীচকর্ম্মা, বিশ্বাসঘাতক এবং মিথ্যাবাদী হইয়া থাকে।

[গ্রহগণের আকৃতি ও প্রকৃতি।]

(বৃহজ্জামাল মতে।)

মধুপিঙ্গলদৃক্ চতুরস্র তনুঃ
পিত্ত প্রকৃতিঃ সবিতাল্পকচঃ।
তনুবৃত্ত তনুর্ব্বহুবাতকফঃ
প্রাজ্ঞশ্চ শশীমৃদুবাক্‌শুভদৃক্ ॥
ক্রূরদৃক্‌তরুণমূর্ত্তিরুদারঃ
পৈত্তিকঃ সুচপলাঃ কৃশমধ্যঃ।
শ্লিষ্টবাক্ সতত হাস্যরুচিজ্ঞঃ
পিত্তমারুতকফ প্রকৃতিশ্চ ॥
বৃহত্তনুঃ পিঙ্গল মূৰ্দ্ধজেক্ষণো
বৃহস্পতিঃ শ্রেষ্ঠমতিঃ কফাত্মকঃ।
ভৃগুঃ সুখী কান্তবপুঃ সুলোচনঃ
কফানিলাত্মাসিতবক্রমূর্দ্ধজঃ।
মন্দোঽলসঃ কপিলদৃক্‌কৃশদীর্ঘগাত্রঃ
স্থূলদ্বিজঃ পরুষরোম কচোঽনিলাত্মা।

রবি—মধুপিঙ্গল চক্ষু, চতুরস্র তনু, অল্প কেশ এবং পিত্ত প্রকৃতি।

চন্দ্র—ক্ষীণ অথচ গোলাকৃতি, শোভন চক্ষু, তীক্ষ্ণ মেধা, প্রাজ্ঞ ভাব, মৃদু ভাষা এবং বাতশ্লেষ্ম প্রকৃতি।

মঙ্গল—অশোভন (ক্রূর) দৃষ্টি, যুবা মূর্ত্তি, মধ্যদেশ কৃশ এবং চঞ্চল, দয়ালু ও পিত্তপ্রকৃতি।

বুধ—বাক্‌পটু, রহস্যপ্রিয় এবং বায়ু-পিত্ত-কফ প্রকৃতি।

বৃহস্পতি—স্থূলাকার, পিঙ্গল বর্ণ চক্ষু ও কেশ, শ্রেষ্ঠ মতি এবং কফাশ্রিত ধাতু।

শুক্র—মনোহর দেহ, সুন্দর চক্ষু, কেশ বক্র ও অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ, সুখাভিলাষী প্রকৃতি এবং কফাশ্রিত বায়ু ধাতু।

শনি—পিঙ্গল বর্ণ চক্ষু, কৃশ ও উন্নত দেহ, স্থূল ও দীর্ঘ দন্ত, রুক্ষ ও অল্প কেশ, অলস প্রকৃতি এবং বায়ু ধাতু।

☞ যে জাতকের দেহে, যে গ্রহের ভাগ অধিক দৃষ্ট হয়,—তাহার সেই গ্রহের অনুরূপ আকৃতি ও প্রকৃতি হইয়া থাকে।

(ব্যাধি।)

কোন্ গ্রহ হইতে কোন্ ব্যাধি—তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

রবি—মস্তিষ্ক, হৃদয়, চক্ষু ও মুখ-রোগ, ছর্দ্দি-গরমি, মরক, শরীর ও হৃদ্‌কম্প, বিসূচিকা এবং যে সকল জ্বরে দেহ পচিয়া যায়।

চন্দ্র—গলগণ্ড, গণ্ডমালা, শ্লীপদ (গোদ), শূল, উদরাময়, পাক্ষিক জ্বর, মূত্রাশয়ের দোষ এবং জলদোষের পীড়া।

মঙ্গল—পিত্তরোগ, বসন্ত, হাম, রক্তামাশয়, রক্তস্রাব, দদ্রু, ব্রণস্ফোটক, দাহক জ্বর, কুৎসিত পীড়া, বহুমূত্র, মূত্রকৃচ্ছ্র, দন্তশূল, অর্শ, ভগন্দর, অস্ত্রাঘাত এবং দহন।

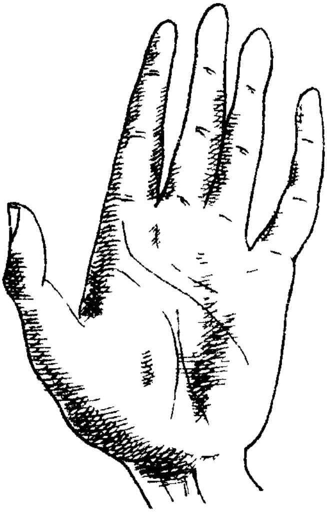
বুধ—ঘূর্ণরোগ, ক্ষিপ্ততা, শিরঃপীড়া, মৃগিরোগ, স্মৃতি ও বাক্‌শক্তিহীনতা, অস্ফুট বাক্য, বাক্‌রোধ, জিহ্বারোগ, অজীর্ণ এবং ছর্দ্দি।

বৃহস্পতি—শ্বাসযন্ত্রের রোগ, কাস, ছর্দ্দি, তালুর রোগ, কণ্ঠস্থ বেদনা, যকৃত এবং সন্যাস।

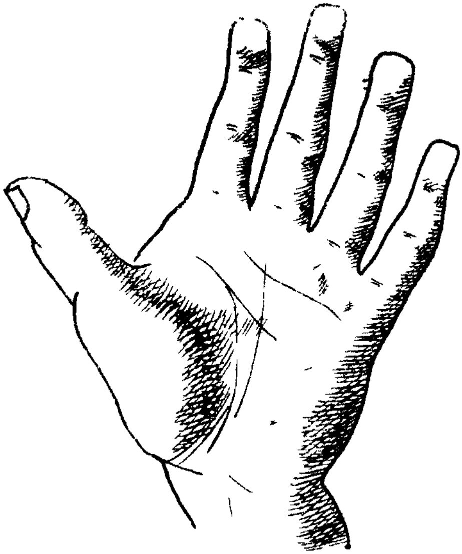
শুক্র—ধাতুর পীড়া, উপদংশ, বীর্য্যহীনতা, মূত্রকৃচ্ছ্র, বহুমূত্র, গর্ভাশয়ের রোগ এবং সমস্ত নিন্দনীয় পীড়া।

শনি—পদবিকলতা, বধিরতা, পক্ষাঘাত, প্লীহা, উদরী, বাত, শরীর কম্পন, শ্বাসরোগ, বায়ুরোগ এবং যক্ষা।

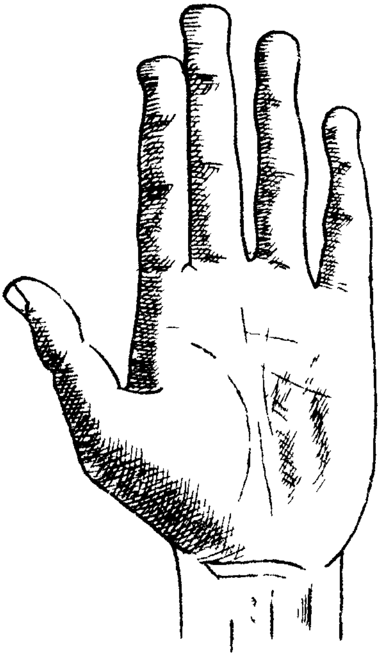
(ক্রমশঃ)



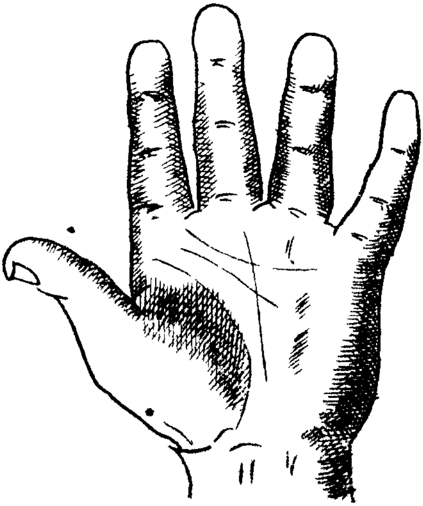
Pointed Hand
সূচ্যগ্র হস্ত।
১



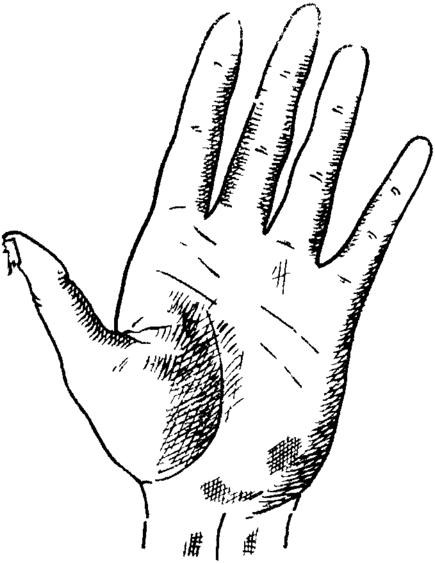
Square Hand
চতুষ্কোণ হস্ত।
২



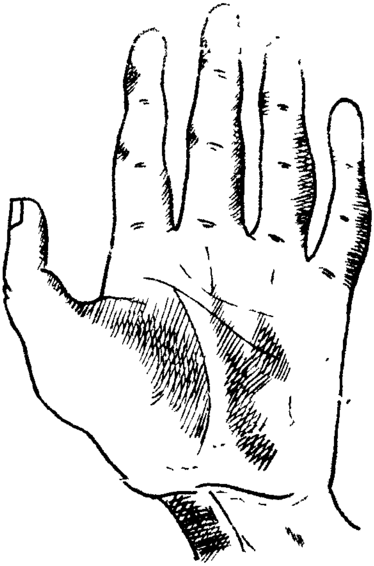
Spatulate Hand
স্থূলাগ্র হস্ত।



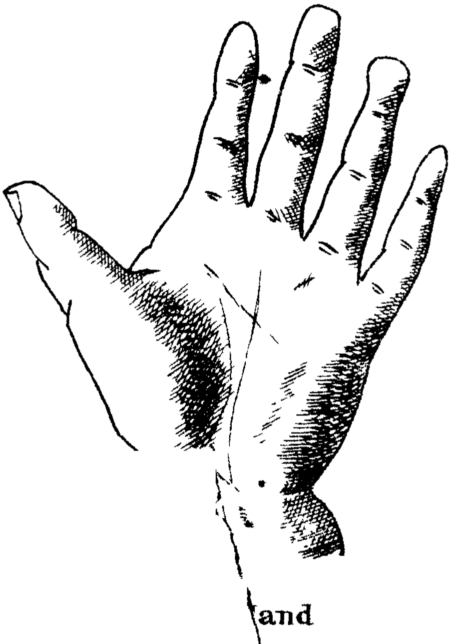
Elementary Hand
অপরিপুষ্ট হস্ত।



(Conic) Artistic Hand
(শুণ্ডাকার) শিল্পসূচক হস্ত।
৫

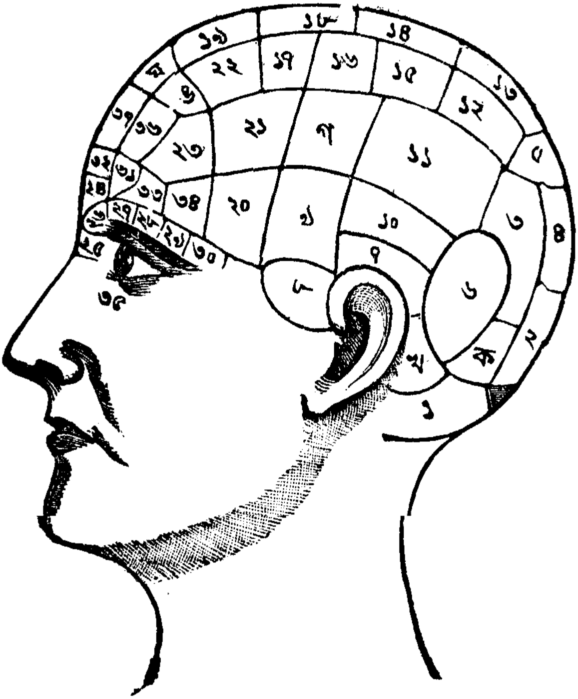


Philosophic Hand
বিচাব সূচক হস্ত
৬



and

শিরোবিজ্ঞান।



চিত্র—১।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জনস্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)

১৩। আত্মাভিমান (Self-Esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ ক্ষমতা (Constructiveness.)

২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২। অনুকরণ (Imitation.

২৩। রহস্য প্রিয়তা (Mirthfulness.)

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time.)

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)

৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা জ্ঞান (Comparision.)

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)

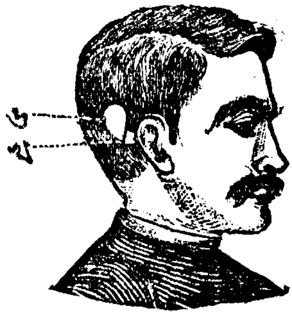
ঙ। মিষ্টভাষিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তাঁহার স্ত্রী ক্রুদ্ধা হইয়া বলেন, 'এরূপ পতি থাকা অপেক্ষা বিধবা হওয়া ভাল।' এই কথা শুনিবামাত্র শ্যামলাল বাবু লম্ফ দিয়া বাটী হইতে নিষ্ক্রান্ত হইলেন এবং বাটীর সন্নিহিত এক বৃক্ষের উপর আরোহণ করিয়া গল দেশে রজ্জু প্রদানপূর্ব্বক ঝুলিয়া পড়িলেন ও অগৌণে প্রাণত্যাগ করিলেন।

চিত্র—নং ৫



"৬" চিহ্নিত স্থান সাহসিকতা সূচক।

সাহসিকতা।

সাবধানতা স্থানের (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) নিম্নে সাহসিকতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৬)।

অতি উচ্চ। সাহসিকতার স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক সতত সর্ব্ব স্থানে বীরত্ব, বিক্রম ও সাহস প্রকাশকারী হয়। ইহারা কামানের মুখে স্থির থাকিতে সমর্থ, বিপদ-সঙ্কুল স্থানে অগ্রগামী, কঠোর পরিশ্রমে অকাতর, জয়লাভে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, দুঃসাহসিক কার্য্যে অগ্রবর্ত্তী এবং গমন-পথে সৈন্যগণের পথ-প্রদর্শক হইয়া থাকে।

সাহসিকতা স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) পূর্ণ (Full) হইলে জাতক সতত ক্রুদ্ধ এবং বিবেচনা বহির্ভূত সাহসী ও পরিশ্রমী হয়।

সাহসিকতা স্থানের সহিত গোপন রাখিবার ক্ষমতা (চিত্র—১, চিহ্ন--১০) ও যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) নিম্ন হইলে জাতক সাধারণের অপ্রিয়, সকলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যকারী, সুরাপায়ী, কুসংসর্গ-লিপ্ত, দুর্দ্দান্ত, উগ্র-প্রকৃতিসম্পন্ন এবং হিতাহিত-জ্ঞানশূণ্য হইয়া থাকে।

উচ্চ। সাহসিকতার স্থান উচ্চ হইলে জাতক সাহসী, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ, নির্ভীক-হৃদয়, পরাক্রান্ত, মানসিক বলশালী, তার্কিক এবং প্রত্যুৎপন্নমতিবিশিষ্ট হয়।

সাহসিকতা স্থানের সহিত অপত্য-স্নেহের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—২) উচ্চ হইলে, জাতক অপরের সন্তানকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় দর্শন করে।

সাহসিকতা স্থানের সহিত জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তার স্থান (চিত্র—৪, চিহ্ন—৪) উচ্চ হইলে জাতক স্বদেশ রক্ষার নিমিত্ত প্রাণপণ চেষ্টা করে।

সাহসিকতা স্থানের সহিত দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (চিত্র—৫, চিহ্ন—খ) ও সংহারপ্রিয়তার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৭) উচ্চ হইলে জাতক আত্ম-জীবনের আশা পরিত্যাগ পূর্ব্বক অপরের প্রাণ রক্ষা করে।

সাহসিকতা স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৯) উচ্চ হইলে জাতক বিষয়-সম্পত্তির শ্রীবৃদ্ধি করিতে চেষ্টা করে।

সাহসিকতা স্থানের সহিত যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) উচ্চ হইলে জাতক কোনও প্রকারে অপমানিত হইলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিশোধ প্রদান করিয়া থাকে।

সাহসিকতা স্থানের সহিত বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) উচ্চ হইলে জাতক স্বীয় বন্ধুর কোনওরূপ নিন্দা শ্রবণ করিলে তৎক্ষণাৎ তাহার প্রতিবাদ করে।

সাহসিকতা স্থানের সহিত আত্মাভিমানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) উচ্চ হইলে জাতক আপনার মান-সম্ভ্রম আপনিই রক্ষা করিয়া থাকে।

সাহসিকতা স্থানের সহিত বন্ধুত্ব (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) ও বদান্য-তার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) উচ্চ এবং আত্মাভিমানের স্থান

(চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) নিম্ন হইলে জাতক আপনার কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া বন্ধুর কার্য্যে সাহায্য করে।

সাহসিকতা স্থানের সহিত ন্যায়পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) উচ্চ হইলে, জাতক সত্যের পক্ষপাতী এবং অন্যায়ের বিরোধী হইয়া থাকে।

পূর্ণ। সাহসিকতার স্থান পূর্ণ হইলে জাতক বাহ্যিকদম্ভরূপ প্রদর্শনকারী এবং ন্যায়ের পক্ষ ও পাপের বিপক্ষ হইয়া থাকে। ইহার সহিত দৃঢ়তার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৪) উচ্চ হইলে, জাতক কোনও বিষয়ে গোলযোগ উপস্থিত হইলে, তৎসম্বন্ধে বিবাদ না করিয়া নিষ্পত্তি ভালবাসে।

সাধারণ। সাহসিকতার স্থান সাধারণ হইলে জাতক অল্প সাহসী হইয়া থাকে। ইহার সহিত যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) উচ্চ এবং অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৯) নিম্ন হইলে, জাতক স্বীয় চরিত্র বিশুদ্ধ রাখিতে সমর্থ হয়, কিন্তু বিষয়-সম্পত্তি রক্ষা করিতে তাদৃশ মনোযোগী হয় না।

সাহসিকতা স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) উচ্চ হইলে, জাতক আপনাকে অতিশয় সাহসী বলিয়া বীরত্ব প্রকাশ করিয়া থাকে, কিন্তু বিপদ কালে অদৃশ্য হয়; কিন্তু যদ্যপি সাবধানতার স্থান নিম্ন হয়, তাহা হইলে জাতক কাহারও কর্ত্তৃক প্রতারিত হইলে ক্রুদ্ধ হইয়া থাকে, কিন্তু যদ্যপি কেহ অসাবধানতা বশতঃ অনিষ্ট করে, তাহা হইলে তাহা সহ্য করিয়া থাকে।

সাহসিকতা স্থানের সহিত অপত্য-স্নেহের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—২) অতিশয় উচ্চ এবং বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) সাধারণ হইলে জাতক স্বীয় সন্তানগণের উপর কেহ অত্যাচার করিলে, ভীষণ প্রকোপে তাহার প্রতিশোধ প্রদান করে, কিন্তু বন্ধুগণের কেহ অনিষ্ট করিলে তদ্বিষয়ে নিশ্চেষ্ট থাকে।

নিম্ন। সাহসিকতার স্থান নিম্ন হইলে জাতক কার্য্যে অপটু, আত্ম-বিশ্বাস-বিহীন, অতিশয় নিরীহ, অল্প বুদ্ধিসম্পন্ন এবং সহজে সন্তুষ্ট হয়। ইহার সহিত সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) উচ্চ হইলে, জাতক অত্যাচার-পীড়িত ও পর-সাহায্য-প্রার্থী হয়।

অতি নিম্ন। সাহসিকতার স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে জাতক একেবারে উৎসাহ বিহীন হয়।

দৃষ্টান্ত। রমেশ বাবুর মস্তকে সাহসিকতার স্থান উচ্চ থাকায় ইনি অতিশয় সাহসী ছিলেন। বিপজ্জনক বোধে যে কার্য্যে অগ্রসর হইতে কেহই সাহসী হইত না, সেই কার্য্যে সাগ্রহে প্রবৃত্ত হইতে তাঁহার বিশেষ আনন্দ বোধ হইত। রাত্রিকালে ভূতের আশঙ্কায় যে ভগ্ন বাটীর নিকট দিয়া একটী মনুষ্যও গমনাগমন করিত না, রমেশ বাবু গভীর নিশীথে সেই ভগ্ন বাটীতে গিয়া সঙ্গীতালাপ করিতেন। যেখানে বিবাদ কলহ—তিনি সেই স্থানেই অগ্রে গিয়া উপস্থিত হইতেন। সাধারণে ইহাঁকে যমের ন্যায় ভয় করিত। একদিন ইনি কোনও আত্মীয়ের বাটী গিয়াছিলেন এবং সেই রাত্রি তথায় যাপন করেন। মধ্য রাত্রে কি এক অস্পষ্ট পদ শব্দে তাঁহার নিদ্রা ভঙ্গ হয়। সন্দিগ্ধ হইয়া, ঈষৎ দ্বার উন্মুক্ত পূর্ব্বক অল্প জ্যোৎস্নালোকে কৃষ্ণবর্ণ, বলীষ্ঠ, দীর্ঘকেশবিশিষ্ট, সশস্ত্র দুইটী মনুষ্য মূর্ত্তি অন্য এক প্রকোষ্ঠে প্রবিষ্ট হইতে দেখিলেন। দেখিবামাত্র, দস্যুগণকে ধৃত করিবার মানসে রমেশ বাবু অকুতোভয়ে, সিংহ বিক্রমে—এক লম্ফ প্রদান পূর্ব্বক পশ্চাদ্ভাগ হইতে প্রথম দস্যুকে ধরিয়া ফেলিলেন এবং তাহার অস্ত্র কাড়িয়া লইলেন। দ্বিতীয় দস্যু তাঁহাকে আক্রমণ করিবার পূর্ব্বেই, তিনি তাহাকে এরূপ সবলে পদাঘাত করিলেন যে অবিলম্বে সে ধরাশায়ী হইল। ভীষণ শব্দ শুনিয়া বাটীর সকলেই জাগিয়া উঠিল। এবং অবিলম্বে দস্যুদ্বয় বন্দী অবস্থায় পুলিশে প্রেরিত হইল। রমেশ বাবু এতাদৃশ সাহসী হইলেও তিনি সাধারণের অপ্রিয় ছিলেন, ইনি অতিশয় দুর্দ্দান্ত এবং উগ্র প্রকৃতিবিশিষ্ট ছিলেন; অপিচ ইনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়া অত্যাচার করিতেন, সতত কুসংসর্গে বেড়াইতেন এবং সকলকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করিয়া থাকিতেন। বস্তুতঃ ইহাঁর হিতাহিত জ্ঞান বড়ই অল্প ছিল। ইহার কারণ, তাঁহার মস্তকে সাহসিকতা স্থানের উচ্চতার সহিত গোপন রাখিবার ক্ষমতা এবং যশোলিপ্সার স্থান নিম্ন ছিল।

ধর্ম্মদাস বাবু সাহসী, দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং মানসিক বলে অতিশয় বলীয়ান্। ইনি যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হন, তাহা সমাধা না করিয়া কখনই ক্ষান্ত হন না। ইহাঁর বিশেষ গুণ এই, কেহ বিপদে পড়িলে, তিনি অতি দুঃসাহসিক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াও তাঁহার উদ্ধার সাধন করেন। ইহার কারণ, তাঁহার মস্তকে সাহসিকতার স্থান উচ্চ ছিল। ধর্ম্মদাস বাবু অতিশয় বান্ধবানুরাগী; বন্ধুগণ তাঁহার নিকট যাইলে তিনি যেরূপ তাঁহাদের সমাদর করেন, সেইরূপ তাঁহাদের কেহ নিন্দা করিলে তিনি কোপে প্রজ্জ্বলিত হইয়া উঠেন। একবার

কোনও নীচান্তঃকরণ ব্যক্তি, তাঁহার কোনও বিশ্বস্থ বন্ধুর নিন্দা, তাঁহার সম্মুখে করেন। ইহাতে ধর্ম্মদাস বাবু এরূপ বিরক্ত ও ক্রুদ্ধ হন, যে তৎক্ষণাৎ তাহাকে পদাঘাত করিয়া গৃহ বহিষ্কৃত করিয়া দেন। ইহার কারণ, তাঁহার মস্তকে সাহসিকতা স্থানের উচ্চতার সহিত বন্ধুত্বের স্থান উচ্চ ছিল। শিষ্টেরা যেরূপ ধর্ম্মদাস বাবুকে ভাল বাসিতেন, দুষ্টেরা তদনুরূপ তাঁহাকে ভয় করিত, কারণ ইনি সত্যের পক্ষপাতী এবং অন্যায়ের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মস্তকে সাহসিকতার স্থান উচ্চ ও তাহার সহিত ন্যায়পরতার স্থান সমোচ্চ ব্যতীত ইহার কারণ আর কিছুই নহে।

রাজকুমার বাবুর ন্যায় ভীরু অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। সমূহ ক্ষতি হইলেও ইনি কাহারও সহিত কদাচ বিবাদে প্রবৃত্ত হইতেন না। সতত একা থাকিতে অথবা দুই এক জন বিশেষ পরিচিত বন্ধু বান্ধবগণের সহিত কথাবার্ত্তা কহিতে ভাল বাসিতেন। অপরিচিত ব্যক্তির নিকট হঠাৎ যাইতে তাঁহার সাহস হইত না। রাত্রিকালে প্রাণান্তে রাজকুমার বাবু বাটীর বহির্গত হইতেন না। একদিন রাত্রিকালে, জানালা দিয়া, একটা বিড়াল তাঁহার শয্যায় লাফাইয়া পড়ায় তিনি ভয়-বিহ্বল হইয়া এরূপ চীৎকার করিয়া উঠেন, যে, প্রতিবাসীরা পর্য্যন্ত বিশেষ বিপদ আশঙ্কা করিয়া তাঁহার বাটীতে ছুটিয়া আসেন। সে পর্য্যন্ত তিনি আর কখনও একা শয়ন করিতেন না। ইহাঁর আত্ম-বিশ্বাস অতিশয় অল্প ছিল এবং কোনও কার্য্যে ইনি নিপুণ ছিলেন না। ইহার কারণ, রাজকুমার বাবুর মস্তকে সাহসিকতার স্থান অতিশয় নিম্ন ছিল।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

তিল চিহ্ন।

গ্রহগণের বলানুসারে মানব দেহে নানা বর্ণের তিলচিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। শনির বলাধীনে যে তিলচিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণ কৃষ্ণ, বৃহস্পতির বলাধীনে যে তিলচিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণ বেগুনিয়া ও পিঙ্গল বর্ণ মিশ্রিত, রবির বলাধীনে যে তিলচিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণ পীত, শুক্রের বলাধীনে যে তিলচিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণ পিঙ্গল এবং বুধের বলাধীনে যে তিলচিহ্ন উৎপন্ন হয়, তাহার বর্ণ তাম্রবর্ণবিশিষ্ট হয়। মুখমণ্ডল ও অন্যান্য অবয়বের কোন্ স্থানে কিরূপ তিলচিহ্ন থাকিলে, কিরূপ ফল হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরিভাগে শনির রেখার (চিত্র—১, চিহ্ন—১) উপরে একটী কৃষ্ণবর্ণ তিলচিহ্ন থাকিলে, আর একটী কৃষ্ণবর্ণ তিলচিহ্ন বক্ষঃস্থলের দক্ষিণ দিকে দেখিতে পাওয়া যায়।

যদ্যপি উক্ত তিলচিহ্ন পীতবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক কৃষি-বৃত্তি বা গৃহ-নির্ম্মেতার কার্য্য অবলম্বন করিয়া বিশেষ ধনবান হয়।

যদ্যপি উক্ত তিলচিহ্ন রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক সাহসিক কর্ম্ম এবং সচ্চরিত্রতার দ্বারা আজীবন অর্থোপার্জ্জন করিতে সমর্থ হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন বেগুনিয়া বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক কোন সম্ভ্রান্ত এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির বিষয়ের অধ্যক্ষ-পদে নিযুক্ত হইয়া ধনোপায় করে।

শনির রেখা কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হইলে, জাতক নানা কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া ধনবান হইতে পারে না।

কোন স্ত্রীলোকের ললাটে শনিরেখার উপরে কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত যে কোন বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা কাহারও অর্থ বা বিষয়ের অধিকার প্রাপ্ত হয়। যদ্যপি এই তিল চিহ্নদ্বয় কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতিকার অল্প আয়ু হইয়া থাকে।

একটী কৃষ্ণবর্ণ তিল চিহ্ন কপালে শনিরেখার বাম পার্শ্বে থাকিলে আর একটী কৃষ্ণবর্ণ তিল চিহ্ন পৃষ্ঠের বাম পার্শ্বে দেখা যায় এবং এইরূপ চিহ্ন-বিশিষ্ট জাতক দুর্ভাগ্য ও কারারুদ্ধ হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন পীতবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক আর্থিক ও মানসিক কষ্ট পাইয়া থাকে।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক শত্রুর সহিত বাদ-বিসংবাদ করিয়া সবিশেষ মানসিক কষ্ট প্রাপ্ত হয়।

কোন স্ত্রীলোকের ললাটে একটী কৃষ্ণবর্ণ তিল চিহ্ন শনিরেখার বাম পার্শ্বে থাকিলে, জাতিকা বিধবা হয় ও স্বদেশ পরিত্যাগ পূর্ব্বক বিদেশে বাস করিয়া থাকে।

একটী কৃষ্ণবর্ণ তিল চিহ্ন কপালে শনিরেখার মধ্যস্থলে থাকিলে আর একটী কৃষ্ণবর্ণ তিল চিহ্ন উদরের মধ্যস্থলে দেখা যায় এবং এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক দুর্ভাগ্য ও স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক মানসিক কষ্ট প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক সৌভাগ্য-শালী হইয়া থাকে।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন হরিদ্রা বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক সুখী হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন উচ্চ এবং ঈষৎ নীলবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক কোনও স্ত্রীলোকের ভালবাসা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

কোনও স্ত্রীলোকের ললাটে শনিরেখার মধ্যস্থলে যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা বিলাসিনী হয় এবং আপন দোষে পুরুষ কর্ত্তৃক মনোকষ্ট পাইয়া থাকে।

একটী যে কোনও বর্ণের তিল চিহ্ন, শনির নিম্নস্থ বৃহস্পতির রেখার (চিত্র—১, চিহ্ন—২) উপর থাকিলে আর একটী ঐরূপ তিল চিহ্ন উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে (লিভারের উপর) দেখিতে পাওয়া যায় এবং এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক দীর্ঘায়ু হয় ও বিবাহ করিয়া ভূমি ও অর্থ লাভ করে।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক বিবাহ সম্বন্ধে সুখী হইতে পারে না।

কোনও স্ত্রীলোকের ললাটে, শনির নিম্নস্থ বৃহস্পতির রেখার উপরে,

যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা ধনবতী ও যাবজ্জীবন সুখী হয়।

যদ্যপি একটী বেগুনিয়া বর্ণের তিল চিহ্ন কপালের বামদিকে, বৃহস্পতির রেখার উপর থাকে, তাহা হইলে জাতক পার্থিব সুখ সম্ভোগে রত হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন হরিদ্রা বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক পার্থিব সুখ সম্ভোগে বিশেষ আসক্ত হয় না।

কোনও স্ত্রীলোকের ললাটের বাম পার্শ্বে বৃহস্পতি রেখার উপর যদ্যপি একটী কৃষ্ণবর্ণ তিল চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা হইলে জাতিকা মান সম্ভ্রম রক্ষা করিতে অসমর্থা হয়।

যদ্যপি কপালের উপর বৃহস্পতির রেখার মধ্যস্থলে একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতকের বক্ষঃস্থলের মধ্যস্থলেও আর একটী তিল চিহ্ন লক্ষিত হয় এবং এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক খিট খিটে স্বভাব সম্পন্ন হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক জীবনের মধ্যে কোন বিষয়েই কৃতকার্য্য হয় না।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন উচ্চ এবং নীলবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক ভাগ্যবান হইয়া থাকে।

কোনও স্ত্রীলোকের ললাটে বৃহস্পতি রেখার মধ্যস্থলে কৃষ্ণবর্ণ তিল চিহ্ন থাকিলে জাতিকা বুদ্ধিহীনা, আলস্য-পরতন্ত্রা এবং বিবাদপ্রিয়া হয়।

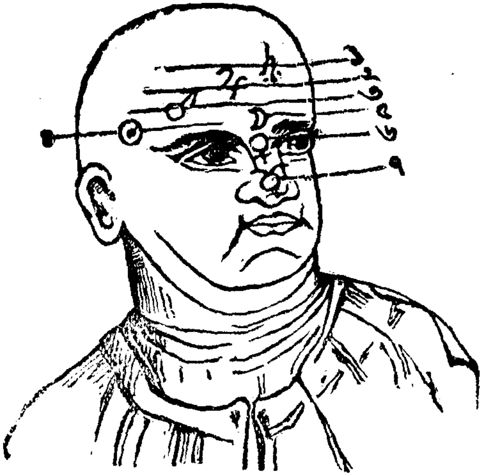
একটী রক্তিমবর্ণ তিল চিহ্ন যদ্যপি বৃহস্পতি রেখার নিম্নস্থ মঙ্গলের রেখায় (চিত্র—১, চিহ্ন—৩) উপর থাকে, তাহা হইলে জাতক যুদ্ধ-বিদ্যায় পারদর্শী হইয়া যশোলাভ করিয়া থাকে।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন তাম্রবর্ণ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক গো, মেষ, মহিষাদির ব্যবসা অবলম্বন করিয়া প্রচুর ধনলাভ করিতে সমর্থ হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক বন্য-পশুর আক্রমণে বিপদগ্রস্ত হইয়া থাকে।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন অল্প রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক অগ্নির সাহায্যে যে সকল দ্রব্য প্রস্তুত হয়, তাহার ব্যবসা অবলম্বন করিয়া সৌভাগ্যশালী হয়। (ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

(উপজীবিকা।)

রবি—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক ভূপতি অথবা রাজ্য, নগর, গ্রাম বা সমাজের প্রধান কিংবা কোন ক্ষমতাবান ব্যক্তির বিশ্বাসপাত্র বা প্রতিনিধি হয়।

যদ্যপি রবি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক স্বর্ণকার, কাংস্যবণিক বা সামান্য নগর-রক্ষক হইয়া থাকে।

চন্দ্র—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক সামাজিক কোনও কার্য্যে নিযুক্ত, সাধারণের পরিচর্য্যারত, জলপথে বাণিজ্যকারী অথবা শ্রেষ্ঠ নাবিক হয়।

যদ্যপি চন্দ্র প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক সামান্য ব্যবসায়ী, পত্রবাহক, ক্ষুদ্র নাবিক, রজক, ধীবর, শঙ্খবণিক প্রভৃতি ক্ষুদ্র কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া থাকে।

মঙ্গল—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক নৃপতি, সেনাপতি, রসায়নবেত্তা, অস্ত্র-চিকিৎসক, অট্টালিকাদি নির্ম্মাণকারী (Engineer) অথবা ভূমিজীবী (জমীদার) হয়।

যদ্যপি মঙ্গল প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক ক্ষৌরকার, কর্ম্মকার, সূপকার, কারাগার-রক্ষক, দ্বারপাল, শান্তি-রক্ষক, তস্কর বা ডাকাইত হইয়া থাকে।

বুধ—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক সুলেখক, সুবক্তা, পুস্তক-বিক্রেতা, শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, বিদ্যালয়ের অধ্যাপক, উকীল, ঔষধ-বিক্রেতা, জ্যোতির্ব্বেত্তা, বেতনভোগী কর্ম্মচারী অথবা বাণিজ্যকারী হয়।

যদ্যপি বুধ প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক লেখনী বা সূচী-জীবী, মুদ্রাকর, পত্রবাহক, বাজীকর, ভৃত্য, দূত, সুদ-ব্যবসায়ী বা তস্কর হইয়া থাকে।

বৃহস্পতি—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক ধর্ম্ম-ব্যবসায়ী, রাজমন্ত্রী, বিচারক, দণ্ড-প্রণেতা, মধ্যস্থ অথবা ব্যবস্থাজীবী হয়।

যদ্যপি বৃহস্পতি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক বিদূষক, ভণ্ড, আদালতের সামান্য ভৃত্য এবং মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদানকারী হইয়া থাকে।

শুক্র—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক শাস্ত্র-ব্যবসায়ী, সুকবি, গায়ক, বস্ত্র বা রত্ন-ব্যবসায়ী, চিত্রকর অথবা রঙ্গভূমির অধ্যক্ষ হয়।

যদ্যপি শুক্র প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক মালাকার, ঘটক, অভিনেতা, বসন ভূষণ বা চিত্র বিক্রেতা, গন্ধবণিক, মদ্য-ব্যবসায়ী বা রমণদূত হইয়া থাকে।

শনি—জন্মকালে অনুকূল হইলে জাতক নৃপতি, উর্ণা ও কাষ্ঠ ব্যবসায়ী, কৃষি অথবা খনির অধিপতি হয়।

যদ্যপি শনি প্রতিকূল হয়, তাহা হইলে জাতক ভারবাহক, শকটবান, পশুরক্ষক, কুম্ভকার, ভূমিখননকারী, ভৃত্য, ডোম বা চণ্ডাল হইয়া থাকে।

(পশু পক্ষী ও উদ্ভিদ্।)

নিম্নলিখিত পশু পক্ষী ও উদ্ভিদ্ গ্রহগণের প্রিয়।

পশু।

রবি। সিংহ, ব্যাঘ্র, অশ্ব, সবৎসাগাভী প্রভৃতি।

চন্দ্র। শ্বেতবর্ণ অশ্ব, বৃষ প্রভৃতি।

মঙ্গল। রক্তবর্ণ বৃষ, গণ্ডার, বৃক (নেকড়ে বাঘ), বনবরাহ, মেষ (মেড়া) প্রভৃতি।

বুধ। বানর, শৃগাল, কুক্কুর, কাঠবিড়াল, শশক প্রভৃতি।

বৃহস্পতি। হস্তী, কুরঙ্গ, গাভী প্রভৃতি।

শুক্র। শ্বেতবর্ণ অশ্ব, বৃষ, মেষ, ছাগ প্রভৃতি।

শনি। উষ্ট্র, মহিষ, গর্দ্দভ ইত্যাদি।

পক্ষী।

রবি। শ্যেন প্রভৃতি।

চন্দ্র। শ্বেত পেচক, হংস, বক ও অপরাপর জলচর পক্ষী।

মঙ্গল। বাজ, চীল প্রভৃতি শিকারী পক্ষী।

বুধ। খঞ্জন, ময়না, শালিক, হাঁড়িচাচা এবং শুক জাতীয় পক্ষী প্রভৃতি।

বৃহস্পতি। সারস, বাজ, পীতবর্ণ শুক, শঙ্কর চিল, চাতক প্রভৃতি।

শুক্র। কপোত, ঘুঘু, চড়াই এবং সুস্বরবিশিষ্ট পক্ষিগণ।

শনি। হাড়গিল্লা, গৃধ্র (শকুনি), বাদুড় প্রভৃতি।

☞ কচ্ছপ, সর্প এবং বড় জাতীয় ভেক শনির প্রিয়।

উদ্ভিদ্।

রবি। আকন্দ, শতদল, সূর্য্যমুখী, লজ্জাবতী, গোধূম, গাঁদা, আর্দ্রক (আদা), নিম্ব, চিরতা, নালিতা, কুষ্ঠ (কুড় গাছ) প্রভৃতি।

চন্দ্র। পলাশ, ক্ষীরুই, কুমুদ, এক বৎসর স্থায়ী কুষ্মাণ্ড প্রভৃতি লতা, কদলী প্রভৃতি ক্ষার বৃক্ষ প্রভৃতি।

মঙ্গল। খদির, হরিদ্রা, মসূর, কলাই, পিপুল, মরিচ, লঙ্কা, করবীর, অনন্তমূল, গোয়ালপাতা প্রভৃতি।

বুধ। অপামার্গ (আপাঙ্গ), পিয়ঙ্গু (পিপুল), অগুরু চন্দন, লতা ও কন্দ, মান, ওল, বচ, ঝিণ্টী (ঝাঁটী) প্রভৃতি।

বৃহস্পতি। অশ্বত্থ, বট, আম্র, কাঁটাল, নারিকেল, বাদাম, হরীতকী, বামুনহাটী, পীতবর্ণ ধান্য, তুলসী, কুঙ্কুম এবং পর্ব্বতীয় গন্ধৌষধি প্রভৃতি।

শুক্র। উড়ুম্ব (যজ্ঞডুম্বুর), তমাল, চম্পক, গুবাক, আমলকী, মেদী, দারুচিনি, কাবাবচিনি, পান, এলাচী গন্ধপুষ্প প্রভৃতি।

শনি। শমী (সাঁই), শাল, সেগুণ, বেড়েলা, তাল, খর্জ্জুর এবং সমস্ত বিষাক্ত তরু ও লতা।

(রত্ন।)

গ্রহগণের প্রীতি সাধনের নিমিত্ত নিম্নলিখিত রত্ন প্রশস্ত ;—

১। রবি—মাণিক্য	৫। বৃহস্পতি—পুষ্পরাগ
২। চন্দ্র—মুক্তা	৬। শুক্র—হীরক
৩। মঙ্গল—প্রবাল	৭। শনি—ইন্দ্রনীল
৪। বুধ—মরকত	৮। রাহু—গোমেদক

৯। কেতু—বৈদূর্য্য মণি।

গ্রহগণের শান্তির নিমিত্ত নিম্নলিখিত রত্ন প্রশস্ত ;—

১। রবি—বৈদূর্য্যমণি	৫। বৃহস্পতি—মুক্তা
২। চন্দ্র—নীলকান্তমণি	৬। শুক্র—হীরক
৩। মঙ্গল—মাণিক্য	৭। শনি—ইন্দ্রনীল
৪। বুধ—পুষ্পরাগ	৮। রাহু—গোমেদক

৯। কেতু—মরকত।

অন্যত্র।

বৈদূর্য্যং বিগুণে সূর্য্যে নীলঞ্চ শশলাঞ্ছনে
প্রবালং ভূমিপুত্রে চ পদ্মরাগং শশাঙ্কজে।
গুরৌ মুক্তাং ভৃগৌবজ্রমিন্দ্রনীলং শনৈশ্চরে
রাহৌগোমেদকং ধার্য্যং কেতৌমরকতং তথা॥

নিম্নলিখিত রত্ন ধারণে গ্রহগণের অশুভ-দৃষ্ট দূর হইয়া সন্তোষ সাধিত হইয়া থাকে ;—

(১) রবির বৈদূর্য্যমণি (২) চন্দ্রের ইন্দ্রনীল (৩) মঙ্গলের প্রবাল (৪) বুধের পদ্মরাগ (৫) বৃহস্পতির মুক্তা (৬) শুক্রের হীরক (৭) শনির ইন্দ্রনীল (৮) রাহুর গোমেদক (৯) কেতুর মরকত (পান্না)।

(ধাতু।)

নিম্নলিখিত ধাতু গ্রহগণের প্রিয় :—

১। রবি—তাম্র।
২। চন্দ্র—রৌপ্য।
৩। মঙ্গল—স্বর্ণ ও তাম্র।
৪। বুধ—পারদ, স্বুবর্ণ ও কাংস্য।
৫। বৃহস্পতি—স্বর্ণ, দস্তা, গন্ধক ও হরিতাল।
৬। শুক্র—রৌপ্য ও রঙ্গ।
৭। শনি—সীসক ও লৌহ।

এতদ্ব্যতীত চন্দ্রের শঙ্খ, মঙ্গলের মনঃশিলা ও গৌরিক, রাহুর দূর্ব্বা ও চন্দন এবং কেতুর কুশ ও কর্পূর প্রভৃতি দ্রব্য প্রিয়।

অন্যত্র।

সূর্য্যাদি দোষ শান্ত্যৈধার্য্যাণিভুজেন তাম্রশঙ্খৌ চ।
বিদ্রুম কাঞ্চনমুক্তা রজত ত্রিপু লৌহরাজপট্টানি॥

গ্রহগণের শান্তির নিমিত্ত নিম্নলিখিত ধাতু ও অন্যান্য দ্রব্য বাহু মূলে ধারণ প্রশস্ত।—

(১) রবির তাম্র (২) চন্দ্রের শঙ্খ (৩) মঙ্গলের প্রবাল (৪) বুধের কাঞ্চন (৫) বৃহস্পতির মুক্তা (৬) শুক্রের রজত (৭) শনির সীসক (৮) রাহুর লৌহ (৯) কেতুর রাজপট্ট (রায়িয়াটি প্রস্তর)।

(ঔষধি।)

মূলং ধার্য্যং ত্রিশূল্যাঃ সবিতরি বিগুণে ক্ষীরিকামূলমিন্দৌ।
জিহ্বাহে ভূমিপুত্রে রজনিকরসুতে বৃদ্ধাদারাস্যমূলং॥
ভার্গ্যা জীবেহথ শুক্রে ভবতি শুভকরং সিংহপুচ্ছস্য মূলং।
বাট্যলঙ্কার্কপুত্রে তম সিমলয়জং কেতুদোষেহশ্বগন্ধং॥

গ্রহগণের কুদৃষ্টি বশতঃ জাতক পীড়িত হইলে, নিম্নলিখিত ঔষধি দক্ষিণ বাহুতে ধারণে গ্রহ শান্তি এবং পীড়ার উপশম হয়।

(১) রবির বিল্ব মূল (২) চন্দ্রের ক্ষীরিকা মূল অর্থাৎ শশাগাছের শিকড় (৩) মঙ্গলের নাগজিহ্বালতামূল অর্থাৎ অনন্তমূল (৪) বুধের বৃদ্ধদারুমূল (৫) বৃহস্পতির ব্রাহ্মণষষ্ঠী অর্থাৎ বামনহাটী (৬) শুক্রের সিংহ পুচ্ছ (রাম বাসক) মূল (৭) শনির ব্যাটাল (শ্বেত বেলেড়া) মূল (৮) রাহুর চন্দনবৃক্ষমূল (৯) কেতুর অশ্বগন্ধ মূল।

(ধূ...)

নিম্নলিখিত ধূপ গ্রহগণের ...

(১) রবি—গুগ্গুল।
(২) চন্দ্র—সরল।
(৩) মঙ্গল—দেবদারু।
(৪) ...র ...মিশ্রিত দেবদারু।
(৫) বৃহ...
(৬) শুক্র—অগুরু।

শনি—কালাগুরু।

লগ্ন।

"রাশীনামুদয়ো লগ্নং।

রাশিগণের উদয়ের নাম লগ্ন। এক অহোরাত্র মধ্যে মেষাদি দ্বাদশ রাশি যথাক্রমে পূর্ব্বাকাশে উদয় হইয়া থাকে।

সূর্য্যোদয় কালে পূর্ব্বাকাশে যে লগ্নের উদয় হয়, তাহাকে উদয় লগ্ন এবং সূর্য্যাস্তকালে (পূর্ব্বাকাশে) যে লগ্নের উদয় হয়, তাহাকে অস্তলগ্ন কহে।

কোন রাশি বা লগ্নের পূর্ব্বাকাশে উদয় হওয়া অবধি, তৎপরবর্ত্তী লগ্নের উদয় না হওয়া পর্য্যন্ত যে সময়—তাহাকেই রাশির লগ্নমান কহে।

পৃথিবী, মেষাদি অচল নক্ষত্র পুঞ্জে নিরন্তর পরিভ্রমণ করিতেছে। পূর্ব্বাকাশে প্রথমে মেষ রাশিতে উদিত হইয়া পৃথিবী, ঊর্দ্ধগগনের সমসূত্রে অগ্রবর্ত্তী হইতে লাগিল। এক্ষণে বৃষরাশি যতক্ষণ না পূর্ব্ব গগনে উদিত হয় ও মেষ রাশি অতিক্রান্ত না হয়—তাহাই মেষ রাশির সীমা। মেষ রাশির উদয় হইতে বৃষ রাশির উদয় পর্য্যন্ত যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহাই মেষ রাশির লগ্নমান।

এইরূপে পৃথিবী, স্বীয় আহ্নিক গতি অনুসারে ক্রমে ক্রমে মেষাদি দ্বাদশ রাশি অতিক্রম করিয়া থাকে। ইহার আহ্নিক গতি ৬০ দণ্ড। সুতরাং এক রাশি অতিক্রম করিতে পৃথিবীর ৫ দণ্ড লাগে। এ কারণ প্রত্যেক রাশির লগ্নমান ৫ দণ্ড বলা যাইতে পারে। কিন্তু পৃথিবীর আকার সম্পূর্ণ গোল না হওয়ায় ও রাশি-চক্রের বক্রতা বশতঃ দ্বাদশ রাশির উদয় সকল প্রদেশে এক সময়ে হয় না। এ নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন স্থানে, ভিন্ন ভিন্ন রাশির ভিন্ন ভিন্ন লগ্নমান হইয়া থাকে। বঙ্গদেশের কয়েকটী প্রধান স্থানের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমানের তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হইল। *

১। কলিকাতা, মে[illegible] ও তৎসমরেখাস্থ পূর্ব্ব পশ্চিম প্রদেশ সমূহের অয়নাংশ শো[illegible] মান।—

		প.			দ.	প.	বি.
মে[illegible]		৭	৭	তুলা	৫	৩৫	২৬
বৃষ	৪	৩৯	৫০	বৃশ্চিক	৫	৪০	৫৭
মিথুন	৫	২৮	২০	ধনু	৫	১৭	৩৯
কর্কট	৫	৪১	২৬	মকর	৩	৫৭	২৬
সিংহ	৫	৩২	৫১	কুম্ভ	৪	৩২	৫৮
কন্যা	৫	২৯	২০	মীন	৩	৪৬	৫০

* ইহাও যে এক ভাবে সকল সময়েই থাকিবে, তাহা নহে। সূর্য্যের অয়ন গতি বশতঃ ইহার পরিবর্ত্তন ঘটিয়া থাকে। জ্যোতির্ব্বিদ্ পণ্ডিতেরা বলেন, ৬৬ বৎসর ৮ মাসে সূর্য্য এক অংশ বিষুব-রেখা হইতে সরিয়া যায়—এ নিমিত্ত দিবা ও রাত্রিমানের হ্রাসবৃদ্ধি হয়। বিশুদ্ধ পঞ্জিকা সমূহে লগ্নমানের পরিবর্ত্তন লিখিত থাকে। বস্তুতঃ প্রভেদ অতি অল্প মাত্র।

২। বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ, ঢাকা ও তৎসমসূত্র পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ প্রদেশ সমূহের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান।

	দ.	প.	বি.		দ.	প.	বি.
মেষ	৪	৬	৫০	তুলা	৪	৪৬	২৪
বৃষ	৪	৪৯	৪৭	বৃশ্চিক	৪	৪১	৩৫
মিথুন	৫	২৮	৪৯	ধনু	৫	১৭	২
কর্কট	৫	৪০	৩৫	মকর	৩	৫৭	৬
সিংহ	৫	৩৩	২২	কুম্ভ	৪	৪২	৪১
কন্যা	৫	২৯	৪০	মীন	৩	৪৭	২০

৩। মুরশিদাবাদ ও তৎসমসূত্র পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ প্রদেশ সমূহের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান।

	দ.	প.	বি.		দ.	প.	বি.
মেষ	৪	৬	৩১	তুলা	৫	৩৮	১৫
বৃষ	৪	৪৯	৩৩	বৃশ্চিক	৫	৪০	৪৮
মিথুন	৫	২৮	৪৬	ধনু	৫	৭	২০
কর্কট	৫	৪০	৪১	মকর	৫	৩৩	৪০
সিংহ	৫	৩৩	৩৩	কুম্ভ	৪	৫৫	৪৯
কন্যা	৫	৩০	০	মীন	৩	৪৬	৯

৪। চট্টগ্রাম ও তৎসমসূত্র পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ প্রদেশ সমূহের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান।

	দ.	প.	বি.		দ.	প.	বি.
মেষ	৪	৮	৪	তুলা	৫	৩৪	২০
বৃষ	৪	৪৯	৩	বৃশ্চিক	৫	৩৯	২৫
মিথুন	৫	২০	২২	ধনু	৫	১৬	৩২
কর্কট	৫	৫৯	৪০	মকর	৪	৩৫	২৬
সিংহ	৫	৩২	৪	কুম্ভ	৩	৫৮	১৮
কন্যা	৫	২৮	২০	মীন	৩	৪৭	৩৯

৫। রংপুর ও তৎসমসূত্র পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ প্রদেশ সমূহের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান।

	দ.	প.	বি.		দ.	প.	বি.
মেষ	৪	১	৩৬	তুলা	৫	৩১	২৭
বৃষ	৪	৪৬	২৮	বৃশ্চিক	৫	৪৭	৪৭
মিথুন	৫	২৯	৩৯	ধনু	৫	২৬	২৫
কর্কট	৫	৪৪	৩২	মকর	৪	৩১	২৬
সিংহ	৫	৩৬	৩১	কুম্ভ	৩	৫৬	৫
কন্যা	৫	৩৩	২০	মীন	৩	৪৯	৪০

৬। কুচবিহার ও তৎসমসূত্র পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ প্রদেশ সমূহের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান।

	দ.	প.	বি.		দ.	প.	বি.
মেষ	৪	৫৫	৫১	তুলা	৫	৩৮	১৬
বৃষ	৪	৪৫	৪১	বৃশ্চিক	৫	৪৮	৩৮
মিথুন	৫	২০	২১	ধনু	৫	২৯	২৮
কর্কট	৫	৪৫	৩০	মকর	৪	৩৫	২৬
সিংহ	৫	৪১	৪৭	কুম্ভ	৩	৫৯	৪০
কন্যা	৫	৩৮	২০	মীন	৩	৩	৪০

যে দেশে শিশুর জন্ম হয়, সেই দেশের সংশোধিত লগ্নমান অনুসারে কোষ্ঠি প্রস্তুত করিলে কোষ্ঠিফল বিশেষ সূক্ষ্ম হইয়া থাকে। হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ এবং ত্রিংশাংশ ও উক্ত শোধিত লগ্নমানের ন্যায় হওয়া কর্ত্তব্য। নিম্নে স্বদেশাধুনিক অয়নাংশ শোধিত হোরা, দ্রেক্কাণ, নবাংশ, দ্বাদশাংশ এবং ত্রিংশাংশ বিভাগ প্রদত্ত হইল।

হোরা।

রাশির নাম	লগ্নমান			হোরা			
	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.
মেষ	৪	৭	৭	২	৩	৩৩	৩০
বৃষ	৪	৪৯	৫০	২	২৪	৫৫	

(ক্রমশঃ)

১৬-তারকা চিহ্ন ....

১৭-চতুষ্কোণ চিহ্ন ....

১৮-বিন্দু চিহ্ন ....

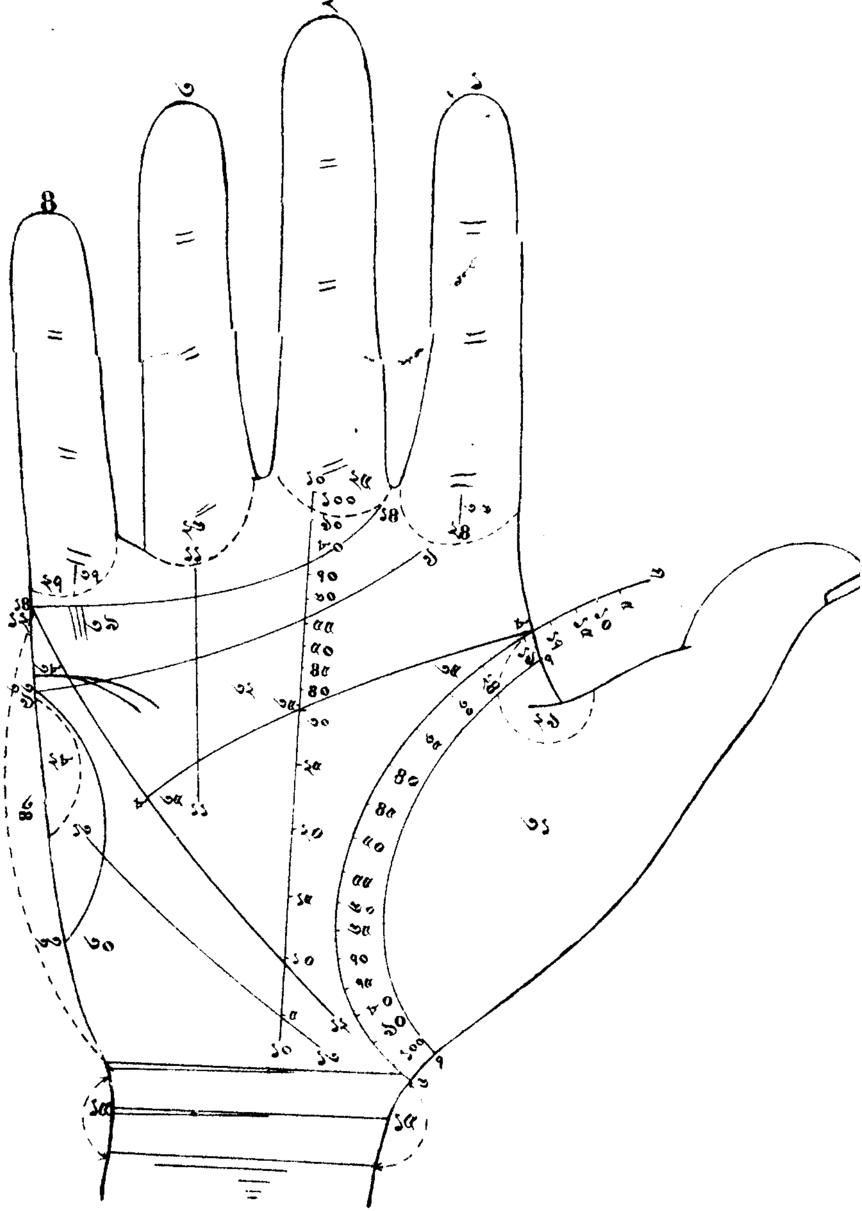
১৯-বৃত্ত চিহ্ন ....

২০-যবচিহ্ন ....

২১-ত্রিকোণ চিহ্ন ....

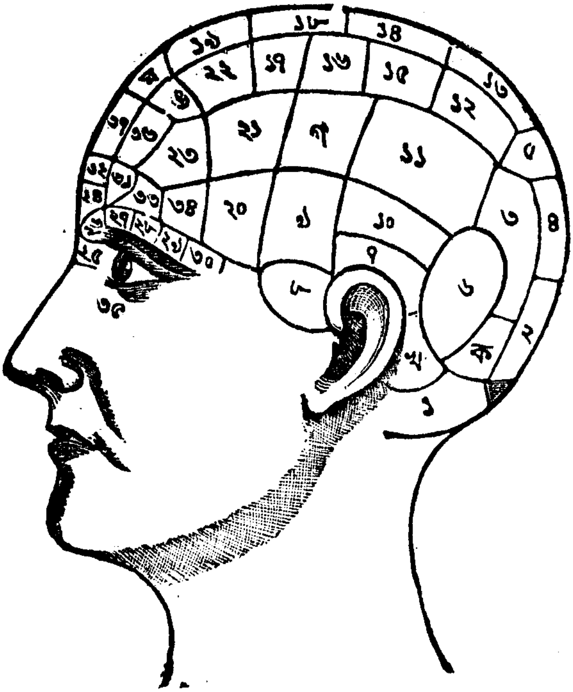
২২-ক্রশ বা ঢেরা চিহ্ন

২৩-জাল চিহ্ন ......



চিত্র - ১

শিরোবিজ্ঞান।



চিত্র—১।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জনস্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)

১৩। আত্মাভিমান (Self-Esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ ক্ষমতা (Constructiveness.)

২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২। অনুকরণ (Imitation.

২৩। রহস্য প্রিয়তা (Mirthfulness.)

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা। (Time.)

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)

৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা জ্ঞান (Comparision.)

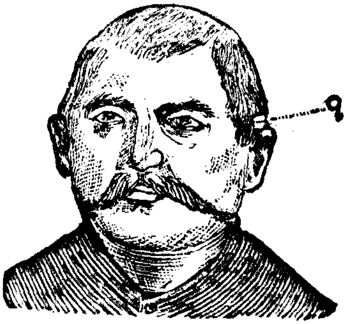
ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)

ঙ। মিষ্টভাষিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিত্র — নং ৬



"৭" চিহ্নিত স্থান সংহার-প্রিয়তা-সূচক।

সংহার-প্রিয়তা।

কর্ণের ঠিক উপরিভাগে সংহার-প্রিয়তার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৭)।

অতি উচ্চ। সংহার-প্রিয়তার স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে জাতক অতিশয় উদ্ধত এবং ভীষণ ক্রোধশালী হইয়া থাকে। ইহার সহিত সাহসিকতার স্থান (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) অতিশয় উচ্চ বা উচ্চ হইলে জাতক ক্রুদ্ধ সিংহের ন্যায় অমিত বিক্রমে বিপদ-সমুদ্রে ঝম্প প্রদান করে এবং গমনকালে সম্মুখবর্ত্তী প্রাণী বা দ্রব্যাদি ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন বা চূর্ণ-বিচূর্ণ করিয়া যায়। ইহারা সতত কর্কশ এবং বিরক্তভাবাপন্ন হইয়া থাকে।

সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত সাহসিকতা (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬), দৃঢ়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৪), আত্মাভিমান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) এবং যশোলিপ্সার (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) স্থান উচ্চ হইলে, জাতক খিট্ খিটে স্বভাববিশিষ্ট এবং সাধারণের উপর অবজ্ঞাকারী হইয়া থাকে।

উচ্চ। সংহার-প্রিয়তার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ ও

উৎসাহশীল হয়। ইহার সহিত দৃঢ়তার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৪) উচ্চ হইলে, জাতক যে কোন প্রকারে হউক, আপনার মত বজায় রাখিতে যত্নবান হয়।

যদ্যপি সাহসিকতার স্থান, সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক কর্কশ স্বভাবসম্পন্ন, অসভ্য এবং অত্যাচারী হইয়া থাকে।

সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহা (চিত্র—১, চিহ্ন—৯) এবং ন্যায়পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) উচ্চ হইলে, জাতক কাহারও নিকট ঋণ-গ্রস্ত হইয়া থাকিতে ইচ্ছা করে না। যদ্যপি তাহার নিকট কেহ ঋণ গ্রহণ করিয়া পরিশোধ না করে, অথবা কোনও প্রকারে তাহার ক্ষতি করে, তাহা হইলে জাতক অতিশয় বিরক্ত হইয়া থাকে।

যদ্যপি যশোলিপ্সা (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) ও সাহসিকতার (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) স্থান, সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত সমোচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতকের কেহ মান হানি করিলে, জাতক তাহার প্রতি বিপক্ষতাচরণ করিয়া থাকে।

সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) উচ্চ হইলে, জাতক বন্ধুর প্রতি ক্রুদ্ধ হইলে মহা ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে।

যদ্যপি বদান্যতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) ও ন্যায়পরতার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) স্থান, সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত উচ্চ হয়, তাহা হইলে, জাতক কঠিন-হৃদয় হইলেও মধ্যে মধ্যে দয়া প্রকাশ করিয়া থাকে।

সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত তুলনা-জ্ঞান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৭) ও ভাষা-জ্ঞানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৫) উচ্চ হইলে, জাতক বিপক্ষের প্রতি তীব্র কটুভাষা প্রয়োগ করিয়া থাকে।

পূর্ণ। সংহার-প্রিয়তার স্থান পূর্ণ হইলে, জাতক মধ্যম রূপ কোপন-স্বভাববিশিষ্ট হইয়া থাকে। ইহার সহিত স্বার্থ-প্রবৃত্তি (Propensities) প্রকাশক স্থানগুলি * উচ্চ হইলে, জাতকের পাশব-বৃত্তি বলবান হয়।

* স্বার্থ প্রবৃত্তি প্রকাশক স্থান গুলি যথা ;—দীর্ঘজীবনে অভিলাষ (চিত্র—১, চিহ্ন—ধ) সাহসিকতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৬) সংহার প্রিয়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—৭) পেটুকতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৮) অর্জ্জনস্পৃহা (চিত্র—১, চিহ্ন—৯) এবং গোপন রাখিবার ক্ষমতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১০)।

সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত ধর্ম্ম-শক্তি (Moral Organs) প্রকাশক স্থান গুলি * উচ্চ হইলে, জাতক ধর্ম্মাসক্ত হয় এবং ধর্ম্ম সম্বন্ধে তর্ক-বিতর্ক উঠিলে শীঘ্র ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে।

বুদ্ধি-শক্তি (Intellectual Organs) প্রকাশক স্থান গুলি † সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত উচ্চ হইলে, জাতক বুদ্ধিমান এবং উৎসাহী হয়।

সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত সাহসিকতার স্থান নিম্ন হইলে, জাতক শান্ত-স্বভাবসম্পন্ন হয়, কিন্তু ক্রুদ্ধ হইলে, কর্কশ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠে।

আত্মাভিমানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩), সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত নিম্ন হইলে, জাতক আত্ম-মর্য্যাদা অপেক্ষা অপরের মর্য্যাদা রক্ষণে যত্নবান হয়।

সংহার-প্রিয়তা স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) উচ্চ এবং সাহসিকতার স্থান (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) মধ্যম রূপ উচ্চ হইলে, জাতক বিপজ্জনক কার্য্য বা কলহ বিবাদাদি হইতে দূরে থাকে, কিন্তু উহাতে অগ্রসর হইলে জ্ঞান-শূন্য হইয়া পড়ে।

সাধারণ। সংহার-প্রিয়তার স্থান সাধারণ হইলে, জাতক অল্প উদ্ধত এবং উপযুক্ত সময়ে ক্রোধ প্রকাশ করিয়া থাকে।

নিম্ন। সংহার-প্রিয়তার স্থান নিম্ন এবং উহার সহিত ধর্ম্ম-শক্তি প্রকাশক স্থান গুলি উচ্চ হইলে হইলে, জাতক কোমল-প্রকৃতিসম্পন্ন হইয়া থাকে।

অতি নিম্ন। সংহার-প্রিয়তার স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে, জাতক অনভিজ্ঞ এবং ক্রোধ, দ্বেষ বা আক্রোশ-বিহীন হয়।

দৃষ্টান্ত। নবীন বাবুর প্রথম পুত্রের নাম প্রমথনাথ। ইহার মস্তকে সংহার-প্রিয়তার স্থান অতিশয় উচ্চ ছিল। এ কারণ প্রমথনাথ বড়ই নিষ্ঠুর স্বভাবের বালক ছিল। কীট-পতঙ্গদিগকে যন্ত্রণা দিয়া বধ করিতে ইহার

* ধর্ম্ম-শক্তি প্রকাশক স্থান গুলি; যথা—ন্যায়পরতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) আশা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) আধ্যাত্মিকতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৭) ভক্তি (চিত্র—১, চিহ্ন—১৮) এবং বদান্যতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯)।

† "অদৃষ্ট"—১৮৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

বড়ই আনন্দ হইত। বাসা হইতে পক্ষী-শাবক হরণ করিয়া তাহাদিগকে হত্যা, প্রজাপতি ধরিয়া তাহার পক্ষচ্ছেদ, অথবা কুকুর ও বিড়ালের কর্ণ এবং লাঙ্গুল কর্ত্তন করা—ইহাই তাহার নিত্য কর্ম্ম ছিল। কোনও বালক প্রহার ভয়ে ইহার সহিত খেলিত না। নবীন বাবু বহু চেষ্টা করিয়াও প্রমথনাথের স্বভাব সংশোধন করিতে পারেন নাই। বিদ্যালয়ের শিক্ষক, অন্যান্য ছাত্রের মঙ্গল কামনা করিয়া, বহুদিন পূর্ব্বে প্রমথনাথকে বিদ্যালয় হইতে বহিষ্কৃত করিয়া দিয়াছিলেন।

নবীন বাবুর দ্বিতীয় পুত্রের নাম মন্মথনাথ। ইহার মস্তকে সংহার-প্রিয়তার স্থান সাধারণ ছিল। এ কারণ মন্মথনাথ, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় নিষ্ঠুর ছিল না। ইহার স্বভাব নম্র ছিল—কিন্তু (সংহার-প্রিয়তার স্থান সাধারণ এবং তাহার সহিত সাহসিকতার স্থান নিম্ন হওয়ায়) কোনও কারণে ক্রুদ্ধ হইলে বড়ই কর্কশ এবং প্রতিহিংসাপরায়ণ হইয়া উঠিত। একদিন বিদ্যালয়ের কোনও সহপাঠীর সহিত বিবাদ হওয়ায় মন্মথনাথ রাগান্বিত হইয়া, তাহাকে এরূপ প্রহার করে ও কটুকথা কহে যে শিক্ষক মহাশয় বহুকষ্টে তাহাদের বিবাদ নিষ্পত্তি করেন।

নবীন বাবুর তৃতীয় পুত্রের নাম চারুচন্দ্র। ইহার মস্তকে সংহার-প্রিয়তার স্থান অতিশয় নিম্ন ছিল। একারণ চারু বড় দয়ালু ছিল। যদ্যপি কেহ তাহার সম্মুখে কোনও জীব হত্যা করিত বা কোনও বালক অন্য বালককে প্রহার করিত, তাহা হইলে চারুর প্রাণে বড় কষ্ট হইত। সে তাহা দেখিতে পারিত না; এ নিমিত্ত নবীন বাবু তাঁহার তৃতীয় পুত্রটীকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ভাল বাসিতেন।

চিত্র—নং ৭



"৮" চিহ্নিত স্থান পেটুকতা-সূচক।

পেটুকতা।

অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের (চিত্র—১, চিহ্ন—৯) ঠিক নিম্নে পেটুকতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৮)।

অতি উচ্চ। পেটুকতার স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক উৎকৃষ্ট দ্রব্যাদি অতিরিক্ত পরিমাণে আহার করিয়া এরূপ স্থূলকায় হইয়া উঠে যে, এক প্রকার চলৎশক্তিহীন হইয়া পড়ে। ইহারা অপরিযাপ্ত পরিমাণে আহার করায় প্রায়ই অজীর্ণ-রোগগ্রস্ত হয়।

উচ্চ। পেটুকতার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক অতিশয় আহার-প্রিয় হয় এবং ভোজনই জীবনের প্রধান কার্য্য জ্ঞান করিয়া থাকে।

পেটুকতার স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক ভোজনের নিমিত্ত প্রচুর পরিমাণে খাদ্য-দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া রাখিয়া দেয়—এমন কি অনেক সময় তাহাদের মধ্যে কতক নষ্ট হইয়া যায়।

পেটুকতার স্থানের সহিত কল্পনা-শক্তির স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) উচ্চ হইলে, জাতক উত্তম-রন্ধনবিশিষ্ট-আহার-প্রিয় হয়। ইহারা ভোজন-পাত্র এবং ভোজনের স্থান পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন দেখিতে ভাল বাসে।

পূর্ণ। পেটুকতার স্থান পূর্ণ হইলে, জাতক খাদ্য-দ্রব্য প্রাপ্তি মাত্র, ভালমন্দ বিচার না করিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা উদরসাৎ করিয়া থাকে। বিশেষ কোনও পীড়া উপস্থিত না হইলে ইহাদের আহার বন্ধ থাকে না।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

কোনও স্ত্রীলোকের ললাটে, বৃহস্পতি রেখার নিম্নস্থ মঙ্গলের রেখার উপর যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা স্নেহ ও দয়াশীলা এবং ধনাঢ্য পতি লাভে পরম সৌভাগ্যবতী হইয়া থাকে।

মঙ্গলের রেখার বাম পার্শ্বে যদ্যপি একটী রক্তবর্ণ তিল চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা হইলে জাতক কলহপ্রিয় হইয়া থাকে।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন, কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক বিশ্বাসঘাতক হয় এবং জাতকের পশুর ব্যবসা কিংবা ঘোড় দৌড়ে, স্থুরতি খেলায় ক্ষতি হইয়া থাকে।

যদ্যপি উক্ত তিলচিহ্ন পীতবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতকের স্ত্রীলোকের সহিত বিবাদ সংঘটিত হয়।

কোনও স্ত্রীলোকের ললাটে, মঙ্গলের রেখার বাম পার্শ্বে যে কোনও বর্ণের হউক না কেন—একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা অতিশয় দুর্ভাগ্যবতী হয় এবং স্ত্রী বন্ধু কর্ত্তৃক প্রতারিতা হইয়া থাকে।

একটী রক্তিমবর্ণ তিল চিহ্ন, যদ্যপি বৃহস্পতি রেখার নিম্নস্থ মঙ্গলের রেখার মধ্যস্থলে লক্ষিত হয়, তাহা হইলে আর একটী ঐরূপ অর্থাৎ রক্তিম বর্ণ তিল চিহ্ন উদরের উপর দেখা যায় এবং এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক নর হত্যা করিয়া বিপদগ্রস্ত হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন অন্য কোনও বর্ণের হয়, তাহা হইলে জাতক অতিশয় কামুক হইয়া থাকে।

কোনও স্ত্রীলোকের ললাটে, বৃহস্পতি রেখার নিম্নস্থ মঙ্গলের রেখার মধ্যস্থলে, যে কোনও বর্ণের তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা গর্ব্বিতা হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন অতিশয় কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতিকা তাহার কোনও আত্মীয়া স্ত্রীলোকের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন, যদ্যপি দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে রবির রেখার (চিত্র—১, চিহ্ন—৪) উপর অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে জাতক ধনবান এবং সদাশয় হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক শুক্রের সাহায্যে সৌভাগ্য লাভ করিয়া থাকে।

কোনও স্ত্রীলোকের দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে রবির রেখার উপর কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত অন্য কোনও বর্ণের তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা পরম সৌভাগ্যবতী হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতিকা স্বামীর অতিশয় বশতাপন্ন হইয়া থাকিতে বাধ্য হয়।

বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে চন্দ্রের রেখার (চিত্র—১, চিহ্ন—৫) উপর যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতক ভাগ্যবান ও বহুদেশ-ভ্রমণকারী হয় এবং ব্যবসায় দ্বারা বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

কোনও স্ত্রীলোকের বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে চন্দ্রের রেখার উপর যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতিকা বিবাহের পর নানা স্থানে ভ্রমণ করিয়া থাকে।

যদ্যপি কপালের উপর চন্দ্র ও রবির রেখার মধ্যস্থলে একটী যে কোনও বর্ণের তিল চিহ্ন অঙ্কিত থাকে, তাহা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন উদরের মধ্যস্থলে দৃষ্ট হয় এবং এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক সুবিখ্যাত বাগ্মী হইয়া থাকে, কিন্তু আত্ম-সংযমে অসমর্থ হয়।

উক্ত প্রকার চিহ্ন স্ত্রীলোকের ললাটে থাকিলে, জাতিকা গর্ব্বিতা এবং বিলাসপ্রিয়া হয়।

যদ্যপি ভ্রূ-যুগলের মধ্যবর্ত্তী শুক্রের রেখার (চিত্র—১, চিহ্ন—৬) উপর যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন নাভিদেশের নিম্নে দেখা যায় এবং এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক কোনও ঐশ্বর্য্যশালী এবং উচ্চ বংশ-সম্ভূতা কন্যার সহিত বিবাহিত হয়।

কোনও স্ত্রীলোকের ভ্রূ-যুগলের মধ্যবর্ত্তী শুক্রের রেখার উপর কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা কোনও ঐশ্বর্য্যশালী ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতিকা অল্পায়ু হইয়া থাকে।

নাসিকার মধ্যস্থলে বুধের রেখার (চিত্র—১, চিহ্ন—৭) উপর, যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন নাভিদেশের নিম্নে লক্ষিত হয় এবং এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক সুরসিক এবং তীক্ষ্ণ বুদ্ধি প্রভাবে সৌভাগ্যবান হইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের নাসিকার মধ্যস্থলে, বুধের রেখার উপর কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন অঙ্কিত থাকিলে, জাতিকা সৌভাগ্যবতী, দীর্ঘায়ু বিশিষ্টা এবং সুখকর বিবাহে বদ্ধা হয়।

যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতিকা কপট বন্ধুর চক্রান্তে পড়িয়া সাতিশয় বিপদগ্রস্তা হয়।

কপালের উপর রগের (Temple) দক্ষিণ পার্শ্বে যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন কটীদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে দৃষ্ট হয় এবং এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক ভাগ্যবান ও দীর্ঘায়ু হয়।

স্ত্রীলোকের কপালের উপর রগের দক্ষিণ পার্শ্বে, কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা সুখকর বিবাহে আবদ্ধা হয়।

যদ্যপি উক্ত তিলচিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতিকা ব্যভিচারিণী হইয়া থাকে।

কপালের উপর রগের বাম পার্শ্বে যদ্যপি যে কোন বর্ণের একটী তিলচিহ্ন থাকে, তাহা হইলে আর একটী তিলচিহ্ন কটীদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে দৃষ্ট হয়, এবং এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক দীর্ঘকাল উৎকট পীড়াক্রান্ত হয়।

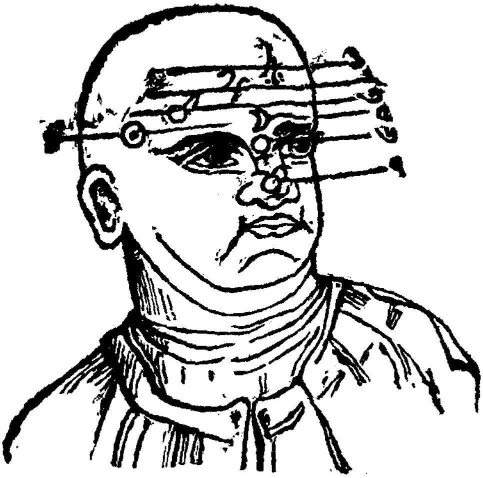
যদ্যপি এই চিহ্ন কৃষ্ণ বর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক যৌবনকালে মৃত্যু-মুখে পতিত হয়।

স্ত্রীলোকের কপালের উপর রগের বাম পার্শ্বে, যদ্যপি একটী তিলচিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতিকার অপমৃত্যু ঘটিবার সম্ভাবনা থাকে।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিলচিহ্ন দক্ষিণ কর্ণের নিকট দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর একটী তিলচিহ্ন উদরের দক্ষিণ পার্শ্বে দেখা যায়, এবং এইরূপ চিহ্ন বিশিষ্ট জাতক মস্তকে আঘাত প্রাপ্ত হয় এবং ইহা হইতে কর্ণরোগে আক্রান্ত হইয়া অবশেষে বধির হয়।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রাশির নাম	লগ্নমান			হোরা			
	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.
মিথুন	৫	২৮	২০	২	৪৪	২০	০
কর্কট	৫	৪১	২৬	২	৫০	৪৩	০
সিংহ	৫	৩২	৫১	২	৪৬	২৫	৩০
কন্যা	৫	২৯	২০	২	৪৪	৪০	০
তুলা	৫	৩৫	২৬	২	৪৭	৪৩	০
বৃশ্চিক	৫	৪০	৫৭	২	৫০	২৮	৩০
ধনু	৫	১৭	৩৯	২	৩৮	৩৯	[illegible]
মকর	৪	৩২	৫৮	২	১৬	২৯	০
কুম্ভ	৩	৫৭	২৬	১	৫৮	৪৩	০
মীন	৩	৪৬	৪০	১	৫৩	২০	০

দ্রেক্কাণ।

রাশির নাম	লগ্নমান			দ্রেক্কাণ			
	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.
মেষ	৪	৭	৭	১	২২	২২	২০
বৃষ	৪	৪৯	৫০	১	৩৬	৩৬	৪০
মিথুন	৫	২৮	২০	১	৪৯	২৬	৪০
কর্কট	৫	৪১	২৬	১	৫৩	৪৮	৪০
সিংহ	৫	৩২	৫১	১	৫০	৫৭	০
কন্যা	৫	২৯	২০	১	৪৯	৪৬	৪০
তুলা	৫	৩৫	২৬	১	৫৮	৪৮	৪০
বৃশ্চিক	৫	৪০	৫৭	১	৫৩	৩৯	০
ধনু	৫	১৭	৩৯	১	৪৫	৫৩	০
মকর	৪	৩২	৫৮	১	৩০	৫৯	২০
কুম্ভ	৩	৫৭	২৬	১	১৯	৮	৪০
মীন	৩	৪৬	৪০	১	৫৫	৩৩	২০

নবাংশ।

রাশির নাম	লগ্নমান			নবাংশ				
	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.	
মেষ	৪	৭	৭	০	২৭	২৭	২৬	৪০
বৃষ	৪	৪৯	৫০	০	৩২	১২	১৩	২০
মিথুন	৫	২৮	২০	০	৩৬	২৮	৫৩	২০
কর্কট	৫	৪১	২৬	০	৩৭	৫৬	১৩	০
সিংহ	৫	৩২	৫১	০	৩৬	৫৯	০	০
কন্যা	৫	২৯	২০	০	৩৬	৩৫	৩৩	২০
তুলা	৫	৩৫	২৬	০	৩৭	১৬	১৩	২০
বৃশ্চিক	৫	৪০	৫৭	০	৩৭	৫৩	০	০
ধনু	৫	১৭	৩৯	০	৩৫	১৭	৪০	০
মকর	৪	৩২	৫৮	০	৩০	১৯	৪৬	৪০
কুম্ভ	৩	৫৭	২৬	০	২৬	২২	৫৩	২০
মীন	৩	৪৬	৪০	০	২৫	১১	৬	৪০

দ্বাদশাংশ।

রাশির নাম	লগ্নমান			দ্বাদশাংশ			
	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.
মেষ	৪	৭	৭	০	২০	৩৫	৩৫
বৃষ	৪	৪৯	৫০	০	১৪	৯	১০
মিথুন	৫	২৮	২০	০	২৭	২১	৪০
কর্কট	৫	৪১	২৬	০	২৮	২৭	১০
সিংহ	৫	৩২	৫১	০	২৭	৪৪	১৫
কন্যা	৫	২৯	২০	০	২০	২৭	২৫
তুলা	৫	৩৫	২৬	০	২৭	৫৭	১০
বৃশ্চিক	৫	৪০	৫৭	০	২৮	২৪	৪৫
ধনু	৫	১৭	৩৯	০	২৬	২৮	১৫
মকর	৪	৩২	৫৮	০	২২	৪৪	৫০
কুম্ভ	৩	৫৭	২৬	০	১৯	৪৭	১০
মীন	৩	৪৬	৪০	০	১৮	৫৩	২০

ত্রিংশাংশ।

রাশির নাম	লগ্নমান			ত্রিংশাংশ			
	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.
মেষ	৪	৭	৭	০	৮	১৪	১৪
বৃষ	৪	৪৯	৫০	০	৯	৩৯	৪০
মিথুন	৫	২৮	২০	০	১০	৫৬	৪০
কর্কট	৫	৪১	২৬	০	১১	২১	৫২
সিংহ	৫	৩২	৫১	০	১১	৫	৪২
কন্যা	৫	২৯	২০	০	১০	৫৮	৪০
তুলা	৫	৩৫	২৬	০	১১	১০	৫২
বৃশ্চিক	৫	৪০	৫৭	০	১১	২১	৫৪
ধনু	৫	১৭	৩৯	০	১০	৩৫	১৮
মকর	৪	৩২	৫৮	০	৯	৫	২৬
কুম্ভ	৩	৫৭	২৬	০	৭	৫৪	৫২
মীন	৩	৪৬	৪০	০	৭	৩৩	২০

কলিকাতা ও তাহার পূর্ব্ব পশ্চিমস্থ দেশ সমূহের অয়নাংশ শোধিত লগ্নমান।

(জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-কল্পলতিকা মতে।)

রাশি	দ.	প.	বি.		দ.	প.	বি.
মেষ	৪	৭	০	সিংহ	৫	৩৩	০
বৃষ	৪	৪৯	৪০	কন্যা	৫	২৯	০
মিথুন	৫	২৮	৪০	তুলা	৫	৩৭	০
কর্কট	৫	৪০	২০ †	বৃশ্চিক	৫	৪০	২০

* লগ্ন এবং হোরাদির মান "কলিত জ্যোতিষ" মতে লিখিত হইল।

† জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-কল্পলতিকার লগ্নমান ও গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার লগ্নমান প্রায় পরস্পর সমান। কিঞ্চিৎ প্রভেদ এই—জ্যোতির্ব্বিজ্ঞান-কল্পলতিকার কর্কট রাশির লগ্নমান ৫।৪০।২০ গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকার মতে ৫।৪৫।৪০ বস্তুতঃ এ প্রভেদ ধর্ত্তব্যই নহে।

রাশি	দ.	প.	বি.		দ.	প.	বি.
ধনু	৫	১৭	২০	কুম্ভ	৩	৫৭	০
মকর	৪	৩৩	২০	মীন	৩	৪৭	০

হোরা।

রাশির নাম	লগ্নমান			হোরা			
	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.
মেষ	৪	৭	০	২	৩	৩০	০
বৃষ	৪	৪৯	৪০	২	২৪	৫০	০
মিথুন	৫	২৮	৪০	২	৪৪	২০	০
কর্কট	৫	৪০	২০	২	৫০	১০	০
সিংহ	৫	৩৩	০	২	৪৬	৩০	০
কন্যা	৫	২৯	০	২	৪৪	৩০	০
তুলা	৫	৩৭	০	২	৪৮	৩০	০
বৃশ্চিক	৫	৪০	২০	২	৫০	১০	০
ধনু	৫	১৭	২০	২	৩৮	৪০	০
মকর	৪	৩৩	২০	২	১৬	৪০	০
কুম্ভ	৩	৫৭	০	১	৫৮	৩০	০
মীন	৩	৪৭	০	১	৫৩	৩০	০

দ্রেক্কাণ।

রাশির নাম	লগ্নমান			দ্রেক্কাণ			
	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.
মেষ	৪	৭	০	১	২২	২০	০
বৃষ	৪	৪৯	৪০	১	৩৬	৩৩	২০
মিথুন	৫	২৮	৪০	১	৪৯	৩৩	২০
কর্কট	৫	৪০	২০	১	৫৩	২৬	৪০
সিংহ	৫	৩৩	০	১	৫১	০	০
কন্যা	৫	২৯	০	১	৪৯	৪০	০
তুলা	৫	৩৭	০	১	৫২	২০	০
বৃশ্চিক	৫	৪০	২০	১	৫৩	২৬	৪০

রাশি	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.
ধনু	৫	১৭	২০	১	৪৫	৪৬	৪০
মকর	৪	৩৩	২০	১	৩১	৬	৪০
কুম্ভ	৩	৫৭	০	১	১৯	০	০
মীন	৩	৪৭	০	১	১৫	৪০	০

নবাংশ।

রাশির নাম	লগ্নমান			নবাংশ				
	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.	
মেষ	৪	৭	০	০	২৭	২৬	৪০	
বৃষ	৪	৪৯	৪০	০	৩২	১১	৬	৪০
মিথুন	৫	২৮	৪০	০	৩৬	৩১	৬	৪০
কর্কট	৫	৪০	২০	০	৩৭	৪৮	৫৩	২০
সিংহ	৫	৩৩	০	০	৩৭	০	০	
কন্যা	৫	২৯	০	০	৩৬	৩৩	২০	
তুলা	৫	৩৭	০	০	৩৭	২৬	৪০	
বৃশ্চিক	৫	৪০	২০	০	৩৭	৪৮	৫৩	২০
ধনু	৫	১৭	২০	০	৩৫	১৫	৩৩	২০
মকর	৪	৩৩	২০	০	৩০	২২	১৩	২০
কুম্ভ	৩	৫৭	০	০	২৬	২০	০	
মীন	৩	৪৭	০	০	২৫	১৩	২০	

দ্বাদশাংশ।

রাশির নাম	লগ্নমান			দ্বাদশাংশ			
	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.
মেষ	৪	৭	০	০	২০	৩৫	০
বৃষ	৪	৪৯	৪০	০	২৪	৮	২০
মিথুন	৫	২৮	৪০	০	২৭	২৩	২০
কর্কট	৫	৪০	২০	০	২৮	২১	৪০
সিংহ	৫	৩৩	০	০	২৭	৪৫	০
কন্যা	৫	২৯	০	০	২৭	২৫	০

রাশি	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.
তুলা	৫	৩৭	০	০	২৮	৫	০
বৃশ্চিক	৫	৪০	২০	০	২৮	২১	৪০
ধনু	৫	১৭	২০	০	২৬	২৬	৪০
মকর	৪	৩৩	২০	০	২২	৪৬	৪০
কুম্ভ	৩	৫৭	০	০	১৯	৪৫	০
মীন	৩	৪৭	০	০	১৮	৫৫	০

ত্রিংশাংশ।

রাশির নাম	লগ্নমান			ত্রিংশাংশ			
	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অনু.
মেষ	৪	৭	০	০	৮	১৪	০
বৃষ	৪	৪৯	৪০	০	৯	৩৯	২০
মিথুন	৫	২৮	৪০	০	১০	৫৭	২০
কর্কট	৫	৪০	২০	০	১১	২০	৪০
সিংহ	৫	৩৩	০	০	১১	৬	০
কন্যা	৫	২৯	০	০	১০	৫৮	০
তুলা	৫	৩৭	০	০	১১	১৪	০
বৃশ্চিক	৫	৪০	২০	০	১১	২০	৪০
ধনু	৫	১৭	২০	০	১০	৩৪	৪০
মকর	৪	৩৩	২০	০	৯	৬	৪০
কুম্ভ	৩	৫৭	০	০	৭	৫৪	০
মীন	৩	৪৭	০	০	৭	৩৪	০

☞ বর্দ্ধমান, মুরশিদাবাদ, চট্টগ্রাম, রংপুর, কুচবিহার প্রভৃতির লগ্নমান "অদৃষ্টের" ২২৩ এবং ২২৪ পৃষ্ঠার লিখিত অনুরূপ।

লগ্নের পরিমাণ দণ্ড ও দৈনিক রবিভুক্তি।

(জ্যোতিষ-সোপান মতে।)

রাশির নাম	লগ্নমান			দৈনিক রবিভুক্তি। *			
রাশি	দ.	প.	বি.	দ.	প.	বি.	অ.
মেষ	৪	৭	৭	০	৮	১৪	১৪
বৃষ	৪	৪৯	৫০	০	৯	৩৯	৪০
মিথুন	৫	২৯	২০	০	১০	৫৮	৪০
কর্কট	৫	৪১	২৬	০	১১	২২	৫২
সিংহ	৫	৩২	৩১	০	১১	৫	২
কন্যা	৫	২৯	২০	০	১০	৫৮	৪০
তুলা	৫	৩৫	৩৬	০	১১	১১	২
বৃশ্চিক	৫	৪০	৫৭	০	১১	২১	৫৪
ধনু	৫	১৭	৩৯	০	১০	৩৫	১৮
মকর	৪	৩২	৫৮	০	৯	৫	৫৬
কুম্ভ	৩	৫৭	২৬	০	৭	৫৪	৫২
মীন	৩	৪৬	৪০	০	৭	৩৩	২০

বঙ্গদেশের কয়েকটী প্রধান স্থানের অয়নাংশ বিযুক্ত লগ্নমান।

(জ্যোতিষ-প্রকাশ মতে।)

কলিকাতা এবং মেদিনীপুর।

রাশি	দ.	প.	বি.	রাশি	দ.	প.	বি.
মেষ	৪	৭	১০	তুলা	৫	৩৬	১০
বৃষ	৪	৫২	০	বৃশ্চিক	৫	৪০	৪৭
মিথুন	৫	৩১	৫৫	ধনু	৫	১৮	১৭
কর্কট	৫	৪১	২	মকর	৪	৩২	৪১
সিংহ	৫	৩১	৫২	কুম্ভ	৩	৫৪	৫৩
কন্যা	৫	২৮	৭	মীন	৩	৪৫	৬

* ৩০ দিনে মাস ধরিয়া গণনা করা হইয়াছে।

বর্দ্ধমান, নবদ্বীপ ও ঢাকা।

রাশি	দ.	প.	বি.	রাশি	দ.	প.	বি.
মেষ	৪	৭	৪২	তুলা	৫	৩৭	৪২
বৃষ	৪	৫১	১৫	বৃশ্চিক	৫	৩৮	১৮
মিথুন	৫	২৯	৪৮	ধনু	৫	১৬	১২
কর্কট	৫	৪০	৪২	মকর	৪	৩১	৪২
সিংহ	৫	৩৩	১৮	কুম্ভ	৩	৫৫	১৮
কন্যা	৫	৩০	০	মীন	৩	৪৬	০

মুরশিদাবাদ।

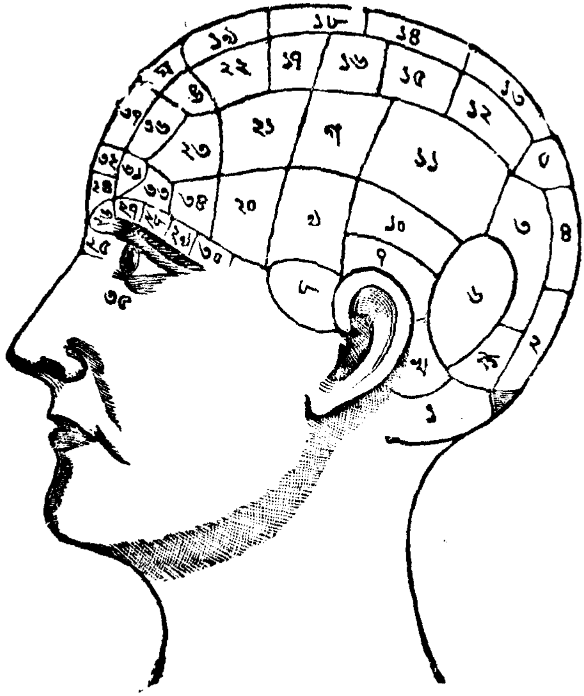
রাশি	দ.	প.	বি.	রাশি	দ.	প.	বি.
মেষ	৪	৬	৩১	তুলা	৫	৩৭	১৫
বৃষ	৪	৪৯	৩৩	বৃশ্চিক	৫	৪০	৪১
মিথুন	৫	২৮	৪৬	ধনু	৫	১৭	২৪
কর্কট	৫	৪০	৪৮	মকর	৪	৩৩	৪০
সিংহ	৫	৩৩	৩৩	কুম্ভ	৩	৫৫	৪৯
কন্যা	৫	৩০	০	মীন	৩	৪৬	৯

চট্টগ্রাম।

রাশি	দ.	প.	বি.	রাশি	দ.	প.	বি.
মেষ	৪	৯	৪২	তুলা	৫	৩৫	৪২
বৃষ	৪	৫১	৫৪	বৃশ্চিক	৫	৩৯	৪২
মিথুন	৫	২৯	৪৮	ধনু	৫	১৬	১২
কর্কট	৫	৩৯	১৮	মকর	৪	৩৩	৬
সিংহ	৫	৩১	১৮	কুম্ভ	৩	৫৭	১৮
কন্যা	৫	২৮	০	মীন	৩	৪৮	৬

(ক্রমশঃ)

শিরোবিজ্ঞান।



চিত্র—১।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জনস্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)

১৩। আত্মাভিমান (Self-Esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ ক্ষমতা (Constructiveness.)

২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২। অনুকরণ (Imitation.

২৩। রহস্য প্রিয়তা (Mirthfulness.)

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)

৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা জ্ঞান (Comparision.)

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.

ঙ। মিষ্টভাষিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

পেটুকতা স্থানের সহিত ভাষা-জ্ঞান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৫) এবং বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশক স্থানগুলি উচ্চ হইলে, জাতক সকলের সহিত সুমিষ্ট এবং সরল কথোপকথন করিয়া ভোজন করিতে আনন্দ অনুভব করে।

পেটুকতা স্থানের সহিত যশোলিপ্সা (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) কল্পনা-শক্তি (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) এবং কারণ নির্দ্দেশ করিবার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৬) উচ্চ হইলে, জাতক উৎকৃষ্ট খাদ্য দ্রব্য সংগ্রহ করিয়া ভোজন উৎসবে ব্যাপৃত এবং নিমন্ত্রিত ব্যক্তিগণের আদর-অভ্যর্থনা করিতে একান্ত ইচ্ছুক হইয়া থাকে।

সাধারণ। পেটুকতার স্থান সাধারণ হইলে, জাতক সুখাদ্যপ্রিয় হয়; কিন্তু পীড়িত হইবার আশঙ্কায় পরিমিত আহার করিয়া থাকে।

নিম্ন। পেটুকতার স্থান নিম্ন হইলে, জাতক বিবেচনা পূর্ব্বক আহার করিয়া থাকে। ইহারা, প্রচুর সুখাদ্য ভোজনের সুযোগ উপস্থিত হইলে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া পড়ে না।

অতি নিম্ন। পেটুকতার স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে, জাতকের ক্ষুধা-শক্তি অতিশয় দুর্ব্বল হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত। গোবিন্দ ঠাকুর এক জন প্রসিদ্ধ পেটুক। এমন সমারোহ নাই—যেখানে গোবিন্দ ঠাকুর নিমন্ত্রিত হইয়া বা উপযাজক হইয়া অথবা ছদ্মবেশ ধারণ করিয়া উপস্থিত না হইতেন। ভোজনই গোবিন্দ ঠাকুরের জীবনের প্রধান লক্ষ্য ছিল। আহারও যথেষ্ট করিতে পারিতেন। নিমন্ত্রণে গিয়া এত অধিক পরিমাণে আহার করিতেন, যে ভোজনের পর এক প্রকার চলৎ-শক্তি বিহীন হইয়া পড়িতেন। তাঁহার দেহ খানি সাধারণতঃ অতিশয় স্থূল ছিল—তাহার উপর অসঙ্গত আহার করিয়া এরূপ এক অদ্ভুত মূর্ত্তি ধারণ করিতেন, যে তদ্দর্শনে কেহই হাস্য সংবরণ করিয়া থাকিতে পারিতেন না। স্থূল দেহবিশিষ্ট হইলেও ইনি বহুদূরে নিমন্ত্রণে যাইতে কিছু মাত্র ঔদাস্য প্রকাশ করিতেন না। একবার ইনি কোনও এক গোয়ালার বিবাহ-সমারোহে আত্ম-গোপন পূর্ব্বক বরযাত্রীর দলে মিশিয়া গমন করেন; কিন্তু দেহ খানি

গোপন করিতে অসমর্থ হওয়ায় অবশেষে ধরা পড়িয়া বিশেষ লাঞ্ছিত হন। এতাদৃশ অপমানে তিনি ভ্রূক্ষেপ করিতেন না। যে দিন অতিরিক্ত আহার করিতেন, তৎপর দিবস হইতে প্রায় এক সপ্তাহ কাল পর্য্যন্ত অজীর্ণের পীড়ায় কষ্ট পাইতেন,—তথাপি তিনি আহারের মাত্রা কমাইতে পারিতেন না। ইহার কারণ, তাঁহার মস্তকে পেটুকতার স্থান অতিশয় উচ্চ ছিল।

হরি বাবুর আহার সম্বন্ধে বড় একটা আসক্তি ছিল না। ইনি লঘুপাক অথচ পুষ্টিকর দ্রব্য আহার করিতে ভাল বাসিতেন—কদাচ গুরুপাক দ্রব্য আহার করিতেন না। কোনও নিমন্ত্রণে যাইতে ইনি বিরক্ত হইতেন। যদিও বিশেষ অনুরোধে পড়িয়া কখন কোনও আত্মীয় বা বন্ধুর বাটী যাইতেন, তাহা হইলে আহার করিতেন না, অথবা একান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া অল্প পরিমাণে আহার করিতেন। ইহার কারণ, হরি বাবুর মস্তকে পেটুকতার স্থান অতিশয় নিম্ন হওয়ায়, তাঁহার ক্ষুৎ-শক্তি দুর্ব্বল ছিল।

চিত্র—নং ৭



"৯" চিহ্নিত স্থান অর্জ্জন-স্পৃহা-সূচক।

অর্জ্জন-স্পৃহা।

মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা স্থানের (চিত্র—১, চিহ্ন—গ) নিম্নে অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৯)।

অতি উচ্চ। অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক 'হটাৎ বড়লোক' হইতে ইচ্ছা করে। ইহারা অর্থোপায়ের নিমিত্ত অতিশয় ব্যগ্রতা

এবং সুবিধা মত দ্রব্যাদি ক্রয়-বিক্রয় করিতে সাতিশয় যত্ন প্রকাশ করিয়া থাকে।

অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) উচ্চ হইলে, জাতক কৃপণতার সহিত দ্রব্যাদি ক্রয় করে।

অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের সহিত গোপন রাখিবার ক্ষমতার (চিত্র—১, চিহ্ন—১০) স্থান নিম্ন এবং ন্যায় পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) উচ্চ হইলে, জাতক প্রতারণা করিয়া কোনও দ্রব্য ক্রয় করে না। কিন্তু যদ্যপি গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান উচ্চ এবং ন্যায়পরতার স্থান সাধারণ হয়, তাহা হইলে জাতক অসৎ উপায় অবলম্বন করিয়া দ্রব্যাদি ক্রয় করিয়া থাকে।

অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের সহিত আত্মাভিমানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) নিম্ন হইলে, জাতক অল্প মূল্যে মূল্যবান দ্রব্যাদি ক্রয় করিতে ইচ্ছুক হয়।

উচ্চ। অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক স্বীয় আয়াংশ হইতে ন্যায়-সঙ্গত ব্যয় করিয়া, অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখে। ইহারা সৎকর্ম্মে ব্যয়শীল এবং মান-সম্ভ্রম লাভে অভিলাষী হয়।

অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের সহিত যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) উচ্চ এবং গোপন রাখিবার স্থান নিম্ন হইলে, জাতক অর্থের নিমিত্ত গৌরব প্রকাশ করিয়া থাকে। কিন্তু যদ্যপি গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক স্বীয় আয় কিংবা ব্যয় কাহারও নিকট প্রকাশ করিতে ইচ্ছুক হয় না।

যদ্যপি নির্ম্মাণ-ক্ষমতার (চিত্র—১, চিহ্ন—২০) স্থান, অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের সহিত উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক কারিকরের ব্যবসা অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে।

কল্পনা-শক্তির (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) স্থান, অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের সহিত উচ্চ হইলে, জাতক দ্রব্যাদি সুসজ্জিত করিয়া রাখিতে ভাল বাসে।

যদ্যপি অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের সহিত, সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক পরিণামদর্শী হয়।

বুদ্ধি-বৃত্তি প্রকাশক স্থান গুলি, অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের সহিত উচ্চ হইলে, জাতক জ্ঞান-গর্ভ বহুসংখ্যক পুস্তক সঞ্চয়ে যত্নশীল হইয়া থাকে।

অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের সহিত ভক্তি (চিত্র—১, চিহ্ন—১৮) এবং

আত্মাভিমানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) উচ্চ হইলে, জাতক প্রাচীন এবং দুষ্প্রাপ্য মুদ্রা, নিদর্শন ইত্যাদি সংগ্রহ-প্রিয় হয়।

পূর্ণ। অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান পূর্ণ হইলে জাতক আয় এবং সম্পত্তি বৃদ্ধির নিমিত্ত বিশেষ যত্নবান হয়।

যদ্যপি অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের সহিত বদান্যতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন ১৯) উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক অর্থ দানে বন্ধুর সাহায্য করিয়া থাকে।

সাধারণ। অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান সাধারণ হইলে, জাতক অর্থপ্রিয় হইয়া থাকে।

অর্জ্জন-স্পৃহা স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) উচ্চ হইলে, জাতক ভবিষ্যৎ অভাব পূরণ করিবার নিমিত্ত পূর্ব্ব হইতে অর্থ সঞ্চয় করিয়া রাখে।

যদ্যপি ন্যায়পরতার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) স্থান, অর্জ্জন-স্পৃহার স্থানের সহিত উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক কাহারও নিকট ঋণ গ্রহণ করিলে, সত্বর তাহা পরিশোধ করিয়া থাকে।

অর্জ্জন-স্পৃহার সহিত যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) উচ্চ হইলে, জাতক চিরকাল স্বীয় অবস্থা সমান রাখিবার নিমিত্ত চেষ্টিত হয়।

নিম্ন। অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান নিম্ন হইলে, জাতক অপব্যয়ী হয়। ইহার সহিত আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) অতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক প্রত্যহ যাহা উপার্জ্জন করে, তাহাই খরচ করিয়া থাকে, পরদিনের নিমিত্ত এক কপর্দ্দকও সঞ্চয় করিয়া রাখে না।

অর্জ্জন-স্পৃহার সহিত যশোলিপ্সা (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) ও কল্পনা-শক্তির স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) উচ্চ এবং কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৬) সাধারণ হইলে, জাতক অযথা ব্যয় করিয়া থাকে এবং ঋণ গ্রহণ করিয়া তাহা পরিশোধ করিতে বিরত হয়।

অতি নিম্ন। অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে, জাতক অর্থ ব্যবহারে সম্পূর্ণ অনভিজ্ঞ হয়। ইহারা যাহা পায়, তাহাই খরচ করে ;—কখন ইহাদের অর্থের অভাব দূর হয় না।

দৃষ্টান্ত। অনুকূল বাবু অফিসে কাজ করেন, মাসিক ৪০৲ টাকা বেতন পান। তাঁহার সদাসর্ব্বদা চিন্তা—কেমন করিয়া বড়লোক হইবেন। [সামান্য অবস্থা হইতে যাঁহারা ধনী হইয়াছেন, তিনি তাঁহাদের বৃত্তান্ত অবগত হইবার

নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিতেন। বৃষ্টির খেলা, ঘোড়দৌড় প্রভৃতিতে ইহাঁর বিশেষ ঝোঁক ছিল। একদিন অফিসের একটী বাবুকে গল্প করিতে শুনিলেন,—"হরি বাবু সামান্য বেতনের কেরাণী ছিলেন, যাহা বেতন পাইতেন, তাহাতে সংসার খরচও কুলাইত না, অবশেষে তিনি বাটী বন্ধক দিয়া পাটের ব্যবসা করিতে আরম্ভ করেন এবং এক বৎসরের মধ্যে প্রায় ৫০।৬০ হাজার টাকা লাভ করেন।" কথাটা শুনিয়া অনুকূল বাবুর নিদারুণ লোভ হইল। তিনি অফিসের কর্ম্মে জবাব দিয়া এবং সম্পত্তি বন্ধক দিয়া পাটের ব্যবসা করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। কিন্তু এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকায়, লাভ হওয়া দূরে থাকুক,—সর্ব্বস্বান্ত হইলেন। ইহার প্রধান কারণ, তাঁহার মস্তকে অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান অতিশয় উচ্চ ছিল।

সিদ্ধেশ্বর বাবুর মস্তকে অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান উচ্চ ছিল। এ কারণ তিনি যাহা কিছু উপায় করিতেন, তাহা সাংসারিক খরচ করিয়া যাহা উদ্বৃত্ত থাকিত, তাহার কিয়দংশ সদ্ব্যয় করিতেন এবং অবশিষ্টাংশ ভবিষ্যতের নিমিত্ত সঞ্চয় করিয়া রাখিতেন। ইহাঁর আবাস বাটীখানি অতি সুন্দর,—প্রত্যেক কক্ষ গুলি অতি যত্ন সহকারে সুসজ্জিত থাকিত। ইনি যেরূপ নিজে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসিতেন, সেইরূপ বাটীর সকলকেই এমন কি গৃহের সমস্ত দ্রব্য গুলিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন দেখিতে ভালবাসিতেন। ইহার কারণ তাঁহার মস্তকে অর্জ্জন-স্পৃহার স্থানের উচ্চতার সহিত কল্পনা-শক্তির স্থান উচ্চ ছিল।

রাম দাস বাবুর ন্যায় এরূপ অপব্যয়ী অতি অল্পই দেখা যায়। ইহাঁর পৈতৃক-সম্পত্তি যথেষ্ট ছিল, কিন্তু ইনি অর্থের ব্যবহার কি রূপে করিতে হয়—তাহা আদৌ জানিতেন না। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হইয়া, যথেচ্ছ ব্যয় করিয়া অল্প দিনের মধ্যেই ইনি পৈতৃক প্রচুর সম্পত্তি নষ্ট করেন। এক্ষণে ইনি ঋণ গ্রস্থ—তত্রাচ অর্থের সেইরূপ যথেচ্ছ ব্যবহারে অভ্যস্ত। অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান, রামদাস বাবুর মস্তকে অতি নিম্ন হওয়াই—ইহার কারণ।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

উক্ত তিল চিহ্ন যদ্যপি কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক কর্ণের পীড়ায় বিশেষরূপ কষ্ট ভোগ করে।

স্ত্রীলোকের দক্ষিণ কর্ণের নিকট, যদ্যপি কৃষ্ণবর্ণের একটী তিল চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতিকার প্রিয় দ্রব্যগুলি অপহৃত হয়।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন বাম কর্ণের উপর দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন উদরের বাম পার্শ্বে দেখা যায় এবং এই রূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক শত্রু কর্ত্তৃক উৎপীড়িত হয়।

উক্ত তিল চিহ্ন রক্তবর্ণবিশিষ্ট হইলে, জাতক স্ত্রীলোকের কারণে হত্যা করিতে উত্তেজিত হয়। যদ্যপি এই চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ বা তাম্রবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতকের বিবাদ করিয়া মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের বাম কর্ণের উপর যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতিকা কোনও পুরুষের মৃত্যুর কারণ হইয়া থাকে।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন নাসিকার অগ্রভাগে থাকে, তাহা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন দেহের নিম্নভাগে দৃষ্ট হয় এবং এইরূপ তিল চিহ্নবিশিষ্ট জাতক কাম-প্রবৃত্তির অসদ্ব্যবহার করিয়া অল্প বয়সে পঞ্চত্ব প্রাপ্ত হয়।

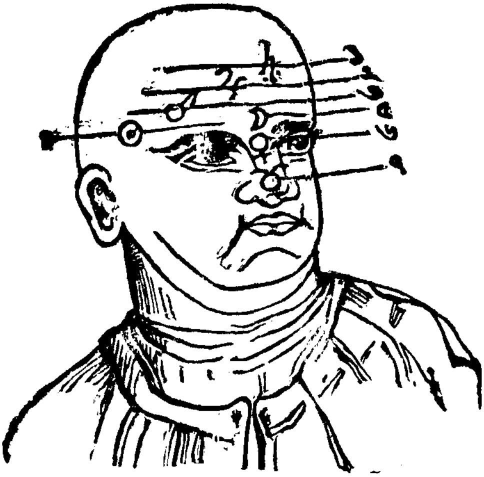
স্ত্রীলোকের নাসিকার অগ্রভাগে যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতিকা দুর্ভাগ্যবতী হয়, এবং সন্দিগ্ধ-চিত্ত হইয়া স্বীয়া প্রেমাস্পদের হত্যা সাধন করিতে চেষ্টা করে।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন গণ্ডদেশের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন দক্ষিণাঙ্গের কুচকিতে দৃষ্ট হয় এবং এই রূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক রমণী-মুগ্ধকারী ও তাহাদের অতিশয় প্রিয়পাত্র হয়।

স্ত্রীলোকের নাসিকার অগ্রভাগে একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা সুখকর বিবাহে আবদ্ধা হয় এবং স্বামীর অতিশয় প্রিয়পাত্রী হইয়া থাকে।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন গণ্ডদেশের বাম পার্শ্বে থাকে,

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)

তাহা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন বাম অঙ্গের কুচকিতে দৃষ্ট হয় এবং এই রূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক পর্য্যটক ও অল্পায়ু হয়।

উক্ত তিল চিহ্ন যদ্যপি কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতকের অপঘাতে মৃত্যু হয়।

স্ত্রীলোকের গণ্ডদেশের বাম পার্শ্বে যদ্যপি একটী কৃষ্ণ বর্ণের তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতিকা স্বামী-স্নেহে বঞ্চিতা হইয়া থাকে।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন মুখের (Mouth) দক্ষিণ কোণে বা পার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন মেরুদণ্ডের (Spinc) নিম্নভাগে দৃষ্ট হয় এবং এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক বুদ্ধি-বলে ধন বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হয়।

উক্ত তিল চিহ্ন তাম্রবর্ণবিশিষ্ট হই- জাতক স্ত্রীলোকের সাহায্যে সৌভাগ্য লাভ করে।

স্ত্রীলোকের মুখের দক্ষিণ যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহ -াতকা সৌভাগ্যবতী এবং স্বামীর অতিশয় প্রিয়পাত্রী হইয়া থাকে।

উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হইলে, জাতিকা সৌভাগ্যবতী এবং স্বামী অতিশয় প্রিয়পাত্রী হইয়াও, ঈর্ষাপরায়ণা স্ত্রী-বন্ধুর ষড়যন্ত্রে পড়িয়া, সা- রণের নিকট কলঙ্কিনী নামে পরিচিতা হয়।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন মুখের বাম কোণে বা থাকে, তাহা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন মেরুদণ্ডের নিম্নে লক্ষিত হয় এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক বিবাহ না করিয়া, অন্য কোনও রমণীর আসক্ত হয় ও জারজ পুত্র উৎপাদন করে।

স্ত্রীলোকের মুখের বাম কোণে বা পার্শ্বে উক্ত প্রকার তিল চিহ্ন জাতিকা পূর্ব্বোক্ত রূপ কলঙ্কে কলঙ্কিণী হইয়া থাকে।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন ওষ্ঠের মধ্যভাগে থ হইলে আর একটী তিল চিহ্ন শরীরের নিম্নদেশে থাকে এবং এ বিশিষ্ট জাতক নানারূপ বিপদে পতিত হয়, বিশেষতঃ স্ত্রীলোক হ অতিশয় কষ্ট পাইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের পৃষ্ঠের মধ্যভাগে উক্ত প্রকার তিল চিহ্ন দৃষ্ট হই আভ্যন্তরিক পীড়ায় আক্রান্তা এবং অতিশয় দুর্ব্বলা হই-

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন অধরের মধ্যভাগে দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে প্রায় একটী তিল চিহ্ন জানুর উপর দেখা যায় এবং এইরূপ চিহ্ন বিশিষ্ট জাতক দূরদেশে কষ্টকর ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়।

উক্ত তিল চিহ্ন তাম্রবর্ণবিশিষ্ট হইলে, জাতক বিদেশীয় লোকের সহিত ব্যবসা করিয়া ধনবান হয় এবং বিদেশীয় ব্যক্তির কন্যাকে বিবাহ করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের অধরের মধ্যভাগে উক্ত প্রকার তাম্রবর্ণবিশিষ্ট তিল চিহ্ন লক্ষিত হইলে, জাতিকা চিন্তাহীনা হয় এবং বিদেশীয় ব্যক্তির সহিত বিবাহিতা হইয়া স্বামী সহ বিদেশে বাস করিয়া থাকে।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন চিবুকের মধ্যভাগে থাকে, তাহা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন ক্ষিণ পদতলে দৃষ্ট হয় এবং এইরূপ চিহ্ন-বিশিষ্ট জাতক স্ত্রীলোকের সাহ হয়।

কোনও স্ত্রীলোকের চিবুকে প তিলচিহ্ন লক্ষিত হইলে জাতিকার সুখকর বিবাহ সংঘটন হইলেও, সন্তানদের দ্বারা বিশেষ ষ্ট পাইয়া থাকে।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন চিবুকের দক্ষিণ পার্শ্বে থাকে, হা হইলে আর একটী তিল চিহ্ন দক্ষিণ পদের জানুর উপরিভাগে দৃষ্ট হয় এইরূপ চিহ্নবিশিষ্ট জাতক অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন হইয়া থাকে।

ীলোকের চিবুকের দক্ষিণ পার্শ্বে যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল লক্ষিত হয়, তাহা হইলে জাতিকা সৌভাগ্যবতী, দীর্ঘায়ুবিশিষ্টা এবং ন্য-প্রণয়ের অধিকারিণী হয়।

পি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন চিবুকের বাম পার্শ্বে থাকে, তাহা আর একটী তিল চিহ্ন বাম পদের জানুর উপরিভাগে দৃষ্ট হয় এবং চিহ্নবিশিষ্ট জাতক অস্থির-ভাগ্য হয় এবং আজীবন শারীরিক ও ষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

কর চিবুকের বাম পার্শ্বে যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন তিকা আজীবন পীড়িতা হইয়া থাকে।

গার তিল চিহ্ন নীলবর্ণবিশিষ্ট হইলে জাতিকার নিশ্চয় জল নিমগ্ন ।

(ক্রমশঃ)

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

রংপুর।

রাশি	দ.	প.	বি.	রাশি	দ.	প.	বি.
মেষ	৪	২	২৪	তুলা	৫	৪৩	০
বৃষ	৪	৪৮	২৪	বৃশ্চিক	৫	৪৩	১২
মিথুন	৫	৩০	৩৬	ধনু	৫	১৫	২৪
কর্কট	৫	৪৪	৪৮	মকর	৪	২৭	৩৬
সিংহ	৫	৩৯	০	কুম্ভ	৩	৪৯	৩৬
কন্যা	৫	৩৬	০	মীন	৩	৪০	০

কুচবিহার।

রাশি	দ.	প.	বি.	রাশি	দ.	প.	বি.
মেষ	৪	১	৬	তুলা	৫	৪৪	১৮
বৃষ	৪	৪৭	২৪	বৃশ্চিক	৫	৪৪	১২
মিথুন	৫	৩১	০	ধনু	৫	১৫	০
কর্কট	৫	৪৫	৪৮	মকর	৪	২৬	৩৬
সিংহ	৫	৪০	৪২	কুম্ভ	৩	৪৭	৫৪
কন্যা	৫	৩৮	০	মীন	৩	৩৮	০

রবির উদয়াস্ত নির্ণয়।

বৈশাখ মাসের প্রথমে মেষ, পরে বৃষ, তৎপরে মিথুন ইত্যাদি দ্বাদশ রাশি; জ্যৈষ্ঠ মাসের প্রথমে বৃষ, পরে মিথুন, তৎপরে কর্কট ইত্যাদি দ্বাদশ রাশি; আষাঢ় মাসের প্রথমে মিথুন, পরে কর্কট, তৎপরে সিংহ ইত্যাদি দ্বাদশ রাশি; শ্রাবণ মাসের প্রথমে কর্কট, তৎপরে সিংহ ইত্যাদি দ্বাদশ রাশি;—এইরূপে দ্বাদশ মাসে, দ্বাদশ রাশির উদয় হয় এবং দ্বাদশ মাসের প্রতিদিনে দ্বাদশটী লগ্ন হইয়া থাকে।

রবি যে মাসে, যে রাশি বা লগ্নে উদয় হয়, সেই রাশি বা সেই লগ্ন হইতে আরম্ভ করিয়া, তাহার সপ্তমে অস্ত যায়।

"উদয়াৎ সপ্তমে রাশৌ রবেরস্তং বিদুর্বুধাঃ।"

রবি কোন্ মাসে কি কি রাশিতে উদয় ও কি কি রাশিতে অস্ত যায়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।—

বৈশাখ	মাসে	মেষ রাশিতে (বা লগ্নে)	উদয়	তুলা রাশিতে (বা লগ্নে)	অস্ত
জ্যৈষ্ঠ	,,	বৃষ	,,	বৃশ্চিক	,,
আষাঢ়	,,	মিথুন	,,	ধনু	,,
শ্রাবণ	,,	কর্কট	,,	মকর	,,
ভাদ্র	,,	সিংহ	,,	কুম্ভ	,,
আশ্বিন	,,	কন্যা	,,	মীন	,,
কার্ত্তিক	,,	তুলা	,,	মেষ	,,
অগ্রহায়ণ	,,	বৃশ্চিক	,,	বৃষ	,,
পৌষ	,,	ধনু	,,	মিথুন	,,
মাঘ	,,	মকর	,,	কর্কট	,,
ফাল্গুন	,,	কুম্ভ	,,	সিংহ	,,
চৈত্র	,,	মীন	,,	কন্যা	,,

রবিভুক্তি।

রবি বৈশাখ মাসের প্রথমদিনে,—মেষরাশির প্রথমাংশে উদয় এবং তুলা-রাশির প্রথমাংশে অস্ত; দ্বিতীয়দিনে,—মেষরাশির দ্বিতীয়াংশে উদয় এবং তুলা-রাশির দ্বিতীয়াংশে অস্ত; তৃতীয়দিনে,—মেষরাশির তৃতীয়াংশে উদয় এবং তুলারাশির তৃতীয়াংশে অস্ত; চতুর্থদিনে,—মেষরাশির চতুর্থাংশে উদয় এবং তুলারাশির চতুর্থাংশে অস্ত;—এইরূপ প্রত্যহ রাশির কিছু কিছু করিয়া অগ্রসর হইয়া মাসান্তে রবি, রাশির শেষ সীমায় আসিয়া উপস্থিত হয়। পূর্ব্বোক্ত রাশি-দ্বয় (মেষ ও তুলা) এইরূপে রবিকর্ত্তৃক ভুক্ত হইলে, আর তথায় রবির উদয় বা অস্ত হয় না। অর্থাৎ জ্যৈষ্ঠের প্রথম প্রভাতে সূর্য্যোদয়কালে বৃষরাশির (বা

লগ্নের) উদয় এবং সূর্য্যের অস্ত গমনকালে বৃশ্চিক রাশি (বা লগ্নের) প্রকাশ হয়। এইরূপে রাশির কিঞ্চিৎ অংশ করিয়া অগ্রসর হইতে রবির যে সময় অতিবাহিত হয়, তাহাকে রবির দৈনিক রবিভুক্তি বলে। যে মাসে যত দিন হইবে, সেই মাসের উদয় লগ্নকে তত ভাগ করিলে, তাহার এক এক ভাগ প্রতিদিনে প্রবিষ্ট হইবে—ইহার নাম রবিভুক্তি। এইরূপ অস্ত লগ্নকে উক্ত হিসাবে ভাগ করিলে যাহা হয়, তাহার প্রত্যেক ভাগ রাত্রে প্রবিষ্ট হইবে।

উদয় লগ্নের রবিভুক্তিকে উদয়-রবিভুক্তি বলে। মেষ দণ্ডের মান ৪ দণ্ড ৭ পল ৭ বিপলকে মাসের দিন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ভাগলব্ধ যাহা হইবে, তাহাকে মেষের উদয়-রবিভুক্তি বলে।

অস্তলগ্নের রবিভুক্তিকে অস্ত-রবিভুক্তি বলে। তুলাদণ্ডের মান ৫ দণ্ড ৩৫ পল ২৬ বিপলকে মাসের দিন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে লব্ধ ভাগফল, তুলার অস্ত-রবিভুক্তি হইবে।

রবিভুক্তি নির্ণয় করিবার কয়েকটী নিয়ম নিম্নে লিখিত হইল।

(১) লগ্নমানকে মাসের দিন সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে, ভাগলব্ধ যাহা হইবে—তাহাই দৈনিক রবিভুক্তি হইবে; যথা—অগ্রহায়ণ মাসে বৃশ্চিক লগ্নের মান ৫ দণ্ড ৪০ পল ৫৭ বিপলকে অগ্রহায়ণ মাসের দিন সংখ্যা ৩০ দিয়া (যদ্যপি অগ্রহায়ণ মাসের দিন সংখ্যা ৩০ হয়) ভাগ করিলে, ভাগলব্ধ ১১ পল, ২১ বিপল, ৫৪ অনুপল অগ্রহায়ণ মাসের উদয় লগ্নের রবিভুক্তি হইবে। মাসের যতদিন হইয়াছে, তত সংখ্যা দ্বারা দৈনিক রবিভুক্তিকে গুণ করিলে, সেই দিবসের রবিভুক্তি পাওয়া যায়। যদ্যপি ১৫ই অগ্রহায়ণ তারিখের রবিভুক্তি জানিবার আবশ্যক হয়, তাহা হইলে দৈনিক রবিভুক্তি ১১ পল ২১ বিপল ৫৪ অনুপলকে ১৫ দিয়া গুণ করিলে, উক্ত তারিখের রবিভুক্তি ২ দণ্ড ৫০ পল ২৮বিপল ৩০ অনুপল হইবে। অস্তলগ্নেরও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

(২) লগ্নঞ্চ দ্বিগুণং কৃত্বা গণনীয় তথোদিনৈঃ।
যষ্ঠীভাগেন দণ্ডঞ্চ শেষঞ্চ পলমুচ্যতে ॥

যে মাসের যে লগ্নের যতদিনের রবিভুক্তি গণনা করিতে হইবে, সেই মাসের লগ্নমানকে দ্বিগুণ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে মাসের অতীত দিন সংখ্যা দ্বারা পুনরায় গুণ করিয়া গুণফলকে ৬০ দিয়া ভাগ করিতে হইবে।

ভাগফল যাহা হইবে, তাহা দণ্ড, আর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহা পল হইবে অর্থাৎ যত দণ্ড যত পল হইবে, তাহা অভীষ্ট দিনের রবিভুক্তি হইবে; যথা—জ্যৈষ্ঠ মাসের ২১শে তারিখের রবিভুক্তি জানিতে হইলে বৃষ লগ্নমান ৪ দণ্ড ৪৯ পল ৫০ বিপলকে দ্বিগুণ করিলে ৯।৩৯।৪০ বিপল হয়। ইহাকে ২০ দ্বারা গুণ করিলে ১৯৩।১৩।২০ হয়। উক্ত গুণফলকে ৬০ সংখ্যা দ্বারা ভাগ করিলে ৩ দণ্ড ভাগফল এবং অবশিষ্ট ১৩ পল ১৩ বিপল ২০ অনুপল হয়; সুতরাং ২১শে তারিখের রবিভুক্তি ৩ দণ্ড ১৩ পল ১৩ বিপল ২০ অনুপল।

কেহ কেহ লগ্নমানকে দ্বিগুণ করত তাহাকে অতীত দিন সংখ্যা দ্বারা গুণ না করিয়া অভীষ্ট দিন সংখ্যা দ্বারা গুণ করিয়া থাকেন অর্থাৎ তাঁহাদের নিয়মানুসারে ২১শে জ্যৈষ্ঠের রবিভুক্তি যাহা ৩ দণ্ড ১৩ পল ১৩ বিপল ২০ অনুপল বলিয়া প্রদর্শিত হইল, তাহা ২০শে জ্যৈষ্ঠের রবিভুক্তি হইবে।

(৩) লগ্নদণ্ডপলং দ্বিঘ্নং তৎসংখ্যং ক্রমতঃ পলং।
বিপলঞ্চ রবের্ভোগ্যমেবং কল্পনমস্তুভে॥

যে লগ্নের রবিভুক্তি গণনা করিতে হইবে, সেই লগ্নের মানকে দ্বিগুণ করিলে যত দণ্ড ও পল হইবে, তাহার দণ্ডকে পল ও পলকে বিপল ধরিয়া সেই লগ্নের দৈনিক রবিভুক্তি বুঝিতে হইবে; যথা—ধনু লগ্নের মান ৫ দণ্ড ১৭ পল ৩৯ বিপলকে দ্বিগুণ করিলে ১০ দণ্ড ৩৫ পল ১৮ বিপল হইবে। এ স্থলে ১০ পল ৩৫ বিপল ১৮ অনুপল, ধনু লগ্নের দৈনিক রবিভুক্তি বুঝিতে হইবে। অন্তলগ্নেরও এইরূপ নিয়ম।

☞ ৩০ দিবসে মাস না হইলে এ নিয়ম সূক্ষ্মরূপে মিলে না।

(৪) যাঁহাদের পক্ষে রবিভুক্তি কসিয়া লওয়া অসুবিধাজনক বোধ হইবে, তাঁহারা পঞ্জিকা দেখিয়া অতি সহজে প্রাত্যাহিক রবিভুক্তি জানিতে পারেন। পঞ্জিকার প্রত্যেক তারিখে যে স্থলে বাঙ্গালা তারিখ ও মুসলমান তারিখ লেখা থাকে, তাহার নিম্নে প্রতিদিনের রবিভুক্তি লিখিত থাকে।

১৩০৪ সালের গুপ্তপ্রেস পঞ্জিকায় বৈশাখ মাসের ১৬ই তারিখ দেখুন—প্রথম পংক্তিতে বাঙ্গালা, ইংরাজি ও মুসলমান তারিখ লিখিত হইয়াছে; তৎপরে মেষ দং ২।৬।১৩ পঃ উদয় লিখিত আছে। ইহার অর্থ মেষের ২ দণ্ড

৬ পল ১৩ বিপল গতে সূর্য্যের উদয় হইয়াছে—ইহাই উক্তদিনের রবিভুক্তি বুঝিতে হইবে। প্রত্যেক পঞ্জিকাতেই উক্তরূপ রবিভুক্তি লেখা থাকে। তবে ইহাও জানিয়া রাখা আবশ্যক, যে সকল পঞ্জিকাতে বিশুদ্ধ রবিভুক্তি পাওয়া যায় না।

প্রাচীন লগ্নমান।

প্রাচীন মতে যেরূপ লগ্নমান স্থির হইয়াছিল, তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

রামোঽগবেদৈর্জলধিস্তু মৈত্রৈ-
র্ব্বাণো রসৈঃ পঞ্চখসাগরৈশ্চ।
বাণঃ কুবেদৈর্বিষয়োঽঙ্কযুগ্মৈঃ
ক্রমোৎ ক্রমান্মেষতুলাদিমানং॥

রাম অর্থে ৩, অগ অর্থে ৭, বেদ অর্থে ৪, ইহা দ্বারা বুঝা যায়—মেষ লগ্নের মান ৩ দণ্ড ৪৭ পল। জলধি অর্থে ৪, মৈত্র অর্থে ১৭, ইহা দ্বারা বুঝা যায়—বৃষের লগ্নমান ৪ দণ্ড, ১৭ পল। বাণ অর্থে ৫, রস অর্থে ৬, ইহা দ্বারা বুঝা যায়—মিথুন লগ্নের মান ৫ দণ্ড, ৬ পল। পঞ্চ অর্থে ৫, খ অর্থে শূন্য, সাগর অর্থে ৪, ইহা দ্বারা বুঝা যায়—কর্কট লগ্নের মান ৫ দণ্ড ৪০ পল। বাণ অর্থে ৫, কু অর্থে ১, বেদ অর্থে ৪, ইহা দ্বারা বুঝা যায়—সিংহ লগ্নের মান ৫ দণ্ড, ৪১ পল। বিষয় অর্থে ৫, অঙ্ক অর্থে ৯, যুগ্ম অর্থে ২, ইহা দ্বারা বুঝা যায়—কন্যা লগ্নের মান ৫ দণ্ড ২৯ পল। মেষ বৃষ, মিথুন, কর্কট, সিংহ ও কন্যা—এই ছয়টী রাশির লগ্নমান উৎক্রমে (বিপরীত ভাবে) পাঠ করিলে সেই সকল লগ্নমানই তুলা, বৃশ্চিক, ধনু, মকর, কুম্ভ ও মীন রাশির লগ্নমান হইবে অর্থাৎ মেষের লগ্নমান মীনের সহিত, বৃষের লগ্নমান কুম্ভের সহিত, মিথুনের লগ্নমান মকরের সহিত, কর্কটের লগ্নমান ধনুর সহিত, সিংহের লগ্নমান বৃশ্চিকের সহিত এবং কন্যার লগ্নমান তুলার সহিত সমান হইবে। যথা;—

১।	মেষ	৩ দণ্ড ৪৭ পল	৭।	তুলা	৫ দণ্ড ২৯ পল
২।	বৃষ	৪ দণ্ড ১৭ পল	৮।	বৃশ্চিক	৫ দণ্ড ৪১ পল
৩।	মিথুন	৫ দণ্ড ৬ পল	৯।	ধনু	৫ দণ্ড ৪০ পল
৪।	কর্কট	৫ দণ্ড ৪০ পল	১০।	মকর	৫ দণ্ড ৬ পল
৫।	সিংহ	৫ দণ্ড ৪১ পল	১১।	কুম্ভ	৪ দণ্ড ১৭ পল
৬।	কন্যা	৫ দণ্ড ২৯ পল	১২।	মীন	৩ দণ্ড ৪৭ পল

লঙ্কার লগ্নমান।

পৃথিবীর নিরক্ষ বৃত্তের নিকটস্থ দেশ সমূহে দিবারাত্র সতত সমান হয় অর্থাৎ ত্রিশ দণ্ডে দিবা এবং ত্রিশ দণ্ডে রাত্রি হইয়া থাকে। উক্ত নিরক্ষ-বৃত্ত হইতে যে দেশ যত দূরে অবস্থিত, তথাকার দিবারাত্রির পরিমাণ ততই চঞ্চল এবং হ্রাসবৃদ্ধিসম্পন্ন হয়। লঙ্কা (সিংহল দ্বীপ) পৃথিবীর নিরক্ষবৃত্তের নিকটস্থ বলিয়া, ভারতবর্ষীয় জ্যোতির্ব্বিদেরা লঙ্কার লগ্নমান অবলম্বন করিয়া এ দেশের লগ্নমান স্থির করিয়াছেন। লঙ্কার লগ্নমান নিম্নে লিখিত হইল।

রাশির উদয় কাল বা লগ্নমান।

	ইংরাজি ঘণ্টায়			দণ্ডাদিতে			
রাশি	ঘণ্টা	মিনিট	সেকেণ্ড	দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
মেষ	১	৫১	৩৭	৪	৩৯	২	৩০
বৃষ	১	৫৯	৩৮	৪	৫৯	৫	০
মিথুন	২	৮	৪৫	৫	২১	৫২	৩০
কর্কট	২	৮	৪৫	৫	২১	৫২	৩০
সিংহ	১	৫৯	৩৮	৪	৫৯	৫	০
কন্যা	১	৫১	৩৭	৪	৩৯	২	৩০
তুলা	১	৫১	৩৭	৪	৩৯	২	৩০
বৃশ্চিক	১	৫৯	৩৮	৪	৫৯	৫	০
ধনু	২	৮	৪৫	৫	২১	৫২	৩০
মকর	২	৮	৪৫	৫	২১	৫২	৩০
কুম্ভ	১	৫৯	৩৮	৪	৫৯	৫	০
মীন	১	৫১	৩৭	৪	৩৯	২	৩০

লঙ্কার লগ্নমান অবলম্বন করিয়া ভিন্ন ভিন্ন দেশের লগ্নমান নির্ণয় করা যায়। তাহার নিয়ম এইরূপ—

যে দেশে যে দিবস দিবা ও রাত্রির পরিমাণ সমান, সেই দিবস মূলদেশ দুই অঙ্গুল স্থূল এবং অগ্রভাগ ক্রমশঃ সূচীর ন্যায় সূক্ষ্ম এরূপ একটী দ্বাদশ অঙ্গুল শঙ্কু অর্থাৎ কাটি * ভূমিতে সরল ভাবে প্রোথিত করিলে, তাহার যে মাধ্যাহ্নিক ছায়া হয়, তাহাই সেই দেশের বিষব ছায়া। এই বিষব ছায়ার পরিমাণকে ১০, ৮ এবং ১০ দিয়া পৃথক পৃথক গুণ করিতে হইবে। শেষ অঙ্ক অর্থাৎ ১০ দিয়া গুণ করিয়া যাহা হইবে, তাহাকে পুনরায় ৩ দিয়া ভাগ করিতে হইবে। এইরূপে প্রথম দুই অঙ্কের গুণলব্ধ ফল এবং শেষাঙ্কের ভাগফল, এই তিন অঙ্ক ক্রমে এবং ব্যুৎক্রমে দ্বাদশ রাশির চরার্দ্ধ পল হইবে (বিষব দিনের দিবসার্দ্ধ ১৫ দণ্ডের যত অধিক বা কম হয়, তাহাকে চর[illegible])। উক্ত চরার্দ্ধ পল, লঙ্কোদয় খণ্ডা অর্থাৎ লঙ্কার লগ্নমান হইতে ক্রমশঃ যো[illegible]গ বা বিয়োগ করিলে সেই দেশের শোধিত লগ্নমান স্থির হইবে অর্থাৎ। [illegible] চরার্দ্ধ ফল, লঙ্কার লগ্নমানের অধিক হইলে বিয়োগ এবং কম হইলে যোগ করিলে যাহা হইবে, তাহাই অভীপ্সিত দেশের লগ্নমান। নিম্ন লিখিত দৃষ্টান্তে ইহা সুস্পষ্ট বুঝা যাইবে।

যে দিবস কলিকাতায় দিবা ও রাত্রি সমান, সেই দিবস মধ্যাহ্নে পূর্ব্বোল্লিখিত মত একটী কাটি সরলভাবে ভূমিতে প্রোথিত করিয়া বুঝিলাম—৫ অঙ্গুল ১০ ব্যঙ্গুল (৬০ ব্যঙ্গুলে এক অঙ্গুল হয়) কলিকাতার বিষব ছায়া। এক্ষণে কলিকাতার লগ্নমান নির্ণয় করিতে হইবে।

কলিকাতার বিষব ছায়া ৫ অঙ্গুল ১০ ব্যঙ্গুলকে যথাক্রমে ১০, ৮ ও ১০ দিয়া পৃথক পৃথক গুণ করিতে হইবে।

(১) অঙ্গুল	ব্যঙ্গুল	(২) অঙ্গুল	ব্যঙ্গুল	(৩) অঙ্গুল	ব্যঙ্গুল
৫	১০	৫	১০	৫	১০
	১০		৮		১০
৫১	৪০	৪১	২০	৫১	৪০

৫১। ৪০ ÷ ৩ = ১৭।১৩

পলাদি ৪০ এর অধিক হইলে ১ ধরিয়া লইতে হয় এবং ৩০ এর কম

* অর্কাঙ্গুলা তু সূচ্যগ্রা কাষ্ঠী দ্ব্যঙ্গুলমূলিকা।
শঙ্কু সংজ্ঞা ভবেচ্চৈব তচ্ছায়াং পরিকল্পয়েৎ॥

হইলে পরিত্যাগ করিতে হয়। এই নিয়মানুসারে উপরোক্ত ৩ অঙ্কের মধ্যে, প্রথম অঙ্কের ৪০ বিপল স্থানে ১ পল ধরিয়া লইলে এবং দ্বিতীয় অঙ্কের ২০ বিপল ও তৃতীয় অঙ্কের ১৩ বিপল পরিত্যাগ করিলে ৫২, ৪১ ও ১৭ হয়। কলিকাতার ইহাই ক্রমে ও ব্যুৎক্রমে মেষাদি দ্বাদশ রাশির চরার্দ্ধ ফল; যথা—

রাশি	চরার্দ্ধ ফল	রাশি	চরার্দ্ধ ফল
মেষ	৫২	তুলা	৫২
বৃষ	৪১	বৃশ্চিক	৪১
মিথুন	১৭	ধনু	১৭
কর্কট	১৭	মকর	১৭
সিংহ	৪১	কম্ভ	৪১
কন্যা	৫২		৫২

এক্ষণে লঙ্কার লগ্নমান হইতে মেষাদি রা পর উক্ত চরার্দ্ধ পল যোগ বা বিয়োগ করিয়া লইলে, কলিকাতার লগ্নমান বাহির হইবে। যথা—

রাশি	লঙ্কার লগ্নমান দ.	প.	বি.	অ.	যোগ অথবা বিয়োগ	কলিকাতার চরার্দ্ধ ফল	কলিকাতার লগ্নমান দ.	প.	বি.	অ.
মেষ	৪	৩৯	২	৩০	বিয়োগ	৫২	৩	৪৭	২	৩০
বৃষ	৪	৫৯	৫	০	,,	৪১	৪	১৮	৫	০
মিথুন	৫	২১	৫২	৩০	,,	১৭	৫	৪	৫২	৩০
কর্কট	৫	২১	৫২	৩০	যোগ	১৭	৫	৩৮	৫২	৩০
সিংহ	৪	৫৯	৫	০	,,	৪১	৫	৪০	৩৫	০
কন্যা	৪	৩৯	২	৩০	,,	৫২	৫	৩১	২	৩০
তুলা	৪	৩৯	২	৩০	,,	৫২	৫	৩১	২	৩০
বৃশ্চিক	৪	৫৯	৫	০	,,	৪১	৪	৪০	৩৫	০
ধনু	৫	২১	৫২	৩০	,,	১৭	৫	৩৮	৫২	৩০
মকর	৫	২১	৫২	৩০	বিয়োগ	১৭	৫	৪	৫২	৩০
কুম্ভ	৪	৫৯	৫	০	,,	৪১	৪	১৮	৫	০
মীন	৪	৩৯	২	৩০	,,	৫২	৩	৪৭	২	৩০

(ক্রমশঃ)

১৬-তারকা চিহ্ন ...... *

১৭-চতুষ্কোণ চিহ্ন ......

১৮-বিন্দু চিহ্ন ......

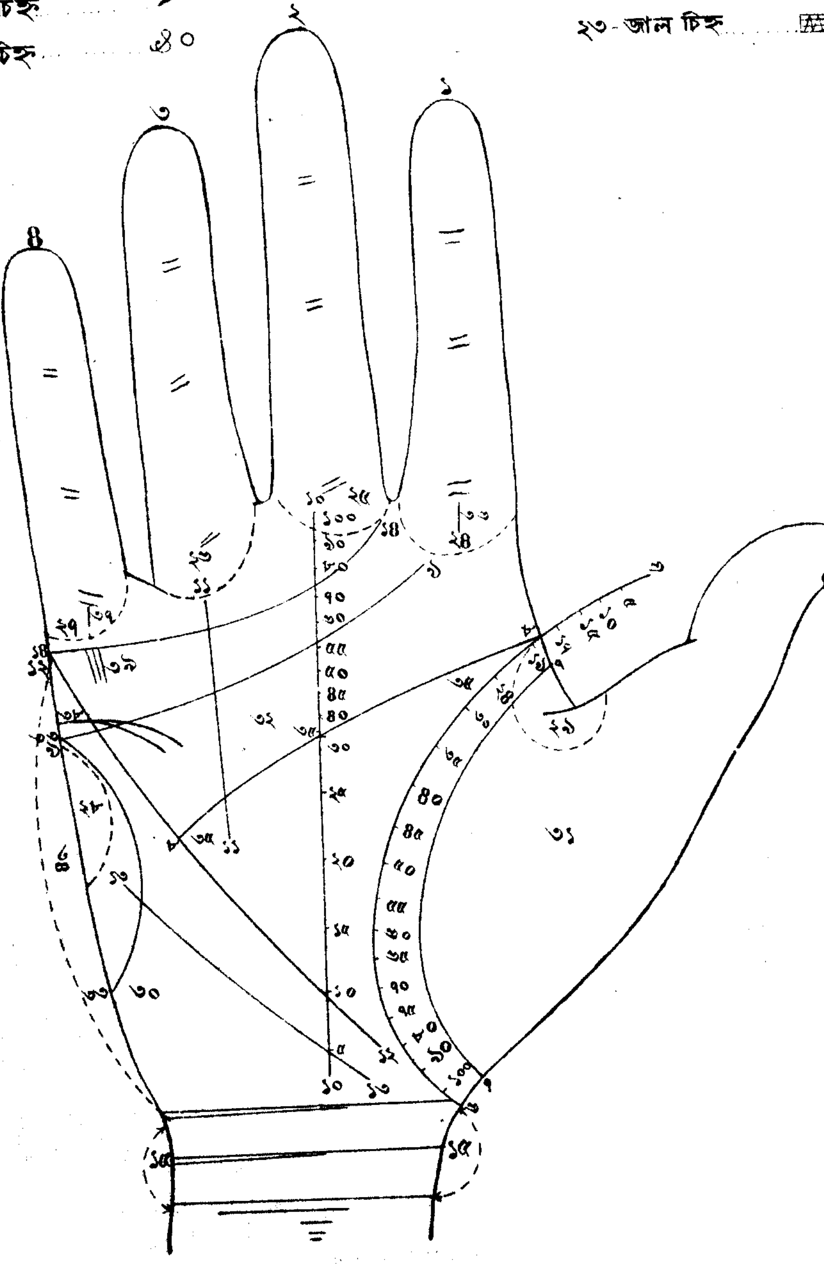
১৯-বৃত্ত চিহ্ন ......

২০-যবচিহ্ন

২১-ত্রিকোণ চিহ্ন ......

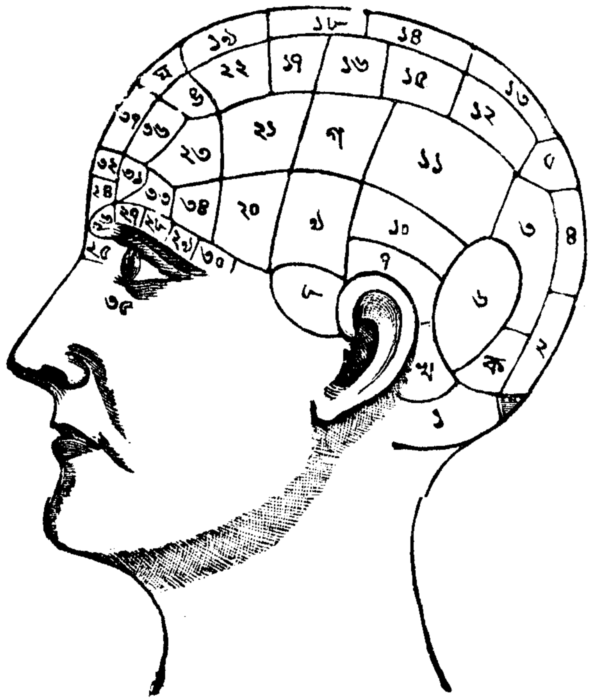
২২-ক্রশ বা ঢেরা চিহ্ন x

২৩-জাল চিহ্ন ......



চিত্র - ১

শিরোবিজ্ঞান।



চিত্র—১।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জনস্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)

১৩। আত্মাভিমান (Self-esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ ক্ষমতা (Constructiveness.)

২১। কল্পনা শক্তি (Ideality.)

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২। অনুকরণ (Imitation.

২৩। রহস্য প্রিয়তা (Mirthfulness.)

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time.)

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)

৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা জ্ঞান (Comparision.)

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)

ঙ। মিষ্টভাষিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিত্র—নং ৮



"১০" চিহ্নিত স্থান গোপন রাখিবার ক্ষমতা-সূচক।

"১১" চিহ্নিত স্থান সাবধানতা-সূচক।

গোপন রাখিবার ক্ষমতা।

সংহার প্রিয়তা স্থানের (চিত্র—১, চিহ্ন—৭) ঠিক উপরিভাগে গোপন রাখিবার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১০)।

অতি উচ্চ। গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক অতিশয় চতুর হয়। ইহার সহিত ন্যায়পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) সাধারণ (average) হইলে, জাতক ধূর্ত্ত, প্রবঞ্চক এবং কপট হইয়া থাকে।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান (চিত্র—৭, চিহ্ন—৯) উচ্চ হইলে, জাতক মিথ্যাবাদী এবং প্রতারক হয়।

সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত উচ্চ হইলে, জাতক দ্বিভাবাপন্ন (অর্থাৎ মুখে সুধা—অন্তরে গরল) হইয়া সাধারণের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া থাকে।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত ধর্ম্ম-প্রবৃত্তি প্রকাশক (Moral Organs) স্থান গুলি উচ্চ এবং স্বার্থ-প্রবৃত্তি প্রকাশক (Selfish Propen-

sities) স্থান গুলি * পূর্ণ বা সাধারণ হইলে জাতক, উদ্দেশ্য মহৎ হইলেও কার্য্য সিদ্ধির নিমিত্ত সময়ে সময়ে নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে।

উচ্চ। গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক হৃদয়ের ভাব গোপন করিয়া মুখে অন্য ভাব প্রকাশ পূর্ব্বক স্বকার্য্য সাধন করিয়া থাকে। ইহারা সহসা সকলকে আশ্চর্য্যান্বিত করিতে ভালবাসে এবং সুচতুর, কার্য্য-নিপুণ, সন্দিগ্ধ-চিত্ত, সাবধানী ও অতিশয় চাপা হয়।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক এরূপ সাবধানী হয় যে, কেহই তাহার কোনরূপ দোষ বা চাতুরী দেখিতে পায় না।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত ন্যায়পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) উচ্চ হইলে জাতক সত্যবাদী হয় ; কিন্তু সময়ে সময়ে কার্য্যানুরোধে মিথ্যা কথাও কহে, বস্তুতঃ সে কার্য্যের উদ্দেশ্য সাধু হইয়া থাকে।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত বুদ্ধি-বৃত্তিপ্রকাশক স্থান গুলি এবং সাবধানতার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক স্বীয় মনোভাব এরূপ সতর্কতার সহিত প্রকাশ করে, যে তাহার প্রকৃত কি অর্থ অথবা কাহাকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইতেছে—তাহা অন্ধকারাবৃত থাকে অর্থাৎ স্পষ্ট ভাবে প্রকাশ পায় না।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) উচ্চ হইলে, জাতক খ্যাতি লাভ করিবার নিমিত্ত নানারূপ কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে।

পূর্ণ। গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান পূর্ণ হইলে, জাতক ইন্দ্রিয় দমনে সুনিপুণ হয় ; যদ্যপি কখনও কোন রিপু উত্তেজিত হয়, তাহা হইলে জাতক যথা সাধ্য ধৈর্য্যাবলম্বন করিতে চেষ্টা করে।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহা (চিত্র—৭, চিহ্ন—৯) এবং সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১১) উচ্চ হইলে, জাতক স্বীয় আয়-ব্যয় সম্বন্ধীয় বিষয় কাহারও নিকট প্রকাশ করে না।

---

* স্বার্থ-প্রবৃত্তি প্রকাশক স্থান গুলি ; যথা—দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ, সাহসিকতা, সংহার-প্রিয়তা, পেটুকতা, অর্জ্জন-স্পৃহা এবং গোপন রাখিবার ক্ষমতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৪ হইতে ১০ পর্য্যন্ত)।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) উচ্চ হইলে, জাতক সাধারণের মতানুবর্ত্তী হয়।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত ন্যায়পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) উচ্চ হইলে, জাতক ন্যায়বান হইলেও সকল সময় ন্যায়ের সম্মান রাখিতে সমর্থ হয় না।

সাধারণ। গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান, সাধারণ হইলে জাতক ইন্দ্রিয় দমনে চেষ্টিত হয়, কিন্তু যখন ইন্দ্রিয় প্রবল হয়, তখন ইহাদের হিতাহিত জ্ঞান থাকে না।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত সাহসিকতার স্থান (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) উচ্চ হইলে, জাতক অল্পক্রোধী হয় কিন্তু যখন ক্রুদ্ধ হয়, তখন এরূপ ভীষণ হইয়া উঠে যে সহজে শান্ত হয় না।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিত্র—১১) উচ্চ হইলে জাতক, কাহারও নিকট কোনও বিশেষ কথা শুনিলে এবং তাহা গোপনে রাখিবার জন্য আদিষ্ট হইলে, সে কথা কাহারও নিকট প্রকাশ করে না।

নিম্ন। গোপন রাখিবার স্থান নিম্ন হইলে, জাতক কোনও বিষয় গোপন রাখিতে ইচ্ছা করে না। এই শ্রেণীস্থ জাতক অকপট হয় এবং যে কার্য্য সাধনে সংকল্প করে, তাহা সমাধা না করিয়া ক্ষান্ত হয় না।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক সতর্কতার সহিত কার্য্য করিয়া থাকে, কিন্তু তাহা প্রকাশ করিতে সাবধান হয় না।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের সহিত ন্যায়পরতার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক সত্যবাদী এবং সরল-হৃদয় হইয়া থাকে।

অতি নিম্ন। গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে, জাতক কোনও বিষয় গোপন রাখিতে পারে না,—সকলই প্রকাশ করিয়া ফেলে।

দৃষ্টান্ত। বরদা বাবুর মস্তকে গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান অতিশয় উচ্চ এবং তাহার সহিত সাবধানতার স্থান উচ্চ ছিল, একারণ তিনি অতিশয় চতুর ছিলেন। কাহারও নিকট কোনও বিষয় কদাচ প্রকাশ করিতেন না। বরদা বাবুর বন্ধুগণ ইঁহার মনোভাব পাওয়া দূরে থাকুক—তাঁহারা তাঁহার কপট-ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সময়ে সময়ে বিশেষ বিপদগ্রস্ত হইতেন। স্বার্থ-

সাধনের নিমিত্ত ইনি সাধারণের সহিত বন্ধুত্ব করিতেন, কিন্তু ইষ্ট লাভ হইলে আর বন্ধুত্বের সম্মান রাখিতেন না বরং আবশ্যক হইলে, উপকারীরই অপকার করিতেন। তাঁহার এইরূপ দ্বিভাব ব্যবহারে, কেহই তাঁহার সহিত মিশ্রিত হইতেন না। বিশেষ সাবধান সত্ত্বেও অচিরে ইনি সাধারণের নিকট "বিষকুম্ভং পয়োমুখম্" বলিয়া পরিচিত হইয়াছিলেন।

সারদা বাবু, বরদা বাবুর মধ্যম ভ্রাতা। ইনি জ্যেষ্ঠের ন্যায় কপট ছিলেন না। ইহার সত্যে আনুরক্তি ছিল—বন্ধুগণের সহিত সরল ব্যবহার করিতেন। সামাজিক উন্নতি সাধনে সারদা বাবুর বিশেষ উৎসাহ ছিল, বিদ্যালয় সংস্থাপন, পুস্তকালয় প্রতিষ্ঠা, রাস্তা নির্ম্মাণ, ধর্ম্ম-সভার অধিবেশন ইত্যাদি বিষয়ে ইনি বিশেষ পরিশ্রম করিতেন। চাঁদা সংগ্রহের নিমিত্ত ইনি অনেক প্রকার কৌশল অবলম্বন করিতেন। বস্তুতঃ সাধু উদ্দেশ্য বলিয়া সাধারণে এ কারণ বিরক্ত হইতেন না। সারদা বাবু এইরূপে সমাজে যথেষ্ট খ্যাতি লাভ করিয়া পরম আনন্দ অনুভব করেন। ইহার কারণ, তাঁহার মস্তকে গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের উচ্চতা সহ যশোলিপ্সার স্থান উচ্চ ছিল।

অন্নদা বাবু বরদা বাবুর কনিষ্ঠ। ইহার মস্তকে গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থান অতিশয় নিম্ন থাকায়, ইনি অতি সরল-হৃদয় ছিলেন। কাহারও নিকট কোনও বিষয় গোপন রাখিতেন না। অন্নদা বাবুর নিকট কেহ কোনও গোপনীয় বিষয় সাহস করিয়া বলিতে পারিতেন না। কারণ তাঁহারা বিশেষ জানিতেন, প্রাতঃকালে অন্নদা বাবু কোনও নূতন সংবাদ শ্রবণ করিলে মধ্যাহ্নে সাধারণের নিকট তাহা অতি পুরাতন হইয়া দাঁড়াইবে।

সাবধানতা।

গোপন রাখিবার ক্ষমতার স্থানের (চিত্র—১, চিহ্ন—১০) ঠিক উপরিভাগে সাবধানতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১১)।

অতি উচ্চ। সাবধানতার স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে জাতক অতিশয় উৎকণ্ঠিত, সতত সতর্ক, সামান্য বিষয়ে বিরক্ত, কোনও বিষয়ের নিষ্পত্তি বিষয়ে পুনঃপুনঃ আন্দোলনকারী, সর্ব্বদা বিপদ ভয়ে ভীত, সামান্য বিষয়ে অতিরিক্ত পরিশ্রমী, সত্বর কার্য্য সাধনে বা কোনও বিষয়ের নিষ্পত্তি করণে

অক্ষম, বিপদের সম্মুখীন হইতে অসম্মত এবং সামান্য কারণে অতিশয় ভয়-বিহ্বল হয়।

সাবধানতা স্থানের সহিত সাহসিকতা (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬), আত্মাভিমান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) এবং আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) পুষ্ট বা সাধারণ ও যশোলিপ্সার (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) স্থান উচ্চ হইলে, জাতক অপরের উপদেশ ব্যতীত স্বয়ং কোনও কার্য্য নিষ্পন্ন করিতে সমর্থ হয় না।

সাবধানতা স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান (চিত্র—৭, চিহ্ন—৯) উচ্চ হইলে, জাতক সামান্য লাভ হইলেও নিরাপদ ব্যবসায়ে প্রবৃত্ত হয়।

উচ্চ। সাবধানতার স্থান উচ্চ হইলে জাতক সতত সতর্ক, দীর্ঘ সময় চিন্তার পর কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত, বিপদ আগমনের পূর্ব্ব হইতে সাবধানী, প্রত্যেক বিষয় নিরাপদে রক্ষাকারক এবং সর্ব্বকার্য্যে সাবধানী হইয়া থাকে।

সাবধানতা স্থানের সহিত সাহসিকতা এবং আশার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) স্থান উচ্চ হইলে, জাতক যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, সে কার্য্য অতিশয় সাবধানতার সহিত সম্পন্ন করে।

সাবধানতা স্থানের সহিত যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২) উচ্চ হইলে, জাতক স্বীয় স্বভাব-চরিত্র নিষ্কলঙ্ক রাখিতে বিশেষরূপ সাবধানী হয়।

সাবধানতা স্থানের সহিত যশোলিপ্সার স্থান উচ্চ এবং অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান (চিত্র—৭, চিহ্ন—৯) নিম্ন হইলে, জাতক স্বভাব-চরিত্র নির্ম্মল রাখিতে সমর্থ হইলেও অর্থ সম্বন্ধে সাবধানী হয় না। কিন্তু অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান উচ্চ এবং যশোলিপ্সার স্থান নিম্ন হইলে, জাতক যশোলাভ অপেক্ষা অর্থ উপার্জ্জনে বিশেষ সাবধানী হয়।

সাবধানতা স্থানের সহিত বন্ধুত্ব (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) এবং বদান্যতার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) স্থান উচ্চ হইলে, জাতক বন্ধুগণের সহিত প্রীতি সম্ভাষণ রক্ষার্থে যত্নবান হয়।

সাবধানতা স্থানের সহিত ন্যায়পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) উচ্চ হইলে, জাতক কাহারও প্রতি অন্যায়াচরণ না করিতে সাবধানতা অবলম্বন করে।

সাবধানতা স্থানের সহিত কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৬) উচ্চ হইলে, জাতক বিচারক্ষম এবং কৌশল-নিপুণ হয়।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন কণ্ঠদেশের দক্ষিণপার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে জাতক অতিশয় রহস্যপ্রিয় হয়।

কোনও স্ত্রীলোকের কণ্ঠের দক্ষিণ পার্শ্বে যদ্যপি উক্ত প্রকার তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতিকা বুদ্ধিমতী এবং সৌভাগ্যবতী হয়; কিন্তু প্রসবকালে বড়ই কষ্ট পাইয়া থাকে।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন কণ্ঠদেশের বামপার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে জাতক উচ্চস্থান বা অশ্ব-পৃষ্ঠ হইতে পতিত হইয়া বিশেষরূপ শারীরিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠদেশের বামপার্শ্বে উক্ত প্রকার চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা পূর্ব্বোক্তরূপ উচ্চস্থান হইতে পতিত হইয়া বিশেষরূপ শারীরিক যন্ত্রণা প্রাপ্ত হয়।

উক্ত তিল চিহ্ন পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট হইলে, জাতিকার জলে বিপদ ঘটিয়া থাকে।

যদ্যপি যে কোন বর্ণের একটী তিল চিহ্ন পুরুষ বা স্ত্রীলোকের স্কন্ধের গাঁইটের উপর লক্ষিত হয়, তাহা হইলে জাতক বা জাতিকা জলনিমগ্ন হইয়া অকালে কালগ্রাসে পতিত হয়।

যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন কণ্ঠনালীর উপর লক্ষিত হইলে, জাতক উদ্বন্ধনে প্রাণত্যাগ করিয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের কণ্ঠনালীর উপর উক্ত প্রকার তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা কঠিন পীড়ায় আক্রান্তা হয়। যদ্যপি উক্ত চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতিকা উহাতে মৃত্যু-মুখে পতিতা হয়।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন বক্ষঃস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে জাতক কৃষিকর্ম্মের দ্বারা ভাগ্যবান হয়।

স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থলের দক্ষিণপার্শ্বে উক্ত প্রকার চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা মৃত-আত্মীয়ের বিষয়ের অধিকারিণী হইয়া থাকে।

উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হইলে, জাতিকার পিতার কোনও দুর্ঘটনায় মৃত্যু ঘটিয়া থাকে।

যদ্যপি যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে থাকে, তাহা হইলে জাতক হিংসক, রমণী-প্রিয় এবং দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়।

স্ত্রীলোকের বক্ষঃস্থলের বামপার্শ্বে উক্ত প্রকার চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা প্রতিজ্ঞাপরায়ণা হইয়া সময়ে সময়ে মনোকষ্ট পাইয়া থাকে।

যদ্যপি দক্ষিণ পদের উপর যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতক গুহ্য-বিদ্যানুসন্ধানে সবিশেষ কৃতকার্য্য এবং বিদেশীয় ভাষা সহজেই আয়ত্ত করিতে সমর্থ হয়।

স্ত্রীলোকের দক্ষিণ পদে কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা ভাগ্যবতী এবং দীর্ঘায়ুবিশিষ্টা হয়।

উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হইলে, জাতিকা ভাগ্যহীনা হয় এবং অতিশয় মানসিক যন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকে।

যদ্যপি বাম পদের উপর যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতক অসভ্য এবং দুশ্চরিত্র হয়।

স্ত্রীলোকের বামপদে কৃষ্ণবর্ণ ব্যতীত যে কোনও বর্ণের একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা চিরজীবন অতিশয় আর্থিক কষ্ট ভোগ করিয়া থাকে।

উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হইলে, জাতিকা বিদেশ ভ্রমণে অতিশয় কষ্ট পায়।

যদ্যপি পদের দ্বিতীয়াঙ্গুলী, প্রথমাঙ্গুলী অর্থাৎ বৃদ্ধাঙ্গুলী অপেক্ষা দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) ধনবান, সৌভাগ্যশালী এবং পরম সুখে জীবনাতিপাত করিতে সমর্থ হয়।

দক্ষিণ বা বামপদের জানুর উপর একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতক (বা জাতিকা) দূরদেশ ভ্রমণ করিতে বাধ্য হয়।

যদ্যপি পায়ের ডিমের উপর একটী তিল চিহ্ন লক্ষিত হয়, তাহা হইলে জাতক স্বীয় উৎসাহ এবং বিদ্যা প্রভাবে উচ্চ পদস্থ হয়।

উক্ত চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হইলে জাতক স্ত্রীলোক কর্ত্তৃক মনোকষ্ট পাইয়া থাকে; কিন্তু যদ্যপি উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট ও উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতকের সুন্দরী কন্যার সহিত বিবাহ হয় এবং দম্পতি পরম সুখে অবস্থান করে।

স্ত্রীলোকের পায়ের ডিমের উপর যদ্যপি একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতিকা সৌভাগ্যবতী, দীর্ঘায়ুবিশিষ্টা, স্বামী-সোহাগিনী এবং সন্তান-সন্ততিবিশিষ্টা হইয়া থাকে।

যদ্যপি নিম্নাঙ্গে একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতক বিলাসী এবং বিবাহ করিয়া ধনী হয়।

স্ত্রীলোকের নিম্নাঙ্গে উক্ত প্রকার তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা আমোদ-প্রিয়া এবং পতিব্রতা হইয়া থাকে।

যদ্যপি একটী তিল চিহ্ন দক্ষিণ স্কন্ধে থাকে, তাহা হইলে জাতকের সকল উদ্যম সফল হয়।

উক্ত তিল চিহ্ন রক্তবর্ণ বিশিষ্ট হইলে, জাতক যৌতুকসহ স্ত্রীলাভ করিয়া থাকে।

কোনও স্ত্রীলোকের দক্ষিণ স্কন্ধের উপর একটী রক্তবর্ণ তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকার উচ্চপদস্থ এবং ধনাঢ্য ব্যক্তির সহিত বিবাহ হয়।

উক্ত চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণবিশিষ্ট হইলে, জাতিকা স্বামীর মৃত্যুর পর পুনরায় বিবাহ করিয়া থাকে।

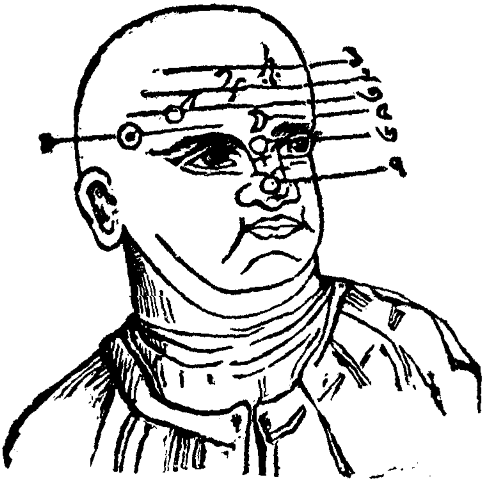
যদ্যপি বাম স্কন্ধে একটী তিল চিহ্ন থাকে, তাহা হইলে জাতক অতিশয় অর্থ কষ্ট পাইয়া থাকে।

স্ত্রীলোকের বাম স্কন্ধে একটী তিল চিহ্ন থাকিলে, জাতিকা আজীবন অর্থ কষ্ট ভোগ করে।

উক্ত তিল চিহ্ন কৃষ্ণবর্ণ বিশিষ্ট হইলে, জাতিকা স্বীয় চরিত্র দোষে সমাজে সাতিশয় লাঞ্ছিতা হয়।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)

অদৃষ্ট।

ভূমিকম্প।

এতাবৎ সাধারণের বিশ্বাস ছিল, চন্দ্র, সূর্য্য গ্রহণ গণনার ন্যায়, ভূমিকম্প নির্ণয় করা যায় না। বিগত ১২ জুন, শনিবার, ভারতবর্ষে ভীষণ ভূমিকম্পের পর, পুনরায় ১৯ শে বা ২০ শে জুন তারিখে ভূমিকম্প হইবে, এইরূপ সংবাদ, বহু সংবাদ-পত্রে প্রচারিত হয়। সহসা সংবাদ-পত্রে এইরূপ কথার প্রচার হওয়ায় সাধারণের মধ্যে বিশেষ আতঙ্ক উপস্থিত হয়। ইহার সম্ভাবিতা সম্বন্ধে অনেকে আমার মত জিজ্ঞাসা করায় গণনা করিয়া দেখিলাম, গ্রহগণ যেরূপ স্থানে অবস্থিত হওয়ায় ভূমিকম্প সংঘটিত হইয়াছিল, এক্ষণে তাহাদের স্থান পরিবর্ত্তন বশতঃ পুনরায় ভূমিকম্পের আর কোনও সম্ভাবনা নাই। সাধারণের আশঙ্কা নিবারণার্থে আমি "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান", "ইণ্ডিয়ান মিরার" প্রভৃতি সংবাদ-পত্রে ভূমিকম্পের কারণ এবং পুনর্কম্পের অসম্ভাবিতা সম্বন্ধে ১৮ই জুন তারিখে একখানি পত্র প্রেরণ করি। পত্রের বঙ্গানুবাদ নিম্নে প্রকাশিত হইল।—

ভারতে ভূমিকম্প।

"ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

সাধারণের বিশ্বাস, জ্যোতিষ গণনাপূর্ব্বক গ্রহগণের সঞ্চার নির্ণয় করিয়া, ভূমিকম্প সংঘটন, পূর্ব্ব হইতে স্থির করা যায় না। অধিকাংশ স্থলে দেখা যায়, বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধায়ীগণ ঘটনা অতিবাহিত হইবার পর বিজ্ঞ হইয়া থাকে। যাহা হউক, জ্যোতিষ-তত্ত্বজ্ঞগণের অবগতির নিমিত্ত লিখিত হইতেছে যে, বিগত ১২ই জুনের ভারতের প্রায় সর্ব্বত্র কম্পনকারী ভূমিকম্পের সহিত জ্যোতিষ নির্ণীত গ্রহগণের বিশেষ সম্বন্ধ আছে। উক্ত দিবসে, যে সময় এই শোচনীয় ঘটনা সংঘটিত হয়, সে সময় বুধ, বৃষ রাশিতে এবং তৎপ্রতিকূলে শনি, বৃশ্চিক রাশিতে অবস্থান করিতেছিল। চন্দ্র, শনির

অতি নিকটে থাকায়, বুধের প্রায় প্রতিকুলে ছিল। বৃহস্পতি, শনি ও বুধের সহিত এক সমান্তরালস্থ হইয়া মকর রাশির অষ্টম গৃহে ছিল; এবং সৌরচক্রে মকর রাশির কিয়দংশ ভারতবর্ষের আধিপত্য স্থান। জ্যোতিষ-নির্দ্দিষ্ট অন্যান্য সংঘটন গুলির মধ্যে উপরোক্তরূপ সংঘটন অভ্রান্ত ভূমিকম্পের অভ্রান্ত লক্ষণ। ভূমিকম্পের সম্ভাবিত কারণাবলী সম্বন্ধে ভূতপূর্ব্ব বহুদর্শী সেনাপতি মরিসন, আর, এন (Morrison R. N.) মহোদয়ের মত নিম্নে কিয়দংশ প্রকাশিত হইল।

"৩। যৎকালে গ্রহগণ বিশেষতঃ য়ুরেনস্, শনি, বৃহস্পতি এবং মঙ্গল—বৃষ ও বৃশ্চিক রাশিতে থাকে, তৎকালে নিশ্চয়ই ভূমিকম্প ঘটিয়া থাকে।

"৫। বৃহস্পতি, শুক্র অথবা বুধের সম্মুখীন হইলে, বিশেষতঃ সম সপ্তমে প্রতিকুলতায় এবং সমান্তরাল ভাবে অবস্থিতি করিলে, ভূমিকম্প উপস্থিত হয়।"

যাহা হউক, গ্রহগণের যেরূপ সংঘটন বশতঃ এতাদৃশ শোচনীয় ঘটনা উপস্থিত হইয়াছিল এবং যে ঘটনা সকলের হৃদয়ে বহুকাল জাগরূক থাকিবে, উক্ত ঘটনার পর গ্রহগণ আর সে প্রকারে অবস্থিত নাই। বুধ এক্ষণে স্থান পরিবর্ত্তন করিয়াছে, সুতরাং আশঙ্কার আর কোনও কারণ নাই। ইতি

বশংবদ

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

Fellow, London Chirological Society.

২৩ শে জুন তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকায় "জ্যাডকিলের ভ্রম" (Zadkiel at fault) শীর্ষক কএক পংক্তি প্রকাশিত হয়; নিম্নে তাহার অনুবাদ প্রদত্ত হইল।—

জ্যাডকিলের ভ্রম। জ্যাডকিল, বিগত ১৯ শে বা ২০ জুন তারিখে ভারতবর্ষে পুনরায় ভয়ঙ্কর ভূমিকম্প হইবে, গণনা করিয়া বলিয়াছিলেন। "লণ্ডন চিরলজিক্যাল সোসাইটি"র সদস্য শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, সংবাদপত্রসমূহে স্বীয় মত প্রকাশ করিয়া জ্যাডকিলের ভ্রম প্রতিপন্ন করিয়াছেন।

৩ রা জুলাই তারিখের "টাইমস্ অফ্ আসাম" পত্রিকায় নিম্নলিখিত মর্ম্মে একটী প্রবন্ধ বাহির হয়;—

"লণ্ডন চিরলজিক্যাল সোসাইটি"র সদস্য সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ভূমিকম্প সম্বন্ধে "ষ্টেট্স্‌ম্যান" পত্রিকায় একখানি পত্র প্রকাশিত

করেন। তাহাতে লিখিত হইয়াছে,—"গ্রহগণ পূর্ব্ব স্থান পরিবর্ত্তন করায় ভূমিকম্পের আর কোন সম্ভাবনা নাই।" কিন্তু আসাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এখনও অল্প অল্প কম্পন অনুভূত হইতেছে।

ইহার কারণ নির্দ্দেশ করিয়া, "টাইমস্ অফ্ আসাম (Times of Assam)" পত্রিকায় একখানি পত্র প্রেরিত হইয়াছে। তাহার বঙ্গানুবাদ নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"টাইমস্ অফ্ আসাম" সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু।

মহাশয়,

গত ৩রা জুলাইএর "টাইমস্ অফ্ আসাম" পত্রিকায় লিখিত হইয়াছে, আসাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহে এখনও অল্প অল্প ভূমিকম্প অনুভূত হইতেছে। গ্রহগণের প্রতিকূল দৃষ্টিই ইহার কারণ। বিগত ১২ই জুন, (বাঙ্গালা ৩০শে জ্যৈষ্ঠ) তারিখে ভারতবর্ষে যেরূপ ভীষণ ভূমিকম্প সংঘটিত হয়, এক শত বৎসরের মধ্যে সেরূপ কম্পন ভারতে দৃষ্ট হয় নাই। উক্ত তারিখে বুধ যে গৃহে অবস্থিত ছিল, শনি তাহার প্রতিকূলে অবস্থান করিতেছিল; কিন্তু এক্ষণে বুধ স্থান পরিবর্ত্তন করায় প্রবল ভূমিকম্পের আর কোনও সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এখনও বক্রী শনি ও বৃহস্পতির অবস্থান হইতে ঈষৎ ভূমিকম্পের আশঙ্কা একেবারে তিরোহিত হয় নাই,—যেহেতু শনি বৃহস্পতি হইতে ৭২ অংশ (ডিগ্রী) অর্থাৎ রাশি-চক্রের $\frac{১}{৫}$ অংশ ব্যবধানে অবস্থিতি করিতেছে। আসাম এবং তৎপার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশ সমূহ তির্ব্বৎ এবং চীনদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। উক্ত দেশদ্বয়ের উপর তুলা রাশির আধিপত্য; সুতরাং আসাম ও তৎসন্নিহিত প্রদেশ সমূহ, বৃশ্চিকের রাজ্যের প্রথমাংশে অবস্থিত। এক্ষণে ঐ স্থানে শনি বক্রী হইয়া আছে, আগামী ২রা আগষ্ট (বাঙ্গালা ১৮ই শ্রাবণ) তারিখে শনি বক্র গতি ত্যাগ করিবে। সুতরাং সেই দিবস হইতে তাহার প্রকোপ প্রশমনের আশা করা যায়।

বশংবদ

শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়

Fellow, London Chirological Society.

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিষব সংক্রান্তি হইতে আরম্ভ করিয়া, প্রতিমাসের সংক্রান্তির দিনমানের হ্রাস-বৃদ্ধি অবলম্বন করিয়াও লগ্নমানের চরার্দ্ধ ফল নিরূপণ করা যায়। কলিকাতার বিষব সংক্রান্তি দিবসের দিনমান ৩০ দণ্ড অর্থাৎ সে দিন দিবামান ও নিশামান পরস্পর সমান। বিষব সংক্রান্তি হইতে প্রতিমাসের দিবামানের প্রতি লক্ষ্য রাখিলেই উহা নির্দ্দিষ্ট দিনমান ৩০ দণ্ডের অধিক কি না, তাহা জানা যাইবে।

সংক্রান্তি	দিবামান		সংক্রান্তি	দিবামান	
মাস	দ.	প.	মাস	দ.	প.
১ম সংক্রান্তি	৩১	৪৩	৭ম সংক্রান্তি	২৮	১৭
২য় ,,	৩৩	৬	৮ম ,,	২৬	৫৪
৩য় ,,	৩৩	৪০	৯ম ,,	২৬	২০
৪র্থ ,,	৩৩	৬	১০ম ,,	২৬	৫৪
৫ম ,,	৩১	৪৩	১১শ ,,	২৮	১৭
৬ষ্ঠ ,,	৩০	০	১২শ (বিষব সংক্রান্তি)	৩০	০

ইহা দ্বারা বুঝিতে পারা যায় যে, বিষব সংক্রান্তির পরবর্ত্তী প্রথম মাসে ১০৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ৪৩ পল, দ্বিতীয় মাসে ৮৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ২৩ পল এবং তৃতীয় মাসে ৩৪ পল পরিমাণ দিনমানের বৃদ্ধি হয়। তৃতীয় মাসের সংক্রান্তির দিনে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হয়। পরে, চতুর্থ মাসে ৩৪ পল, পঞ্চম মাসে ৮৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ২৩ পল এবং ষষ্ঠ মাসে ১০৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ৪৩ পল পরিমাণ দিনমানের হ্রাস হয়। ষষ্ঠ মাসের সংক্রান্তির দিনে দিবামান ও রাত্রিমান পরস্পর সমান হয়। অতঃপর সপ্তম মাসে ১০৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ৪৩ পল, অষ্টম মাসে ৮৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ২৩ পল এবং নবম মাসে ৩৪ পল পরিমাণ দিনমানের হ্রাস হয়। নবম মাসের সংক্রান্তির দিনে দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা কম হয়। পুনশ্চ, দশম মাসে ৩৪ পল, একাদশ মাসে ৮৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ২৩ পল এবং দ্বাদশ মাসে ১০৩ পল অর্থাৎ ১ দণ্ড ৪৩ পল পরিমাণ দিনমান বৃদ্ধি হয়। দ্বাদশ মাসের সংক্রান্তি অর্থাৎ বিষব সংক্রান্তির দিনে দিবামান ও রাত্রিমান পরস্পর সমান হয়। বিষব

সংক্রান্তিই চৈত্র সংক্রান্তি নামে কথিত হইয়া থাকে। ৯ই বা ১০ই আষাঢ় দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা অধিক হইয়া ৯ই বা ১০ই আশ্বিন দিনমান ও নিশামান পরস্পর সমান হয়। অতঃপর ৯ই বা ১০ই পৌষ দিনমান সর্ব্বাপেক্ষা কম হইয়া পুনশ্চ ৯ই বা ১০ই চৈত্র দিনমান ও নিশামান পরস্পর সমান হয়। এই হ্রাস-বৃদ্ধির গণনা করিয়া, উহার অর্দ্ধেক অংশ গ্রহণ করিলে পূর্ব্বোক্ত চরার্দ্ধফল নির্ণীত হইবে।

সময় বিভাগ।

(১)

বাঙ্গালা সময়কে ইংরাজী সময়ে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

৬০ অনুপলে	...	১ বিপল (২/৫ সেকেণ্ড)
৬০ বিপলে	...	১ পল (২৪ সেকেণ্ড)
৬০ পলে	...	১ দণ্ড (২৪ মিনিট)
৬০ দণ্ডে	...	১ অহোরাত্র (২৪ ঘণ্টা)

(২)

ইংরাজী সময়কে বাঙ্গালা সময়ে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

১ সেকেণ্ডে	...	(২॥০ বিপল বা ১৫০ অনুপল)
৬০ সেকেণ্ডে	...	১ মিনিট (২॥০ পল)
৬০ মিনিটে	...	১ ঘণ্টা (২॥০ দণ্ড)
২৪ ঘণ্টায়	...	১ অহোরাত্র (৬০ দণ্ড)

জাত-দণ্ড।

১। সূর্য্যোদয় হইতে দিবা দুই প্রহর বা বার ঘটিকার মধ্যে জন্ম হইলে, ইংরাজী সময়কে বাঙ্গালা দণ্ড পলাদিতে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

দুই প্রহর বা বার ঘটিকার মধ্যে যত ঘণ্টা, যত মিনিট বা যত সেকেণ্ডে জাতকের জন্ম হইবে, পূর্ব্বোল্লিখিত "সময় বিভাগের" নিয়মানুসারে সেই ঘণ্টা, সেই মিনিট বা সেই সেকেণ্ডকে ২॥০ গুণ করিলে যে গুণফল

হইবে, তাহা হইতে সেই দিবসের নিশার্দ্ধ অর্থাৎ রাত্রিমানের * অর্দ্ধেক বিয়োগ করিলে, যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপল হইবে।

উদাহরণ। শকাব্দাঃ ১৮১৮, সন ১৩০৩ সালের ৯ই আষাঢ় সোমবার ইংরাজী দিবা ৯ ঘটিকা ৪০ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ডের সময় জন্ম হইলে বাঙ্গালা কত দণ্ড, কত পল ও কত বিপল হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে—

		দণ্ড	পল	বিপল
৯ ঘণ্টায়				
৯ × ২॥০	...	২২	৩০	০
৪০ মিনিটে				
৪০ × ২॥০	...	১	৪০	০
৩৬ সেকেণ্ডে				
৩৬ × ২॥০	...	০	১	৩০
		২৪	১১	৩০
নিশার্দ্ধ †	...	১৩	১০	১৯
বিয়োগ ফল	...	১১	১	১১

অতএব উক্ত তারিখের ৯ ঘটিকা ৪০ মিনিট ৩৬ সেকেণ্ড,—বাঙ্গালা ১১ দণ্ড ১ পল ১১ বিপল এবং ইহাই জাত-দণ্ড বা জন্ম সময়।

২। দিবা দুই প্রহর বা বার ঘটিকার পর সূর্য্যাস্তের মধ্যে জন্ম হইলে, ইংরাজী সময়কে বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপলাদিতে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

দিবা দ্বিপ্রহর বা ১২ টার পর যত ঘণ্টা, যত মিনিট বা যত সেকেণ্ডে জাতকের জন্ম হইবে, "সময় বিভাগের" নিয়মানুসারে সেই ঘণ্টা, সেই মিনিট বা সেই সেকেণ্ডকে ২॥০ গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহার সহিত

* পঞ্জিকার প্রত্যেক তারিখের পার্শ্বে দিবা ও রাত্রিমান লিখিত থাকে।

† ১৩০৩ সালের পঞ্জিকার ৯ই আষাঢ় তারিখের পার্শ্বে লিখিত আছে দিবা ৩৩।৩৯।২২ রাত্রি ২৬।২০।৩৮ সুতরাং নিশার্দ্ধ দণ্ড ১৩।১০।১৯

জন্মদিনের দিনমানের অর্দ্ধাংশ যোগ করিলে যাহা যোগফল হইবে, তাহাই বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপল হইবে।

উদাহরণ। শকাব্দাঃ ১৮১৮, সন ১৩০৩ সালের ১৮ই ফাল্গুন রবিবার দিবা ইংরাজী ১টা ২০ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডের সময় জন্ম হইলে, বাঙ্গালা কত দণ্ড, কত পল ও কত বিপল হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে।

		দণ্ড	পল	বিপল	অনুপল
১ ঘণ্টায়					
১ × ২॥০	...	২	৩০	০	০
২০ মিনিটে					
২০ × ২॥০	...	০	৫০	০	০
২৪ সেকেণ্ডে					
২৪ × ২॥০	...	০	১	০	০
যোগফল	...	৩	২১	০	০
দিনার্দ্ধ *	...	১৪	২২	৬	৩০
যোগফল	...	১৭	৪৩	৬	৩০

অতএব উক্ত তারিখের ১ ঘটিকা ২০ মিনিট ২৪ সেকেণ্ড,—বাঙ্গালা ১৭ দণ্ড ৪৩ পল ৬ বিপল ৩০ অনুপল এবং ইহাই জাত-দণ্ড বা জন্ম সময়।

৩। সূর্য্যাস্ত হইতে রাত্রি দুই প্রহর বা ১২ ঘটিকার মধ্যে জন্ম হইলে, ইংরাজী সময়কে বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপলাদিতে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

রাত্রি দুই প্রহর বা ১২ টার মধ্যে যত ঘণ্টা, যত মিনিট বা যত সেকেণ্ডে জাতকের জন্ম হইবে, "সময় বিভাগের" নিয়মানুসারে সেই ঘণ্টা, সেই মিনিট, বা সেই সেকেণ্ডকে ২॥০ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহা হইতে সেই দিবসের দিনার্দ্ধ অর্থাৎ দিনমানের অর্দ্ধেক বিয়োগ করিলে যে বিয়োগফল হইবে, তাহাই বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপল হইবে।

উদাহরণ। শকাব্দাঃ ১৮১৮, সন ১৩০৩ সালের ২০শে শ্রাবণ সোমবার রাত্রি ইংরাজি ১০টা ৩০ মিনিট ১২ সেকেণ্ডের সময় জন্ম হইলে, বাঙ্গালা কত দণ্ড, কত পল ও কত বিপল হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে।

* ১৮ই ফাল্গুনের দিনমান দণ্ড ২৮।৪৪।১৩ সুতরাং ইহার অর্দ্ধাংশ দণ্ড ১৪।২২।৬।৩০

		দণ্ড	পল	বিপল
১০ ঘণ্টায়				
১০ × ২॥০	...	২৫	০	০
৩০ মিনিটে				
৩০ × ২॥০	...	১	১৫	০
১২ সেকেণ্ডে				
১২ × ২॥০	...	০	০	৩০
যোগফল	...	২৬	১৫	৩০
দিনার্দ্ধ	...	১৬	২০	৫
বিয়োগফল	...	৯	৫৫	২৫

অতএব উক্ত তারিখের ১০ ঘটিকা ৩০ মিনিট ১২ সেকেণ্ড,—বাঙ্গালা দণ্ড ৯।৫৫।২৫ এবং ইহাই জাতকের জাত-দণ্ড বা জন্ম সময়।

যদ্যপি ইহাতে দিনমান যোগ করা যায়, তাহা হইলে উদয়াবধি জাত-দণ্ড স্থির হইবে। যথা—

রাত্রি জাত-দণ্ড	...	৯	৫৫	২৫
দিনমান	...	৩২	৪০	১০
জাত-দণ্ড উদয়াবধি		৪২	৩৫	৩৫

৪। রাত্রি দুই প্রহর বা ১২ টা হইতে সূর্য্যোদয় মধ্যে জন্ম হইলে, ইংরাজী সময়কে বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপলাদিতে প্রবর্ত্তিত করিবার নিয়ম।

রাত্রি দুই প্রহর বা ১২ টার পর যত ঘণ্টা যত মিনিট বা যত সেকেণ্ডে জাতকের জন্ম হইবে, "সময় বিভাগের" নিয়মানুসারে সেই ঘণ্টা, সেই মিনিট বা সেই সেকেণ্ডকে ২॥০ দিয়া গুণ করিলে যে গুণফল হইবে, তাহার সহিত সেই দিবসের নিশার্দ্ধ যোগ করিলে যে যোগফল হইবে, তাহাই বাঙ্গালা দণ্ড, পল ও বিপল হইবে।

উদাহরণ। শকাব্দাঃ ১৮১৮, সন ১৩০৩ সালের ২৭ শে আষাঢ় শুক্রবার রাত্রি ইংরাজী ৩ টা ১৫ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডের সময় জন্ম হইলে, বাঙ্গালা কত দণ্ড, কত পল এবং কত বিপল হইবে, তাহা লিখিত হইতেছে।

৩ ঘণ্টায়	...	দণ্ড	পল	বিপল	
৩ × ২॥	...	৭	৩০	০	
১৫ মিনিটে					
১৫ × ২॥০	...	০	৩৭	৩০	
৩০ সেকেণ্ডে					
৩০ × ২॥০	...	০	১	১৫	
যোগফল		৮	৮	৪৫	
নিশার্দ্ধ		১৩	১৯	১৩	৩০
যোগফল		২১	২৭	৫৮	৩০

অতএব উক্ত তারিখের ৩ ঘটিকা ১৫ মিনিট ৩০ সেকেণ্ড,—বাঙ্গালা দণ্ড ২১। ২৭। ৫৮। ৩০ এবং ইহাই জাতকের জাত-দণ্ড বা জন্মসময়।

যদ্যপি ইহাতে দিনমান যোগ করা যায়, তাহা হইলে উদয়াবধি জাত-দণ্ড স্থির হইবে। যথা—

রাত্রি জাত-দণ্ড	...	২১	২৭	৫৮	৩০
দিনমান	...	৩৩	২১	৩৩	০
জাত-দণ্ড উদয়াবধি		৫৪	৪৯	৩১	৩০

লগ্ন নিরূপণ।

বিশেষ সতর্কতা সহকারে লগ্ন নির্ণয় করা কর্ত্তব্য। কারণ, লগ্ননিরূপণ ঠিক না হইলে জাতকের জন্ম-পত্রিকা কখনই পরিশুদ্ধ হইবে না এবং এই জন্ম-পত্রিকাই মানবের আজীবন শুভাশুভ গণনার এক মাত্র উপায়। কিরূপে লগ্ন নিরূপণ করিতে হয়, তাহা নিম্নে লিখিত হইতেছে।

প্রথমতঃ জন্ম দিনের রবিভুক্তি নির্ণয় আবশ্যক। দিবাভাগে জন্ম হইলে উদয় লগ্নের এবং নিশাভাগে জন্ম হইলে অস্ত লগ্নের রবিভুক্তি জানিতে হইবে। দিবাতে জন্ম হইলে উদয় লগ্নমান হইতে এবং রাত্রিতে জন্ম হইলে অস্ত লগ্নমান হইতে রবিভুক্তি বিয়োগ করিতে হয়। বিয়োগ করিলে যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহার নাম ভোগ্য। যদ্যপি এই ভোগ্য-অংশ জাতদণ্ডের অধিক বা সমান হয়, তাহা হইলে যে লগ্নমান হইতে রবিভুক্তি বিয়োগ করা যায়,—তাহাই জাত-দণ্ড বুঝিতে হইবে। অন্যথা অর্থাৎ যদি তাহা না হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী লগ্নমান যোগ করিতে হইবে। এই যোগফল জাত-দণ্ডের সমান বা অধিক হইলে, যে লগ্নমান যোগ করা হইয়াছে, তাহাই জাত-দণ্ড হইবে। বস্তুতঃ যতক্ষণ না এই যোগফল জাত-দণ্ডের সমান বা

অধিক হয়, ততক্ষণ পর্য্যন্ত পর পর লগ্নের মান যোগ করিয়া জাত-দণ্ড নিরূপণ করিতে হইবে। পশ্চাল্লিখিত লগ্ন নিরূপণ প্রক্রিয়া দেখিলে, ইহা বিশেষরূপ উপলব্ধি হইবে।

মনে করুন, ১৩০৩ সাল বা ১৮১৮ শকাব্দার ১৮ই ফাল্গুন রবিবার দিবা ইংরাজী ১টা ২০ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডে একটী বালক জন্মগ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে,—জাতক কোন লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিল। প্রথমতঃ জন্মদিনের রবিভুক্তি নির্ণয় আবশ্যক। দিবাতে জন্ম হওয়ায় এ স্থলে উদয় লগ্নের রবিভুক্তি জানিতে হইবে। ফাল্গুন মাসে কুম্ভ রাশিতে সূর্য্যের উদয় এবং সিংহ রাশিতে অস্ত হইয়া থাকে ;—এ নিমিত্ত কুম্ভ লগ্ন উদয় লগ্ন। দিবাভাগে জন্ম হইয়াছে বলিয়া উদয় লগ্ন হইতে গণনা করিতে হইবে।

কুম্ভলগ্নের মান ৩ দণ্ড ৫৭ পল ২৬ বিপল। ১৩০৩ সালের ফাল্গুন মাস ৩০ দিনে পূর্ণ ; সুতরাং উক্ত লগ্নমানকে ৩০ দিয়া ভাগ করিলে প্রত্যেক দিনের রবিভুক্তি পাওয়া যাইবে এবং মাসের দিন সংখ্যা যত হইয়াছে সেই সংখ্যা দ্বারা উক্ত দৈনিক রবিভুক্তিকে পূরণ করিলে, সেই দিনের রবিভুক্তি পাওয়া যাইবে। যথা—

মাসের দিন সংখ্যা	কুম্ভ লগ্নমান	দৈনিক রবিভুক্তি
	দ. প. বি.	প. বি. অনু.
৩০)	৩ ৫৭ ২৬	(৭ ৫৪ ৫২

৬০
———
১৮০
৫৭
———
২৩৭
২১০
———
২৭
৬০
———
১৬২০
২৬
———
১৬৪৬
১৫০
———
১৪৬
১২০
———
২৬
৬০
———
১৫৬০
১৫০
———
৬০
৬০
———

(ক্রমশঃ)

১৬. তারকা চিহ্ন .. .. ✳

১৭. চতুষ্কোণ চিহ্ন

১৮. বিন্দু চিহ্ন

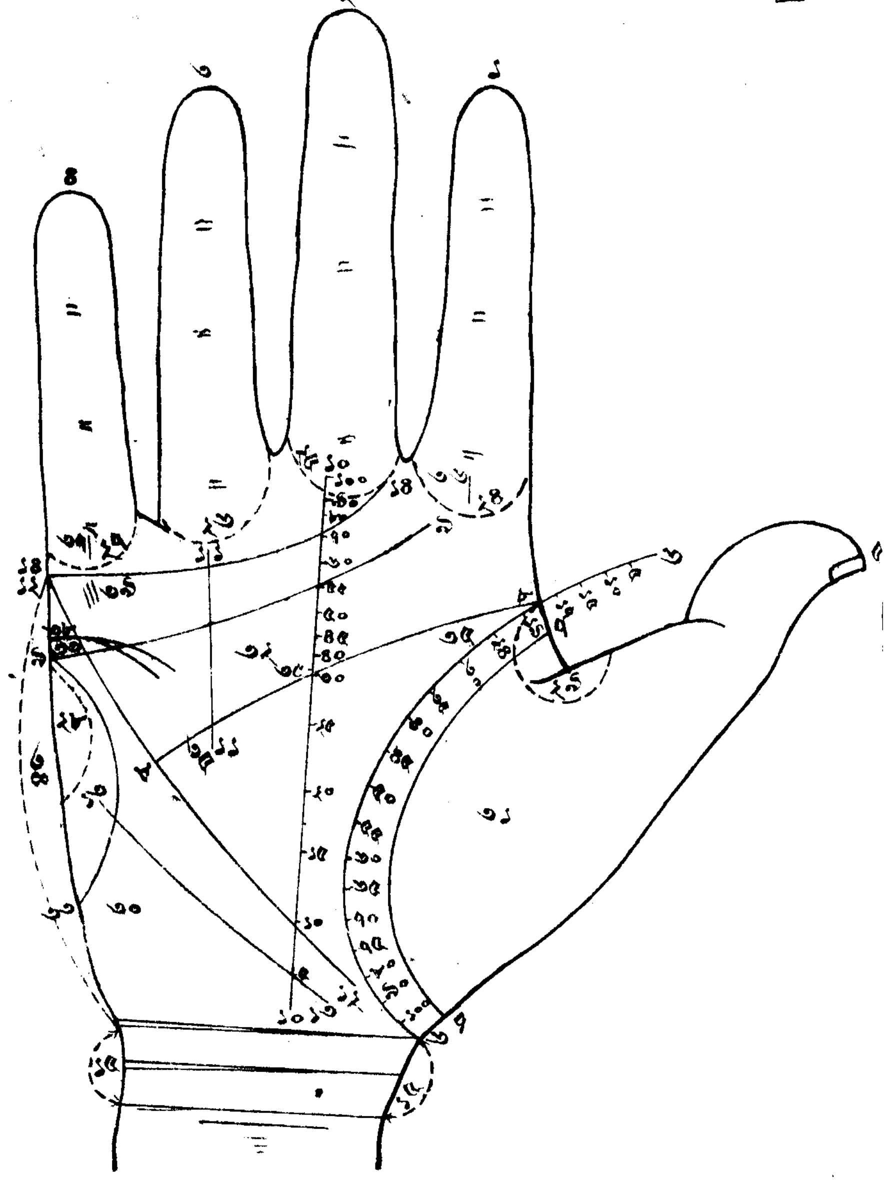
১৯. বৃত্ত চিহ্ন .. ..

২০. যব চিহ্ন .. ..

২১. ত্রিকোণ চিহ্ন ..

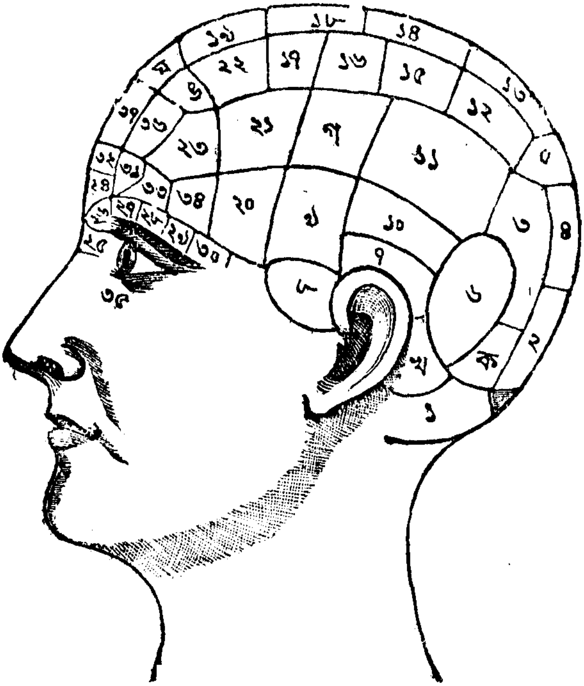
২২. ক্রশ বা ঢেরা চিহ্ন

২৩. জাল চিহ্ন ..



চিত্র-১

শিরোবিজ্ঞান।



চিত্র—১।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জন-স্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)

১৩। আত্মাভিমান (Self-esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ-ক্ষমতা (Constructiveness.)

২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)

খ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২। অনুকরণ (Imitation.

২৩। রহস্য-প্রিয়তা (Mirthfulness.)

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time.)

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)

৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা-জ্ঞান (Comparison.)

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)

ঙ। মিষ্ট-ভাষিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর ।)

চিত্র—নং ৮



"১১" চিহ্নিত স্থান সাবধানতা-সূচক ।

সাবধানতা স্থানের সহিত সাহসিকতা (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) এবং আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) উচ্চ হইলে জাতক উৎসাহের সহিত কোনও বিষয়ের বিচার করিতে সমর্থ হইলেও গর্ব্বিত এবং অনেক সময় অসতর্ক হইয়া থাকে ।

সাবধানতা স্থানের সহিত আত্মাভিমানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) নিম্ন হইলে জাতক কোনও বিষয়ের বিচারকালীন আপনার অপেক্ষা অন্যের যুক্তি-প্রদর্শনে অধিক বিশ্বাস স্থাপন করে ।

সাবধানতা স্থানের সহিত অপত্য-স্নেহের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—২) উচ্চ হইলে জাতক সন্তানগণকে অধিক আদর দিয়া অবাধ্য এবং উদ্ধত করিয়া তুলে ।

পূর্ণ । সাবধানতার স্থান পূর্ণ হইলে জাতক পরিণামদর্শী এবং সাবধানী হয় । ইহার সহিত সাহসিকতার স্থান উচ্চ এবং আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) অত্যুচ্চ হইলে, জাতক মানসিক-দুর্ব্বল এবং মধ্যমরূপ সাবধানী হইয়া থাকে ।

সাবধানতা স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান উচ্চ হইলে জাতক অর্থ এবং ভূমি-সম্পত্তি রক্ষণে সবিশেষ সতর্কতা অবলম্বন করে।

সাবধানতা স্থানের সহিত, কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৬) সাধারণ হইলে জাতক অল্পরূপ পরিণামদর্শী এবং ভবিষ্যৎ অপেক্ষা উপস্থিত সময়ে কৌশল প্রকাশ করিতে সমর্থ হয়।

সাধারণ। সাবধানতার স্থান সাধারণ হইলে জাতক মধ্যমরূপ সাবধানী এবং পরিণামদর্শী হয়।

সাবধানতা স্থানের সহিত সাহসিকতা (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) এবং আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) উচ্চ হইলে, জাতক বিশেষ বিবেচনা করিয়া কার্য্য করিতে সমর্থ হয় না।

সাবধানতা স্থানের সহিত কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৬) এবং আশা ও সাহসিকতার স্থান সাধারণ হইলে জাতক সাধারণ-জ্ঞান-বিশিষ্ট হয় এবং প্রায়ই অসাবধানতার নিমিত্ত বিপদগ্রস্ত হয় না। কিন্তু যদ্যপি সাবধানতা স্থানের সহিত সাহসিকতা ও আশার স্থান উচ্চ এবং কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার স্থান পূর্ণ বা সাধারণ হয়, তাহা হইলে জাতক সতত উষ্ণ, কৌশলাভিজ্ঞ, অপরিণামদর্শী এবং দুর্ভাগ্য হইয়া থাকে।

নিম্ন। সাবধানতার স্থান নিম্ন হইলে জাতক অসভ্য, সাবধানী এবং হতভাগ্য হয়। ইহার সহিত আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) উচ্চ হইলে জাতক প্রায়ই বিপদগ্রস্ত হয়।

সাবধানতা স্থানের সহিত সাহসিকতার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হইয়া কলহে প্রবৃত্ত হয় এবং বিশেষ বিপদে পড়িয়া থাকে।

অতি নিম্ন। সাবধানতার স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে, জাতক দুশ্চরিত্র এবং অতিশয় অসাবধানী হইয়া থাকে।

দৃষ্টান্ত। ধরনীধর বাবুর মত এরূপ সাবধানী লোক অতি অল্পই দৃষ্ট হয়। ইহার সকল কার্য্যেই সূক্ষ্ম দৃষ্টি এবং বিশেষ সাবধানতা। পাছে জিনিশ-পত্র চুরী যায়, এই আশঙ্কায় তিনি বাটীতে ভিক্ষুকের প্রবেশ নিষেধ করিয়া দিয়াছিলেন। অনুমতি ব্যতীত অপরিচিত ব্যক্তির বাটী প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। একবার দ্বারবান পাঁড়ে ঠাকুর জনৈক ভদ্রলোককে বাবুর অনুমতি না লইয়া দ্বার ছাড়িয়া দিয়াছিল। ধরনীধর বাবু এ নিমিত্ত ক্রোধান্ধ

হইয়া সেই দিনেই তাহাকে কার্য্য হইতে বিদায় দিয়াছিলেন। ভৃত্যেরা বাবুর ভয়ে সতত শঙ্কিত থাকিত। একদিন তাঁহার এক পুরাতন ভৃত্য দৈবক্রমে একটী ঝাড়ন হারাইয়া ফেলে,—বাবু বেতন দিবার সময় তাহা হইতে ঝাড়নের পূরা মূল্য কাটিয়া লইতে বিন্দুমাত্র দুঃখিত বা লজ্জিত হন নাই। একদা ধরনীধর বাবু কোনও বিশেষ প্রয়োজনে বাটীর বাহির হইয়াছিলেন, ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, তাঁহার ছোট মেয়েটী গহনা পরিয়া বাহির বাটীতে একা খেলা করিতেছে। সালঙ্কৃতা কন্যাকে এরূপ একা খেলিতে দেখিয়া তিনি ক্রোধে জ্বলিয়া উঠিলেন এবং তৎক্ষণাৎ কন্যার রক্ষয়িত্রী শ্যামা দাসীকে ডাকিলেন। শ্যামা ভিতর বাটী হইতে বাবুর তর্জ্জন গর্জ্জন শুনিয়া খিড়্‌কি দ্বার দিয়া পলায়ন করিল। সেই দিন হইতে তিনি, কন্যার গাত্র হইতে সমস্ত গহনা খুলিয়া লইলেন। ধরনীধর বাবুর এত সাবধানের কারণ—তাঁহার মস্তকে সাবধানতার স্থান অতিশয় উচ্চ ছিল।

ধরনীধর বাবু যে প্রকৃতির লোক ছিলেন, প্রতিবাসী হরিদয়াল বাবু ঠিক তাঁহার বিপরীত ছিলেন। হরিদয়াল বাবুর বাটীতে প্রবেশ করিবার কাহারও নিষেধ ছিল না। সকল শ্রেণীর লোকই নানা সূত্রে তাঁহার বাটীতে আগমন করিত,—জিনিশ-পত্রও প্রায়ই চুরী যাইত; কিন্তু তিনি তাহা শুনিয়াও মনোযোগী হইতেন না। একদিন তাঁহার পাঁচ বৎসরের পুত্র জ্যোতিষ রাস্তায় গিয়া দাঁড়াইয়া ছিল, হঠাৎ সে সময় এক খানি গাড়ী আসিয়া পড়ে। যদ্যপি জনৈক পথিক তাহাকে না ধরিত, তাহা হইলে হয় তো সেই দিনই বালকের মৃত্যু ঘটিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, এইরূপ বিপদের কথা শুনিয়াও হরিদয়াল বাবু, বালকের "রাস্তায় বাহির হওয়া" বন্ধ করা সম্বন্ধে কিছুমাত্র মনোযোগী হন নাই। বাটীতে বামাচরণ নামে এক ভৃত্য ছিল, সে সুযোগ পাইলেই বাটীর জিনিশ-পত্র চুরী করিত—মাঝে মাঝে ধরাও পড়িত। কিন্তু হরিদয়াল বাবু, ভৃত্যকে কোনও রূপ শাসন করিতেন না। বামাচরণের এইরূপে সাহস বাড়িয়াছিল; এক দিন শুনা গেল, উক্ত ভৃত্য হরিদয়াল বাবুর সোনার চেন এবং তাঁহার স্ত্রীর সমুদয় অলঙ্কার চুরী করিয়া কোথায় অন্তর্হিত হইয়াছে। হরিদয়াল বাবুর এরূপ উদাসীনতার কারণ, তাঁহার মস্তকে সাবধানতার স্থানের নিম্নতা ব্যতীত আর কিছুই নহে।

চিত্র—নং ৯



"১২" চিহ্নিত স্থান যশোলিপ্সা সূচক।

যশোলিপ্সা।

আত্মাভিমানের (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) ঠিক নিম্নে যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১২)।

অতি উচ্চ (very large)। যশোলিপ্সার স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে, জাতক লোক-নিন্দায় আন্তরিক কাতর এবং সুখ্যাতিতে বিশেষ আনন্দিত হয়; কিন্তু স্বয়ং স্পষ্টভাবে কোনও প্রকার অহমিকা প্রকাশ করে না। বস্তুতঃ ইহারা সাধারণের নিকট যশোভাজন হইবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী হইয়া থাকে।

যশোলিপ্সার সহিত আত্মাভিমান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) এবং দৃঢ়তার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৪) স্থান মধ্যমরূপ উচ্চ (moderate) হইলে, জাতক তাহার প্রতি কাহারও মতামত প্রকাশ সহ্য করিতে পারে না।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত ন্যায়পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) সাধারণ হইলে, জাতক সুখ্যাতির কার্য্য না করিয়া সুযশ প্রার্থনা করে। কিন্তু যদ্যপি যশোলিপ্সার স্থান উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক প্রধানতঃ সৎকার্য্য সাধন করিয়া যশঃপ্রার্থী হয়।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত কল্পনা-শক্তির স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—২১) উচ্চ এবং কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার স্থান সাধারণ হইলে, জাতক অসার

গর্ব্ব প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা সদ্‌গুণে হৃদয় ভূষিত করা অপেক্ষা বাহ্যিক-সৌন্দর্য্যের নিমিত্ত বিচিত্র পরিচ্ছদে সজ্জিত এবং স্বীয় বহির্ব্বাটী খানি নয়নরঞ্জন করিয়া চিত্রিত ও বিবিধ আসবাবে ইহার পারিপাট্য সাধন করিতে যত্নশীল হয়। ফলতঃ এইরূপ ভাবে চলিয়া সর্ব্বশেষে ইহারা সর্ব্বস্বান্ত হইয়া পড়ে।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান (চিত্র—৭, চিহ্ন—৯) উচ্চ হইলে জাতক অর্থের অহঙ্কার করিয়া থাকে।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত ভাষা-জ্ঞানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৫) উচ্চ হইলে, জাতক অসার দীর্ঘ কথোপকথনে অধিক সময় নষ্ট করে।

উচ্চ (large)। যশোলিপ্সার স্থান উচ্চ হইলে, জাতক যশোলোলুপ, লোকনিন্দায় অসন্তুষ্ট ও প্রশংসায় তুষ্ট, আত্ম-শ্লাঘাকারী, তাহার প্রতি সাধারণের ধারণা জানিতে ইচ্ছুক, কোমল-হৃদয়, সচ্চরিত্র, লোককে সন্তুষ্ট রাখিতে ইচ্ছুক, সামাজিক, সভ্য এবং বড়লোক হইতেও বড় কার্য্য করিতে অভিলাষী হয়।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত সাবধানতার স্থান (চিত্র—৮, চিহ্ন—১১) উচ্চ ও আত্মাভিমানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) মধ্যমরূপ উচ্চ হইলে জাতক লোক-নিন্দা-ভয়ে ভীত এবং সাধারণের সন্তোষজনক কার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে যত্নশীল হয়।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত ন্যায়পরতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) ও সাহসিকতার (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) স্থান উচ্চ হইলে জাতক, ভবিষ্যতে নিশ্চয় যশঃ লাভ করিতে পারিবে, এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর করিয়া, উপস্থিত লোক-নিন্দা উপেক্ষা পূর্ব্বক সৎপথাবলম্বী হয়।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত বদান্যতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) উচ্চ হইলে, জাতক পরোপকার করিয়া সুখ্যাতি লাভে ইচ্ছুক হইয়া থাকে।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) উচ্চ হইলে জাতক অন্য লোক অপেক্ষা বন্ধুগণের নিকট যশঃ প্রাপ্তির নিমিত্ত বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করিয়া থাকে।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত আত্মাভিমান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) ও সাহসিকতার (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) স্থান উচ্চ হইলে, জাতক সাধারণ-সমীপে

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

বিবিধ।

(কেশ)

১। যদ্যপি কেশ ঘন, কৃষ্ণবর্ণ, চিক্কণ ও স্কন্ধ পর্য্যন্ত লম্বিত হয়, তাহা হইলে জাতক নম্র কিন্তু দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ এবং প্রণয় রক্ষণে সমর্থ ও ইহাতে প্রায় নিরাপদ হয়। এই শ্রেণীস্থ জাতক; উত্তেজনা ব্যতীত, স্বেচ্ছা পূর্ব্বক কোনও বিষয়ে অপরিমিতাচারী হয় না।

২। কোনও স্ত্রীলোকের পূর্ব্বোক্তরূপ কেশ হইলে, জাতিকা সর্ব্ব বিষয়ে মধ্যমরূপ আকাঙ্ক্ষাবিশিষ্টা, চিন্তাশীলা এবং মধ্যমরূপ শারীরিক ও মানসিক অবস্থাপন্না হইয়া থাকে। যদিও ইহাদের প্রণয়ের আধিক্য দৃষ্ট হয় না, তত্রাচ ইহারা প্রণয় রক্ষা করিয়া থাকে এবং প্রণয়াধিক্য জনিত আনন্দের শত্রুতা করে না।

৩। যদ্যপি কেশ গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ, ক্ষুদ্র ও কুঞ্চিত হয়, তাহা হইলে জাতক পানদোষরত, বিবাদপ্রিয়, অস্থির-প্রকৃতিসম্পন্ন, অতিশয় কামুক, কার্য্যে শিথিল কিন্তু কোনও আশ্চর্য্যজনক বিষয়ের প্রারম্ভে বিশেষ উদ্‌গ্রীব হয়। ইহারা ধনী হইতে ইচ্ছা করে, কিন্তু আশা প্রায়ই অপূর্ণ রহিয়া যায়।

৪। উক্ত প্রকার চিহ্নবিশিষ্টা জাতিকার উপরোক্ত প্রকার প্রকৃতি হইয়া থাকে।

৫। যদ্যপি কেশ পিঙ্গল বর্ণ, দীর্ঘ ও চিক্কণ হয়, তাহা হইলে জাতক সাধারণতঃ বলিষ্ঠ, একগুঁয়ে, কার্য্যে উৎসাহী, রমণীপ্রিয়, নানাজাতীয় সৌন্দর্য্যপ্রিয়, সামান্য কার্য্যেও উৎসাহের সহিত সম্পন্নকারী এবং নম্র প্রকৃতি বিশিষ্ট হয়। ইহারা অল্প বয়সে অযথা পানদোষাসক্ত না হইলে দীর্ঘজীবি হইয়া থাকে।

৬। কোনও স্ত্রীলোকের পূর্ব্বোক্তরূপ কেশ হইলে জাতিকা, জাতকের ন্যায় পূর্ব্বোক্তরূপ গুণাধিকারিণী হয়, অধিকন্তু ইহারা স্বীয়া চরিত্র, অনুরাগ

বিশেষতঃ প্রণয়ে অতিশয় দৃঢ়া হয়। ইহাদের শারীরিক ও মানসিক অবস্থা উত্তম, বিশেষ আনন্দ ও উত্তম স্বাস্থ্যলাভ এবং বহু সন্তান-সন্ততি হয়।

৭। যদ্যপি কেশ ক্ষুদ্র ও ঘন হয়, তাহা হইলে জাতক কোনও কার্য্যে প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হইলে প্রতিশোধপরায়ণ এবং জাতিকা বিবাদ-প্রবৃত্তা হইয়া থাকে।

৮। যদ্যপি কেশ অল্প-পিঙ্গলবর্ণ, দীর্ঘ ও চিক্কণ হয়, তাহা হইলে জাতক শান্তিপ্রিয়, মহৎ-প্রকৃতিবিশিষ্ট, সাধ্যানুসারে অনিষ্টের দমনকারী এবং রমণী-সংসর্গপ্রিয় ও তাহাদিগকে কোনওরূপ অপমান হইতে রক্ষা করিতে যত্নশীল হয়। ইহারা কোনও কার্য্যে বাধা প্রাপ্ত হইলে অতিশয় ক্রুদ্ধ হইয়া উঠে, কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তন্নিমিত্ত অনুতপ্ত হয় এবং শান্ত মূর্ত্তি ধারণ করে। বস্তুতঃ ইহারা লোক-হিতৈষী, সুশীল এবং দয়ালু হয়।

৯। কোনও স্ত্রীলোকের উক্তরূপ কেশ হইলে, জাতিকা স্নেহ-প্রকৃতি-বিশিষ্টা, চঞ্চলা, ক্রোধহীনা এবং অযথা প্রণয়াভিলাষ-বিহীনা হয়। ইহাদের স্বাস্থ্য উত্তম হয় কিন্তু বিশেষ সৌভাগ্যবতী হয় না।

১০। যদ্যপি কেশ সুদৃশ্য হয়, তাহা হইলে জাতক শারীরিক ও মানসিক দুর্ব্বল, অধিক চিন্তা (বিশেষতঃ ধর্ম্ম সম্বন্ধে) রত, কার্য্যতৎপর, এক কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখিয়া অন্য কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে বিরত এবং ইন্দ্রিয়-সংযমী হয়। ইহারা বৃদ্ধকাল পর্য্যন্ত জীবিত থাকে না।

১১। কোনও স্ত্রীলোকের উক্তরূপ কেশ হইলে জাতিকা উত্তম স্বাস্থ্য-বিশিষ্টা, স্বীয় অভীপ্সিত কার্য্য সাধনে দৃঢ়-সংকল্পা, প্রেমোন্মত্তা, সহচর বিহনে সহজ অবস্থায় থাকিতে অক্ষমা, স্বীয় প্রশংসাবাদ বিশেষতঃ আত্ম-সৌন্দর্য্যের যশোকীর্ত্তন শ্রবণ করিলে পরম পুলকিতা এবং নৃত্যাদিতে আমোদিনী এবং দীর্ঘায়ুবিশিষ্টা হইয়া থাকে।

১২। যদ্যপি কেশ দীর্ঘ ও রক্তবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক চতুর, শিল্পবিদ্, প্রবঞ্চক, ব্যবসা-বাণিজ্যে অনুরক্ত, চঞ্চল-প্রকৃতিবিশিষ্ট, সতত ভ্রমণশীল, প্রণয়-সুখ-ভোগাভিলাষী, অর্থ-লোলুপ ও নির্ব্বোধের ন্যায় ধনক্ষয়-কারী হয় এবং কোনও কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়া, যে পর্য্যন্ত না ইহার সুফল প্রাপ্ত হয়, তদবধি অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে কোনও বাধা বিপত্তিতে ভ্রূক্ষেপ না করিয়া, তদ্বিষয়ে নিযুক্ত থাকে। ইহারা স্বভাবতঃ ভীরু হয় কিন্তু বিবেচনা

করিয়া, ভীরু অপবাদ হইতে মুক্তি পাইবার নিমিত্ত সাহসী বলিয়া পরিচয় প্রদান করে।

১৩। কোনও স্ত্রীলোকের উক্তরূপ কেশ হইলে জাতিকা বাগাড়ম্বর-প্রিয়া, দুর্দ্দান্ত-প্রকৃতিবিশিষ্টা এবং অতিশয় ভোগাভিলাষ-পরায়ণা হয়। এই শ্রেণীস্থ জাতিকারা সাধারণতঃ ভীষণা হয় এবং অযথা ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রা হওয়ায় দীর্ঘজীবি হয় না। ইহারা অবিশৃঙ্খল ভাবে, নানাকার্য্যে ব্যাপৃত হইয়া প্রতিজ্ঞা পালনে অসমর্থা হয় এবং এ কারণ যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতে হতাশ হইয়া বিলক্ষণ ক্রুদ্ধা হইয়া উঠে।

১৪। যদ্যপি কেশ মস্তকের সম্মুখভাগে পতিত হয়, তাহা হইলে জাতক জ্ঞানী হইলেও দুর্ব্বল-হৃদয় এবং আপনাকে ন্যায়বান ভাবিলেও প্রকৃত পক্ষে প্রবঞ্চকের কার্য্য করিয়া থাকে। অর্থ-সংক্রান্ত বিষয়ে ইহারা প্রায়ই ভগ্ন-মনোরথ হয়, একারণ ইহাদের সম্ভ্রমের হানি হয় অথবা বাধ্য হইয়া ইহাদিগকে ব্যয় হ্রাস করিতে হয়।

১৫। যদ্যপি কেশ পশ্চাদ্ভাগে পতিত হয়, তাহা হইলে জাতক একগুঁয়ে, খিট্‌খিটে, ক্রোধী এবং অনধিকার সত্ত্বেও প্রভুত্বাভিলাষী হয়। যদ্যপি কেহ ইহাদের আজ্ঞা প্রতিপালন না করে, তাহা হইলে ক্রোধের আর সীমা থাকে না। অসম্ভব (আজগুবি) কথা শুনিতে ও শুনাইতে ইহারা বিশেষ সুখানুভব করিয়া থাকে। বস্তুতঃ ইহারা সুনিপুণ গৃহস্থ হয় এবং স্বীয় পরিবার মধ্যে যথাসাধ্য ক্ষমতা প্রদর্শন করিতে ত্রুটি করে না।

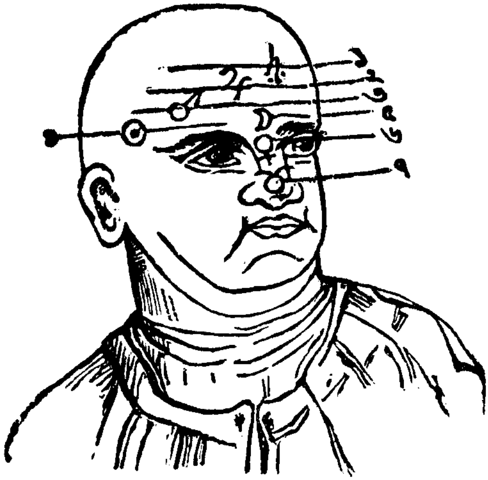
১৬। যদ্যপি কেশ কপালের দিকে ধনুকের ন্যায় গোলাকৃতি হয় এবং রগের দিকে খাঁজকাটার ন্যায় না হয়, তাহা হইলে জাতক বা জাতিকা নিরীহ, অসন্দিগ্ধ, বিশেষরূপ কার্য্যতৎপর না হইলেও সকল বিষয়ে মধ্যমাচারী এবং উদ্যমশীল হইয়া থাকে। ইহারা নম্র, সচ্চরিত্র, সৌভাগ্যবান এবং সুখী হয়।

১৭। যদ্যপি কেশ রগের উপর খাঁজকাটার ন্যায় হয়, তাহা হইলে জাতক সামাজিক, অটল-হৃদয়, সচ্চরিত্র, বিজ্ঞ, কার্য্যে মনোযোগী, শারীরিক ও মানসিক প্রফুল্ল এবং দীর্ঘজীবি হয়।

১৮। যদ্যপি কেশ কপালের নিম্নভাগে পতিত হয়, তাহা হইলে জাতক স্বার্থপর, মতলববাজ, উগ্র-স্বভাববিশিষ্ট, অসামাজিক এবং পানদোষরত হয়।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইংরাজী দিবা ১ টা ২০ মিনিট ২৪ সেকেণ্ডের সময় জাতকের জন্ম হয় ইহাকে দণ্ড পলাদিতে পরিণত করিয়া ১৭ দণ্ড ৪৩ পল ৬ বিপল ৩০ অনুপল সময় জাতদণ্ড নির্ণীত হইল। *

দৈনিক রবিভুক্তি ৭ পল ৫৪ বিপল ৫২ অনুপলকে ১৮ (জন্ম তারিখ) দিয়া গুণ করিলে, ৭ পল ৫৪ বিপল ৫২ অনুপল × ১৮=২ দণ্ড ২২ পল ২৭ বিপল ৩৬ অনুপল হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত নিয়মানুসারে কুম্ভ রাশির লগ্নমান দণ্ড ৩। ৫৭। ২৬ হইতে ১৮ই ফাল্গুনের রবিভুক্তি বিয়োগ করিলে দণ্ড ১। ৩৪। ৫৮। ২৪ হয়, ইহাই কুম্ভ রাশির ভোগ্যমান। অতঃপর ইহাতে পর পর রাশির লগ্নমান যোগ করিতে হইবে।—

	দ.	প.	বি.	অনু.
কুম্ভ রাশির লগ্নমান	৩	৫৭	২৬	০
১৮ই ফাল্গুনের রবিভুক্তি	২	২২	২৭	৩৬
কুম্ভ রাশির ভোগ্যমান	১	৩৪	৫৮	২৪
মীন রাশির লগ্নমান	৩	৪৬	৪০	০
মেষ " "	৪	৭	৭	০
বৃষ " "	৪	৪৯	৫০	০
সমষ্টি	১৪	১৮	৩৫	২৪
মিথুন রাশির লগ্নমান	৫	২৮	২০	০
সমষ্টি	১৯	৪৬	৫৫	২৪

বৃষ লগ্ন পর্য্যন্ত যোগ করিয়া দেখা গেল যে, জাতদণ্ড সমষ্টিকৃত লগ্নমান অপেক্ষা বেশী হইতেছে, সুতরাং ইহাতে আরও লগ্নমান যোগ করিতে হইবে। তৎপর মিথুন লগ্নমান যোগ করিয়া দেখা গেল যে, জাত-দণ্ডপলাদি সমষ্টিকৃত লগ্নমানের অন্তর্নিহিত হইয়াছে। এ নিমিত্ত জাতকের মিথুন লগ্ন স্থিরীকৃত হইল।

---

* "অদৃষ্ট"—২য় বর্ষ, ৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

সূক্ষ্মরূপে লগ্ন নির্ণয়।

(জ্যোতিষ প্রকাশ।)

"পুরাকালীন পণ্ডিতগণ দ্বাদশাঙ্গুল শঙ্কুচ্ছায়া দ্বারা জন্মসময় নির্ণয় করিতেন, এবং ইহাই সময় নির্দ্ধারণের উৎকৃষ্ট উপায়। এক্ষণে উক্ত শঙ্কুর পরিবর্ত্তে ঘটিকাযন্ত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রাশিচক্রের বক্রতা বশতঃ সূর্য্যের গতিও বক্রভাবাপন্ন হয়; এবং তন্নিমিত্ত ৪ ঠা বৈশাখ, ৩ রা আষাঢ়, ১৬ই ভাদ্র, ও ১০ই পৌষ এই চারি দিবস ব্যতীত বৎসরের অন্য দিবস ৬০ দণ্ডের ন্যূনাতিরেক হয়। ঐ ন্যূনাতিরেকের সমতা করিবার অভিপ্রায়ে, মধ্য সময়, অর্থাৎ ৬০ দণ্ডে (২৪ ঘণ্টায়) দিবা রাত্রি ধরিয়া এই ঘটিকা যন্ত্র প্রস্তুত হইয়াছে, এবং ঘটিকার প্রকৃত ৬০ দণ্ডে (২৪ ঘণ্টায়) দিবা রাত্রি হইয়া থাকে। উপরোক্ত চারি দিবস ব্যতীত কখন ঘটিকার দ্রুতগতি ও কখন সূর্য্যের দ্রুতগতি হয়। কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ১০ই পৌষ হইতে প্রায় ৪ ঠা বৈশাখ ও ৩ রা আষাঢ় হইতে প্রায় ১৬ই ভাদ্র পর্য্যন্ত সূর্য্যাপেক্ষা ঘটিকার গতি দ্রুত হয়; এবং কিঞ্চিন্ন্যূনাধিক ৪ঠা বৈশাখ হইতে প্রায় ৩ রা আষাঢ় ও ১৬ই ভাদ্র হইতে প্রায় ১০ই পৌষ পর্য্যন্ত ঘটিকা অপেক্ষা সূর্য্যের গতি দ্রুত হইয়া থাকে। এইরূপ যে সময় সূর্য্যাপেক্ষা ঘটিকার গতি দ্রুত হয়, সেই সময় দিবা ও রাত্রিতে ৬০ দণ্ডের অধিক সময় আবশ্যক করে; কিন্তু ঘটিকা অপেক্ষা সূর্য্যের গতি দ্রুত হইলে দিবা ও রাত্রিমান ৬০ দণ্ডের কিঞ্চিন্ন্যূন হইয়া থাকে। গণনা দ্বারা ইহা বিলক্ষণ উপলব্ধি হইয়াছে, যে ২৯শে মাঘ দিবা ও রাত্রিমান ৬০ দণ্ডাপেক্ষা ৩৭।৩০ সপ্তত্রিংশৎ পল, ত্রিংশৎ বিপল বৃদ্ধি হয়, এবং ১৭ই কার্ত্তিক ৪০ পল হ্রাস হইয়া থাকে। অতএব ঘটিকাযন্ত্র দ্বারা জন্মসময় নিরূপণ করিলে, গণনার মূলীভূত কারণ যে সৌর কালের সহিত জন্ম সময়ের সমতা, তাহা কখনই হইতে পারে না; এবং তন্নিবন্ধন জন্মপত্রিকাও অপরিশুদ্ধ হয়। সেই অপরিশুদ্ধতা সংশোধন জন্য পরিশিষ্টের সপ্তম তালিকায় সৌরমান ও ঘটিকাযন্ত্রের দৈনিক বিভিন্নতা প্রদর্শিত হইল। যে দিবস সূর্য্যের গতি দ্রুত হইবে, ঘটিকার নির্দ্দিষ্ট সময়ে তদ্দিবসীয় বিভিন্নতার পরিমিত অঙ্ক ঘটিকার সময় হইতে বিয়োগ করিলে, কালের সমতা প্রাপ্ত হওয়া যাইবে।" পাঠকগণের সুবিধার্থে আমরা তালিকাটী উদ্ধৃত করিয়া দিলাম (পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)।

সৌরমান ও ঘটিকার দৈনিক বিভিন্নতা।

	বৈশাখ মাস—মেষরাশি	মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল	জ্যৈষ্ঠ মাস—বৃষরাশি	মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল
১	ঘটিকা বেশী	০	৩৯	১	৩৭॥	ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা কম	৩	৪৯	৯	৩২॥
২		০	২৪	১	০		৩	৫০	৯	৩৫
৩		০	৯	০	২২॥		৩	৪৯	৯	৩২॥
৪	ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা কম	০	৫	০	১২॥		৩	৪৮	৯	৩০
৫		০	১৯	০	৪৭॥		৩	৪৬	৯	২৫
৬		০	৩৩	১	২২॥		৩	৪৪	৯	২০
৭		০	৪৯	২	২॥		৩	৪২	৯	১৫
৮		১	০	২	৩০		৩	৩৯	৯	৭॥
৯		১	১৩	৩	২॥		৩	৩৫	৮	৫৭॥
১০		১	২৬	৩	৩৫		৩	৩১	৮	৪৭॥
১১		১	৩৮	৪	৫		৩	২৬	৮	৩৫
১২		১	৪৯	৪	৩৩		৩	২১	৮	২২॥
১৩		২	০	৫	০		৩	১৫	৮	৭॥
১৪		২	১১	৫	২৭॥		৩	৯	৭	৫২॥
১৫		২	২১	৫	৫২॥		৩	২	৭	৩৫
১৬		২	৩১	৬	১৭॥		২	৫৫	৭	১৭॥
১৭		২	৪০	৬	৪০		২	৪৭	৬	৫৭॥
১৮		২	৪৯	৭	২॥		২	৩৯	৬	৩৭॥
১৯		২	৫৭	৭	২২॥		২	৩০	৬	১৫
২০		৩	৪	৭	৪০		২	২১	৫	৫২॥
২১		৩	১১	৭	৫৭॥		২	১২	৫	৩০
২২		৩	১৭	৮	১২॥		২	২	৫	৫
২৩		৩	২৩	৮	২৭॥		১	৫২	৪	৪০
২৪		৩	২৮	৮	৪০		১	৪১	৪	১২॥
২৫		৩	৩৩	৮	৫২॥		১	৩১	৩	৪৭॥
২৬		৩	৩৭	৯	২॥		১	১৯	৩	১৭॥
২৭		৩	৪১	৯	১২॥		১	৮	২	৫০
২৮		৩	৪৪	৯	২০		০	৫৬	২	২০
২৯		৩	৪৬	৯	২৫		০	৪৪	১	৫০
৩০		৩	৪৮	৯	৩০		০	৩২	১	২০
৩১		৩	৪৯	৯	৩২॥		০	২০	০	৫০
৩২		০	০	০	০		০	৭	০	১৭॥

সৌরমান ও ঘটিকার দৈনিক বিভিন্নতা।

(দুই মাসেরই সংখ্যার পাশে লেখা: ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা বেশী)

	আষাঢ় মাস—মিথুনরাশি				শ্রাবণ মাস—কর্কটরাশি			
	মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল	মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল
১	০	৪	০	১০	৫	৪৪	১৪	২০
২	০	১৭	০	৪২॥	৫	৪৯	১৪	৩২॥
৩	০	৩০	১	১৫	৫	৫৪	১৪	৪৫
৪	০	৪৩	১	৪৭॥	৫	৫৯	১৪	৫৭॥
৫	০	৫৬	২	২০	৬	৩	১৫	৭॥
৬	১	৯	২	৫২॥	৬	৬	১৫	১৫
৭	১	২১	৩	২২॥	৬	৯	১৫	২২॥
৮	১	৩৪	৩	৫৫	৬	১১	১৫	২৭॥
৯	১	৪৭	৪	২৭॥	৬	১৩	১৫	৩২॥
১০	২	০	৫	০	৬	১৪	১৫	৩৫
১১	২	১০	৫	২৫	৬	১৫	১৫	৩৭॥
১২	২	২৫	৬	১২॥	৬	১৫	১৫	৩৭॥
১৩	২	৩৮	৬	৫৫	৬	১৪	১৫	৩৫
১৪	২	৫০	৭	৫	৬	১৩	১৫	৩২॥
১৫	৩	২	৭	৩৫	৬	১১	১৫	২৭॥
১৬	৩	১৪	৮	৫	৬	৯	১৫	২২॥
১৭	৩	২৬	৮	৩৫	৬	৬	১৫	১৫
১৮	৩	৩৮	৯	৫	৬	২	১৫	৫
১৯	৩	৪৯	৯	৩২॥	৫	৫৮	১৪	৫৫
২০	৪	০	১০	০	৫	৫৩	১৪	৪২॥
২১	৪	১১	১০	২৭॥	৫	৪৮	১৪	৩০
২২	৪	২১	১০	৫২॥	৫	৪২	১৪	১৫
২৩	৪	৩২	১১	২০	৫	৩৬	১৪	০
২৪	৪	৪১	১১	৪২॥	৫	২৯	১৩	৪২॥
২৫	৪	৫১	১২	৭॥	৫	২১	১৩	২২॥
২৬	৫	০	১২	৩০	৫	১৩	১৩	২॥
২৭	৫	৮	১২	৫০	৫	৪	১২	৪০
২৮	৫	১৬	১৩	১০	৪	৫৪	১২	১৫
২৯	৫	২৪	১৩	৩০	৪	৪৪	১১	৫০
৩০	৫	৩১	১৩	৪৭॥	৪	৩৪	১১	২৫
৩১	৫	৩৮	১৪	৫	৪	২৩	১০	৫৭॥
৩২	০	০	০	০	৪	১১	১০	২৭॥

সৌরমান ও ঘটিকার দৈনিক বিভিন্নতা।

	ভাদ্র মাস—সিংহরাশি	মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল	আশ্বিন মাস—কন্যারাশি	মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল
১		৩	৫৯	৯	৫৭॥		৫	২৩	১৩	২৭॥
২		৩	৪৬	৯	২৫		৫	৪৪	১৪	২০
৩		৩	৩৩	৮	৫২॥		৬	৬	১৫	১৫
৪		৩	১৯	৮	১৭॥		৬	২৭	১৬	৭॥
৫		৩	৫	৭	৪২॥		৬	৪৮	১৭	০
৬		২	৫০	৭	৫		৭	৯	১৭	৫২॥
৭		২	৩৫	৬	২৭॥		৭	৩০	১৮	৪৫
৮	ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা বেশী	২	১৯	৫	৪৭॥		৭	৫১	১৯	৩৭॥
৯		২	৩	৫	৭॥		৮	১২	২০	৩০
১০		১	৪৭	৪	২৭॥		৮	৩২	২১	২০
১১		১	৩০	৩	৪৫		৮	৫২	২২	১০
১২		১	১৩	৩	২॥		৯	১২	২৩	০
১৩		০	৫৭	২	২২॥		৯	৩২	২৩	৫০
১৪		০	৩৭	১	৩২॥		৯	৫২	২৪	৪০
১৫		০	১৯	০	৪৫		১০	১১	২৫	২৭॥
১৬		০	১	০	২॥	ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা কম	১০	৩০	২৬	১৫
১৭		০	১৭	০	৪২॥		১০	৪৯	২৭	২॥
১৮		০	৩৬	১	৩০		১১	৭	২৭	৪৭॥
১৯		০	৫৫	২	১৭॥		১১	২৫	২৮	৩২॥
২০		১	১০	২	৫৩		১১	৪৩	২৯	১৭॥
২১		১	৩২	৩	৫৭॥		১২	০	৩০	০
২২		১	৫৫	৪	৪৭॥		১২	১৭	৩০	৪২॥
২৩		২	১৫	৫	৩৭॥		১২	৩৪	৩১	২৫
২৪	ঘটিকা অপেক্ষা সৌরমান কম	২	৩৫	৬	২৭॥		১২	৫০	৩২	৫
২৫		২	৫৬	৭	২০		১৩	৬	৩২	৪৫
২৬		৩	১৭	৮	১২॥		১৩	২১	৩৩	২২॥
২৭		৩	১৭	৮	১২॥		১৩	৩৫	৩৩	৫৭॥
২৮		৩	৫৮	৯	৫৫		১৩	৫০	৩৪	৩৫
২৯		৪	১৯	১০	৪৭॥		১৪	৩	৩৫	৭॥
৩০		৪	৪১	১১	৪২॥		১৪	১৬	৩৬	৪০
৩১		৫	২০	১৩	২০		০	০	০	০
৩২		০	০	০	০		০	০	০	০

সৌরমান ও ঘটিকার দৈনিক বিভিন্নতা।

কার্ত্তিক মাস—তুলারাশি

ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা কম

	মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল
১	১৪	২৯	৩৬	১২॥
২	১৪	৪১	৩৬	৪২॥
৩	১৪	৫২	৩৭	১০
৪	১৫	৩	৩৭	৩৭॥
৫	১৫	১৩	৩৮	২॥
৬	১৫	২৩	৩৮	২৭॥
৭	১৫	৩২	৩৮	৫৭
৮	১৫	৪০	৩৯	১০
৯	১৫	৪৭	৩৯	২৭॥
১০	১৫	৫৪	৩৯	৪৫
১১	১৬	০	৪০	০
১২	১৬	৫	৪০	১২॥
১৩	১৬	৯	৪০	২২॥
১৪	১৬	১৩	৪০	৩২॥
১৫	১৬	১৬	৪০	৪০
১৬	১৬	১৮	৪০	৪৫
১৭	১৬	১৯	৪০	৪৭॥
১৮	১৬	১৯	৪০	৪৭॥
১৯	১৬	১৯	৪০	৪৭॥
২০	১৬	১৭	৪০	৪২॥
২১	১৬	১৫	৪০	৩৭॥
২২	১৬	১২	৪০	৩০
২৩	১৬	৯	৪০	২২॥
২৪	১৬	৪	৪০	১০
২৫	১৫	৫৯	৩৯	৫৭॥
২৬	১৫	৫৩	৩৯	৪২॥
২৭	১৫	৪৬	৩৯	২৫
২৮	১৫	৩৮	৩৯	৫
২৯	১৫	২৯	৩৮	৪২॥
৩০	১৫	২০	৩৮	২০
৩১	০	০	০	০
৩২	০	০	০	০

অগ্রহায়ণ মাস—বৃশ্চিকরাশি

ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা কম

মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল
১৫	৯	৩৭	৫২॥
১৪	৫৮	৩৭	২৫
১৪	৪৬	৩৬	৫২॥
১৪	৩৩	৩৬	২২॥
১৪	২০	৩৫	৫০
১৪	৫	৩৫	১২॥
১৩	৫০	৩৪	৩৫
১৩	৩৪	৩৩	৫৫
১৩	১৭	৩৩	১২॥
১২	৫৯	৩২	২৭॥
১২	৪০	৩১	৪০
১২	২১	৩০	৫২॥
১২	১	৩০	২॥
১১	৪১	২৯	১২॥
১১	১৯	২৮	১৭॥
১০	৫৭	২৭	২২॥
১০	৩৪	২৬	২৫
১০	১১	২৫	২৭॥
৯	৪৭	২৪	২৭॥
৯	২২	২৩	২৫
৮	৫৭	২২	২২॥
৮	৩১	২১	১৭॥
৮	৫	২০	১২॥
৭	৩৯	১৯	৭॥
৭	১২	১৮	০
৬	৪৪	১৬	৫০
৬	১৬	১৫	৪০
৫	৪৮	১৪	৩০
৫	২০	১৩	২০
৪	৫১	১২	৭॥
০	০	০	০
০	০	০	০

সৌরমান ও ঘটিকার দৈনিক বিভিন্নতা।

পৌষ মাস—ধনুরাশি

তারিখ	মন্তব্য	মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল
১	ঘ. সৌরমান অপেক্ষা কম	৪	২২	১০	৫৫
২		৩	৫৩	৯	৪২॥
৩		৩	২৩	৮	২৭॥
৪		২	৫৪	৭	১৫
৫		২	২৪	৬	০
৬		১	৫৪	৪	৪৫
৭		১	২৪	৩	৩০
৮		০	৫৪	২	১৫
৯		০	২৪	১	০
১০	ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা বেশী	০	৪	০	১০
১১		০	৩৪	১	২৫
১২		১	৪	২	৪০
১৩		১	৩৪	৩	৫৫
১৪		২	৩	৫	৭॥
১৫		২	৩৩	৬	২২॥
১৬		৩	২	৭	৩৫
১৭		৩	৩০	৮	৪৫
১৮		৩	৫৯	৯	৫৭॥
১৯		৪	৬	১০	১৫
২০		৪	৩৩	১১	২২॥
২১		৫	১	১২	৩২॥
২২		৫	২৮	১৩	৪০
২৩		৫	৫৫	১৪	৪৭॥
২৪		৬	২১	১৫	৫২॥
২৫		৬	৪৭	১৬	৫৭॥
২৬		৭	১৩	১৭	৫২॥
২৭		৭	৩৭	১৯	২॥
২৮		৮	২	২০	৫
২৯		৮	২৫	২১	২॥
৩০		০	০	০	০
৩১		০	০	০	০
৩২		০	০	০	০

মাঘ মাস—মকররাশি

তারিখ	মন্তব্য	মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল
১	ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা বেশী	৮	৪৮	২২	০
২		৯	১১	২২	৫৫॥
৩		৯	৩৩	২৩	৫২
৪		৯	৫৪	২৪	৪৫
৫		১০	১৪	২৫	৩৫
৬		১০	৩৪	২৬	২৫
৭		১০	৫৩	২৭	১২॥
৮		১১	১১	২৭	৫৭॥
৯		১১	২৮	২৮	৪০
১০		১১	৪৫	২৯	২২॥
১১		১২	১	৩০	২॥
১২		১২	১৬	৩০	৪০
১৩		১২	৩০	৩১	১৫
১৪		১২	৪৩	৩১	৪৭॥
১৫		১২	৫৬	৩২	১৫
১৬		১৩	৮	৩২	৫০
১৭		১৩	১৯	৩৩	১৭॥
১৮		১৩	২৯	৩৩	৪২॥
১৯		১৩	৩৮	৩৩	৫২॥
২০		১৩	৪৭	৩৪	২৭॥
২১		১৩	৫৪	৩৪	৪৫
২২		১৪	১	৩৫	২॥
২৩		১৪	৮	৩৫	২০
২৪		১৪	১৩	৩৫	৩২॥
২৫		১৪	১৭	৩৫	৪২॥
২৬		১৪	২১	৩৫	৫২॥
২৭		১৪	২৪	৩৬	০
২৮		১৪	২৬	৩৬	৫
২৯		১৪	২৮	৩৬	১০
৩০		০	০	০	০
৩১		০	০	০	০
৩২		০	০	০	০

সৌরমান ও ঘটিকার দৈনিক বিভিন্নতা।

	ফাল্গুন মাস—কুম্ভরাশি				চৈত্র মাস—মীনরাশি			
	ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা বেশী				ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা বেশী			
	মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল	মিনিট	সেকেণ্ড	পল	বিপল
১	১৪	২৮	৩৬	১০	৯	২৯	২৩	৪২॥
২	১৪	২৭	৩৬	৭॥	৯	১২	২৩	০
৩	১৪	২৬	৩৬	৫	৮	৫৫	২২	১৭॥
৪	১৪	২৪	৩৬	০	৮	৩৮	২১	৩৫
৫	১৪	২৩	৩৫	৫৭॥	৮	২০	২০	৫০
৬	১৪	২০	৩৫	৫০	৮	৩	২০	৭॥
৭	১৪	১৬	৩৫	৪০	৭	৪৫	১৯	২২॥
৮	১৪	১৪	৩৫	৩৫	৭	২৭	১৫	৩৭॥
৯	১৪	৬	৩৫	১৫	৭	৯	১৭	৫২॥
১০	১৪	০	৩৫	০	৬	৫০	১৭	৫
১১	১৩	৫৩	৩৪	৪২॥	৬	৩২	১৬	২০
১২	১৩	৪৬	৩৪	২৫	৬	১৩	১৫	৩২॥
১৩	১৩	৩৮	৩৪	৫	৫	৫৫	১৪	৪৭॥
১৪	১৩	২৯	৩৩	৪২॥	৫	৩৬	১৪	০
১৫	১৩	২০	৩৩	২০	৫	১৮	১৩	১৫
১৬	১৩	১০	৩২	৫৫	৪	৫৯	১২	২৭॥
১৭	১৩	০	৩২	৩০	৪	৪১	১১	৪২॥
১৮	১২	৪৯	৩২	২॥	৪	২৩	১০	৫৭॥
১৯	১২	২৫	৩১	২॥	৪	৪	১০	১০
২০	১২	১৩	৩০	৩২॥	৩	৩৬	৯	০
২১	১২	০	৩০	০	৩	২৮	৮	৪০
২২	১১	৪৬	২৯	২৫	৩	১০	৭	৫৫
২৩	১১	৩৩	২৮	৫২॥	২	৫৩	৭	১২॥
২৪	১১	১৮	২৮	১৫	২	৩৫	৬	২৭॥
২৫	১১	৪	২৭	৪০	২	১৮	৫	৪৫
২৬	১০	৪৯	২৭	২॥	২	১	৫	২॥
২৭	১০	৩৩	২৬	২২॥	১	৪৪	৪	২০
২৮	১০	১৮	২৫	৪৫	১	২৭	৩	৩৭॥
২৯	১০	২	২৫	৫	১	১১	২	৫৭॥
৩০	৯	৪৬	২৪	২৫	০	৫৫	২	১৭॥
৩১	০	০	০	০	০	০	০	০
৩২	০	০	০	০	০	০	০	০

১৬. তারকা চিহ্ন

১৭. চতুষ্কোণ চিহ্ন

১৮. বিন্দু চিহ্ন

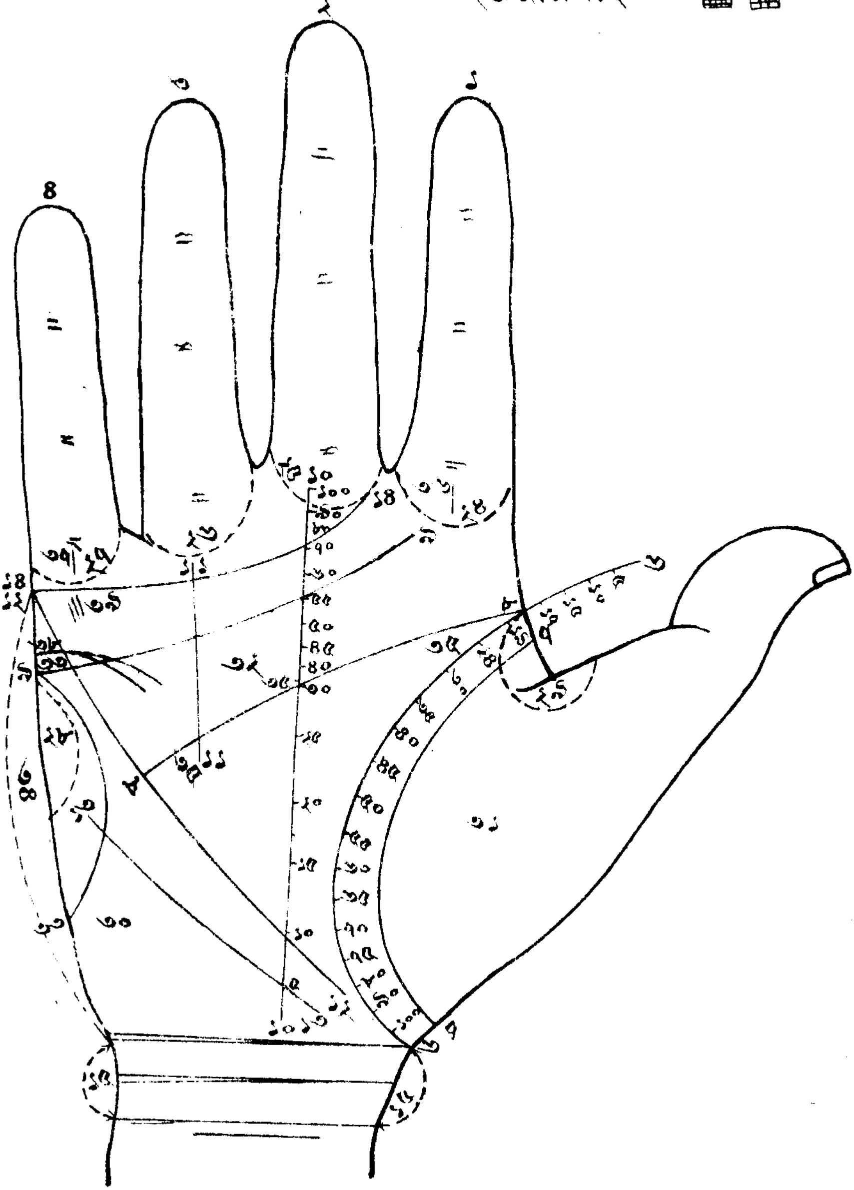
১৯. রক্ত চিহ্ন

২০. যব চিহ্ন

২১. ত্রিকোণ চিহ্ন

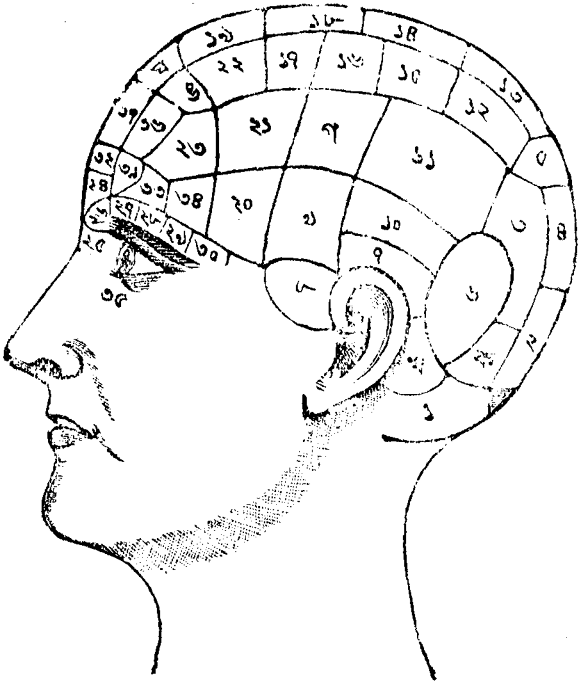
২২. ক্রশ বা ঢেরা চিহ্ন

২৩. জাল চিহ্ন



চিত্র-১

শিরোবিজ্ঞান।



চিত্র—১।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জন-স্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)

১৩। আত্মাভিমান (Self-esteem.)

১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)

১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)

১৬। আশা (Hope.)

১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)

১৮। ভক্তি (Veneration.)

১৯। বদান্যতা (Benevolence.)

২০। নির্ম্মাণ-ক্ষমতা (Constructiveness.)

২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)

গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)

২২। অনুকরণ (Imitation.

২৩। রহস্য-প্রিয়তা (Mirthfulness.)

২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)

২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)

২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)

২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)

২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)

২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)

৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)

৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)

৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)

৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time

৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)

৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)

৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)

৩৭। তুলনা-জ্ঞান (Comparison.)

ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.

ঙ। মিষ্ট-ভাষিতা (Persuasiveness.)

শিরোবিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

চিত্র—নং ৯



"১২" চিহ্নিত স্থান যশোলিপ্সা সূচক।
"১৩" „ „ আত্মাভিমান সূচক।

সুপরিচিত হইবার নিমিত্ত সৎকার্য্যে ব্রতী এবং সমকক্ষ ব্যক্তিগণের মধ্যে সমধিক যশস্বী হইবার নিমিত্ত চেষ্টিত হয়।

পূর্ণ (Full)। যশোলিপ্সার স্থান পূর্ণ হইলে, জাতকের যশস্বী হইবার ইচ্ছা থাকিলেও তন্নিমিত্ত লালায়িত হয় না। ইহারা পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন থাকিতে ভালবাসে, কিন্তু তাহা বলিয়া "বড় মানুষী চাল" দেখায় না।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) উচ্চ হইলে, জাতক বন্ধুগণের নিকট স্বীয় প্রশংসা শুনিতে ভালবাসে, কিন্তু নিন্দা সহ্য করিতে পারে না।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত ন্যায়পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) উচ্চ হইলে, জাতক সৎকর্ম্ম করিয়া সাধারণের নিকট সুযশ প্রাপ্তির বাসনা করিয়া থাকে।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান (চিত্র—৭, চিহ্ন—৯) মধ্যমরূপ উচ্চ হইলে, জাতক সাধারণের নিকট ধনী বলিয়া খ্যাত হইতে ইচ্ছা করে না।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত বদান্যতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) এবং ধর্ম্ম-শক্তি প্রকাশক স্থান গুলি (Intellectual Organs) * উচ্চ হইলে জাতক সৎকার্য্য সাধন করিয়া সাধারণের নিকট সম্মান লাভ করিতে ইচ্ছা করে।

সাধারণ (Average)। যশোলিপ্সার স্থান সাধারণ হইলে, জাতক মান-সম্ভ্রম বজায় রাখিবার নিমিত্ত ইচ্ছুক হইলেও তজ্জন্য ব্যস্ত হয় না। ইহারা স্বীয় নিন্দা শ্রবণ করিলে বিরক্ত হয়, কিন্তু প্রশংসা শ্রবণে আনন্দিত হইলেও অধীর হয় না।

নিম্ন (Small)। যশোলিপ্সার স্থান নিম্ন হইলে, জাতক সাধারণের এমন কি বন্ধুগণের নিকট পর্য্যন্ত আপনার সুখ্যাতি শুনিতে সম্পূর্ণরূপ অনাস্থা প্রকাশ করিয়া থাকে। ইহারা পোষাক-পরিচ্ছদের পারিপাট্য সম্বন্ধে অনাসক্ত, সভ্যতা ও আচার ব্যবহারের "বাড়াবাড়িতে" বিরক্ত এবং বাহ্য-আড়ম্বর-বিহীন হয়।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত আত্মাভিমান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩), দৃঢ়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৪) এবং সাহসিকতার (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) স্থান উচ্চ হইলে, জাতক অসভ্য এবং শিষ্টাচার বিহীন হয়।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত সাহসিকতা এবং ন্যায়পরতার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) স্থান উচ্চ হইলে, জাতক ন্যায়ানুগত এবং সাধারণের প্রশংসায় উদাসীন হয়। ইহারা এরূপ কাঠিন্য সহকারে কর্ম্ম করিয়া থাকে যে, তাহাতে সকলে অসন্তুষ্ট হয় এবং তন্নিমিত্ত তাহাদের শত্রু বৃদ্ধি হইয়া থাকে।

যশোলিপ্সা স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহা (চিত্র—৭, চিহ্ন—৯) এবং আত্মাভিমানের (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) স্থান উচ্চ হইলে, জাতক ধনী হইলেও অর্থের গর্ব্ব করে না এবং সামান্য শ্রেণীর লোকের ন্যায় চলিয়া থাকে।

অতি নিম্ন (Very small)। যশোলিপ্সার স্থান অতিশয় নিম্ন হইলে, জাতক মান-সম্ভ্রম বা লোক-নিন্দা কিছুই গ্রাহ্য করে না।

দৃষ্টান্ত। মানিক বাবুর মস্তকে যশোলিপ্সার স্থান অতিশয় উচ্চ ছিল। একারণ তিনি সাধারণের নিকট যশোভাজন হইবার নিমিত্ত একান্ত অভিলাষী ছিলেন। তিনি কোনও অফিসের প্রধান কর্ম্মচারী হওয়ায়, অফিস সংক্রান্ত কর্ম্মচারী নিয়োগ সম্বন্ধে তাঁহার ক্ষমতা ছিল। সমাজে দয়ালু বলিয়া

* "অদৃষ্ট" ১ম বর্ষ, ১৮৫ পৃষ্ঠা।

বিখ্যাত হইবার জন্য তিনি অনেকের কর্ম্ম করিয়া দিয়াছিলেন, যদিও তিনি মুখে কোনওরূপ আত্ম-গৌরব প্রকাশ করিতেন না, কিন্তু সর্ব্বজনে সর্ব্বত্র তাঁহার গুণানুকীর্ত্তন করে,—ইহাই তাঁহার সম্পূর্ণ বাসনা ছিল। দেশ-হিতৈষী বলিয়া প্রসিদ্ধ হইবার নিমিত্ত মানিক বাবু দেশের রাস্তা-ঘাট নির্ম্মাণ ও পুষ্করিণী খনন বা তাহার পঙ্কোদ্ধার সম্বন্ধে সাহায্য করিতেন, বিদ্যোৎসাহী বলিয়া পরিচয় দিবার নিমিত্ত সাধারণ পাঠাগারে ও দরিদ্র গ্রন্থকারকে গ্রন্থ মুদ্রণে অর্থ প্রদান করিতেন এবং সদাশয় বলিয়া খ্যাতনামা হইবার নিমিত্ত অনাথাশ্রম, সাধারণ ঔষধালয় প্রভৃতি নানারূপ সভা সমিতিতে অল্লাধিক দান করিতেন। বস্তুতঃ ইনি সৎকার্য্য সাধন করিয়া যশোপার্জ্জনে চেষ্টিত থাকিতেন। ইহার প্রধান কারণ, ইঁহার মস্তকে যশোলিপ্সা স্থানের অত্যুচ্চতার সহিত ন্যায়-পরতার স্থান উচ্চ ছিল।

সুধাংশু বাবুর সাহিত্যে বিশেষ অনুরাগ। ইনি কয়েকখানি পুস্তকও প্রণয়ন করিয়াছেন, পুস্তকগুলির সংবাদপত্রে উত্তম সমালোচন বাহির হইলে ইনি আনন্দে অধীর হইয়া উঠিতেন, যদ্যপি কোনও অপরিচিত ব্যক্তি তাঁহার সমক্ষে তাঁহার পুস্তকের সুখ্যাতিবাদ করিতেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ উত্তেজিত হইয়া উঠিতেন যে তৎক্ষণাৎ তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইতেন। অপরপক্ষে যদ্যপি কেহ তাঁহার পুস্তকের নিন্দা করিতেন, তাহা হইলে ইনি বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন। বন্ধুগণের নিকট হইতে যশঃপ্রাপ্তি সম্বন্ধে ইঁহার সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগ্রহ দৃষ্ট হইত। ইহার কারণ, তাঁহার মস্তকে যশোলিপ্সা স্থানের উচ্চতার সহিত বন্ধুতার স্থান উচ্চ ছিল।

নির্ম্মল বাবুর আর্থিক অবস্থা উন্নতিজনক। সমাজে যশস্বী হইবার নিমিত্ত যে ইঁহার আন্তরিক ইচ্ছা নাই, এরূপ বলা যায় না,তবে তন্নিমিত্ত ইনি লালায়িত হন না। ইঁহার পোষাক-পরিচ্ছদ ও বাসগৃহ অতি সুন্দর এবং বাটীর আসবাব-পত্রাদি সমুদয় অতি পরিপাটী, অথচ ইহাতে যে একটা বড়মানুষীর পরিচয়—তাহাও পাওয়া যায় না। এরূপ ভাবে চলিবার প্রধান কারণ নির্ম্মল বাবুর মস্তকে যশোলিপ্সার স্থান পূর্ণ।

উপেন্দ্র বাবু একজন সুকবি। ইনি প্রায়ই সুললিত কবিতাদি লিখিয়া থাকেন। যদ্যপি কেহ ইঁহার কবিতার নিন্দা করিতেন, তাহা হইলে ইনি অন্তরে বিরক্তি অনুভব করিলেও রোষ প্রকাশ করিতেন না। অপরপক্ষে কেহ তাঁহার কবিতার সম্যক প্রকার সমাদর করিলেও তাঁহাকে তজ্জন্য

আনন্দে অধীর হইতে দেখা যায় না। ইঁহার মস্তকে যশোলিপ্সার স্থান সাধারণ হওয়াই এইরূপ প্রকৃতির কারণ।

প্রবোধ বাবু বিশেষ সঙ্গতিসপন্ন ব্যক্তি, কিন্তু ইঁহার মস্তকে যশোলিপ্সা স্থানের নিম্নতাবশতঃ বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হইয়াও ইনি কখন অর্থের গর্ব্ব প্রকাশ করিতেন না। যদ্যপি কোনও ব্যক্তি ইঁহার প্রশংসাবাদ করিত— ইনি তাহাতে কর্ণপাত করিতেন না। বস্তুতঃ ইনি স্বয়ং আড়ম্বর-বিহীন ছিলেন এবং অন্যকে বিলাসী, আড়ম্বরপ্রিয় বা "অতি সভ্য" দেখিলে বড়ই বিরক্ত হইতেন।

আত্মাভিমান।

অবিচ্ছিন্নতা স্থানের (চিত্র—৪ চিহ্ন—৫) ঠিক উপরিভাগে আত্মাভিমানের স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩)।

অতি উচ্চ। আত্মাভিমানের স্থান অতিশয় উচ্চ হইলে জাতক আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ এবং জ্ঞানী বিবেচনা করিয়া থাকে।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত বুদ্ধি-শক্তিপ্রকাশক স্থানগুলি পূর্ণ হইলে জাতক বিশেষ গুণবিশিষ্ট না হইয়াও প্রবল উচ্চাভিলাষী, গর্ব্বিত এবং বহ্বাড়ম্বরপ্রিয় হয়।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) উচ্চ হইলে, জাতক অসামান্য উদ্যমের সহিত কার্য্য করিয়া থাকে।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত যশোলিপ্সার স্থান (চিত্র—৯, চিহ্ন—১২) উচ্চ হইলে জাতক অতিশয় অহঙ্কারী হয়।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত যশোলিপ্সা ও মিষ্টভাষিতার (চিত্র—১, চিহ্ন—৬) স্থান সাধারণ হইলে জাতক স্বীয় চরিত্র দোষ সংশোধন বিষয়ে উদাসীন হয়।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত অপত্য-স্নেহের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—২) সাধারণ হইলে জাতক স্বীয় পরিবারবর্গকে কঠোর শাসনে রাখিয়া তাহাদের উপর আধিপত্য করিতে ভালবাসে।

উচ্চ। আত্মাভিমানের স্থান উচ্চ হইলে জাতক আপনাকে বাক্যে, কার্য্যে ও গুণে সকল বিষয়েই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করিয়া থাকে। ইহারা কাহারও পরামর্শ লইয়া কার্য্য করিতে অনিচ্ছুক, স্বীয় বুদ্ধি অনুযায়ী কার্য্য সাধনে রত, ভ্রমেও বিনত হইতে বিরত, উচ্চাভিলাষ পূর্ণ, অল্পে অসন্তুষ্ট এবং সম্পূর্ণ আত্ম-সুখপরায়ণ হয়।

যদ্যপি আত্মাভিমান স্থানের সহিত অপত্য-স্নেহের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—২) উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক স্বীয় সন্তানগণের গুণগান করিয়া অহঙ্কার প্রকাশ করিয়া থাকে। উহার সহিত সাহসিকতার স্থান (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) উচ্চ হইলে জাতক সন্তানগণকে সম্পূর্ণরূপে বাধ্য রাখিবার মানসে কঠোর-প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত বন্ধুতার স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) উচ্চ হইলে জাতক সমাজে মিশ্রিত ও সমাজের নেতা হইয়া থাকে।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত অর্জ্জন-স্পৃহার স্থান (চিত্র—৭, চিহ্ন—৯) উচ্চ হইলে জাতক কোনও কারবারের অংশ গ্রহণ করিয়া সেই কারবারের কর্ত্তা হইয়া থাকে।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত দৃঢ়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৪) ও সাহসিকতার (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) স্থান উচ্চ হইলে জাতক আপনার ইচ্ছা ও খেয়াল অনুসারে কার্য্য করিয়া থাকে, যদ্যপি তৎসাধনে কোনওরূপ প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে অতি ভীষণ হইয়া উঠে।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) উচ্চ হইলে জাতক কোনও বিষয়ে অকৃতকার্য্য হইব না—এইরূপ স্থির-নিশ্চয় হইয়া থাকে।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত ধর্ম্ম-শক্তি প্রকাশক স্থানগুলি * উচ্চ হইলে জাতক মিষ্টভাষী, সম্ভ্রান্ত, সৎইচ্ছা-পরিচালিত, নির্ম্মলচরিত্র এবং জগন্মান্য হয়।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত বুদ্ধি-বৃত্তিসূচক স্থানগুলি উচ্চ হইলে জাতক ন্যায়ানুগামী হইয়া সাধারণের পরিচালক হইয়া থাকে।

* "অদৃষ্ট" প্রথম বর্ষ, ২৩৫ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

ইহারা ধনলোলুপ এবং সতত মতলব অনুসারে কার্য্য করিবার উপায় উদ্ভাবনে রত হইয়া থাকে।

(ললাট)

১৯। যদ্যপি ললাট উচ্চ, গোল ও চিক্কণ হয়, তাহা হইলে জাতক সরল, সহৃদয়, সদাশয়, স্বাধীন, সচ্চরিত্র, সৎসঙ্গপ্রিয়, তীক্ষবুদ্ধিসম্পন্ন, নীচকার্য্যে ঘৃণাযুক্ত, প্রতিজ্ঞা রক্ষণে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, ন্যায়বান, নির্দ্ধারিত কার্য্য সম্পাদনে দৃঢ়, স্নেহশীল এবং মধ্যমরূপ স্বাস্থ্যসম্পন্ন হইয়া থাকে।

২০। যদ্যপি ললাট মধ্যাংশে প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) অসার-গর্ব্বিত, অল্প সদাশয়, মর্য্যাদা রক্ষণে দৃঢ়, দুরভিসন্ধি না থাকিলেও অপরের গুপ্ত বিষয় গোপনভাবে শ্রবণ বা অনুসন্ধানপ্রিয়, উৎসাহশীল এবং সংবাদপত্র, উপন্যাস, ইতিহাস ও নাটকপাঠপ্রিয় হয়। ইহারা স্বীয় যশঃ সম্বন্ধে বিশেষ সাবধানী হইয়া থাকে।

২১। যদ্যপি কপালের মধ্যভাগে একটি গভীর চিহ্ন আড়াআড়ি থাকে এবং ললাটের উপর ও নিম্নভাগ উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক সুপণ্ডিত এবং জাতিকা শিল্পকুশলা এবং প্রতিকার্য্যে নিবিষ্টমনা হয়। এই শ্রেণীস্থ জাতক তর্ক-বিতর্কে আগ্রহশীল, কার্য্য সাধনে দৃঢ় ও মনঃসংযোগকারী হয় এবং অধ্যবসায় সহকারে স্বীয় উদ্দেশ্য সাধন করিয়া থাকে;—তত্রাচ ইহারা অনেক সময়ে নানা প্রকার বাধা-বিঘ্ন প্রাপ্ত হয়, কিন্তু ধৈর্য্যসহ সে সমুদয় সহ্য করিয়া থাকে।

২২। যদ্যপি ললাট ভ্রূদ্বয়ের উপর উচ্চ এবং কেশের দিকে প্রশস্ত হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) অভিমানী, গর্ব্বিত, দাম্ভিক, প্রভুত্বপ্রিয়, বিশ্বাসঘাতক, তর্ক-বিতর্ককালে অধৈর্য্য, অত্যাচারী এবং ক্ষমতাবিহীন হয়। নিন্দনীয় চরিত্র হওয়ায় ইহাদের বহুসংখ্যক শত্রু হইয়া থাকে।

২৩। যদ্যপি রগের হাড় কপালের উভয়দিকে উচ্চ, মধ্যবর্ত্তী ললাট প্রশস্ত ও নাসিকা হইতে কেশ পর্য্যন্ত থালের ন্যায় দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে

জাতক (বা জাতিকা) সাহসী, বীর্য্যবান, অনাবশ্যক কার্য্যে নিযুক্ত, কৌতুক-প্রিয় এবং অসমসাহসিক কার্য্যনিয়ত বলিয়া গণ্য হইতে ইচ্ছুক, আত্ম-প্রশংসা-লোলুপ, বিবাদতৎপর, ভ্রমণশীল এবং স্বীয় সম্মানে ব্যাঘাত পড়িলে ভীষণ প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়। সংক্ষেপতঃ ইহারা বিদ্রোহ এবং অপরের অনিষ্ট সাধনে বিশেষ আনন্দ প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

(ভ্রূ)

২৪। যদ্যপি ভ্রূযুগল ঘন কেশবিশিষ্ট এবং কেশগুলি দীর্ঘ, কুঞ্চিত ও ইহার অধিকাংশ খাড়া হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) বিমর্ষ-প্রকৃতিবিশিষ্ট, উগ্রস্বভাবসম্পন্ন, বিবাদপ্রিয় অথচ ভীরু, পেটুক এবং অসৎ-সংসর্গপ্রিয় হয়। ইহারা অবিশ্বাসী, কৃপণ, নির্ব্বোধ, কোন প্রকার বিদ্যাবিহীন, কপট-বন্ধু এবং পানদোষরত হইয়া থাকে।

২৫। যদ্যপি ভ্রূযুগল দীর্ঘ ও ঘন কেশবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) খামখেয়ালবিশিষ্ট, দুর্ব্বল-হৃদয়, ক্ষণ-বিশ্বাসী, অহঙ্কারী, সতত নূতনত্ব অনুসন্ধায়ী, স্বকার্য্যে উদাস, বক্তা (বাচাল), চঞ্চল, কুসংসর্গরত, বাক্-বিতণ্ডাপ্রিয়, ধৈর্য্যবিহীন এবং পানদোষরত হয়।

২৬। যদ্যপি ভ্রূযুগল স্থূল এবং ভ্রূর কেশ লিপ্তবৎ হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) ধীর-প্রকৃতি, তীক্ষ্ণবুদ্ধিসম্পন্ন, রসজ্ঞ, আমোদপ্রিয়, কাহারও প্রতি অন্যায় ব্যবহারে সঙ্কুচিত, ন্যায়ের সম্মান রক্ষার্থে সাহসী ও উদ্যমশীল, বদান্য, সদাশয়, শারীরিক ও মানসিক কুশল এবং প্রণয় ও বন্ধুত্বে অকপট হয়।

২৭। যদ্যপি ভ্রূযুগল ক্ষুদ্র ও বিরল কেশবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) দুর্ব্বল-হৃদয়, ভীরু, গাম্ভীর্য্য বিহীন, আত্মনির্ভরতা-বিহীন এবং জ্ঞানপিপাসু হইলেও ধৈর্য্য ও মনঃসংযোগীতাহীন হইয়া থাকে। ইহারা সৎকার্য্য সম্পাদন করিয়া যশঃলাভে অভিলাষী হইয়া থাকে, কিন্তু তাহা সম্পন্ন করিবার জন্য সুধীজনের ন্যায়-চিত্তাকর্ষণকারী অধ্যবসায় বা উৎসাহ ইহাদের নাই।

২৮। যদ্যপি ভ্রূযুগল নাসিকার নিকটে নিবিড় কেশবিশিষ্ট হয় এবং শেষভাগে অতিশয় সূক্ষ্ম হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) উগ্রস্বভাব, খামখেয়ালবিশিষ্ট, হিংসক, খিট্‌খিটে, সহজেই ক্রুদ্ধ এবং প্রণয়ে অধৈর্য্য হয়।

(চক্ষু)

২৯। যদ্যপি চক্ষু বৃহৎ, পরিপুষ্ট, স্ফীত ও সুন্দর হয়, তাহা হইলে, জাতক (বা জাতিকা) উদ্ভাবনী-শক্তিসম্পন্ন, সরল-প্রকৃতিবিশিষ্ট, অপ্রবঞ্চক, বিশুদ্ধ-স্বভাব, সুবিবেচক, সুরসিক, বাদানুবাদে ন্যায়ের সম্মান রক্ষাকারী এবং অপরিমিত ব্যয়ী হয়। ইহাদিগকে লোকে সহজেই ঠকাইয়া থাকে।

৩০। চক্ষু ক্ষুদ্র এবং মস্তকের দিকে অধিক অগ্রবর্ত্তী হইলে জাতক (বা জাতিকা) সুরসিক, স্বাস্থ্যবান, বিজ্ঞ, সৎসঙ্গ ও সৎবিষয়ে কথোপকথন-রত, সুনীতিজ্ঞ, হিংসক, কার্য্য-তৎপর, সতত বাসস্থান পরিবর্ত্তণপ্রিয়, সুপ্রেমিক এবং প্রায় সর্ব্ব বিষয়েই সৌভাগ্যবান হইয়া থাকে। ইহারা যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহাতেই সৌভাগ্যবান হইয়া থাকে।

৩১। যদ্যপি চক্ষু নিমগ্ন হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) হিংসক, অবিশ্বাসী, অনিষ্টকারী, দ্বেষপরায়ণ, প্রবঞ্চক, চতুর, অসার-গর্ব্বিত এবং অসৎ-সংসর্গরত হয়।

৩২। যদ্যপি চক্ষু টেরা হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) কৃপণ হইয়া থাকে কিন্তু ইহারা সর্ব্ব বিষয়ে স্বীয় বাক্যের যথার্থতা রক্ষা করিয়া থাকে।

৩৩। যদ্যপি চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ হয়, তাহা হইলে, জাতক সাহসী, চঞ্চল এবং রহস্যভেদকারী হইয়া থাকে। সময়ে সময়ে ইহারা বিপথগামীও হয়।

৩৪। যদ্যপি চক্ষু ধূসরবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক ধূর্ত্ত, তীক্ষ্ণ-বুদ্ধিসম্পন্ন, প্রফুল্ল-হৃদয়, কৌতুকপ্রিয় এবং সময় বিশেষে অনিষ্টকারী হইলেও সচ্চরিত্র হয়। ইহাদের প্রণয়ানুরাগ অতিশয় প্রবল হইয়া থাকে কিন্তু তদ্বিষয় সাধনার্থে ইহারা তাদৃশ ভাল মন্দ উপায় বিবেচনা করে না।

৩৫। যদ্যপি চক্ষু নীলবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক শান্ত ও কোমল প্রকৃতিসম্পন্ন, মিতাচারী, সচ্চরিত্র, অসন্দিগ্ধ-চিত্ত, প্রবল অনুরাগ প্রদর্শনে অসমর্থ, স্বাভাবিক-নম্র, ক্রোধোদয়ে আত্ম-সংযমী, তীক্ষ্ণ-স্মরণ-শক্তিসম্পন্ন এবং মধ্যমরূপ স্বাস্থ্যবান হয়। ইহারা জীবনে সুখময় বা দুঃখময় কোনও রূপ পরিবর্ত্তণে বিচলিত হয় না।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)

জ্যোতিষ।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

উদাহরণ। মনে করুন, ১৩০৩ সাল বা ১৮১৮ শকাব্দার ১০ই জ্যৈষ্ঠ, শুক্রবার, রাত্রি ১০টা ২০ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডের সময় একটী শিশু জন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এক্ষণে দেখিতে হইবে,—শিশু কোন্ লগ্নে জন্ম গ্রহণ করিল।

ইংরাজী রাত্রি ১০টা ২০ মিনিট ৩০ সেকেণ্ডের সময় জাতকের জন্ম হয়, ইহাকে দণ্ড পলাদিতে পরিণত করিয়া ৪২ দণ্ড ২৪ পল ১৫ বিপল উদয়াবধি জাতদণ্ড নির্ণীত হইল।

ইহার পর জাতদণ্ডে জন্মদিবসের দৈনিক সমতা যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা কম হইলে যোগ এবং বেশী হইলে বিয়োগ করিতে হয়। জ্যৈষ্ঠমাসে ঘটিকা সৌরমান অপেক্ষা কম (তালিকা দ্রষ্টব্য) সুতরাং এখানে যোগ করিয়া জাতদণ্ড ৪২।২৪।১৫+উক্ত দিবসের দৈনিক সমতা ০।৮।৪৭।৩০ অনুপল=দণ্ড ৪২।৩৩।২।৩০ শোধিত জাতদণ্ড স্থির হইল।

অতঃপর জন্মদিনের রবিভুক্তি নির্ণয় অবশ্যক। পঞ্জিকা দৃষ্টে দেখা গেল ১০ জ্যৈষ্ঠ তারিখের রবিভুক্তি দং ১।২০।৫২ অনুপল। জ্যৈষ্ঠ মাসের বৃষ রাশির লগ্নমান দং ৪।৫২।০ হইতে রবিভুক্তি দং ১।২০।৫২ বিয়োগ করিয়া দং ৩।৩১।৮ হইল,—ইহাই ভোগ্য দণ্ড। ইহাতে পর পর রাশির লগ্নমান যোগ করিতে হইবে।

ধনুরাশি পর্য্যন্ত যোগ করিয়া দেখা গেল যে, শোধিত জাতদণ্ড সমষ্টিকৃত লগ্নমান অপেক্ষা বেশী হইতেছে, সুতরাং ইহাতে আরও লগ্নমান যোগ করিতে হইবে। তৎপর মকর লগ্নমান যোগ করিয়া দেখা গেল যে, শোধিত জাত-দণ্ডপলাদি সমষ্টিকৃত লগ্নমানের অন্তর্নিহিত হইয়াছে। এ নিমিত্ত জাতকের মকর লগ্ন স্থিরীকৃত হইল। যথা,—

	দ.	প.	বি.	অনু.
তালিকা অনুসারে ১০ জ্যৈষ্ঠের দৈনিক সমতা	০	৮	৪৭	৩০
জাতদণ্ড	৪২	২৪	১৫	০
শোধিত জাতদণ্ড	৪২	৩৩	২	৩০

	দ.	প.	বি.
বৃষরাশির লগ্নমান	৪	৫২	০
১০ই জ্যৈষ্ঠের বৃষরাশির ভুক্তদণ্ড	১	২০	৫২
অবশিষ্ট ভোগ্যদণ্ড	৩	৩১	৮

এক্ষণে—

		দ.	প.	বি.
বৃষরাশির অবশিষ্ট ভোগ্যদণ্ড		৩	৩১	৮
মিথুনরাশির লগ্নমান		৫	৩১	৫৫
কর্কট	,,	৫	৪১	২
সিংহ	,,	৫	৩১	৫২
কন্যা	,,	৫	২৮	৭
তুলা	,,	৫	৩৬	১০
বৃশ্চিক	,,	৫	৪০	৪৭
ধনু	,,	৫	১৮	১৭
		৪২	১৯	১৮
মকর	,,	৪	৩২	৪১
		৪৬	৫১	৫৯

মকররাশির ভুক্তদণ্ডাদি দং ০।১৩।৪৪।৩০ (দং ৪২।১৯।১৮।০ + দং ০।১৩।৪৪।৩০ = দং ৪২।৩৩।২।৩০) ;—সুতরাং মকররাশি শিশুর জন্ম লগ্ন।

লগ্নপরীক্ষা।

পূর্ব্বেই উক্ত হইয়াছে,—বিশেষ সাবধানতার সহিত লগ্ন নিরূপণ করা কর্ত্তব্য। যে হেতু লগ্ন নিরূপণ ভ্রমাত্মক হইলে জন্মপত্রিকাও ভ্রমপূর্ণ হইয়া যায় অথচ এই জন্মপত্রিকাই মানবের আজীবন শুভাশুভ গণনার একমাত্র উপায়। কিরূপে লগ্ন নির্ণয় করিতে হয়, তাহা পূর্ব্বে উক্ত হইয়াছে। সেই লগ্ন নিশ্চয়রূপে নির্ণীত হইয়াছে কি না—তাহা পরীক্ষা করিয়া লওয়া যাইতে পারে। অনেক সময় এরূপ ঘটনা হইয়া থাকে যে, কোনও শিশু ভূমিষ্ঠ হইবামাত্র তথায় ঘটিকাযন্ত্র অভাবে অথবা ঠিক সময় নিরূপণ করিতে না পারায়, একটা আনুমানিক (আন্দাজি) সময় ধরিয়া লগ্ন নির্ণয় করা হয়। এরূপ স্থলে সেই আনুমানিক লগ্ন ঠিক হইয়াছে কি না—তাহা পরীক্ষা করিয়া লওয়া একান্ত কর্ত্তব্য। লগ্ন পরীক্ষা করিবার কয়েকটী উপায় নিম্নে লিখিত হইল।

(১) জাতকের মস্তক পতন দর্শনে লগ্ন নিরূপণ।

মেষেচাপমৃগেন্দ্রয়োঃ কিল শিশুঃ প্রাচী শিরা জায়তে।
কন্যাগো মকরেষু দক্ষিণশিরা জাতো ভবেন্নিশ্চিতং।
কুম্ভক্ষেধটযুগ্ময়োর্যদি তদা পাশ্চাত্যমূর্দ্ধায়তঃ।
মীনে বৃশ্চিক কর্কিণো যদি ভবেৎ কৌবেরমস্তঃ শিশুঃ ॥

যদ্যপি মেষ, সিংহ বা ধনু লগ্নে জন্ম হয়, তাহা হইলে প্রসবকালীন জাতকের মস্তক পূর্ব্বদিকে ; কন্যা, বৃষ বা মকর লগ্নে হইলে দক্ষিণদিকে ; কুম্ভ, তুলা বা মিথুন লগ্নে হইলে পশ্চিমদিকে এবং কর্কট, বৃশ্চিক বা মীন লগ্নে হইলে উত্তরদিকে স্থাপিত হইয়া থাকে।

(২) সূতিকা গৃহের অবস্থিতি দর্শনে লগ্ন নিরূপণ।

অজসিংহধনুঃপূর্ব্বা অলিকর্কটমীনোত্তরা।
বৃষকন্যামকরদক্ষিণা মিথুনতুলাঘটপশ্চিমা ॥

যদ্যপি জন্মলগ্ন মেষ, সিংহ অথবা ধনু হয়, তাহা হইলে সূতিকা গৃহ বাটীর পূর্ব্বদিকে ; বৃশ্চিক, কর্কট, অথবা মীন হইলে উত্তরদিকে ; বৃষ, কন্যা অথবা মকর হইলে দক্ষিণদিকে এবং মিথুন, তুলা অথবা কুম্ভ হইলে পশ্চিমদিকে অবস্থিত বুঝা যায়।

(৩) সূতিকাগৃহের জনসংখ্যা দ্বারা লগ্ন নিরূপণ।

মীনে মেষে জনাঃ পঞ্চ কন্যা তুলে চতুষ্টয়ং।
মকরে মিথুনে ত্রীণি চত্বারি ধনু কর্কটে।
সিংহেচ বৃশ্চিকেচৈব চত্বারি বৃষকুম্ভয়োঃ॥

যদ্যপি জন্মলগ্ন মীন বা মেষ হয়, তাহা হইলে সূতিকাগৃহে পাঁচ জন লোক ছিল, বুঝিতে পারা যায়। এইরূপ,—জন্মলগ্ন কন্যা বা তুলা হইলে সূতিকা গৃহে চারি জন, মকর বা মিথুন লগ্নে তিন জন, ধনু ও কর্কট লগ্নে চারি জন এবং সিংহ, বৃশ্চিক, বৃষ বা কুম্ভ লগ্নে জন্ম হইলে প্রসব গৃহে চারি জন লোক ছিল, বুঝিতে হইবে।

(৪) ধাত্রী দ্বারা লগ্ন নিরূপণ।

যুগ্মাযুগ্ম লগ্নবশাৎ প্রসবস্য চ কারিণী।
সধবা বিধবা জ্ঞেয়া ক্রমাৎ খলু বিচক্ষণৈঃ॥

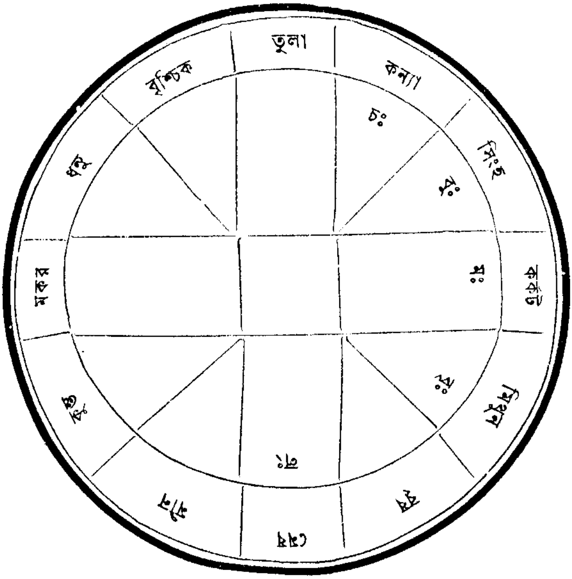
যদ্যপি অযুগ্মরাশি অর্থাৎ মেষ, মিথুন, সিংহ, তুলা, ধনু বা কুম্ভ জন্মলগ্ন হয়, তাহা হইলে জাতক সধবা ধাত্রী কর্ত্তৃক এবং যুগ্মরাশি অর্থাৎ বৃষ, কর্কট, কন্যা, বৃশ্চিক, মকর বা মীন লগ্ন হইলে জাতক বিধবা ধাত্রী কর্ত্তৃক ধৃত হইয়াছে, বুঝিতে হইবে।

(৫) উপসূতিকা জ্ঞান।

চন্দ্রলগ্নান্তরগতৈর্গ্রহৈঃ স্যুরুপসূতিকাঃ।
বহিরন্তশ্চ চক্রার্দ্ধেদৃশ্যাদৃশ্যেন্যথা পরে॥

যে লগ্নে জাতকের জন্ম হয় এবং সেই লগ্ন হইতে যে রাশিতে চন্দ্র থাকে,—

এই উভয় স্থানের মধ্যে যতগুলি গ্রহ অবস্থিতি করে, প্রসব গৃহে সেই কয়েক-জন উপসূতিকা উপস্থিত ছিল, জানা যাইবে। যথা—



মনে করুন কোনও জাতকের জন্মলগ্ন মেষ এবং চন্দ্র কন্যারাশিতে অবস্থিত। মেষ ও কন্যারাশির মধ্যে তিনটী গ্রহের অবস্থান লক্ষিত হইতেছে,— অতএব বুঝা যাইতেছে যে প্রসব গৃহে তিন জন উপসূতিকা উপস্থিত ছিল।

(৬) তিল চিহ্ন দর্শনে লগ্ন নিরূপণ।

১। মেষলগ্ন।

মেষলগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে জাতকের একটী ছোট তিল চিহ্ন কপালের উপর মস্তকের কেশ যেখানে আরম্ভ হইয়াছে, ঠিক তাহার নীচে থাকে। দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে তিল চিহ্ন মস্তকের কেশের নিম্নস্থান ব্যতীত কপালের যে কোনও স্থানে থাকে। তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে মুখের ছিদ্রের নীচে ওষ্ঠের উপর বা দাড়িতে থাকে।

২। বৃষলগ্ন।

বৃষলগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে জাতকের কণ্ঠদেশে বা গ্রীবার সম্মুখ অংশে তিল চিহ্ন থাকে। দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে তিল চিহ্ন গ্রীবার পার্শ্ব-দেশে থাকে। তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে জাতকের গ্রীবার পশ্চাৎদিকে একটী তিল চিহ্ন থাকে।

৩। মিথুনলগ্ন।

মিথুনলগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে জাতকের স্কন্ধের সন্নিকট দক্ষিণ হস্তের উপরিভাগে একটী তিল চিহ্ন থাকে। দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে জাতকের স্কন্ধের সন্নিকট বামহস্তের উপরিভাগে একটী তিল চিহ্ন থাকে। তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে জাতকের কনুইয়ের নিম্নে তিল চিহ্ন দেখা যায়।

৪। কর্কটলগ্ন।

কর্কটলগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে জাতকের দক্ষিণ বক্ষের উপরিভাগে শ্বেতবর্ণ পুষ্পাকার দুই একটী কেশবিশিষ্ট তিল চিহ্ন থাকে। দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে জাতকের দক্ষিণ বক্ষের নিম্নভাগে শ্বেতবর্ণ পুষ্পাকার দুই একটী কেশবিশিষ্ট তিল চিহ্ন থাকে। তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে জাতকের বক্ষের পার্শ্ব-ভাগে উক্তরূপ শ্বেতবর্ণ পুষ্পাকার দুই একটী তিল চিহ্ন থাকে।

৫। সিংহলগ্ন।

সিংহলগ্নে জন্ম হইলে জাতকের কর্কটলগ্নের ন্যায় তিন অংশেই তিল চিহ্ন দৃষ্ট হয়, কিন্তু উহা বক্ষের বামভাগে থাকে

৬। কন্যালগ্ন।

কন্যালগ্নের প্রথম অংশে জন্ম হইলে জাতকের উভয় বক্ষের মধ্যে বা উদ-রের উপর তিল চিহ্ন থাকে। দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে জাতকের উদরের উপর একটী তিল চিহ্ন থাকে। তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে তলপেটের নিম্ন-ভাগে তিল চিহ্ন থাকে।

৭। তুলালগ্ন।

তুলালগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে জাতকের কোমরে, দ্বিতীয়াংশে জন্ম

হইলে নাভি সন্নিহিত উদরের উপর এবং তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে তলপেটের নিম্নদেশে তিল চিহ্ন থাকে।

৮। বৃশ্চিকলগ্ন।

বৃশ্চিক লগ্নের যে কোনও অংশে জন্ম হইলে জাতকের শরীরের নিম্নভাগে এবং গুহ্য স্থানে তিল চিহ্ন থাকে।

৯। ধনুলগ্ন।

ধনুলগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে জাতকের দক্ষিণ উরুর উপর, দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে বাম উরুর উপর একং তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে দক্ষিণ জানুর উপর তিল চিহ্ন থাকে।

১০। মকর লগ্ন।

মকরলগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে জাতকের দক্ষিণ জানুর উপর, দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে বাম জানুর উপর এবং তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে জানুর নিম্নে তিল চিহ্ন থাকে।

১১। কুম্ভলগ্ন।

কুম্ভলগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে জাতকের দক্ষিণ পদের উপর, দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে বামপদের উপর এবং তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে পায়ের ডিমের উপর তিল চিহ্ন থাকে।

১২। মীনলগ্ন।

মীনলগ্নের প্রথমাংশে জন্ম হইলে জাতকের দক্ষিণ পদতলে, দ্বিতীয়াংশে জন্ম হইলে বাম পদতলে এবং তৃতীয়াংশে জন্ম হইলে গুল্‌ফ অর্থাৎ গোড়ালিতে তিল চিহ্ন থাকে।

লগ্ন ফল।

(সারাবলী মতে।)

১। মেষ।

মেষবিলগ্নে জাতঃ প্রচণ্ডকোপা বিদেশগমনরতঃ।
লুব্ধঃ কৃশোঽল্পসৌখ্যঃ শৌর্য্য স্খলিতাভিধায়ী চ॥
পিত্তানিলোত্থরোগৈরতিতপ্ততনুঃ ক্রিয়াপটুর্ভীরুঃ।
রোষাক্ষো ধর্ম্মরতশ্চপলোঽল্পমেধাঃ পরার্থনাশকরঃ॥
ভোক্তা খ্যাতঃ কুনখো ভ্রাতৃবিহীনস্তথা পিতৃভক্তঃ।
শীঘ্রগতির্মন্দসুতো বিবিধার্থযুতঃ সুশীলশ্চ॥
কুলোদ্যতাং বিশীলাং ব্যঙ্গাং স্বজনৈষিণীং স্ত্রিয়ং লভ্যতে।
অপকৃষ্টোদয়াসৌখ্যঃ ধর্ম্মসংবর্দ্ধিতার্থশ্চ॥

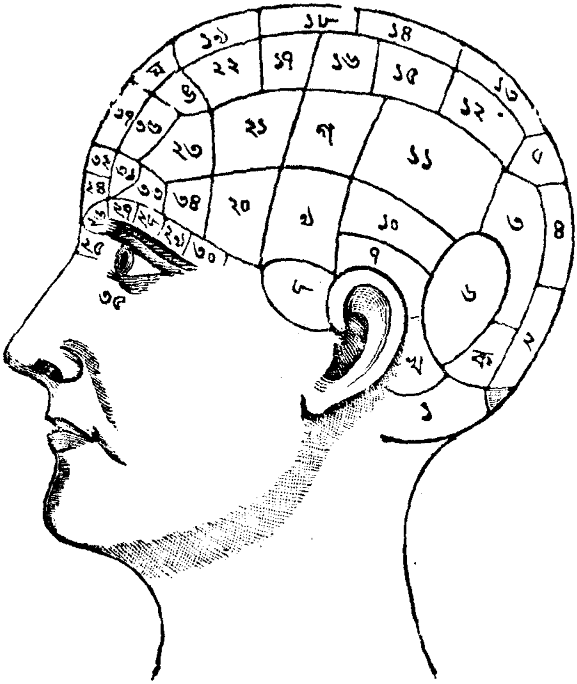
মেষ লগ্নে জন্মগ্রহণ করিলে জাতক অতিশয় কোপন-স্বভাব, বিদেশ গমন-রত, লোভী, কৃশ, অল্প বান্ধববিশিষ্ট, শূর, অস্পষ্টবাদী, বায়ুপিত্ত রোগে উত্তপ্ত দেহযুক্ত, কার্য্য-কুশল, ভীরু, ক্রোধারক্ত-নেত্র, ধর্ম্মরত, চপল, অল্প-মেধাবী, পরার্থ বিনাশী. ভোজনশীল, কুৎসিৎ নখবিশিষ্ট, ভ্রাতৃহীন, পিতৃভক্ত, শীঘ্রগতি, কুসন্তানবিশিষ্ট, বহুবিধ অর্থসম্পন্ন, সুশীল, সৎকুলসম্ভূতা-সুশীলা-স্বজন হিতসাধিনী-অঙ্গহীনা ভার্য্যাযুক্ত, অপকৃষ্ট কর্ম্ম হইতে উন্নত, সখাহীন এবং ধর্ম্মপথে থাকিয়া অর্থ বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়া থাকে।

২। বৃষ।

বৃষভবিলগ্নে শূরঃ ক্লেশসহিষ্ণু সুখী চ রিপুহন্তা।
বাল্যে সঞ্চয়সংযুক্তোঽতিপীনললাটঘোণগণ্ডৌষ্ঠঃ॥
উদ্যুক্তকর্ম্ম সুভগঃ পিতুর্জনন্যাঃ রোষকৃদ্দাতা।
বিবিধব্যয়োঽতি রৌদ্রঃ কফানিলাত্মা পিতা কুমারীণাং॥
স্বজনবিমর্দ্দনপরোঽধর্ম্ম নিবৃত্তোবনপ্রিয়োঽতি চপলঃ।
ভোজন পানানিঘ্নক্ষুর্ম্মাল্যাম্বর ভূষণৈকরতঃ॥

(ক্রমশঃ)

শিরোবিজ্ঞান।



চিত্র—১।

১। প্রেমাভিলাষ (Amativeness.)

ক। দাম্পত্য প্রণয় (Conjugality.)

২। অপত্য-স্নেহ (Parental love.)

৩। বন্ধুত্ব (Friendship.)

৪। জন্মভূমি এবং স্বদেশ-প্রিয়তা (Inhabitiveness.)

৫। অবিচ্ছিন্নতা (Continuity.)

খ। দীর্ঘ জীবনে অভিলাষ (Vitativeness.)

৬। সাহসিকতা (Combativeness.)

৭। সংহারপ্রিয়তা (Destructiveness.)

৮। পেটুকতা (Alimentiveness.)

৯। অর্জ্জন-স্পৃহা (Acquisitiveness.)

১০। গোপন রাখিবার ক্ষমতা (Secretiveness.)

১১। সাবধানতা (Cautiousness.)

১২। যশোলিপ্সা (Approbativeness.)
১৩। আত্মাভিমান (Self-esteem.)
১৪। দৃঢ়তা (Firmness.)
১৫। ন্যায়পরতা (Conscientiousness.)
১৬। আশা (Hope.)
১৭। আধ্যাত্মিকতা (Spirituality.)
১৮। ভক্তি (Veneration.)
১৯। বদান্যতা (Benevolence.)
২০। নির্ম্মাণ-ক্ষমতা (Constructiveness.)
২১। কল্পনা-শক্তি (Ideality.)
গ। মহোচ্চভাব-গ্রাহিতা (Sublimity.)
২২। অনুকরণ (Imitation.
২৩। রহস্য-প্রিয়তা (Mirthfulness.)
২৪। সূক্ষ্মানুসন্ধানকারিতা (Individuality.)
২৫। গঠনাভিজ্ঞতা (Form.)
২৬। পরিমাণ নিপুণতা (Size.)
২৭। ভার-নির্ণয় শক্তি (Weight.)
২৮। বর্ণাভিজ্ঞতা (Colour.)
২৯। পদ্ধতি-জ্ঞান (Order.)
৩০। মনোগণিতজ্ঞতা (Calculation.)
৩১। পূর্ব্ব-স্মৃতি (Locality.)
৩২। স্মৃতি-শক্তি (Eventuality.)
৩৩। নির্দ্দিষ্ট সময় প্রতিপালন ও পুরাবৃত্ত স্মরণ রাখিবার ক্ষমতা (Time.)
৩৪। সুর-জ্ঞান (Tune.)
৩৫। ভাষা-জ্ঞান (Language.)
৩৬। কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতা (Causality.)
৩৭। তুলনা-জ্ঞান (Comparison.)
ঘ। সহজ জ্ঞানে ভাবি ঘটনা উপলব্ধি করিবার ক্ষমতা (Intuition.)
ঙ। মিষ্ট-ভাষিতা (Persuasiveness.)

জাতক লোক-চরিত্র নির্ণয় এবং শিল্প-কৌশল বিষয়ে অতি সূক্ষ্ম নৈপুণ্য প্রকাশ করিয়া থাকে।

আত্মাভিমানের সহিত বুদ্ধি-শক্তিপ্রকাশক স্থানগুলি সাধারণ এবং স্বার্থ-প্রবৃত্তি (Selfish Faculties) প্রকাশক স্থানগুলি * উচ্চ হইলে জাতক গর্ব্বিত, উগ্র, প্রভুত্বপরায়ণ, আত্ম-শ্লাঘাপ্রিয়, একগুঁয়ে এবং ক্ষমতাপন্ন হইতে নিদারুণ অভিলাষী হয়।

পূর্ণ। যদ্যপি আত্মাভিমানের স্থান পূর্ণ হয়, তাহা হইলে জাতক আত্মাভিমানী ও আত্ম-সম্মানপ্রিয় হইলেও অহঙ্কারী বা উদ্ধত-প্রকৃতি হয় না।

আত্মাভিমানের সহিত সাহসিকতা, দৃঢ়তা এবং আশার স্থান উচ্চ হইলে জাতক নির্ম্মল চরিত্র ও মর্য্যাদাবান হয় এবং স্বীয় উৎসাহবলে সমুদয় কার্য্য সম্পন্ন করে। বিশেষ কারণ ব্যতীত ইহারা অপরের সাহায্য গ্রহণ করে না।

সাধারণ। যদ্যপি আত্মাভিমানের স্থান সাধারণ হয় এবং উহার সহিত যশোলিপ্সা (চিত্র—৯, চিহ্ন—১২), দৃঢ়তা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৪) এবং ধর্ম্ম-শক্তি প্রকাশক স্থানগুলি উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক নীচকার্য্যে সতত বিমুখ এবং আত্ম-ক্ষমতার অতিরিক্ত আত্ম-শ্লাঘা প্রদর্শনে বিরত হয়।

আত্মাভিমানের সহিত বন্ধুত্বের স্থান (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) উচ্চ হইলে জাতক বন্ধুগণের সম্মান রক্ষা করিয়া থাকে; কিন্তু বন্ধুগণের নিকট তৎপ্রতি-দানে অধিক সম্মান প্রাপ্তির বাসনা করিয়া থাকে।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত ন্যায়পরতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) উচ্চ হইলে জাতক বাহ্যিক ঐশ্বর্য্য ও সম্মানের গর্ব্ব অপেক্ষা আভ্যন্তরিক গুণের সমধিক গরিমা প্রকাশ করিয়া থাকে।

নিম্ন। যদ্যপি আত্মাভিমানের স্থান নিম্ন হয়, তাহা হইলে জাতকের আত্ম-সম্মান জ্ঞানের অল্পতা বশতঃ ইহারা সামান্য কার্য্যে রত হয় এবং কখনও উচ্চপদস্থ বা সম্ভ্রান্ত হইতে পারে না।

আত্মাভিমান স্থানের সহিত যশোলিপ্সার স্থান উচ্চ হইলে জাতক সমাজে সম্ভ্রমলাভের নিমিত্ত উৎসুক হয়, কিন্তু তাহাতে কৃতকার্য্য হয় না।

আত্মাভিমানের সহিত সাহসিকতা এবং সংহার-প্রিয়তার (চিত্র—৬,

* অদৃষ্ট ১ম বর্ষ, ২৩৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য।

চিহ্ন—৭) স্থান উচ্চ হইলে জাতক বিপদকালে আত্ম-নির্ভরকারী হইলেও আত্ম-সম্ভ্রম, আত্ম-বিশ্বাস এবং গাম্ভীর্য্য বিহীন হয়।

অতি নিম্ন। যদ্যপি আত্মাভিমানের স্থান অতিশয় নিম্ন হয়, তাহা হইলে জাতকের আত্ম-সম্মান জ্ঞান আদৌ থাকে না।

দৃষ্টান্ত। বিজয় বাবুর মত অহঙ্কারী লোক অতি অল্প দেখা যায়। ইহাঁর দৃঢ় বিশ্বাস—কি পাণ্ডিত্য, কি বিষয় বুদ্ধি—সর্ব্ববিষয়েই ইনি অদ্বিতীয়। বিজয় বাবুর একখানি উদ্যান ছিল, তাহাতে অনেকগুলি ফল পুষ্পের বৃক্ষাদি রোপিত হইয়াছিল। ইনি সকলের নিকট প্রকাশ করিতেন, বঙ্গদেশে আজ পর্য্যন্ত এত অধিক জাতীয় বৃক্ষ, তরু ও লতা সমাকুল উদ্যান প্রস্তুত হয় নাই, আমি বিলাত, জর্ম্মানী ও আমেরিকা হইতে এ সব বৃক্ষ আনয়ন করিয়াছি, এ উদ্যান প্রস্তুত করিতে আমার দশ লক্ষ টাকার অধিক ব্যয় হইয়াছে। পৃথিবীতে এ হেন উদ্ভিদ দুর্ল্লভ—যাহা আমার উদ্যানে রোপিত হয় নাই। দুই একটী সরলচিত্ত ব্যক্তির মুখে প্রকাশ যে, তাঁহারা বিজয় বাবুর মুখে শুনিয়াছেন যে, তিনি হিমালয় পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী কোনও স্থান হইতে একটী ক্ষুদ্র লতা আনয়ন করিয়াছেন, তাহাতে এক প্রকার অদ্ভুত কুসুম প্রস্ফুটিত হয়—তাহার সৌরভ নন্দনকানন-পরিশোভিত পারিজাত অপেক্ষা কোনও অংশে নিকৃষ্ট নয়। এতদ্ভিন্ন তিনি স্বব্যয়ে একটী পাঠাগার স্থাপন করিয়াছিলেন, তাঁহার মুখে প্রকাশ বিশ্বের যাবতীয় গ্রন্থ এই পুস্তকালয়ে সংগ্রহ করা হইয়াছে এবং তিনি তৎসমুদায় অধ্যয়ন করিয়াছেন। সময়ে সময়ে তিনি পাঠাগার-সমাগত ব্যক্তি সমূহের সমক্ষে দীর্ঘ দীর্ঘ বক্তৃতা করিতেন। যদ্যপি কোনও বিজ্ঞ শ্রোতা তাঁহার ভ্রমাত্মক বক্তৃতা শ্রবণে, আত্ম-সংযমের প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও অধর কুঞ্চনে বাধ্য হইতেন, তাহা হইলে তিনি এরূপ ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেন যে, তৎপরদিবস হইতে তাঁহার পাঠাগার প্রবেশ নিষেধ হইত। বস্তুতঃ বিজয় বাবু বিবেচনা করিতেন, তিনি বক্তৃতা করিতে করিতে ক্রমে "ডিমোস্থানিস" অথবা "এডমণ্ড বার্কের" ন্যায় একজন বিখ্যাত বাগ্মী হইবেন। বিজয় বাবুর এরূপ প্রকৃতির প্রধান কারণ,—তাঁহার মস্তকে আত্মাভিমানের স্থান অতিশয় উচ্চ এবং তাহার সহিত যশোলিপ্সার স্থান উচ্চ ও বুদ্ধি-শক্তি প্রকাশক স্থানগুলি পূর্ণ ছিল।

রমেশ বাবুর মস্তকে আত্মাভিমানের স্থান উচ্চ ও তাহার সহিত দৃঢ়তা ও সাহসিকতার স্থান সমোচ্চ ছিল; এ কারণ তিনি যে কার্য্য সাধনে একবার

মনস্থ করিতেন, সহস্র প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও তাহা সম্পূর্ণ না করিয়া ক্ষান্ত হইতেন না। একবার তিনি কোন কারণে বাটীর সরকারের উপর ক্রুদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ তাহাকে কর্ম্মচ্যুত করেন। উক্ত কর্ম্মচারীর দোষ অতি সামান্য ছিল, এ কারণ বিজয় বাবুর আত্মীয়-পরিজনাদি তাহার পুনঃ কর্ম্ম প্রাপ্তির নিমিত্ত তাঁহাকে বিশেষ অনুরোধ করেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের কথায় কর্ণপাতও করিলেন না, অধিকন্তু তিনি স্পর্দ্ধা করিয়া বলিলেন, স্বয়ং ভগবান আসিয়া অনুরোধ করিলেও উক্ত কর্ম্মচারীর পুনঃ কর্ম্মপ্রাপ্তির আর সম্ভাবনা নাই।

পরেশ বাবু ঐশ্বর্য্যশালী এবং সদাশয় ব্যক্তি। ইঁহার বৃহৎ প্রাসাদের নির্ম্মাণ কৌশল ও সৌন্দর্য্য দর্শনে পথিকগণ মোহিত হইত, এরূপ ব্যক্তি অতি অল্পই লক্ষিত হইত, যিনি তাঁহার বাটী দর্শনে প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিতেন না। পরেশ বাবু স্বয়ং অতি সচ্চরিত্র ছিলেন,—ইনি পরোপকারী, দানশীল, বিদ্যোৎসাহী এবং ন্যায়বান ছিলেন। সাধারণের নিকট ইনি স্বীয় বাটীর প্রশংসা শ্রবণ অপেক্ষা ন্যায়বান এবং পরোপকারী বলিয়া অভিহিত হইতে ইচ্ছুক হইতেন। ইহার কারণ, পরেশ বাবুর মস্তকে আত্মাভিমান স্থানের উচ্চতার ন্যায়পরতার স্থান উচ্চ ছিল।

রামসেবক বাবু একজন ভদ্র সন্তান। তিনি তাঁহার অপর দুই সহোদরের সহিত বিবাদ করিয়া ব্যবসায় দ্বারা ধনী হইবার আশায় যৎসামান্য মূলধন লইয়া বাজারে বসিয়া তরীতরকারীর ব্যবসা করেন। তিনি বহুজন সমাকীর্ণ বাজারে মলিন বসন পরিধান করিয়া, খরিদ্দারদিগকে উচ্চৈঃস্বরে তাঁহার দ্রব্য ক্রয় করিতে আহ্বান করিতেন,—এমন কি ইতর লোকদিগকে বহু সম্মান প্রদর্শন করিয়া স্বীয় দ্রব্য বিক্রয়ের নিমিত্ত তোষামোদ করিতেন। তাঁহার প্রতিবাসী এবং বন্ধুগণ একারণ তাঁহাকে নানা কথা বলিতেন, কিন্তু তিনি কাহারও কথায় কর্ণপাত করিতেন না। ক্রমে তাঁহার উক্ত বাজারের একটী মৎস্য ব্যবসায়ীর সহিত বন্ধুত্ব হয় এবং তিনি তাঁহার পরামর্শে এক্ষণে পূর্ব্ব ব্যবসা ত্যাগ করিয়া ধীবর বন্ধুর ব্যবসা অবলম্বন পূর্ব্বক স্বীয় সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ করিতেছেন। ভদ্রবংশজাত হইয়া এরূপ নিকৃষ্ট বৃত্তি অবলম্বনের কারণ,—রামসেবক বাবুর মস্তকে আত্মাভিমানের স্থান নিম্ন ছিল।

চিত্র—নং ১০



"১৪" চিহ্নিত স্থান দৃঢ়তা সূচক।

দৃঢ়তা।

আত্মাভিমান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৩) এবং ভক্তির (চিত্র—১, চিহ্ন—১৮) স্থানের মধ্যবর্ত্তী দৃঢ়তার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৪)।

অতি উচ্চ। যদ্যপি দৃঢ়তার স্থান অতিশয় উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক একগুঁয়ে এবং দুর্দ্দান্ত প্রকৃতিবিশিষ্ট হয়।

দৃঢ়তার সহিত সাহসিকতা (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) এবং আত্মাভিমানের (চিত্র—৯, চিহ্ন—১৩) স্থান উচ্চ হইলে জাতক এরূপ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয় যে, বহু চেষ্টা করিয়াও তাহার মত পরিবর্ত্তন করিতে পারা যায় না।

দৃঢ়তার সহিত কার্য্যকরী ও বুদ্ধি বৃত্তিসূচক স্থানগুলি উচ্চ হইলে জাতক দৃঢ়প্রতিজ্ঞ ও প্রবল উৎসাহজনক গুরু কার্য্য সাধনে সম্যক সমর্থ হয়।

দৃঢ়তার সহিত কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৬) স্থান উচ্চ হইলে জাতক বিচারশক্তি প্রভাবে স্বীয় উদ্ধত প্রকৃতিকে দমন করিয়া রাখিতে সমর্থ হয়।

উচ্চ। যদ্যপি দৃঢ়তার স্থান উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক স্বেচ্ছাচারী হয় এবং যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা সম্পন্ন করিয়া থাকে।

দৃঢ়তার সহিত সাহসিকতার স্থান উচ্চ এবং আত্মাভিমানের স্থান পূর্ণ হইলে জাতক যে কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে, তাহা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। যদ্যপি তাহাতে প্রতিবন্ধক প্রাপ্ত হয়, তাহা হইলে আরও দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া উঠে।

দৃঢ়তার সহিত সাহসিকতা এবং সংহারপ্রিয়তার (চিত্র—৬, চিহ্ন—৭) উচ্চ হইলে জাতক কার্য্য সাধনে যত কষ্টে পতিত হয়, তত তাহার উদ্যমশীলতা ও দৃঢ়তা পরিবর্দ্ধিত হয়।

দৃঢ়তার সহিত আশার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—১৬) উচ্চ হইলে জাতক বহুকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় এবং সকলগুলিই সম্পূর্ণরূপে সাধন করিতে সক্ষম হয়।

দৃঢ়তার সহিত সাবধানতা (চিত্র—৮, চিহ্ন—১১) এবং কারণ নির্দ্দেশ করিবার ক্ষমতার স্থান (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৬) উচ্চ হইলে জাতক কৌশল উদ্ভাবন এবং মন্তব্য প্রকাশ্যে সাবধানী ও সুবিবেচক হয়।

দৃঢ়তার সহিত আশার স্থান অতিশয় উচ্চ এবং সাবধানতা ও কারণ অনুসন্ধান করিবার স্থান পূর্ণ হইলে জাতক সত্বর কোনও বিষয়ের সিদ্ধান্ত করিয়া থাকে, যদিও তাহা অবিবেচকের ন্যায় কার্য্য হইয়া থাকে, তত্রাচ তাহারা তদ্বিষয়ে স্থিরনিশ্চয় হইয়া থাকে।

দৃঢ়তার সহিত বন্ধুত্ব (চিত্র—৩, চিহ্ন—৩) এবং বদান্যতার (চিত্র—১, চিহ্ন—১৯) স্থান উচ্চ হইলে জাতক অন্য কাহারও বিশেষতঃ বন্ধুগণ কর্ত্তৃক সহজেই কোনও বিষয়ে প্রবৃত্ত হয়, কিন্তু যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা সাধন না করিয়া নিরস্ত হয় না।

দৃঢ়তার সহিত সাবধানতা (চিত্র—৮, চিহ্ন—১১) সাহসিকতা (চিত্র—৫, চিহ্ন—৬) কারণ অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতা (চিত্র—১, চিহ্ন—৩৬) এবং কার্য্যকরী ও প্রত্যক্ষ জ্ঞানসূচক স্থানগুলি উচ্চ হইলে জাতক যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, স্বীয় উদ্যমশীলতা ও সুকৌশল প্রভাবে তাহাতেই কৃতকার্য্য লাভ করিয়া থাকে।

দৃঢ়তার সহিত সাহসিকতা ও আত্মাভিমানের স্থান উচ্চ এবং কারণ অনুসন্ধান করিবার ক্ষমতার স্থান সাধারণ হইলে জাতক স্বীয় কার্য্য বিরুদ্ধে তর্ক বা যুক্তি গ্রাহ্য না করিয়া ক্ষমতানুসারে পরিচালিত হয়।

দৃঢ়তার সহিত ন্যায়পরতা (চিত্র—১, চিহ্ন—১৫) এবং সাহসিকতার স্থান উচ্চ হইলে জাতক যে কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়, তাহা ন্যায়সঙ্গত কি না—তদ্বিষয়ে সূক্ষ্মানুসূক্ষ্মরূপে বিবেচনা করিয়া দেখে।

পূর্ণ। যদ্যপি দৃঢ়তার স্থান পূর্ণ হয়, তাহা হইলে জাতক সকল কার্য্যে দৃঢ়তা দেখাইয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

৩৬। চক্ষু ধূসরবর্ণবিশিষ্ট হইলে জাতক (বা জাতিকা) দুর্ব্বল-বুদ্ধি, অরসিক, সরল ও পরিশ্রমী, এবং নীচকর্ম্মরত হইয়া থাকে। ইহাদের কোনও বিষয় বুঝিবার ক্ষমতা অল্প হইয়া থাকে, কিন্তু ইহারা জ্ঞানতঃ ধর্ম্মানুগত ব্যতীত কখনও অধর্ম্ম কার্য্যে প্রবৃত্ত হয় না।

৩৭। চক্ষু যদ্যপি বিড়ালের ন্যায় হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) অসাবধানী, কোপন স্বভাবসম্পন্ন, দুর্দ্দমনীয় প্রকৃতি এবং আশুক্রোধশীল হইয়া থাকে। ইহারা সমান বা উচ্চশ্রেণীস্থ ব্যক্তিগণের প্রতি উগ্রভাব, কিন্তু অধীনস্থগণের উপর শান্ত ও ভদ্রভাব প্রদর্শন করে।

৩৮। যদ্যপি চক্ষু রক্তবর্ণবিশিষ্ট এবং গোলাকার হয়, তাহা হইলে জাতক স্বার্থপর, প্রতারক, অহঙ্কারী, কোপন-স্বভাব এবং মতলববাজ ও তৎসাধনে দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হয়।

(নাসিকা)

৩৯। যদ্যপি নাসিকা উচ্চ, নাসিকার উভয় পার্শ্ব প্রশস্ত এবং চক্ষুর্দ্বয়ের মধ্যবর্ত্তী স্থান পুষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) ক্রোধী, দাম্ভিক, অবজ্ঞাকারী, বিশ্বাসঘাতক এবং আত্মাভিমানী হয়। যদ্যপি নাসিকার অগ্রভাগ সূচ্যগ্র হয়, তাহা হইলে জাতক ধনলোলুপ, হৃদয়-হীন, বৃথা অহঙ্কারী, নির্ব্বোধ, উগ্র প্রকৃতি, হিংসক এবং ভীরু হয়।

৪০। যদ্যপি নাসিকা চক্ষুর নিম্নবর্ত্তী স্থান হইতে উত্থিত হইয়া পুনরায় পতিত হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) খিট্‌খিটে, গোলযোগকারী এবং বুদ্ধিহীন হইয়া থাকে।

৪১। যদ্যপি নাসিকা ক্ষুদ্র, ক্ষীণ ও উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) ভীষণ স্বভাব বিশিষ্ট, হিংসক, খিট্‌খিটে, বিশ্বাসঘাতক এবং সন্দিগ্ধচিত্ত হয়। ইহারা তর্ককালে, স্বীয় মত রক্ষার্থে সুবিধামত যাহা কিছু বলিবার চেষ্টা করে এবং কে কি বলে ও কি করে, তাহা জানিবার নিমিত্ত বিশেষ উৎসুক হয়।

৪২। যদ্যপি নাসিকা ক্ষুদ্র, নাসারন্ধ্র শুণ্ডাকৃতি এবং বন্দুকের ঘোড়ার ন্যায় উচ্চ হয়, তাহা হইলে জাতক অকপট, দয়াশীল, চতুর, অল্পেই শঙ্কিত, অস্থির, অপরিণামদর্শী, সদাশয় এবং রম্যপ্রকৃতিবিশিষ্ট হয়। ইহারা কাহারও অনিষ্ট করে না এবং যদ্যপি কাহারও প্রতি কেহ অনিষ্ট করে, তাহা হইলে ন্যায়তঃ তাহার দণ্ডবিধানে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়।

(অধরোষ্ঠ)

৪৩। যদ্যপি অধরোষ্ঠ স্থূল, কোমল এবং দীর্ঘ হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) অল্প বুদ্ধি সম্পন্ন, ক্ষণপ্রত্যয়ী, অল্প খিট্‌খিটে ও অল্প আনন্দে প্রফুল্ল, সুপ্রেমিক, প্রণয়সুখে অতীব প্রীত, সদাচারবিশিষ্ট এবং ভীরু হইয়া থাকে।

৪৪। যদ্যপি অধর ওষ্ঠ অপেক্ষা স্থূল ও অধিক স্ফীত হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) অল্প বুদ্ধি, শিল্পকুশল, ধূর্ত্ত এবং অহঙ্কারী হইয়া থাকে।

৪৫। যদ্যপি অধর এবং ওষ্ঠ পুষ্ট ও সমান হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) সুরসিক কোমলান্তঃকরণ বিশিষ্ট, বুদ্ধিমান, সুবিবেচক, ন্যায়বান এবং প্রত্যেক বিষয়ে মধ্যমাচারী হইয়া থাকে।

৪৬। যদ্যপি অধর ও ওষ্ঠ পাতলা হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) উপস্থিত সূক্ষ্ম কল্পনাবিশিষ্ট, জ্ঞানানুসন্ধানে তৎপর, অক্লান্ত পরিশ্রমী, কৃপণতা বিহীন, প্রণয় সংস্থাপনে ব্যগ্র এবং মধ্যমরূপ সাহসী ও প্রফুল্ল হয়।

৪৭। যদ্যপি ওষ্ঠ পাতলা ও ভিতরদিকে বসা হয়, তাহা হইলে জাতক চতুর, অধ্যবসায়ী, আজীবন ঘৃণাশীল, প্রতিহিংসাপরায়ণ এবং প্রণয় বা বন্ধুত্ব স্থাপনে অনিশ্চয় ও মিতাচারী হইয়া থাকে।

(চিবুক)

৪৮। যদ্যপি চিবুক গোল এবং চিবুক ও অধরের মধ্যবর্ত্তী স্থান গভীর হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) আনন্দময় প্রকৃতিবিশিষ্ট, দয়াশীল, সাধু, বন্ধুত্বে অকপট, প্রণয়ে সাতিশয় উৎসুক, সুবুদ্ধিমান এবং তীক্ষ্ণ প্রতিভা সম্পন্ন হয়। যদ্যপি চিবুক টোলযুক্ত (তোবড়ান) হয়, তাহা হইলে জাতক আরও উৎকৃষ্ট গুণসম্পন্ন হয়।

৪৯। যদ্যপি চিবুক অধরের নিম্নভাগ হইতে বিস্তৃত হয় এবং ইহার শেষভাগ বাটালীর ন্যায় দেখিতে হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা)

মূর্খ ক্ষণপ্রত্যয়ী, কুস্বভাববিশিষ্ট, অনুপযুক্ত ব্যক্তির সম্মান বর্দ্ধনে উৎসাহশীল, সন্দিগ্ধচিত্ত এবং অস্থির স্বভাব সম্পন্ন হয়। ইহারা যদিও সাধারণের নিকট নম্রভাব ধারণ করিয়া থাকে, কিন্তু গোপনে নীচকার্য্য সাধনে কিছুমাত্র দ্বিধা করে না।

৫০। যদ্যপি চিবুক সূচ্যগ্র হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) "মতলববাজ" হয়। ইহারা স্বীয় অভীষ্ট সাধনের নিমিত্ত বন্ধুগণকে মিষ্ট-বাক্যে মোহিত করিয়া থাকে। প্রণয় সম্বন্ধেও তদনুরূপ ব্যবহার করিয়া থাকে।

(মুখমণ্ডল)

৫১। সাধারণতঃ মুখমণ্ডল হৃষ্টপুষ্ট, অসভ্যতাব্যঞ্জক এবং কদাকার দৃষ্টি সম্পন্ন হইলে জাতক স্বার্থপর, নিষ্ঠুর, অসভ্য অসামাজিক, ধনলোলুপ, কর্কশ-ভাষী এবং ভবিষ্যতে লাভের আশায় সময়ে সময়ে তোষামোদকারী হইয়া থাকে।

৫২। যদ্যপি মুখমণ্ডল পরিপুষ্ট, গোলাকার এবং রক্তিমাভ হয়, তাহা হইলে জাতক নম্রস্বভাব বিশিষ্ট, সৎসঙ্গরত, সরল, কৌতুকপ্রিয়, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, মহৎ উদ্দেশ্যবিশিষ্ট, সঙ্গপ্রিয় এবং প্রণয়ে বিশ্বস্ত হইয়া থাকে।

৫৩। যদ্যপি মুখমণ্ডল কৃশ, চিক্কণ, সমতল এবং সুগঠিত হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) সচ্চরিত্র, তীক্ষ্ণবুদ্ধি, সুদক্ষ, সুপ্রেমিক এবং অল্প সন্দিগ্ধ হইলেও মিষ্টভাষী হইয়া থাকে।

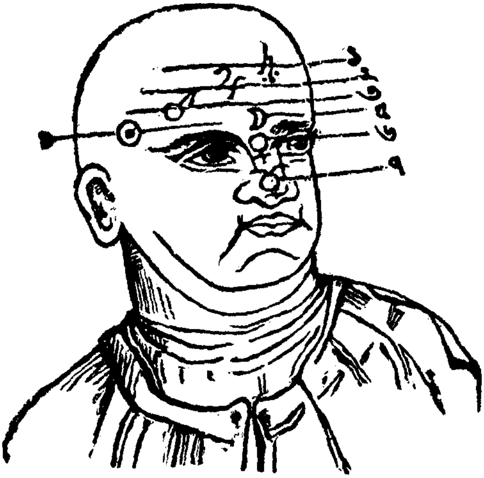
৫৪। যদ্যপি কপালের অস্থি বাহির হইয়া পড়ে এবং চুয়াল সরু হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) চঞ্চল, চিন্তাশীল এবং খিট্‌খিটে স্বভাববিশিষ্ট হয়।

৫৫। যদ্যপি মুখমণ্ডল স্বাভাবিক পাণ্ডুবর্ণবিশিষ্ট হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) ভীরুস্বভাববিশিষ্ট এবং অতিশয় ইন্দ্রিয়সুখ পরায়ণ হইয়া থাকে।

৫৬। যদ্যপি মুখমণ্ডল অসম রক্তিমাভ হয় অর্থাৎ ডোরা বা বিন্দু চিহ্ন-যুক্ত হয়, তাহা হইলে জাতক (বা জাতিকা) শারীরিক ও মানসিক উভয়তঃ দুর্ব্বল হয়। ইহাদের দুঃখ ও পীড়া সহজেই ঘটিয়া থাকে।

(ক্রমশঃ)

মূর্ত্তি-বিজ্ঞান।



(১) কেশের ঠিক নিম্নে ও কপালের উপরে যে একটী রেখা আছে, তাহাকে শনির রেখা কহে। (চিহ্ন—১)

(২) শনির নিম্নে যে একটী রেখা আছে, তাহা বৃহস্পতির রেখা। (চিহ্ন—২)

(৩) বৃহস্পতির নিম্নস্থ রেখাটী মঙ্গলের রেখা। (চিহ্ন—৩)

(৪) যে রেখা দক্ষিণ চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগে অঙ্কিত, তাহা রবির রেখা। (চিহ্ন—৪)

(৫) বাম চক্ষুর ভ্রূর উপরিভাগের রেখা চন্দ্রের রেখা। (চিহ্ন—৫)

(৬) ভ্রূযুগলের মধ্যস্থলে শুক্রের স্থান। (চিহ্ন—৬)

(৭) নাসিকার মধ্যভাগে বুধের স্থান। (চিহ্ন—৭)

OPINIONS OF THE PRESS.

[SAMUDRIK SIKSHA.]

AMRITA BAZAR PATRIKA,
February 25, 1895.

Lessons on Palmistry (in Bengali)—By Babu Roman Kristo Chatterjee. Babu Roman Kristo, who may not be unknown to many of our readers in Calcutta and the neighbourhood as an expert palmist, seems to have taken great pains in the preparation of this book which if we mistake not, is the first attempt at a scientific exposition of the subject in Bengali. The book is written in the dialogue form in very simple language with a view to popularise this intricate subject. Those who have any desire to learn the mystery of palmistry, which claims to tell fortunes of a man by the lines on the palm of his hand, will do well in giving the book a trial. The price of the book is Rs. 2.

THE INDIAN NATION,
April 15th, 1895.

সামুদ্রিক শিক্ষা or A treatise on Palmistry, is the most systematic and elaborate treatise on the subject that has been yet published in Bengali. The author, Babu Roman Krishna Chatterjee (19, Mathur Sen's Garden Lane) tells us in the preface that the work embodies the results of a study carried on assiduously for over 20 years. We do not claim to be experts in the subject, and shall not attempt a criticism which can not but be superficial. The exposition is in the form of a dialogue between teacher and pupil, illustrated

by numerous well cut diagrams. The work has all the appearence of being thorough and can be safely recommended to enquirers. The system taught is western, not eastern.

THE INDIAN MIRROR,
May 11th, 1895.

PALMISTRY.

[TO THE EDITOR OF THE INDIAN MIRROR.]

SIR,—The following lines will, I hope, find a place in a corner of your much esteemed journal. So far as we can see at present, the ancient Hindus, who were famed for Astrology and other sciences, have left us no books on Palmistry worth perusal. Whether they had any faith in this particular science, is a question which is still shrouded in mystery. It is my firm conviction that the ancient Hindus, who surpassed in civilization all other nations in the world, and who made marvellous progress in all branches of learning, which is still the wonder of the world, perfectly knew Palmistry or the science which tells fortunes by the lines of the palm of the hand. I believe, the Mahomedans who were the professed enemies of learning, destroyed many religious and scientific books of the Hindus. The corresponding word of Palmistry in Sanskrit Dictionary, which dates its existence from time immemorial, will conclusively prove that the Hindus were acquainted with this science.

Palmistry was long neglected by our countrymen, who I am glad to say, have now begun to feel that it is a science worth reading and not be trifled with. The civilized nations of Europe have been fully awakened to its usefulness and importance, and have been cultivating this science with a view to make it more perfect. It is a pity that while civilised Europe is sparing no pains to improve this particular science, namely, Palmistry, our countrymen, especially young Bengal, have little faith in it. Our young men generally go to some raw, inexperienced persons who pretend to tell fortunes by the palm of the hand, and the result is, they come

back fully convinced of the falsity of this science, for this so-called palmists can not convince them of its truth by telling them any passed events of their lives. I do not, therefore, find fault with these young men who are not the advocate of Palmistry. It is a hopeful sign of the times that Palmistry is now being cultivated in Bengal. I can assure our youngmen that they could be persuaded to be convinced of the truth of Palmistry if they would but resort to such distinguished amateur palmists as Babu Roman Kristo Chatterjee, who is an expert in Palmistry. I would advise our countrymen, who are solicitous to know their fortunes, to show the palms of their hands to the above-named gentleman who reside at No. 19, Mothur Sen's Garden Lane, Nimtola Street. He has written a book on Palmistry in which he has fully dealt with the subject and done justice to the difficult science which has at presant engrossed the attention of our educated countrymen. This valuable book, which is the result of 20 years' experience, does credit to the author who has well earned the gratitude of our countrymen by bringing out such a valuable production. The language of the book is so easy and simple that even a child can understand it without difficulty. The plates in the book showing a variety of palms are so very excellently drawn that they are quite intelligible even to beginners. The cover, printing and paper of the book, are neat and handsome. It is not so much the object of the author to make his fortune by a rapid sale of the copies of his book as to create a deep interest in this particular science among our educated countrymen. That the knowledge of Palmistry will enable one to know one's fortune, good or bad beforehand, and to be on his guard against his future calamities, there can be little doubt. It is for this reason that I would exort my contrymen to procure a copy each. I believe my countrymen will not agree with the well-known humourist Addison when he says that he will never be solicitous to know his fortune beforehand. The author of the book, Babu Roman Kristo Chatterjee, deserves our warmest thanks for this valuable production called "Samudrik Siksha." We must also express our gratitude to him for his valuable work and for taking the trouble to predict the fortune of any one gratis who calls at his residence, which is daily visited by over 50 people. We pray for his long life and prosperity.

Yours &c

JEEBON DHONE MOOKERJEE.

HINDU PATRIOT,
May 14, 1895.

Samudrik Siksha—This is a Bengali work on Palmistry and we congratulate Babu Roman Kristo Chatterjee, the author, on the creditable manner in which he has performed the task. The author has himself acquired much skill and reputation as a palmist and in these days when Palmistry and Astrology are attracting and increasing share of public attention the publication of this work must be considered peculiarly opportune. The get up of the book leaves nothing to be desired and it is embellished with several diagrams. The student of Palmistry may be safely recommended Babu Romankrishna's book and we are sure the author's labours will not go altogether unrewarded.

COOCH BEHAR,
June 7th 1895.

FROM H. P. SANDYAL, H. P. A., L. L. D.,
F. R. C. L.

My dear Sir,

Your Book on Chiromancy exhibits an excellence quite unsurpassed as I am inclined to think it. The incubation of the idea during so many years of your investigation and research into this once neglected science, has rounded it to a satisfactery completeness. You have indeed laboured diligently to present an adequate picture of the varied conditions of this extensive subject ; and your scientific training has materially helped to give value to your exposition. Your work I am sure can not fail to be extremely serviceable to all who wish to understand the great problems of human destiny.

Believe me to be,
My dear sir,
Yours sincerely,
H. P. SANDYAL.

THE INDIAN MIRROR,
July 30, 1895.

Samudrik Siksha—From the preface to the book before us, it appears that till some of the events of his life were correctly predicted by means of Astrology, the writer was not only a passive unbeliever, but also a positive scoffer of the science. He then studied the science, and successfully applied it in the case of self and friends but the death of the friend who used to help him with mathematical calculations put a stop to a further cultivation of the science on the part of the writer. As an easy substitute, he took to the study of Palmistry as it is known to Europeans and latterly he was fortunate enough to enlist the good will of a Hindu adept, through whose instruction he enriched his knowledge of the subject, the benefit of which he gives to the public in the shape of the publication under notice. The book is in the form of a catechism, dealing in a number of chapters, with all points connected with Palmistry. The writer says that not a word is to be found in it, the truth of which has not been established. In the appendix, a number of "exercises" are given with a view to test the learner's knowledge. The diagrams which embellish the pages, will be found of great use in understanding the text. To those who believe in the mysterious lines on the hands of a man, containing theKey to his fortunes, the results of Babu Roman Kristo Chatterji's experience and study, as embodied in his book, will prove of immense value.

THE STATESMAN,
September 5th 1895.

Handbook of Palmistry,—Babu Roman Krishna Chatterjee has written an entertaining little *brochure* upon the art of fortune telling by the palm of the hand. The book is entitled "Samudric Siksha," and in addition to pleasantly written letter press, contains a number af carefully prepared illustrations of the hand.

REIS AND RAYYET,
December 21, 1895.

Samudrik Giksha, or the method of ascertaining the present, past, and future of men and women from an examination of the lines and marks on the palm, by Roman Krishna Chatterjee. Published by the author; 19 Mathur Sen's Garden Lane, Calcutta. 1301.

This is a work on Palmistry. Whether Palmistry be a real or false science, like astrology, phrenology, and many others, is difficult to determine. Men like Kant, about whose intelligence there can be no question, believed in astrology. There was nothing unsound in the understanding of the author of phrenology. Men of even vigorous intellects have been known to be believers in astrology as in phrenology. Palmistry too numbers many votaries. India, perhaps, is the home of palmistry as of astrology. There are many works extant in Sanskrit on palmistry. True or false, nobody can question that, like faces, the palms of different men present different marks. If a science can be sought to be constructed from the lines in caligraphy, if a thumb print be a true index to the man, it is the next step to study the lines and marks on the palm to learn not only the character but also the antecedents and the fortune of the man. Without vouching, therefore, for the truth of palmistry or endeavouring to demonstrate it as a superstition worthy only of weak understandings, we may observe that the book before us contains a mass of curious information or, rather, generalisations based upon the formation of the fingers and the lines and marks on the palm. We believe the present work is the first regular contribution, in Bengali, to the study of palmistry. Those desirous of verifying the generalisations may easily do so by examining not only their own palms but also those of friends and relatives. Several diagrams are given with full explanations of the marks on them. The subject has been treated in a systematic way. There are altogather 12 chapters. The entire matter is cast in the form of questions and answers. The style is easy. Still one cannot hope to become a master of palmistry without close study and repeated experiments. It is necessary to bear in mind a large number of explanations or axiomatic statements. One must study the literature of palmistry thoroughly before one can hope to apply its rules for study of character.

[SAMUDRIK REKHADI BICHAR.]

HINDU PATRIOT,

November 18, 1895.

Samudrik Rekhadi Bichar:—By Babu Roman Kristo Chatterjee.* This is a treatise on Palmistry, being a companion volume to the author's first work on the same subject which was noticed in these columns sometime ago. Those who are interested in the subject will do well by providing themselves with a copy of this book by means of which it is possible to learn the Palmist's art without the help of an adept. The book is embellished with 48 diagrams which considerably enhance its utility. We trust that Roman Babu will continue the series and that the path on which he has so long trod with such signal success may never be wholly a stranger to his feet.

AMRITA BAZAR PATRIKA,

November 22, 1895.

Treatise on Palmistry in Bengali.—Babu Roman Kristo Chatterjee of this city has just presented the public with another treatise on Palmistry in Bengalee. Babu Roman Kristo, as is well known to the public at large,—for every morning not less than one hundred persons come to his house to avail themselves of his knowledge of Palmistry—has been an earnest student of this branch of knowledge for the last twenty-three years ; and the treatise before us is the outcome of his assiduous study and wide observation. The value of the book is considerably enhanced by forty-eight woodcuts representing the various kinds of palms which are well calculated to help the student in understanding its contents.

THE INDIAN MIRROR,

January 26, 1896.

Samudrik Rekhadi Bichar.—The publication of the Book uuder notice has been undertaken with the object of throwing additional light on its predecessor (Samudrik Siksha) which we had the pleasure of noticing in these columns sometime ago, and of preparing the reader for a clear understanding of "Samudrik Bijnan" which is to follow. The plan of instruction is the same as was adopted in the case of "Samudrik Siksha" namely, the catechistic style which is found from experience, to be effective in impressing the subject-matter on the learner's mind. The text is alphabetically arranged and illustrated with no less than forty-cight diagrams showing the lines on the palm in different positions. The earnestness of the author in attempting to popularize palmistry among his countrymen is vividly observable in the pages of the publication.

THE INDIAN MIRROR,

January 28, 1896.

PALMISTRY.

[TO THE EDITOR OF THE "INDIAN MIRROR."]

"In the hands of all the sons of men, God places marks
That all the sons of men may know their own works.
What can be avoided
Whose end is purposed by the almighty God."

SIR,—Of all the sciences, which distinguished the sages of Ancient India, and which won for them a high name and fame among the civilized nations of the world, the science of Astrology may be regarded as the best and most useful to mankind. The high proficiency of the Hindu sages in Astrology elicited the highest admiration from

many learned European scholars. The Hindu sages were equally proficient in Palmistry, which has hitherto been unfortunately neglected by our countrymen, and upon which the Europeans of the nineteenth century have much improved. It must be admitted on all hands that Palmistry is no less a useful science than Astrology, for it predicts the future events of a man's life by the lines on the palm of the hand. Not only does Palmistry vaticinate the future destinies of humanity, but it also foretells incidents in connection with a man's present or passed life. The importance and usefulness of this much-neglected science cannot be over-estimated. Palmistry makes an individual chary of his impending calamities, though they are sure to happen; and it also directs him to choose a profession or to take to some trade in which he is likely to be successful, or, in other words, it directs the proper way to a person by which he may achieve success in life. A close study of the works on Palmistry will, no doubt, help one to acquire spiritual culture, to which Young Bengal, who are the future hopes of their country, ought to devote their hearts and souls. Without spiritual culture, it may be said here parenthetically, the regeneration of degenerate India of the nineteenth century is out of the question, as has been time and oft pointed out by you. The reason why our countrymen do not care a straw for this useful science is not far to seek. It does not certainly procure them any pecuniary gain, worth the name. I am glad to learn that Young Bengal are evincing a lively interest in Palmistry which is at the present day very much cultivated by the Westerners. Europeans have, as I have already said, much improved upon the Indian Palmistry which dates its existence in India from time immemorial, and have produced excellent works on Palmistry which have electrified the world. The reproach is justly hurled against us that we do not admire what our forefathers admired, but we praise that which is praised by the Westerners.

It is, indeed, a matter of congratulation that our countrymen will devote their time and energy to the study of this useful science, namely, Palmistry. The name of Babu Romon Kristo Chatterji, the well-known author of "Samudrik Siksha" and "Samudrik Rekhadi Bichar," which have been highly spoken of by the English and Vernacular Press alike, may be mentioned in this connection. This gentleman, after unremitting labours of many years, has learned this art to perfection and examines the palms of

persons who call for the purpose at his residence gratis. On one occasion, I was present in his house when he examined the palms of some gentlemen who came to his residence to know their fortune. A gentleman, named Babu Hemendra Nath Sing Roy, the author of "Prem" showed his palm to Romon Babu who told him that he would within a fortnight get an appointment in some place to which he would have to travel by sea. This prediction came true within the appointed time, *i. e.*, a fortnight. This gentleman is now serving as a Sub-Divisional Officer in Mourbhunj. Shortly after the publication of his work "Prem," he went to Romon Babu who predicted that some wealthy gentleman would be pleased with the perusal of his book, and send him a handsome reward. This vaticcination also came true, for an anonymous gentleman sent the author a reward of Rs. 300. The Oriental Life Insurance case may be still fresh in the minds of your readers. Dr. Rati Kanta Ghose was implicated in the above case. He came to Romon Babu during the trial of the case at the Police Court, and was told that he would get off scot-free, and so he did. I would advice those who have little faith in Palmistry and palmists to show their hands to Romon Babu, who, I am sure, will be able to convince them of the truth of this important science. Babu Romon Kristo Chatterji's recent work, "Samudrik Rekhadi Bichar," which is embellished with 48 diagrams, is really a valuable book on the subject. The book is in the form of questions and answers so that it is easy for beginner to learn the mysterious art of Palmistry from this book without the help of teachers. The book is moderately priced, and its get-up is excellent. The book may be had of the author at 19, Mathur Sen's Garden Lane, Nimtola Street, Calcutta. May Romon Babu live long, and enjoy sound health is the heart-felt prayer of us all.

Yours, &c.,
S. L. MUKERJI.

The 24th January, 1896.

THE INDIAN MIRROR,
February 7, 1896.

THE ART OF HAND-READING WELL-NEIGH CARRIED TO PERFECTION.

[To The Editor of "The Indian Mirror."]

SIR,—It is a great pleasure to be able to say that palmistry which goes by the name of "a pretended art," has become a well-nigh perfect art with Babu Roman Kristo Chatterji, the renowned palmister, living at No. 19, Mathur Sen's Garden Lane, Nimtola Street, Calcutta.

In July last year, I went to Roman Babu to have my fortunes told. With wonderful accuracy, the palmister told me everything connected with my past life. He then predicted that four or five months after, I should have a sad bereavement, and shortly after must leave the educational institution, where I was then serving and be the Head-master of some other school in the metropolis. The breavement did come, indeed, in the sudden and untimely death of my father-in-law, and the first prediction being thus verified, I was naturally led to expect the verification of the other. As I had no intention of leaving the institution where I was serving, I was quite at a loss to guess how the influence of stars could so act upon me as to make me leave the institution, but now I cannot help believing the fact that no man can over-ride the astral influence. A sorry state of things about the institution came to my knowledge through an undreamt-of quarter about the middle of December 1895. I found that some *pet* teachers with their oily tongues drew handsome salaries, while the others with all the conscientious discharge of their duties drew but starvation salary. This was more than I could bear, and accordingly I tendered my resignation. I am now serving as Head-master of a High English School in the town. Thus the two predictions of Roman Babu have been most wonderfully verified. Roman Babu is already well-known in the Metropolis for his wonderful powers in hand-reading, and I have every reason to believe that his name will in no time spread far and wide.

Yours, &c.,
KALI KUMAR SINHA, B. A.

The 3rd February, 1896.

LESSONS ON PALMISTRY

(In English)

HINDOO PATRIOT,

June 9, 1896.

Lessons on Palmistry :—This is a treatise in English on Palmistry and the author Babu Roman Kristo Chatterjee, of the Port Commissioners' office, is already well-known to our readers, as we noticed long ago, other books on the same subject written by him. Those who have a desire to study Palmistry will derive great benefit from an attentive perusal of this book, which is written in a simple style and is embellished with a number of neatly executed diagrams.

THE STATESMAN,

June 9, 1896.

A Book on Palmistry : –Babu Roman Kristo Chatterjee, the author of several books on the science of Palmistry, has issued from the Reliance Press a neat little volume giving a course of lessons on the subject. The volume is conveniently devided into sections and carefully indexed and illustrated. It deals lucidly with a science about which there has always been much curiosity.

THE INDIAN MIRROR,

July 1, 1896.

PALMISTRY.

[TO THE EDITOR OF "THE INDIAN MIRROR."]

Sir,—Reading many correspondents in your paper in praise of Babu Raman Krishna Chatterji, the celebrated amateur palmist of Mathur Sen's Garden Lane, Calcutta, I

went to him one day sometime in last year. When I went to him, there were some twenty men present, all of whom had gone there for the same purpose. I was not a little surprised with the amiable and courteous manners, and with the patience with which Babu Raman Krishna was seeing the palms of their hands. The past events of my life were told by him in a manner, as if he knew me intimately from my infancy. As to the future events—as one year has elapsed since his foretelling, I can say that he has pretty accurately predicted them. To save from the clutches of greedy and designing common fortune-tellers, those of my countrymen, who care to know the future beforehand, and to recommend them to consult Raman Babu, I write this letter. Babu Raman Krishna is doing yeoman's service to the cause of palmistry in our country. He has published several books on the subject in Bengali and in English. One of|his recent publications *viz.*, "Lessons on Palmistry" in English, is very creditably done, and in it he has fully retained his reputation as a successful author. The book is embellished with several diagrams of hands, and the language, in which it is written, is chaste and simple. The get-up of the book also leaves nothing to be desired. On the whole, the author's attempt to popularise the reading of palmistry among the English-knowing people by the publication of this book, is bound to be crowned with success.

Yours, &c.,

Bansberia. TRAILOKYA NATH CHATTERJI.

THE INDIAN MIRROR,

July 2, 1896.

Samudrika-Siksha.—Babu Raman Kristo Chatterji is evidently bent on giving the benefit of his studies and experiences in Palmistry to not only his countrymen of Bengal (whom he has served by his Bengali works on the subject) but also to his countrymen in other parts of India, and to Europeans as well by means of a work, written in the English

language. The present work is mainly a translation in English of the Bengali book, which he brought out, under the same name, sometime ago, and which we had the pleasure of noticing, in these columns, soon after its publication. Chiromancy does not seem to be yet quite an exploded science in Europe, as the existence of a periodical, named "Palmist," with which the author has been in communication in regard to some "hints" he had received from his preceptor, would indicate. We hope Babu Raman Kristo will, by means of the publication under notice, attain his object which, we take it, is the diffusion of the knowledge of his favorite science among others than Bengalis, and the creation of a wide interest in it.

সোমপ্রকাশ—১৫ই মাঘ, ১৩০১।

সামুদ্রিক-শিক্ষা।

যে শাস্ত্র, শরীর-চিহ্ন অবলম্বন করিয়া মনুষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের শুভাশুভ ফলসমূহ জানাইয়া দেয়, তাহাকে সামুদ্রিক-শাস্ত্র বলে। এই শাস্ত্রে মনুষ্যের করতল, অঙ্গুলী, অঙ্গুলী পর্ব্ব ও শরীরস্থ অপরাপর চিহ্ন দ্বারা মনুষ্যের ত্রিকালের যাবতীয় শুভাশুভ ঘটনাবলী অর্থাৎ মনুষ্যের পরমায়ু প্রভৃতি, বিষয় জ্ঞান, গুরুজন ও আত্মীয়বর্গের সহিত ব্যবহার, বিদ্যানুশীলন, অর্থনাশ প্রভৃতি জীবন-ঘটিত ব্যাপার তন্ন তন্ন করিয়া দেখাইয়া দেয়।

হস্তস্থিত ঐরূপ রেখাদি দেখিয়া মনুষ্যের ত্রিকালের ফল বলা যায় কি না, এ বিষয়ে অনেকের মতভেদ আছে। কেহ কেহ বিশেষতঃ আজকালকার নব্য শিক্ষিতেরা এ কথা একেবারেই কিছুই নয় (Humbug) বলিয়া উড়াইয়া দেন। তাঁহারা যে এরূপ করেন, তাহার কারণ তাঁহারা নিজে এ বিষয়ে কখনও কোনও প্রত্যক্ষ ফল রেখানুযায়ী মিলিতে দেখেন নাই। পক্ষান্তরে যাঁহারা ঐরূপ ফল অনেকবার মিলিতে দেখিয়াছেন, তাঁহারা আর কোনও

রূপ অবিশ্বাস করিতে পারেন না। প্রত্যক্ষ প্রমাণের নিকট কোন যুক্তিই কার্য্যকারী হয় না।

যাঁহারা সামুদ্রিক শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, আমরা তাঁহাদিগকে একবার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে অনুরোধ করি। যাহার তাহার নিকট পরীক্ষা করিলে হইবে না; কারণ যাঁহারা এ সম্বন্ধে কিছুই জানেন না, এরূপ অনেক ব্যক্তিও সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ বলিয়া পরিচয় দিয়া থাকেন। এই সকল ব্যক্তি মনুষ্যের মনে সামুদ্রিক শাস্ত্রে অবিশ্বাস জন্মাইয়া দিবার প্রধান কারণ। যাঁহারা প্রকৃত শাস্ত্রে পণ্ডিত তাঁহাদের নিকট যাইলে, অত্যন্ত অবিশ্বাসীরও বিশ্বাস উদয় হইবে। আমরা পরীক্ষা নিমিত্ত একটী প্রকৃত সামুদ্রিক শাস্ত্রজ্ঞ মহাশয়ের নামোল্লেখ করিতে পারি। তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়, ইনি ১৯ নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে (ঠিক ডফ্ সাহেবের স্কুলের উত্তরে) থাকেন; তিনি অনুগ্রহ করিয়া সকলকেই বিনা মূল্যে হস্ত দেখিয়া ফলাফল বলিয়া দেন। এই কার্য্য তাঁহার ব্যবসায় নয়। প্রত্যহ শত শত ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া হস্ত দেখাইয়া ফলাফল জানিয়া যাইতেছেন।

ইনি সম্প্রতি "সামুদ্রিক-শিক্ষা" নামক একখানি অতি সুন্দর সামুদ্রিক শাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। যাহাতে সকলে বুঝিতে পারে, সে বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়াছেন; ভাষা যতদূর সম্ভব সহজও করিয়াছেন। *** বর্ত্তমান গ্রন্থে লেখক অদৃষ্টবাদের কোনও রূপ বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হন নাই। এই কঠিন তত্ত্ব তাঁহার "সামুদ্রিক বিজ্ঞান" নামক দ্বিতীয় পুস্তকে প্রকাশিত করিবেন, বলিতেছেন; এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইলে অদৃষ্ট-বাদ ও মনুষ্যের স্বাধীনতা সম্বন্ধে যে একটী উৎকৃষ্ট গ্রন্থ হইবে, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

যাঁহারা এ বিষয়ে তত্ত্ব-জিজ্ঞাসু, আমরা তাঁহাদিগকে এই দুই খানি পুস্তক পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

বঙ্গবাসী, ২৭শে মাঘ, ১৩০১।

শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় ইংরাজি সামুদ্রিক বিদ্যা বহু যত্নে শিক্ষা করিয়াছেন। শিক্ষা শুধু পুস্তকগত নয়—ফলিত ও গুরূপদেশে মার্জ্জিত।

বিশ বৎসর যাবত করকোষ্ঠী দেখিয়া চট্টোপাধ্যায় মহাশয় যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, তাহার ফলস্বরূপ "সামুদ্রিক-শিক্ষা" নামে একখানি পুস্তকও তিনি প্রচারিত করিয়াছেন। পুস্তকে করতলগত রেখা দেখিয়া কিরূপে মানবের শুভাশুভ স্থির করিতে হয়, তদ্বিষয় গুরুশিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে এবং রেখা চিনিবার জন্য অনেকগুলি চিত্রও তাহাতে সন্নিবিষ্ট আছে। চিত্রগুলি এদেশে সচরাচর যেমন হইয়া থাকে, তেমনই হইয়াছে। এই সামুদ্রিক বিদ্যায় যাঁহাদের আস্থা আছে, পুস্তকপাঠে তাঁহারা তুষ্ট হইবেন। পুস্তকের কাগজ ও ছাপা পরিষ্কার। মূল্য দুই টাকা, কলিকাতা, ১৯ নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে প্রাপ্তব্য।

দোনক ও সমাচারচন্দ্রিকা—২৯ শে মাঘ, ১৩০১।

সামুদ্রিক-শিক্ষা।—অর্থাৎ করতলস্থ রেখা ও চিহ্ন দেখিয়া লোকের ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান শুভাশুভ জানিবার উপায়। শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত। কলিকাতা, মথুর সেনের গার্ডেন লেন, ১৯ নং ভবন হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩ টাকা, প্যাকিং ও ডাকের খরচ স্বতন্ত্র।৵০ আনা। ছাপা উত্তম, কাগজ উত্তম, উত্তম কাপড়ে বাঁধা—সচিত্র। গ্রন্থকার নিজেই বলিতেছেন, ফলিত জ্যোতিষ শাস্ত্র দুরূহ গণিতের সাহায্য সাপেক্ষ হওয়ায়, সামুদ্রিক শাস্ত্রের আশ্রয় লইয়াছেন; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় প্রত্যক্ষ ফলাবধারণ করিবার উপযোগী কোন গ্রন্থ না পাইয়া বহুল ইংরেজি গ্রন্থের সাহায্য লইলেন। এই সকল পুস্তকেও তিনি ফল ও কাল সম্বন্ধে কোন রূপ সূক্ষ্ম বিচার করিতে সমর্থ হইলেন না, অবশেষে একটী উপযুক্ত গুরু পাইয়া সামুদ্রিক সম্বন্ধীয় নিগূঢ় তত্ত্বের উপদেশ লইলেন। এখন তিনি প্রত্যহ বহুসংখ্যক হস্তের আলোচনা করিয়া শুভাশুভ ফলবিচার করিতেছেন। আর শুনিয়াছি, ফলনির্ণয়েও অধিকারী হইয়াছেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী। শুদ্ধ অনুরাগবশেই সামুদ্রিক শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া

থাকেন। * * * * আলোচ্য গ্রন্থে লোকের যথেষ্ট উপকার কার হইবে, করকোষ্ঠি দেখিয়া ভাগ্যনির্ণয় করিবার পক্ষে অনেক সুবিধা হইবে। পাশ্চাত্যেরা বলিয়া থাকেন যে, জ্যোতিঃশাস্ত্রের সাহায্যে লোকে গগনস্থ গ্রহনক্ষত্রাদির গতিবিধি রীতি প্রকৃত্যাদির পর্য্যালোচনা করিয়া চন্দ্র-সূর্য্যাদির গ্রহণনির্ণয় করিয়াছে, রাশিচক্রের গতিফলাদি নির্ণয় করিয়াছে, অসংখ্য জ্যোতিষ্কের প্রকৃতি পর্য্যবেক্ষণ করিয়াছে, নিত্য নিত্য নব নব তত্ত্বের আবিষ্কার করিতেছে, ভাগ্যজ্ঞাপক তারাগণিত (Astrology) তাহার আদিম কুসংস্কার সমষ্টিমাত্র। কিন্তু হিন্দু পাঠক বুঝিতে পারিতেছেন, শুদ্ধ অনভিজ্ঞতাই এতদ্রূপ উক্তির প্রণোদিকা। আমাদের জ্যোতিষশাস্ত্র অভ্রান্ত। সম্যক্ লব্ধবিদ্য জ্যোতিষীর গণিতফলে ব্যতিক্রম হয় না; উপযুক্ত লোকের প্রণীত কোষ্ঠী বা জন্মপত্রিকায় কখনই ফলের তারতম্য হয় না। ভবিষ্যদ্জ্ঞাপক জ্যোতিষের চিরকালই আদর থাকিবে। ইউরোপেও ত দেখিতে পাওয়া যায়, এলিজেবেথের "নেটিভিটী" নেপোলিয়নের "বুক অব ফেট" প্রভৃতি জ্যোতিষ-গ্রন্থের সর্ব্বত্রই সমাদর। বিলাতের একটী জ্যোতিষী জাড়্-কিল নামে আত্ম-পরিচয় দিয়া, বৎসর বৎসর বাত্যা, বন্যা, ভূমিকম্প, দুর্ভিক্ষ, মারী, যুদ্ধ, বিগ্রহ, পোতব্যসন প্রভৃতি ঘটনার গণনা করিয়া লোককে মোহিত করিতেছেন। আর দেখিতে পাওয়া যায়, ইহার অনেক গণনা সফলও হইতেছে। অধুনা অত্র বঙ্গেও আর্য্য জ্যোতিষের সমাদর হইতেছে। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় অর্থাকাঙ্ক্ষায় সামুদ্রিক-শিক্ষা করেন নাই; সামুদ্রিক প্রচারও অর্থাকাঙ্ক্ষার ফল নহে। তিনি চাহেন, লোকের জ্ঞানবর্দ্ধন করিতে; কিন্তু ৩৲ টাকা দিয়া আমাদের দেশে একখানি গ্রন্থ লইতে পারে, কয়জন? শুনিয়াছি, যোগ্যপাত্রে দান আছে; কিন্তু গ্রন্থের মূল্যও কমান উচিত। আমাদের বিশ্বাস, ১৷৷৹ টাকা হইলেই, ঠিক হইবে। অর্দ্ধং ত্যজতি পণ্ডিতঃ।

সুলভ দৈনিক, ৫ই ফাল্গুন, ১৩০১।

সামুদ্রিক শিক্ষা। আমরা শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত "সামুদ্রিক-শিক্ষা" নামক পুস্তক প্রাপ্ত হইয়াছি। আমরা পুস্তকখানি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া ইহার ভাষার প্রাঞ্জলতা দেখিয়া অতিশয়

আনন্দিত হইলাম। এই পুস্তক পাঠ করিলে মনুষ্যের করতল দেখিয়া ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান ঘটনাবলী ও তাহাদের শুভাশুভ ফল সমূহ এবং গুরুজন ও আত্মীয়বর্গের সহিত ব্যবহার, বিদ্যানুশীলন, অর্থাগম প্রভৃতি জীবনঘটিত সমস্ত ব্যাপার অনায়াসে জানা যায়। রমণ বাবু বিংশতি বৎসর পরিশ্রম করিয়া তাহার ফল স্বরূপ আজি যে পুস্তক লিখিয়াছেন, তাহাতে তিনি প্রত্যেক বঙ্গবাসীর ধন্যবাদের পাত্র, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সামুদ্রিকশাস্ত্র বিষয়ক এ প্রকার সহজ বোধগম্য পুস্তক পূর্ব্বে আর কখন বাহির হয় নাই। লেখক এই পুস্তকের ভূমিকার এক স্থানে লিখিয়াছেন "বঙ্গভাষায় সামান্য জ্ঞানবিশিষ্ট লোক এমন কি অল্পশিক্ষিতা মহিলাকুলও যাহাতে অনায়াসে এই গ্রন্থ পাঠ করিয়া অদৃষ্ট জানিতে পারেন, সেই জন্য ইহা অতিসরল ভাষায় প্রশ্নোত্তরচ্ছলে লিখিত হইয়াছে। ভাষার সরলতা রক্ষা করিবার জন্য গ্রাম্যদোষপরিহারেও প্রয়াসী হই নাই, এবং ভূমিকার অপরাংশে লিখিয়াছেন যে, যদি পুস্তকপাঠে কেহ করতলস্থ রেখা বা চিহ্নাদির ফলনির্ণয় করিতে অক্ষম হন, তবে অনুগ্রহ করিয়া তাঁহার নিকট যাইলে মিলাইয়া এবং বুঝাইয়া দিতে চেষ্টা করিবেন।" লেখক যথার্থই এই পুস্তকের ভাষার প্রাঞ্জলতারক্ষাবিষয়ে সম্পূর্ণ কৃতকার্য্য হইয়াছেন। গ্রন্থকার উপসংহারে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবের যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন, এবং ঐ অংশটী অতিশয় হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। লেখক এ পুস্তকে অদৃষ্টবাদবিষয়ক বিশেষ কোন প্রকার তর্ক তুলেন নাই, তাঁহার "সামুদ্রিকবিজ্ঞান" নামক দ্বিতীয় পুস্তকে উক্ত বিষয় বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব দ্বারা সাধারণকে বুঝাইয়া দিবেন, লিখিয়াছেন। আমরা তাঁহার এই বিষয়ে সফলকাম প্রার্থনা করি। পুস্তকখানির ছাপা ও কাগজ উত্তম। এই পুস্তকের হস্তচিত্রসমূহ অতি পরিষ্কার হইয়াছে, দেশী হইলেও ইহা বিলাতি অপেক্ষা কোন অংশ ন্যূন নহে। লেখক যদিও ইহার ২৲ টাকা মূল্য করিয়াছেন, কিন্তু পুস্তকের গুণানুসারে ইহা তত অধিক বলিয়া বোধ হয় না। এই পুস্তক কলিকাতা ১৯ নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।

হিতবাদী, ২১শে বৈশাখ, ১৩০২।

সামুদ্রিক-শিক্ষা।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। গ্রন্থকার বহুকালাবধি সামুদ্রিক-শাস্ত্রের আলোচনা করিয়া যে জ্ঞান উপার্জ্জন করিয়াছেন, তাহাই এই গ্রন্থে বিবৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার বলিতেছেন—"যাহারা প্রত্যক্ষ ফল দর্শনে প্রীত হয়েন, তাঁহাদিগের নিকট যে ইহা আদৃত হইবে, তাহার কিছু আশা আছে। যাঁহারা অদৃষ্টবাদী, তাঁহারা ইহার দ্বারা ভবিষ্যৎ ফল মিলাইয়া সন্তোষ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, এবং ভবিষ্যৎ ঘটনাবলীর জন্য পূর্ব্ব হইতেই প্রস্তুত থাকিতে পারিবেন; আর যাঁহারা পুরুষকারেই বিশ্বাস করেন, তাঁহাদিগের নিকট সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা ক্রীড়াচ্ছলেও ইহার ফলগুলি মিলাইতে যত্নবান্ হইলে, আপনাদিগের পৌরুষ বা পুরুষকারের ফল কিরূপ বুঝিতে পারিবেন।" গণনাবিদ্যায় বিশ্বাস অনেক কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে, অনেকে আবার ইহাকে প্রতারণা ও মূর্খতার সমষ্টি বিবেচনা করেন। দুই শ্রেণীর লোকের নিকটেই এই গ্রন্থের আলোচনা হইতে পারে।

বামাবোধিনী পত্রিকা, জ্যৈষ্ঠ, ১৩০২ সাল, ৩৬৫ সংখ্যা।

সামুদ্রিক-শিক্ষা।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। কররেখা দ্বারা নর নারীর ভাগ্য পরীক্ষা এদেশে বহুকাল হইতে চলিত আছে। * * * রমণ বাবু বহুদিন শিক্ষা ও পরীক্ষা দ্বারা যে অভিজ্ঞতালাভ করিয়াছেন, তাহা সরলভাবে সর্ব্বসাধারণে গোচর করিয়াছেন। বি"য়টি অনুসন্ধানযোগ্য। গ্রন্থকার সুন্দর চিত্রাদি দ্বারা গ্রন্থখানি সুবোধ্য করিয়াছেন।

জন্মভূমি, আশ্বিন, ১৩০২।

সামুদ্রিক-শিক্ষা।— শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত, কলিকাতা ১৯ নং মথুর সেনের গার্ডেন লেন গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য ২৲ টাকা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বহু পরিশ্রম, বহু অনুশীলন ও বহু অর্থব্যয়ে এই জ্যোতিষ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। তিনি দীর্ঘকাল যাবৎ গুরুর নিকট এই শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া ইংরাজী মতে ইহার প্রচার করিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সাফল্য কামনা করি।

বঙ্গ-নিবাসী, ৯ই কার্ত্তিক, ১৩০২।

সামুদ্রিক-শিক্ষা।—অর্থাৎ করতলস্থ রেখা ও চিহ্নাদি দ্বারা নর নারীর ভূৎ ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান শুভাশুভ জানিবার উপায়। শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ৩৲ টাকা। পুরুষের ভাগ্য দেবতারাও জানেন না, এ কথা কে না জানে? কিন্তু জ্যোতিঃশাস্ত্র পুরুষের সেই ভাগ্যলিপি মনুষ্য লিখনবৎ প্রতিপন্ন করিয়াছে। লোক চরিত্র, জীবভাগ্য অতীত অনাগত নৈসর্গিক ব্যাপার, এ সকলই সাধারণ মনুষ্য বুদ্ধির অগম্য; কেবল জ্যোতিঃশাস্ত্রই ঐ সকল বিষয় প্রত্যক্ষ দৃষ্টবৎ প্রতীয়মান করিতেছে, সুতরাং জ্যোতিঃশাস্ত্র সর্ব্বশ্রেষ্ঠ শাস্ত্র এবং জ্যোতির্ব্বিদ্যা সর্ব্বপ্রধান বিদ্যারূপে পূজিত। "সামুদ্রিক" সেই জ্যোতিষশাস্ত্রের একাংশ; রমণ বাবু বহুদিন ধরিয়া এই বিদ্যার আলোচনা করিতেছেন, নিত্য নিত্য বহুব্যক্তির কররেখা বিচার করিতেছেন, ফলাফল মিলাইয়া দেখিতেছেন, সুতরাং সামুদ্রিক-শাস্ত্রে তাঁহার প্রভূত অধিকার। সমালোচ্য গ্রন্থ সেই বহুদর্শনের ফল। পৃথক পৃথক করতলের প্রতিকৃতি দিয়া, এবং যতদূর সম্ভব সহজ ভাষায় রমণ বাবু এই সামুদ্রিক শাস্ত্র বুঝাইয়াছেন, সে জন্য যথেষ্ট শ্রমও করিয়াছেন। **** যাঁহারা লোকের হাত দেখিয়া গ্রন্থ লিখিত ফলাফল মিলাইয়া দেখিবার অবকাশ পাইবেন, তাঁহারা এ গ্রন্থে প্রচুর উপকার পাইবেন। আর এক কথা, সামুদ্রিক-শিক্ষার মূল্য কিছু অধিক হইয়াছে। ছাপা, কাগজ ও শ্রম, এ তিনের তুলনা করিয়া মূল্য অবধারণ করিলে, এদেশে ক্রেতা মিলিবে না, সুতরাং ভবিষ্যতে বরং অপেক্ষাকৃত কম দামের কাগজাদি দিয়া মূল্য হ্রাস করিলে, সামুদ্রিক শিক্ষার্থীর উপকার এবং তৎসহ রমণ বাবুর উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে।

সুলভদৈনিক ২৭শে কার্ত্তিক ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।— এই মহানগরীরস্থ বিখ্যাত সামুদ্রিক-শাস্ত্রজ্ঞ ও "সামুদ্রিক শিক্ষা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত বাবু রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রণীত। মূল্য ১॥০ দেড় টাকা, কাপড়ে বাঁধাই ২৲ টাকা, প্যাকিং ও ডাক খরচ স্বতন্ত্র ৵০ আনা। ছাবা উত্তম, কাগজ উত্তম—সচিত্র।

রমণ বাবু বহুকালাবধি সামুদ্রিক শাস্ত্রের চর্চ্চা করিয়া, কিছু দিবস পূর্ব্বে "সামুদ্রিক শিক্ষা" প্রণয়ন করিয়া এই মৃতপ্রায় জটিল শাস্ত্রের যথেষ্ট উপকার সাধন করিয়াছেন। "সামুদ্রিক শিক্ষায়" করতলের প্রাকৃতিক সংস্থানানুসারে যে সকল ফলাফলের অভাস দিয়াছেন, আলোচ্য গ্রন্থে তাহারই ফলানুসারে বিকাশ করিয়াছেন। পুস্তকখানি পাঠকদিগের অভিষ্টোপযোগী করিবার জন্য ৪৮ খানি হস্ত চিত্র সহ গুরু শিষ্যের প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ফলানুসারে ও বর্ণমালানুক্রমে গঠিত হইয়াছে। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ৪৯১টী প্রশ্ন বর্ণমালানুক্রমে সন্নিবেশিত করিয়া তাহার বিচার করা হইয়াছে। মনুষ্যের ভূত, ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান এবং তাহাদিগের চরিত্রগত কোন পার্থক্য কিম্বা বিদ্যানুশীলন ও অর্থাগম প্রভৃতি যে কোন ঘটনা জানিবার ইচ্ছা হইলে মনে স্বতই যত প্রকার প্রশ্নের উদয় হয়, প্রায় সমস্ত প্রশ্নেরই বিচার ইহাতে আছে। গ্রন্থকার পুস্তকখানির ভাষা সম্ভবমত সরল ও প্রাঞ্জল করিয়াছেন এবং পুস্তকের শেষাংশে "হস্তরেখানুশীলন" সম্বন্ধীয় যে চারি খানি চিত্র দিয়াছেন, তাহা শিক্ষার্থীদিগের বিশেষ উপকারে আসিবে। লেখক পুস্তকের উপসংহারে এই পৃথিবীস্থ মানবমণ্ডলী ভগবানের নিয়মানুসারে ও গ্রহ পরিচালনের বশে যে বিবিধ কর্ম্মসম্পন্ন করিতেছে, তাহা বৈজ্ঞানিক তর্ক ও যুক্তির দ্বারা বিশদরূপে বুঝাইয়াছেন এবং ইহাতে তাঁহার আধ্যাত্মিক ভাবেরও যথেষ্ট পরিচয় দিয়াছেন। ইহাতে জ্ঞাতব্য বিষয় অনেক আছে। অদৃষ্টবাদী ও যাহারা পুরুষকারেই বিশ্বাস করেন, এই দুই শ্রেণীর লোকের নিকটেই ইহার আলোচনা হইতে পারে। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে ইহার সাফল্য কামনা করি।

বঙ্গবাসী, ১লা অগ্রহায়ণ, ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় বিরচিত। কলিকাতা ১৯ নম্বর মথুরসেনের গার্ডেন লেনে প্রাপ্তব্য। মূল্য দেড় টাকা। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় শ্রীগুরুর কৃপাবলে সামুদ্রিক রেখাদিবিচারে এক জন সুপরিচিত লোক। ব্যবসা না হইলেও কেবল মাত্র শাস্ত্র শিক্ষা

এবং আলোচনার নিমিত্ত তিনি বিন্দুমাত্র বিরক্ত না হইয়া নিত্য বহু লোকের করতলস্থ রেখার বিচার করিয়া তাঁহাদের অদৃষ্টের ইঙ্গিত বাক্য প্রকাশ করিয়া দেন। নিত্য নিত্য এরূপ আলোচনায় এ বিষয়ে তাঁহার বিশেষ অভিজ্ঞতা জন্মিয়াছে এ গ্রন্থ সেই অভিজ্ঞতার ফল। গ্রন্থে তিনি ৪৮ খানি করতল-চিত্র দিয়া রেখার লক্ষণ ও ইঙ্গিত মত বর্ণমালা ক্রমে লোকের অদৃষ্টের গতি এবং ভোগের কথা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আমরা সামুদ্রিক শাস্ত্রে অনভিজ্ঞ হইলেও বলিতে পারি, এ শাস্ত্র শিখিবার যাঁহার ইচ্ছা আছে, এ গ্রন্থে তাঁহার বিশেষ সাহায্য এবং উপকার হইবে। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন, রেখার সহিত ফল না মিলিলে শাস্ত্রে অবিশ্বাস করিও না, আমার কাছে আসিও, আমি সন্দেহ ভঞ্জন করিয়া দিব। ইহা তাঁহার সামুদ্রিক শাস্ত্রে ভক্তি এবং অভিজ্ঞতা উভয়েরই পরিচয় দিতেছে।

হিতবাদী ১৪ই অগ্রহায়ণ ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদিবিচার।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। করতলগত রেখাদির সহিত মনোবৃত্তির সম্বন্ধ বিষয়ে আলোচনা করিয়া গ্রন্থকার এই পুস্তক প্রণয়ন করিয়াছেন। করকোষ্ঠি দেখিয়া যাঁহারা ভাগ্যনির্ণয় করিতে চাহেন, এই পুস্তক পাঠে তাঁহারা অনেক শিক্ষা করিতে পারিবেন।

দৈনিক ও সমাচারচন্দ্রিকা ১১ই অগ্রহায়ণ ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—"সামুদ্রিক-শিক্ষা" প্রণেতা শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। "সামুদ্রিক-শিক্ষার" সমালোচনা উপলক্ষেই আমরা করকোষ্ঠ্যাদি ঘটিত তত্ত্বের আলোচনা করিয়াছি। শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় যে সামুদ্রিকশাস্ত্রে অধিকারী, তাহাও সেই সময়ে দেখাইয়াছি। অদ্যকার আলোচ্য "সামুদ্রিক রেখাদি-বিচার" পূর্ব্বসমালোচিত "সামুদ্রিক-শিক্ষার" এক প্রকার পরিশিষ্ট। হস্ত রেখাদির বিচার করিয়া ফলাফল স্থির করাই সামুদ্রিক শাস্ত্রের উদ্দেশ্য। এই জন্যই বলিতেছি, "রেখাদিবিচার" সামুদ্রিক-শিক্ষারই পরিশিষ্ট। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় রেখাদি-

বিচারে ৪০টী করচিত্র সন্নিবেশিত করিয়াছেন। যত রেখার পরিচয় দিয়াছেন। করকোষ্ঠি দেখিয়া ফলবিচার করিবার পথ দেখাইয়া দিয়াছেন। "সামুদ্রিক-শিক্ষার" ন্যায় "রেখাদি-বিচারেও" প্রশ্নোত্তরচ্ছলে সকল কথা কথিত হইয়াছে। শিষ্য প্রশ্ন করিতেছেন, গুরু উত্তর দিতেছেন। এ প্রণালী শিক্ষার পক্ষে উপযোগিনী। যত্ন করিয়া পড়িলে, চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের "সামুদ্রিক শিক্ষা" ও "রেখাদিবিচারে" বুদ্ধিমান পাঠক সামুদ্রিক শাস্ত্রের রহস্য হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিবেন। চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পথ সহজ করিয়া দিয়াছেন। আলোচনায় তাঁহার বিলক্ষণ নৈপুণ্য আছে এবং ভাষায়ও বেশ অধিকার আছে। আর সামুদ্রিক শাস্ত্রে বেশ অধিকার না থাকিলে ত তিনি কখনই পথ এত সহজ করিয়া দিতে পারিতেন না। অতএব "সামুদ্রিক শিক্ষার" ন্যায় "রেখাদি বিচারের" ও যে, সর্ব্বত্রই সমাদর হইবে, তাহাতে আর সন্দেহ নাই।

জন্মভূমি ফাল্গুন ১৩০২।

"সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় সঙ্কলিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা, কলিকাতা নিমতলা, ১৯ নং মথুর সেনের গার্ডেন লেনে গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। জ্যোতিষ বিদ্যায় চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের যশ আছে। যাঁহারা মোটা মুটি রকমের জ্যোতিষ শিখিতে উৎসুক, এই গ্রন্থ তাঁহাদের উপকারে আসিবে। ইহাতে গ্রন্থকারের যথেষ্ট যত্ন ও অধ্যবসায় প্রকাশ পাইয়াছে।

বঙ্গ নিবাসী ২৬শে ফাল্গুন ১৩০২।

সামুদ্রিক রেখাদি বিচার।—শ্রীরমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য দেড় টাকা। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে ইংরাজি শিক্ষিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে সাধারণতঃ কেহই হাত দেখাইতে রাজি ছিলেন না; করকোষ্ঠীতে সম্পূর্ণ অবজ্ঞা প্রদর্শন করিতেন। রমণ বাবুর আলোচনার ফলেই লোকের মতি গতি কিছু ফিরিয়াছে। ওটা যে কিছুই নহে, আজ কাল অনেকেই একথা বলিতে সঙ্কুচিত হইবেন। নিতান্ত অপরিচিত, দেশী বিদেশী নানাজাতি

তাঁহার করকোষ্ঠী জ্ঞানের পরিচয় পাইতেছেন; এবং কতকগুলি রেখা ও বিন্দু যে, মানবজীবনের অতীত অনাগত বিশিষ্ট ঘটনার অভ্রান্ত সংক্ষিপ্ত বিবরণী, তাহার সুস্পষ্ট আভাস পাইয়া আশ্চর্য্য হইয়াছেন। রমণ বাবুর পূর্ব্ব প্রকাশিত "সামুদ্রিক শিক্ষা" এবং এই পুস্তকখানি সেই অদৃষ্ট পাঠের বর্ণমালা। আমরা আগ্রহের সহিত এই মূল সূত্র অবলম্বনে কয়েকটি লোকের কররেখা পাঠ করি। অনেকগুলি ভূত-ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান ঘটনা আশ্চর্য্য রূপে মিলিয়াছে। সুতরাং আশা করি অপরেও মিলাইতে পারিবেন।

বঙ্গবাসী ২১শে বৈশাখ ১৩০৩।

Samudrika Siksha, or Lessons on Palmistry. শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। ইহা গ্রন্থকার প্রণীত বাঙ্গালা সামুদ্রিক শিক্ষার ইংরেজী অনুবাদ; কিন্তু ইহাতে রেখাসংস্থানাদির ফল বিচার বেশ সুবিন্যস্ত হইয়াছে। গ্রন্থকার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এই সামুদ্রিক শাস্ত্রসম্বন্ধে যেরূপ উন্নত, তাহা আমরা বিশিষ্টরূপ অবগত আছি; আবার তাঁহার গ্রন্থে অনুশীলনলব্ধ অভিজ্ঞতার পরিচয় বিশিষ্টরূপ প্রকাশ পাইতেছে। ইহার সাহায্যে ইংরেজী অভিজ্ঞ ব্যক্তিদিগের অদৃষ্টজ্ঞান জন্মিবে নিশ্চিতই।

দৈনিক সমাচারচন্দ্রিকা ১লা জ্যৈষ্ঠ ১৩০৩।

সামুদ্রিক শিক্ষা।—ইংরেজী ভাষায়। শ্রীযুক্ত রমণকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায় নিজের সুন্দর "সামুদ্রিক শিক্ষার" নিজেই ইংরেজি ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন। যাঁহাদের বাঙ্গালায় অনুরাগ বা অধিকার নাই, চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাদিগকেও সামুদ্রিক শাস্ত্রে অনুরাগী করিতে চাহেন। উদ্দেশ্য যে, বিফল হইবে না, তাহা স্থির। মূল্য কাগজে বাঁধা ১৷৷০ ও কাপড়ে বাঁধা ২৲ টাকা।
